বুদ্ধপথ

(প্রব্রজ্যা খণ্ড)

সুভূতিরঞ্জন বড়ুয়া

জিজ্ঞাসা ॥ কলিকাতা

আমার চিত্ত-উদ্যানের প্রথম কুসুম **বুদ্ধপথ**,

পরম শ্রদ্ধাস্পদ, কল্যাণমিত্র-প্রবর স্বর্গত ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের

স্মৃতির উদ্দেশ্যে 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' অর্পিত হল।

হে মহাজীবন, হে মহামরণ,
লইনু শরণ, লইনু শরণ ॥
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা,
পরাও পরাও জ্যোতির টিকা—
করো হে আমার লজ্জা হরণ ॥
পরশ রতন তোমারি চরণ—
লইনু শরণ, লইনু শরণ।
যা-কিছু মলিন, যা-কিছু কালো,
যা-কিছু বিরূপ হোক তা ভালো—
ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ ॥

রবীন্দ্রনাথ

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক (রামতনু অধ্যাপক) ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের প্রেরণায় আমি 'বুদ্ধপথ' রচনায় ব্রতী হই এবং তাঁরই বারংবার উৎসাহের ফলে ইহা প্রকাশিত হল।

গত ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমায় ডঃ দাশগুপ্ত আগরতলা বেণুবণ-বিহারে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য আহূত হয়েছিলেন। সেই সময়ে আমি প্রথম তাঁর সান্নিধ্যে এসে তাঁর সাথে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ লাভ করি। তারপর একাধিক বার আমি ডঃ দাশগুপ্তের সাথে মিলিত হয়েছি। প্রতি বারই তিনি আমাকে বলেছেন, 'ভগবান বুদ্ধের বাণী ভারতসভ্যতার এক মহান দিক। অথচ বাংলার সাধারণ মানুষের সাথে এর পরিচয় অতি অল্প। এজন্য বাংলা ভাষায় 'বুদ্ধবাণী'র ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলা ভাষায় বুদ্ধের বাণী ও বৌদ্ধশাস্ত্র প্রসার লাভ করলে বাংলা ভাষায় দর্শনশাস্ত্র বিকাশেরও সহায়তা হবে। আপনি এই কাজে ব্রতী হ'ন, আমার সহানুভূতি ও সমর্থন সর্বদা পাবেন।' ডঃ দাশগুপ্তের এই উপদেশই আমাকে 'বুদ্ধপথ' রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

১৯৬৩ সালের প্রথম দিকে 'বুদ্ধপথ'-এর পাণ্ডুলিপি রচনা শেষ হয়। ডঃ দাশগুপ্ত ইহা আদ্যোপান্ত পাঠ করেন এবং সম্ভবত ইহা তাঁর ভাল লাগে। এজন্যই হয়তো তিনি আমাকে এর পর 'বুদ্ধবাণী' নিয়ে আরো লিখে যেতে বলেন। যা' হোক, 'বুদ্ধপথ'-এর পাণ্ডুলিপি পড়ে বা আমাকে মৌখিক উৎসাহ মাত্র দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, অনতিকাল মধ্যে পুস্তক-প্রকাশক 'জিজ্ঞাসা'র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত শ্রীশকুমার কুণ্ড মহাশয়কে অনুরোধ করে 'বুদ্ধপথ' প্রকাশের ব্যবস্থাও করে দিলেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বইখানির ভূমিকা তিনিই লিখবেন বলে শ্রীশবাবুকে জানিয়ে রাখলেন।

১৯৬৪ সালের মে মাসের প্রথম দিকে 'বুদ্ধপথ' ছাপা শেষ হল। তখন ডঃ দাশগুপ্ত কঠিন রোগাক্রান্ত। আমি একদিন তাঁকে দেখতে গেলে; তিনি নিজ থেকেই রোগখিন্ন কণ্ঠে 'বুদ্ধপথ' ছাপার কাজ কতদূর এগিয়েছে জিজ্ঞাসা করলেন এবং আমাকে যেন আশ্বাস দিয়েই বললেন, একটু সুস্থ

হয়ে শীঘ্রই বইটির ভূমিকা লিখে দেবেন। কিন্তু সেদিন তাঁর রোগবিধ্বস্ত আকৃতি লক্ষ্য করে আমার ভারাক্রান্ত মনে শঙ্কা জেগেছিল, ডঃ দাশগুপ্তের এই আশ্বাস তাঁর সত্যাশ্রয়ী অন্তরের বাসনা হলেও কার্যত তা সম্ভব হবে কি? আমার আশঙ্কা মিথ্যা হয় নি। জরা-ব্যাধি-মরণশীল মনুষ্যমাত্রেরই মত আমার পরমকল্যাণমিত্র ডঃ দাশগুপ্ত দুঃখ যন্ত্রণাদায়ক রোগ ভোগের পর বিগত ২১শে জুলাই মরণের অধীন হয়েছেন। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, নির্মল চরিত্র ও দৃঢ় কর্মনিষ্ঠার প্রত্যক্ষ আদর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে আজ আমরা বিষণ্ণ। তা' সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর মধুর সান্নিধ্য যতটুকু আমি পেয়েছি, সেই স্মৃতি এবং তাঁর প্রদত্ত অনুপ্রেরণা আমাকে আরব্ধ কর্মে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

'বুদ্ধপথ' ভগবান বুদ্ধের বাণী-সংকলন। তথাগতের অমিয় বাণীসমূহ ত্রিপিটকে সন্নিবেশিত আছে। সূত্রপিটক, বিনয়পিটক এবং অভিধর্ম-পিটক—এই তিন নিয়েই ত্রিপিটক। সূত্রপিটক ভগবান বুদ্ধের উপদেশ-মালায় পরিপূর্ণ। বিনয়পিটকে ভিক্ষুসঙ্ঘের নীতি-নিয়ম লিপিবদ্ধ। অভিধর্মপিটক লৌকিক ও লোকোত্তর বিষয়ের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। 'বুদ্ধপথ'-এর সবকিছুই পালিভাষার ত্রিপিটক থেকে চয়িত হয়েছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য, বাংলা ভাষায় জনসাধারণের কাছে অমিয় বুদ্ধবাণী অবিকৃত রেখে উপস্থিত করা। আমার মত ক্ষুদ্রজন এই দুষ্কর কাজে ব্রতী হয়েছে এই বিশ্বাস নিয়ে যে, একবিন্দু সমুদ্রজলে যেমন উহার বিশাল জলরাশির লবণাক্ত স্বাদ মেলে, তেমনি তথাগত-বাণীর স্বাদ যে 'বিমুক্তিস্বাদ' উহা শ্রদ্ধাশীল পাঠকেরা 'বুদ্ধপথ'-এ চয়িত তথাগত-বাণীর সামান্যতম অংশ থেকেই আস্বাদনে সক্ষম হবেন।

'বিমুক্তিস্বাদে'র প্রশ্নে বর্তমান কালে বুদ্ধবাণীর অনুপযোগিতা ও এই যুগের সাথে উহার সামঞ্জস্যহীনতার কথা অনেক বুদ্ধি-প্রধান (intellectuals) ব্যক্তির মনে উদয় হতে পারে। এই দৃষ্টি বিচারসহ নহে। প্রথমত, 'বিমুক্তিস্বাদ' একটি মানসিক অবস্থা; ইহা স্বীয় আচরণ অনুশীলন দ্বারা অর্জন করতে হয়, প্রত্যক্ষ করতে হয়। 'বিমুক্তিস্বাদ' হল—প্রত্যক্ষীভূত, সর্বদুঃখ অপগত, উপশম অনুভূতি; তাহা পরম শান্তিময় নির্বাণ। দ্বিতীয়ত, বুদ্ধবাণীতে রয়েছে বর্তমান কালের ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনৈতিক,

সমাজব্রতী—সকলেরই গ্রহণযোগ্য উপাদান-প্রাচুর্য। সর্বোপরি লোক-নীতির ক্ষেত্রে বুদ্ধবাণীতে রয়েছে এক অমূল্য সম্পদ—চিত্তশান্তি তথা বিশ্বশান্তি, যার জন্ম মানুষ অনাদি কাল থেকে ব্যাকুল হয়ে পথ খুঁজছে, তারই ধ্রুবপথ-নির্দেশ।

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, 'তোমরা এস, তোমরা দেখ, আমি কি বলছি, আমি কি করছি; তার অনুসরণ কর, অমৃতের স্বাদ পাবে।' সর্ব-মানবের প্রতি তথাগতের এই আহ্বান, নিছক অ-বিমুক্ত মানুষের প্রতি বিমুক্ত মানুষের ডাক, সাধারণ মানুষের প্রতি কোন দেবতা বা সর্বময় কোন সর্বশক্তি-মানের অথবা কোন প্রেরিত পুরুষের ডাক নয়; 'আমি তোমাদের মুক্তি এনে দেব, তোমাদের সকল দুঃখ হরণ করব' এরূপ কোন প্রলোভনের ডাকও ইহা নয়। ভগবান বুদ্ধের আহ্বান, এক কর্মময় পুরুষের মানবের প্রতি কর্মের, কর্মের মাধ্যমে চিত্তসমাহিতির, সমাহিত চিত্তের মাধ্যমে জ্ঞান-সন্ধানের, জ্ঞানের পরিপক্কতায় বিমুক্তি-সাক্ষাতেরই উদাত্ত ও নিশ্চিত আহ্বান।

বিজ্ঞানী পূজা-প্রার্থনার ফল-বিশ্বাসী বা কারো কৃপা-নির্ভর হয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন না। তিনি স্বীয় কর্ম-জ্ঞান-নির্ভর গবেষণা দ্বারাই সাফল্য লাভ করে নূতন নূতন বিদ্যা আবিষ্কার করেন। একমাত্র নিজ জ্ঞানানুশীলন ও কর্মে শৈথিল্য বশতঃ তাঁর অসাফল্য ঘটতে পারে, অন্য কোন কারণে নয়। 'তেমনি' ভগবান বুদ্ধ বলেন, 'ব্যক্তির নির্বাণ, বা দুঃখ-বিমুক্তি তাঁরই শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার ফল। ব্যক্তি যদি শীলবান, সমাধি-পরায়ণ ও প্রজ্ঞাবান হন তাহলে দুঃখবিমুক্তি থেকে তাঁকে কেহই বিচ্যুত করতে পারবে না। আবার কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সে-পথে তাকে কেহই এগিয়ে দিতে পারবে না। কর্মরূপ পুরুষকারই ব্যক্তির শক্তি।' ভগবান বুদ্ধ আরো বলেছেন, 'নির্বাণ সাক্ষাৎ দিব্যত্ব লাভ নয়, ব্রহ্মত্ব লাভ নয়, পরমপুরুষের সান্নিধ্য বা একাত্মতা লাভও নয়। এই সকল কোন সম্প্রাপ্তিই (attainment) নয়। এ-সম্প্রাপ্তি'র মূলে রয়েছে তৃষ্ণা, আবর্তন-বিবর্তন, পরনির্ভরতা। নির্বাণ সে-সব কিছুই নয়। নির্বাণ কালস্রোতহীন পরম শান্তিময় সম্বোধি অবস্থা (enlightenment)—সর্ব দুঃখ-গত-উপশম অবস্থা।'

'বুদ্ধপথ'-এ তথাগতের প্রকৃত বাণীর সামান্যতম অংশই তুলে ধরেছি। আমি আমার জ্ঞান ও সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন। তাই, এতে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সম্ভব। এজন্য আমি সহৃদয় পাঠকদের নিকট থেকে 'বুদ্ধপথ'-এর ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের নির্দেশনা প্রার্থী। বৌদ্ধশাস্ত্রের অমৃত-সমুদ্র মন্থন করা সহজসাধ্য নয় জেনেও 'বুদ্ধপথ' থেকে যদি কেহ সামান্য-মাত্রও রত্নকণা আহরণ করতে পারেন, তবেই আমার প্রচেষ্টা সার্থক মনে করব।

পরিশেষে, আমার পরমহিতৈষী ত্রিপিটকাচার্য শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির, ত্রিপিটক-বাগীশ্বর শ্রীমৎ আনন্দমিত্র মহাস্থবিরকে তাঁদের অনুপ্রেরণা ও এই গ্রন্থ প্রণয়নের কালে মূল্যবান উপদেশ দানের জন্য শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। নানাপ্রকার সহায়তা দানের জন্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞাজ্যোতি ভিক্ষু ও শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ ভিক্ষুর নিকট আমি কৃতজ্ঞ। আমার হিতকামী ডঃ অরবিন্দ বড়ুয়া, শ্রীবাগীশবন্ধু মুৎসুদ্দি, শ্রীবীরেন্দ্র কুমার নিয়োগী, শ্রীশচীন বড়ুয়া ও অন্যান্য সুহৃদবর্গ, যাঁরা আমাকে 'বুদ্ধপথ' রচনায় নিয়ত উৎসাহিত করেছিলেন, তাঁদের প্রতিও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ডিসেম্বর ১৯৬৪

১২ ইডেন হস্‌পিটাল রোড — সুভূতিরঞ্জন বড়ুয়া

কলিকাতা-১২

কম্মস্স কারকো নত্থি বিপাকস্সচ বেদকো,

সুদ্ধধম্মং পবত্ততি এবমেথ সম্মাদস্সনং।

—বিসুদ্ধিমগ্গ

কর্মের কোন কর্তা নাই, ফলভোক্তাও কেহ নাই, কেবলমাত্র নামরূপ (শুদ্ধধর্ম) প্রবর্তন করে, ইহাই সম্যক্‌দর্শন।

সিদ্ধার্থের বোধিলাভ

সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব বা বোধি লাভ করে উরুবেলায় বোধিবৃক্ষতলে সপ্তাহকাল ধ্যানাসনে বিমুক্তি-সুখ উপভোগ করেন। তারপরও তিনি উরুবেলার[1] আশেপাশে অজপাল, মুচলিন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন বৃক্ষতলে আরো ছয় সপ্তাহ-কাল অতিবাহিত করেন। উরুবেলায় অবস্থান-কালে ভগবান বুদ্ধ সহম্পতি[2] ব্রহ্মার আমন্ত্রণক্রমে নবাবিষ্কৃত ধর্ম প্রচারে সম্মত হন। উরুবেলা থেকেই তিনি ধর্ম-প্রচার যাত্রা আরম্ভ করেন। ভগবান প্রথমতঃ তাপস আলাড়-কালাম[3] ও তৎপর সাধক রুদ্রককে[4] ধর্মোপদেশ প্রদান করবেন স্থির করলেন। কিন্তু তিনি যখন জানতে পারলেন তাঁরা আর ইহজগতে নেই তখন তিনি মত পরিবর্তন করে তাঁর পূর্ব পঞ্চশিষ্যকে[5] দীক্ষা দেবার জন্য খোঁজ করলেন। পঞ্চশিষ্য তখন বারাণসীর মৃগদাবে[6] তপশ্চর্যায় রত। তিনি তখন তাঁর নবধর্ম তাঁদের নিকট প্রকাশ করবার জন্য বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করলেন।

প্রথম ধর্মপ্রচার

ভগবান পথ পর্যটন করে ক্রমে উরুবেলা থেকে বারাণসীর মৃগদাব নামক স্থানে এসে পৌঁছলেন। এ স্থানের প্রকৃত নাম ঋষিপত্তন মৃগদাব। বোধহয়

১ বর্তমান বুদ্ধগয়া।

২ সহম্পতি নামক ব্রহ্মা ব্রহ্মলোক থেকে এসে ভগবান বুদ্ধের নিকট আবির্ভূত হন।

৩ শাক্যপুত্র সিদ্ধার্থ সন্ন্যাস গ্রহণের পর ঋষি আলাড়কালামের নিকট গমন করেন এবং তৃতীয় অরূপধ্যান শিক্ষা করেন।

৪ আলাড়কালামের নিকট ধ্যান শিক্ষার পর সিদ্ধার্থ সাধক রুদ্রকের নিকট গমন করেন এবং চতুর্থ অরূপধ্যান শিক্ষা করেন।

৫ সিদ্ধার্থ যখন উরুবেলায় তপশ্চর্যায় রত ছিলেন তখন তাঁর পাঁচজন শিষ্য ছিলেন। তাঁরা হলেন কৌণ্ডিণ্য, অশ্বজিৎ, মহানাম, বাপ্প, ভদ্রিয়। সিদ্ধার্থ সুজাতার প্রদত্ত পায়স গ্রহণ করলে এই পঞ্চশিষ্য তাঁকে ভণ্ড মনে করে ত্যাগ করে চলে যান।

৬ বর্তমান সারনাথ।

ঋষিগণ এখানে বাস করতেন বা এ জায়গায় পত্তন করেন, এ স্থান মৃগদেরও আবাসস্থান ছিল, তাই এ স্থানের নাম হয়েছে ঋষিপত্তন মৃগদাব। ভগবান এখানে এসেই পথপর্যটন শেষ করেন।

ভগবানকে আসতে দেখে পঞ্চশিষ্য পরস্পর আলোচনা করে স্থির করলেন—ঐ যে অমিতাহারী ভ্রষ্ট গৌতম আসছেন; তাঁকে আমরা অভিবাদন করব না, এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করব না, কোন সম্বর্ধনা করব না, কোন আসনও দেব না। তিনি ইচ্ছা করেন ত অবস্থান করুন নয় ত ফিরে যান।

ভগবান বুদ্ধ তাঁদের নিকট এলে কেউ তাঁদের সঙ্কল্পে স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁদের মধ্যে কেহ এগিয়ে এসে তাঁর পাত্রচীবর গ্রহণ করলেন, কেহ আসন প্রস্তুত করলেন, কেহ বা পা-ধোওয়ার জল আনলেন। তাঁরা তাঁকে বন্ধু বলেও সম্বোধন করলেন। ভগবান পা ধুয়ে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ! তথাগতকে[১] বন্ধু বলে সম্বোধন ক'রো না। তিনি অর্হৎ[২], সম্যক্‌সম্বুদ্ধ[৩]। আমি অমৃত লাভ করেছি, বোধিজ্ঞান লাভ করেছি, তোমাদের নিকট আমি সে জ্ঞান প্রকাশ করব। আমার উপদেশ তোমরা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর, তা তোমাদের ব্রহ্মচর্য পরিসমাপ্তির সহায়ক হবে। এ জীবনে তোমাদের ধর্মচক্ষুর[৪] উন্মীলন হবে, নবজ্ঞান লাভ হবে।

পঞ্চশিষ্য বললেন—সে কি গৌতম! আপনি যে কঠোর তপশ্চর্যা ত্যাগ করে, শেষ পর্যন্ত আহার-বিহারে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। কঠোর তপশ্চর্যায়, কৃচ্ছ্রসাধনায় আপনার যে কিছু লাভ হয়নি তা আমরা দেখেছি। শেষ পর্যন্ত কি বাহুল্য-জীবনে তা লাভ হল? এখন বলছেন, আপনার

১ তথাগত=পূর্ববুদ্ধগণের ন্যায় ক. আগত খ. সম্যকরূপে বিগত গ. ধর্মে অভিসম্বুদ্ধ ঘ. সকল ধর্মে দৃষ্টিলাভ করেছেন ঙ. ধর্ম প্রতিপালিত হয়েছে চ. ধর্মব্যাখ্যা করেছেন ছ. সকলপ্রকার বন্ধন অতিক্রম করেছেন।

২ যাঁর লোভ, দ্বেষ, মোহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে।

৩ সম্যক্‌রূপে প্রবুদ্ধ—নির্বাণজ্ঞান-লাভী।

৪ যে জ্ঞান অর্হত্বের দিকে পরিচালিত করে।

বোধিজ্ঞান লাভ হয়েছে, অমৃত লাভ হয়েছে এবং তা আমাদের নিকট প্রকাশ করবেন। আপনার পূর্বাপর আচরণ স্মরণ করে আপনার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে মন সায় দেয় না।

ভগবান[১] বললেন—হে ভিক্ষুগণ! তথাগত সাধনভ্রষ্ট নন। তিনি বাহুল্য সম্ভোগ করেন না। তিনি অর্হৎ, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ। তাঁর বাক্যে তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর। অমৃতপ্রাপ্ত, আর্যজ্ঞানলব্ধ[২] ভগবান, সম্বোধি-পরায়ণ। তাঁর উপদেশ শ্রবণ করলে তোমরা ধর্মচক্ষু লাভ করবে, নবজ্ঞান লাভ করবে।

ভগবানের সঙ্গে পঞ্চশিষ্যের দুবার, তিনবার এরূপ কথোপকথন হল। পরিশেষে ভগবান বললেন—হে ভিক্ষুগণ! আমার সম্বন্ধে তোমাদের নিকট কি পূর্বে এরূপ কথা বলেছি?

না, সেরূপ বলেন নাই।

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা অবহিত হও, অমৃত অধিগত কর, আমার অনুশাসন শ্রবণ কর, আমি ধর্মচক্র প্রবর্তন করব। এর পর পঞ্চশিষ্য ভগবানের অনুশাসন শ্রবণে প্রয়াসী হলেন।

ধর্মচক্র প্রবর্তন

হে ভিক্ষুগণ! প্রব্রজিতগণের[৩] দু'টি অন্তরায়কর পথ পরিহার করা উচিত। প্রথমটি, হীন, অনার্যোচিত, অর্থহীন পঞ্চকামসুখ সেবন;

১ ভগ্‌গরাগো ভগ্‌গদোসো ভগ্‌গমোহো অনাসব,
ভগ্‌গস্‌স পাপকাধম্মা ভগবা তেন বুচ্চতি। —বিসুদ্ধিমার্গ।

যাঁর রাগ, দ্বেষ, মোহ ভগ্ন (তিরোহিত) হয়েছে, যিনি বিগততৃষ্ণ, যাঁর সকল পাপধর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে তিনিই ভগবান। বুদ্ধকে এ অর্থে ভগবান বলা হয়।

২ আর্যজ্ঞান—দুঃখবিমুক্তিজ্ঞান। স্রোতাপন্ন (যাঁরা মনুষ্য ও দেব-লোকে মাত্র ৭ বার জন্মগ্রহণ করবেন), সকৃদগামী (যাঁরা মনুষ্যলোকে মাত্র ১ বার জন্মগ্রহণ করবেন), অনাগামী (যাঁরা শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক থেকে নির্বাণ প্রাপ্ত হবেন), অর্হৎ (দুঃখক্ষয়প্রাপ্ত পুরুষ)-কে আর্য বলা হয়। প্রথম তিন শ্রেণীর পুরুষ নির্বাণপথযাত্রী। তাঁদের এ যাত্রায় কোন পতন নাই। চতুর্থ শ্রেণীর পুরুষ দুঃখবিমুক্ত। এই চার শ্রেণীর পুরুষের জ্ঞান আর্যজ্ঞান।

৩ প্রব্রজিত—সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তি।

দ্বিতীয়টি, নিষ্ফল আত্মনির্যাতন, ভ্রান্ত কৃচ্ছ্রসাধন। তথাগত এই দুই অন্তরায়কর পথ ত্যাগ ক'রে, মধ্যপথ অনুসরণ ক'রে, অভিসম্বোধি লাভ করেছেন—ইহাতে তিনি নবচক্ষু লাভ করেছেন, তাঁর নবজ্ঞানের উন্মেষ হয়েছে। সে জ্ঞান বিদ্যা (পরম লোকোত্তর জ্ঞান) উৎপন্ন করে তাঁকে নির্বাণ-সাক্ষাৎ করিয়েছে। সেই সম্বোধিপরায়ণ পথ কি? সেই পথ দুই অন্ত -বর্জিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ানুরক্তি এবং আত্মকৃচ্ছ্রতা -বর্জিত। ইহা অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত মধ্যপথ। এই অষ্টাঙ্গ হল—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ ব্যায়াম (প্রচেষ্টা), সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি। এই মধ্যপথ অনুসরণে সম্বোধি লাভ হয়, নির্বাণ লাভ হয়।

হে ভিক্ষুগণ! দুঃখজ্ঞান উদয় হ'লে দুঃখনিরোধের ইচ্ছা জাগে। তাই দুঃখ কি, দুঃখের উৎপত্তি কি করে হয়, দুঃখ কি করে নিরোধ করা যায়, দুঃখনিরোধের পথ কি তা জানতে হয়।

দুঃখসত্য: জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, অপ্রিয়সংযোগ, প্রিয়বিয়োগ, ঈপ্সিত আকাঙ্ক্ষার অপূরণ—এই সকলই দুঃখ। সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ, যথা, রূপ[১], বেদনা[২], সংজ্ঞা[৩], সংস্কার[৪], বিজ্ঞানই[৫] দুঃখময়। এ পঞ্চস্কন্ধের[৬] সমষ্টিই মানুষ। ইহাই দুঃখসত্য। দুঃখসত্যে পরম জ্ঞান লাভই দুঃখ-আর্যসত্যে জ্ঞানলাভ।

দুঃখসমুদয় সত্য: হে ভিক্ষুগণ! তৃষ্ণা পুনঃ পুনঃ জন্মের কারণ। তৃষ্ণা নানা উপায়ে বস্তুর প্রতি আসক্তি আনে। যেখানে তৃষ্ণা সেখানে জন্ম

১ রূপ=অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ দেহস্থ ও বাহ্যিক পদার্থ।

২ বেদনা=সুখ, দুঃখ, নদুঃখনসুখ বেদনা (অনুভূতি)।

৩ সংজ্ঞা=চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক (দেহ), মনের সহিত তৎতৎ বিষয়বস্তুর উপস্থিতিতে যে প্রাথমিক জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা সংজ্ঞা।

৪ সংস্কার=ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তুর প্রাথমিক জ্ঞান বিষয়ে যে চার প্রকার বেদনা উৎপন্ন হয় তাহা সংস্কার। ইহা চার প্রকার—কাম, রূপ, অরূপ, লোকোত্তর সংস্কার (অর্থাৎ এই চার স্তর প্রাপ্তির বাসনা)।

৫ বিজ্ঞান=ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা বিজ্ঞান বা বিশেষজ্ঞান। তাহাও কাম, রূপ, অরূপ ভেদে চার প্রকার।

৬ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞানকে পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়।

অর্থাৎ তৃষ্ণা ও জন্ম সহজাত। আবার এই তৃষ্ণাই নূতন নূতন দুঃখের উৎপত্তির কারণ বা দুঃখের জন্মদায়িনী। তৃষ্ণা তিন প্রকার—কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু ভোগের ইচ্ছা কামতৃষ্ণা; পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণের বাসনা (কামলোকে[১], এবং ব্রহ্মলোকে[২]) ভবতৃষ্ণা; মৃত্যুর পর আর কোন জন্ম না হোক (হয় না) এরূপ আকাঙ্ক্ষা বিভবতৃষ্ণা। ইহাই দুঃখ-সমুদয় সত্য। দুঃখসমুদয় সত্যে পরম জ্ঞান লাভই দুঃখসমুদয় আর্যসত্যে জ্ঞানলাভ।

দুঃখনিরোধ সত্য: হে ভিক্ষুগণ! যে কোন তৃষ্ণার প্রতি বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জন, মুক্তিই দুঃখমুক্তি। ইহাই দুঃখনিরোধসত্য-জ্ঞান। দুঃখনিরোধ সত্যে পরম জ্ঞান লাভই দুঃখনিরোধ আর্যসত্যে জ্ঞানলাভ।

দুঃখনিরোধ মার্গ সত্য: হে ভিক্ষুগণ! অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত মার্গই দুঃখ-নিরোধের পথ, ইহা কামভোগসংযুক্ত এবং চরম কৃচ্ছ্রতাসাধন-মার্গের চরম সীমার মাঝামাঝি মধ্যপথ। ভোগবিলাসের মধ্যে বা অত্যন্ত কৃচ্ছ্রতার পথে সম্যক্‌জ্ঞান লাভ হয় না। এই দুই অন্তবর্জিত মধ্যপথ বা অষ্টমার্গাঙ্গ কি? তাহা সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গে বিচরণ করলে দুঃখের অবসান হয়, তৃষ্ণার ক্ষয় হয়,

১ কামলোক—ক. মনুষ্যলোক খ. ছয় দেবলোক, যথা চাতুর্মহারাজিক, ত্রয়ত্রিংশ, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি, পরনির্মিত বশবর্তী।

২ ব্রহ্মলোক—১১ রূপব্রহ্মলোক, ৫ শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক ও ৪ অরূপ ব্রহ্মলোক।

ক. রূপব্রহ্মলোক:

প্রথম ধ্যানভূমি—ব্রহ্মপারিষদ, ব্রহ্মপুরোহিত, মহাব্রহ্মা।

দ্বিতীয় ধ্যানভূমি—পরিত্তাভ, অপ্রমাণাভ, আভস্বর।

তৃতীয় ধ্যানভূমি—পরিত্তশুভ, অপ্রমাণশুভ, শুভাকীর্ণ।

চতুর্থ ধ্যানভূমি—বৃহৎফল, অসংজ্ঞসত্ত্ব।

খ. শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক: (চতুর্থ-ধ্যান-সম্পন্ন অনাগামীদের উৎপত্তিস্থান) অকনিষ্ঠ, সুদর্শী সুদর্শন, অতপ্ত, আবৃহাঃ। ইহাও রূপব্রহ্মলোকের অন্তর্গত।

গ. অরূপব্রহ্মলোক: আকাশানন্তায়তন, বিজ্ঞানানন্তায়তন, আকিঞ্চনায়তন, নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন।

বিমুক্তিজ্ঞান লাভ হয়, নির্বাণ-সাক্ষাৎকার হয়। অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখনিরোধ-গামী প্রতিপদ, ইহাই দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদ আর্যসত্য। দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদে পরমজ্ঞান লাভই দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদ আর্যসত্যে জ্ঞানলাভ।

হে ভিক্ষুগণ! দুঃখ আর্যসত্যে, দুঃখসমুদয় আর্যসত্যে, দুঃখনিরোধ আর্যসত্যে দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদ আর্যসত্যে, অর্থাৎ এই অশ্রুতপূর্ব চতুরার্যসত্যে আমার সম্যক্ দৃষ্টি লাভ হয়েছে। প্রজ্ঞা, বিদ্যা, আলোক উৎপন্ন হয়েছে। সংসারে দুঃখ কি আমি জেনেছি, এই দুঃখ-সমুদয়ের কারণ আমি উৎপাটিত করেছি, দুঃখনিরোধ আর্যসত্য সাক্ষাৎ করেছি, দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদ অনুশীলন করেছি।

হে ভিক্ষুগণ! এই চতুরার্যসত্যে যদবধি ত্রিপর্যায়বিশিষ্ট[1] দ্বাদশাকার[2] জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধ হয় নাই তদবধি আমি দেব, মার, ব্রহ্ম, মনুষ্য, কারও নিকট অনুত্তর সম্যক্‌সম্বোধি লাভ বিষয় প্রকাশ করি নাই। ত্রিপর্যায়বিশিষ্ট দ্বাদশাকার জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়েছে বলে অনুত্তর সম্যক্‌সম্বোধি লাভ বিষয় প্রকাশ করছি। আমার বিমুক্তি যথার্থ অচলা, এই আমার শেষ জন্ম, পুনর্জন্ম আমার নিরোধ হয়েছে।

ভগবান ধর্মচক্র প্রবর্তন শেষ করলে পঞ্চশিষ্য প্রসন্ন হলেন। আয়ুষ্মান্ কৌণ্ডিণ্য সর্বপ্রথম ভগবান-দেশিত ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করলেন। তাঁর বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হল। তিনি উপলব্ধি করলেন—উৎপত্তিশীল সকল বস্তুর অন্তর্নিহিত ধর্মই নিরোধপরায়ণতা। ভগবানের উপদেশ পঞ্চশিষ্য শ্রদ্ধাভরে অনুমোদন করলেন।

কৌণ্ডিণ্যের বিমুক্ত চিত্তপ্রবাহ জ্ঞাত হয়ে ভগবান উদাত্তকণ্ঠে বললেন—কৌণ্ডিণ্যের সত্যজ্ঞান লাভ হয়েছে। হে কৌণ্ডিণ্য! আজ হতে তোমার নাম হবে জ্ঞাতকৌণ্ডিণ্য।

১ সত্যজ্ঞান, কৃত্যজ্ঞান, কৃতজ্ঞান।

২ দুঃখসত্যজ্ঞান, দুঃখসত্যেকৃত্যজ্ঞান, দুঃখসত্যেকৃতজ্ঞান। অনুরূপ সমুদয়সত্যে, নিরোধ-সত্যে, মার্গসত্যে জ্ঞানলাভ। ৩ জ্ঞান × ৪ আর্যসত্য = ১২ আকার জ্ঞানদর্শন।

পঞ্চশিষ্যের প্রব্রজ্যালাভ

আয়ুষ্মান্ কৌণ্ডিণ্য ভগবান কর্তৃক আবিষ্কৃত ধর্মের প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করেছেন। তিনি সংশয়মুক্ত[১] হয়েছেন, তাঁর নব ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হয়েছে। তিনি ভগবানের নিকট গিয়ে বললেন—ভগবন! আমাকে প্রব্রজ্যা[২] দিন, উপসম্পদা[৩] দিন।

ভগবান তাঁকে আহ্বান করে বললেন—হে ভিক্ষু! এস, নবপ্রবর্তিত ধর্ম আচরণ করে দুঃখের অন্ত সাধন কর। এই হ'ল তাঁর দীক্ষামন্ত্র। আয়ুষ্মান্ কৌণ্ডিণ্য উপসম্পদা লাভ করলেন।

তৎপর আয়ুষ্মান্ বাষ্প ও ভদ্রিয় ভগবানের মুখে ধর্ম শ্রবণ করে বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু লাভ করলেন। তাঁরাও উৎপত্তিশীল সকল বস্তুর নশ্বরতা উপলব্ধি করলেন। অবশেষে তাঁরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা, উপসম্পদা প্রার্থনা করলেন। ভগবান তাঁদেরও—'এস, ভিক্ষুগণ' সম্বোধন দ্বারা উপ-সম্পদা প্রদান করলেন।

পরিশেষে মহানাম এবং অশ্বজিৎও ভগবানের ধর্মদেশনা শ্রবণ করে অনুরূপ ধর্মচক্ষু লাভ করলেন, জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করলেন। তাঁরাও ভগবানের নিকট—'এস, ভিক্ষুগণ' সম্বোধন দ্বারা উপসম্পদা লাভ করলেন।

একদিন ভগবান পঞ্চভিক্ষুকে সম্বোধন করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ! রূপের (বস্তুজগতের) মধ্যে আত্মা নামক কোন সজীব পদার্থ দৃষ্ট হয় না; রূপ আত্মা নহে—অনাত্মা। যদি রূপে আত্মা থাকত বা রূপ আত্মা হ'ত তাহ'লে রূপ পীড়ার কারণ হ'ত না; রূপকে ইচ্ছানুরূপ অধিকার করা যেত, স্থির অবস্থায় রাখা যেত। আমার রূপ এরূপ হোক, যেন এরূপ না হয়, আদেশমতই রূপের পরিবর্তন হত। কিন্তু তা' ত হয় না। ইচ্ছানুরূপ পরিবর্তন না হওয়ারও কারণ আছে। রূপের মধ্যে চেতন পদার্থ নাই; তাই রূপ ইচ্ছানুরূপ পরিবর্তিত হয় না—সেরূপ ব্যবহার করে না। যেহেতু রূপ

১ বিমুক্তিজ্ঞান লাভে সন্দেহহীন হয়েছেন।
২ সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা।
৩ শ্রামণ্যধর্মের উন্নততর অবস্থার স্বীকৃতি।

আত্মা নহে—তা পীড়ার কারণ হয়—রূপে ইচ্ছানুরূপ অধিকার লাভও হয় না।

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞানেও আত্মার অনবস্থিতি, অনাত্মতা সম্বন্ধে ভগবান পঞ্চভিক্ষুকে অনুরূপভাবে দেশনা করলেন।

তারপর ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন—হে ভিক্ষুগণ! রূপ নিত্য না অনিত্য?

অনিত্য।

যাহা অনিত্য তাহা দুঃখময় কি সুখময়?

তাহা দুঃখময়।

হে ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য, পরিবর্তনশীল, দুঃখময় তার মধ্যে কি তোমরা এরূপ ধারণা করতে পার—ইহা আমার, ইহা আমি, ইহাই আমার আত্মা?

না, ভগবন্! আমরা এরূপ ধারণা করতে পারি না।

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ভগবান ভিক্ষুগণকে অনুরূপ প্রশ্ন করলেন। তাঁরা সে সম্বন্ধেও উত্তর দিলেন—না ভগবন্! বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান (পৃথক্‌ভাবে) আমার, ইহা আমি, ইহাই আমার আত্মা, এরূপ ধারণা করতে পারি না।

হে ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান যত রূপ যাহা দেহস্থ, বাহ্য, সূক্ষ্ম, স্থূল, হীন, প্রণীত (উত্তম), দূরস্থ, নিকটস্থ, তাহা কিছুই 'আমার' বলার যোগ্য নহে, তাহা সবই 'আমি' বলে ধারণ মিথ্যা ধারণা, তাহা আমার আত্মা নহে। রূপ সম্বন্ধে এরূপ সম্যক্‌প্রজ্ঞা উৎপন্ন করতে হবে। সেরূপ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞানের মধ্যে 'আত্ম' ধারণা ত্যাগ করতে হবে—অনাত্মারূপ সম্যক্‌প্রজ্ঞা উৎপন্ন করতে হবে। বিষয়টিকে এরূপভাবে দেখলে রূপে, বেদনায়, সংজ্ঞায়, সংস্কারে, বিজ্ঞানে আর্যশ্রাবক নির্বেদ (বিরাগ) প্রাপ্ত হন, বীতরাগ হন, বিমুক্ত হন, বিমুক্তি প্রত্যক্ষ করেন। জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, পুনরাগমন রুদ্ধ হয়েছে, ব'লে তিনি প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করেন।

ভগবান-মুখ-নিঃসৃত নির্বাণধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করে পঞ্চভিক্ষু রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞানে অনাসক্ত হলেন—চিত্ত আসবমুক্ত (তৃষ্ণা-মুক্ত) হল। পঞ্চভিক্ষু অর্হত্ব প্রাপ্ত হলেন।

জগতে ভগবান বুদ্ধসহ তখন পর্যন্ত ছয়জন অর্হৎ হলেন।

শ্রেষ্ঠিপুত্র যশ

বারাণসী শ্রেষ্ঠিকুলের পুরাতন বাণিজ্যকেন্দ্র। বহু দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের যোগাযোগ; বহুদেশের বণিকের ব্যবসার স্থল। বাণিজ্য-বিপণি ও শ্রেষ্ঠি-প্রাসাদে বারাণসী শোভিত। সুকুমার, উচ্চবংশজাত যশ বারাণসীর শ্রেষ্ঠিপুত্র। তাঁর পিতা তাঁর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য হেমন্ত-প্রাসাদ, বর্ষা-প্রাসাদ ও গ্রীষ্ম-প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। প্রতি প্রাসাদে তিনি চার মাস অন্তর নিষ্পুরুষতূর্যে[1] দিনযাপন করতেন। কামসুখ উপভোগ করে তাঁর দিন কাটত। একদিন নারী-পরিবেশের মধ্যে তিনি সকলের পূর্বে নিদ্রিত হলেন। পরিচারিকাগণ পরে নিদ্রিত হলেন। তৈলপ্রদীপ তখনও জ্বলছে। যশ হঠাৎ নিদ্রা থেকে জেগে দেখলেন, কোন নারীর হাতে বীণা কক্ষে মৃদঙ্গ, কেহ বিবস্ত্রা, কেহ অবিন্যস্ত, কারও লালা নির্গত হয়, কেহ প্রলাপ বকে—যেন প্রাসাদকক্ষ একটি শ্মশান। তাই দেখে যশের মন নারীরূপের প্রতি বিতৃষ্ণ হল, সংসারের পঙ্কিলতা দৃষ্টিগোচর হল, বিরাগ উৎপন্ন হল। তিনি ভাবলেন, সংসার বড় উপদ্রবময়—অসার।

কুলপুত্র যশ সে মুহূর্তে পিতৃগৃহ ত্যাগ করলেন। তিনি রাত্রিশেষে ঋষি-পত্তন মৃগদাবে এসে উপস্থিত হলেন। ভগবান সে সময় শয্যা ত্যাগ করে উন্মুক্ত স্থানে পায়চারি করছেন। যশের আগমন লক্ষ্য করে ভগবান আসন গ্রহণ করলেন। অদূরে কুলপুত্র যশ স্বগতোক্তি করে বললেন—সংসার বড় উপদ্রবময়, অসার।

ভগবান সে কথা শুনে বললেন—হে যশ, তোমাকে আমি ধর্মোপদেশ দেব। এস, এ স্থান উপদ্রবহীন, উৎপাতশূন্য। যশ ভগবানের আহ্বানে স্বর্ণপাদুকা খুলে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবান তাঁকে দান, শীল, স্বর্গকথা, কামলালসার কুফলের কথা, বৈরাগ্যের সুফল বিষয়ে উপদেশ দিলেন। ধর্মকথা শ্রবণ করে যশের চিত্ত মৃদু, প্রফুল্ল, প্রসন্ন হল, চিত্তবন্ধন শিথিল হল। তখন ভগবান চতুরার্যসত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। শুদ্ধ

১ নিষ্পুরুষতূর্য—পুরুষহীন কলকণ্ঠ পারিপার্শ্বিক।

বস্ত্র যেমন রং প্রতিগ্রহণ করে যশের চিত্ত তেমন ভগবানের ধর্ম গ্রহণ করল। তাঁর চিত্ত পরিশুদ্ধ হল, বিরজ বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হল। উৎপত্তিশীল বস্তুর অনিত্যতা তিনি উপলব্ধি করলেন।

যশের পিতা তাঁর খোঁজে মৃগদাবে এসে উপস্থিত হয়ে ভগবানের নিকট ধর্ম শ্রবণ করলেন। ভগবান যখন যশের পিতাকে ধর্মদেশনা করেন তখন যশও তা শ্রবণ করলেন—তাঁর চিত্ত অনাসক্ত হল, বিমুক্ত হল। এতক্ষণ ভগবানের ঋদ্ধিপ্রভাবে পিতা পুত্রকে দেখতে পাননি। এবার ভগবান ঋদ্ধিপ্রভাব প্রশমিত করলেন। পিতা তখন পুত্রকে দর্শন করে বললেন—হে বৎস, যশ! তোমার মাতা তোমার জন্য চিন্তান্বিতা। তুমি গৃহে প্রত্যাবর্তন ক'রে তোমার মাতার জীবন রক্ষা কর। যশ ভগবানের মুখপানে চাইলেন। ভগবান তাঁর পিতাকে বললেন—আপনার যেমন ধর্মদর্শন লাভ হয়েছে, যশের চিত্তও তেমনি অনাসক্ত হয়েছে, বিমুক্ত হয়েছে। এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে কি গৃহে প্রত্যাবর্তন করে কাম-সম্ভোগ সম্ভব?

না ভগবন্। তা সম্ভব নহে।

হে গৃহপতি! যশের চিত্ত অনাসক্ত, বিমুক্ত। তাই কামসম্ভোগে তাঁর চিত্ত রমিত হবে না।

অতঃপর শ্রেষ্ঠী ভগবানকে যশ-সহ পরদিবসের জন্য নিমন্ত্রণ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্রেষ্ঠী প্রস্থান করলে যশ ভগবানকে আহ্বান করে বললেন—হে ভগবন্! আমাকে প্রব্রজ্যা দিন, উপসম্পদা দিন। ভগবান তাঁকে—'এস ভিক্ষু' আহ্বান দ্বারা উপসম্পদা প্রদান করলেন।

এ পর্যন্ত জগতে সাত জন অর্হৎ হলেন।

যশের চারি বন্ধুর প্রব্রজ্যা লাভ

বারাণসীর শ্রেষ্ঠিপুত্র বিমল, সুবাহু, পূর্ণজিৎ ও গবম্পতি আয়ুষ্মান্ যশের চার গৃহী বন্ধু। তাঁরা শুনতে পেলেন, যশ কেশ-শ্মশ্রু ছেদন ক'রে, কাষায়বস্ত্র (হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্র) পরিধান ক'রে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। এ খবর তাঁদের মধ্যেও প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য আলোড়ন সৃষ্টি করল। তৎপর

বন্ধু-চতুষ্টয় আয়ুষ্মান্ যশের নিকট উপস্থিত হলেন। যশ তাঁদের ভগবানের নিকট নিয়ে গিয়ে বললেন—হে ভগবন্! এঁরা আমার বন্ধু—বারাণসীর শ্রেষ্ঠিসন্তান। এঁদের ধর্মোপদেশ প্রদান করুন। ভগবানের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে তাঁরাও অনাসক্ত হলেন, বিমুক্তি লাভ করলেন। অবশেষে তাঁরাও—'এস ভিক্ষু' আহ্বানে উপসম্পদা লাভ করলেন।

এ যাবৎ জগতে এগারো জন অর্হৎ হলেন।

যশের অপর পঞ্চাশ জন বন্ধুর প্রব্রজ্যালাভ

আয়ুষ্মান্ যশের জনপদবাসী পঞ্চাশ জন বন্ধু ছিলেন। তাঁরা কুলপুত্র যশের প্রব্রজ্যা গ্রহণের কথা শ্রবণ করে ভাবলেন—যে ধর্ম-বিনয়ে[১] বন্ধু যশ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন তা সামান্য নয়, নগণ্য নয়। তাঁরাও অবশেষে ভগবানের নিকট এসে প্রব্রজ্যা, ও উপসম্পদা গ্রহণ করলেন; ধর্ম শ্রবণ করে অনাসক্ত হলেন, বিমুক্ত হলেন।

এ পর্যন্ত জগতে একষট্টিজন অর্হৎ হলেন।

দেবমনুষ্যের হিতের জন্য ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি উপদেশ

এ সময় ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘকে আহ্বান করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ! আমি যেমন আসব (তৃষ্ণা) থেকে মুক্ত হয়েছি, সেরূপ তোমরাও আসবমুক্ত হয়েছ। এখন তোমরা দিকে দিকে বিচরণ কর—বহু লোকের হিতের জন্য, মঙ্গলের জন্য, জগতের প্রতি করুণা প্রদর্শনের জন্য। দেবমনুষ্যের হিতের জন্য তোমরা এক পথে যেও না। যে ধর্মের আদি-মধ্য-পরিশেষ কল্যাণময়, অর্থযুক্ত, পরিপূর্ণ, সেই ধর্ম তোমরা এবার প্রচার কর। তোমরা পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ কর। নির্বাণোন্মুখী সত্ত্বগণ ধর্ম শ্রবণের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। তোমরা তাঁদের জীবন অর্থহীন ক'রো না। আমিও ধর্মদেশনা করবার মানসে উরুবেলার সেনানীগ্রামের দিকে যাত্রা করব।

১. ধর্ম-বিনয়—বুদ্ধভাষিত উপদেশ (ধর্ম) ও ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতিপালনীয় নীতি (বিনয়)।

ত্রিশজন বন্ধুর প্রব্রজ্যালাভ

ভগবান যথাভিরুচি বারাণসীতে অবস্থান করে উরুবেলার পথে যাত্রা করলেন। পথে এক বনখণ্ডে তিনি এক বৃক্ষচ্ছায়ায় বিশ্রাম করছেন, সে সময় ত্রিশজন বন্ধু সস্ত্রীক সেই বনখণ্ডে প্রমোদবিহারে রত ছিলেন। তাঁদের একজনের পত্নী ছিল না, তাই তিনি এক বারনারী সঙ্গে নিয়ে আসেন। তাঁদের প্রমোদবিহারে প্রমত্ত দেখে সেই বারনারী মূল্যবান জিনিষপত্রগুলি নিয়ে পলায়ন করে। বন্ধুর সেবার জন্য যখন স্ত্রীলোকটিকে পাওয়া গেল না তখন তার খোঁজে এসে তাঁরা ভগবানকে এক বৃক্ষচ্ছায়ায় আসীন দেখেন। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে সন্ন্যাসী, এদিকে কোন স্ত্রীলোককে যেতে দেখেছেন কি ?

হে কুমারগণ ! স্ত্রীলোকের সন্ধান করে কি হবে ? তোমরা তোমাদের নিজকে অন্বেষণ কর। নিজের অন্বেষণ করা শ্রেয় নয় কি ?

হে সন্ন্যাসী ! নিজ সম্বন্ধে অন্বেষণ করা শ্রেয় বই কি ?

হে কুমারগণ, তোমরা তাহ'লে উপবেশন কর, আমি তোমাদের ধর্মোপদেশ প্রদান করব।

কুমারগণ ধর্মশ্রবণে সম্মত হয়ে উপবেশন করলেন।

অতঃপর ভগবান তাঁদের দান, শীল, স্বর্গকথা, কাম-বাসনার কুফলের কথা, বৈরাগ্যের সুফলের বিষয় উপদেশ দিলেন। ধর্মকথা শ্রবণ করে তাঁদের চিত্ত মৃদু, প্রফুল্ল, প্রসন্ন হল, আসক্তির বন্ধন শিথিল হল। বুদ্ধের সর্বোৎকৃষ্ট দেশনা—দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ, দুঃখনিরোধগামী-প্রতিপদ বিষয়ে ধর্ম শ্রবণ করে তাঁদেব সেই আসনে বিরজ, বিমল, ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হল। জগতের অনিত্যতা তাঁরা উপলব্ধি করলেন। বুদ্ধের শাসনে সত্য প্রত্যক্ষ ক'রে, সংশয়মুক্ত হয়ে, তাঁরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা ভিক্ষা করলেন। ভগবান তাঁদের 'এস ভিক্ষু' আহ্বানে উপসম্পন্ন করলেন। ভগবান তাঁদের আরো বললেন—তোমরা সুব্যাখ্যাত ধর্মে ব্রহ্মচর্য আচরণ করে দুঃখের অন্ত সাধন কর।

কাশ্যপ-ভ্রাতৃত্রয়ের প্রব্রজ্যালাভ

ভগবান ক্রমান্বয়ে পায়ে হেঁটে উরুবেলায় এসে পৌছলেন। সে সময়

উরুবেলায় তিনজন জটিল[১] সন্ন্যাসী বাস করতেন। সম্পর্কে তাঁরা ভাই। তাঁদের নাম উরুবেলকাশ্যপ, নদীকাশ্যপ, গয়াকাশ্যপ। তাঁদের যথাক্রমে পাঁচশত, তিনশত ও দুইশত জটিল শিষ্য ছিল। জটিল-ভ্রাতৃত্রয় এই হাজার শিষ্যের নায়ক ছিলেন।

উরুবেলায় ভগবান উরুবেলকাশ্যপের আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তাঁর বাসের ব্যবস্থা হল অগ্নিশালায়। তখন উরুবেলকাশ্যপ ভগবানকে বললেন—হে শ্রমণ! অগ্নিশালায় এক প্রচণ্ড ঋদ্ধিবান নাগরাজ বাস করে। আপনার ভয় হবে কি? সে আপনাকে ব্যথা দিতে পারে। ভগবান বললেন—হে কাশ্যপ! আমি অগ্নিশালায় ভালই থাকব; আপনি সেজন্য চিন্তা করবেন না। নাগরাজ আমার উপর কোন উপদ্রব করতে পারবে না।

নাগরাজ গৃহে প্রবেশ করে ভগবানকে পদ্মাসনে দেখে ধূম উদ্‌গীরণ করল। ভগবানও দেহজ্যোতি বিচ্ছুরিত করলেন। নাগরাজের এ জ্যোতি সহ্য হল না—অগ্নিশালা জ্যোতির্ময়, অগ্নিময় হল। উরুবেলকাশ্যপ মনে করলেন—শ্রমণ বুঝি নাগরাজের অগ্নিতে আহত হলেন। পরদিন ভগবান দমিত পর্যুদস্ত নাগরাজকে উরুবেলকাশ্যপের হাতে দিলেন। ভগবানের শক্তি দর্শন করে কাশ্যপ মনে করলেন—শ্রমণ একজন শক্তিমান পুরুষ, তবে আমার মত শক্তিধর নন। উরুবেলকাশ্যপ ভগবানকে আশ্রমে অবস্থানের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন, আহার্যদানে সেবা করলেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা। পশ্চিম-গগন রক্তাভ। ভগবান আশ্রমের অদূরে এক বনখণ্ডে বিশ্রাম করছেন। এমন সময় চারি লোকপাল রাজা (দেবতা) ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তাঁদের আগমনে বনখণ্ড যেন উদ্ভাসিত হল। ভগবানকে তাঁরা প্রণাম করলেন। ভগবানের চারিদিকে দণ্ডায়মান চারি লোকপাল রাজা যেন চারি উজ্জ্বল অগ্নিস্কন্ধ। উরুবেলকাশ্যপ ভগবানকে আহারের জন্য আহ্বান করতে গিয়ে এ দৃশ্য দেখলেন। তিনি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন—এঁরা কাঁরা? ভগবান বললেন—এঁরা চারি ঋদ্ধিমান লোকপাল রাজা। তাঁরা ধর্ম শ্রবণ করতে

১. জটাধারী সন্ন্যাসী।

এসেছেন। উরুবেলকাশ্যপ মনে করলেন—এই শ্রমণ অর্হৎ, তবে আমার মত অর্হৎ এখনও হননি।

এক মনোহর রাত্রিকালে দেবরাজ শক্র ভগবানের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। দেবরাজ বনখণ্ডে অবতরণ করলে সে স্থান দেবরাজের দেহ-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হল। সে এক অপূর্ব দীপ্তি। দেবরাজের দীপ্তি চারি লোকপাল রাজার দীপ্তির চেয়েও অপূর্ব। উরুবেলকাশ্যপ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে শ্রমণ! এই জ্যোতিষ্মান পুরুষ কে—যিনি আপনাকে অভিবাদন করে দাঁড়ালেন? মনে হয় তাঁর দেহজ্যোতি পূর্বদৃষ্ট জ্যোতির চেয়েও অপূর্ব। ভগবান উত্তর দিলেন, হে কাশ্যপ! ইনি দেবরাজ শক্র। ধর্মশ্রবণের জন্য এসেছিলেন। উরুবেলকাশ্যপ মনে করলেন—শ্রমণ আমার চেয়ে মহৎ অর্হৎ নন।

অপর এক নিশিতে ব্রহ্মা সহম্পতি ভগবানের নিকট এলেন। তাঁর অপূর্ব দেহজ্যোতি, অনুপম দেহের আভা। রাত্রিশেষে উরুবেলকাশ্যপ ভগবানের নিকট গিয়ে এ দৃশ্য দেখলেন। ভগবানকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—হে শ্রমণ! ইনি কে এসেছিলেন? তাঁর দেহের আভা অপূর্ব, অনুপম। ভগবান বললেন—ইনি ব্রহ্মা সহম্পতি; ধর্মশ্রবণ করতে এসেছিলেন। উরুবেলকাশ্যপ ভাবলেন—সত্যই শ্রমণ মহান্, তবে আমার মত অর্হৎ নন।

উরুবেলকাশ্যপের আশ্রমে মহাযজ্ঞ উপস্থিত। অঙ্গ-মগধবাসীরা প্রচুর খাদ্যভোজ্য নিয়ে এসেছেন। উরুবেলকাশ্যপ ভাবলেন—শ্রমণ যদি জনতার মধ্যে ঋদ্ধি প্রদর্শন করেন তবে তাঁর লাভ-সৎকার[১] বৃদ্ধি হবে; সেহেতু আগামীকাল শ্রমণ আহার গ্রহণের জন্য না এলেই ভাল হয়।

ভগবান উরুবেলকাশ্যপের চিত্তবিতর্ক জ্ঞাত হলেন। তিনি পরদিন কাশ্যপের আশ্রমে গেলেন না। ভগবান উত্তরকুরু প্রবেশ করে ভিক্ষান্ন আহরণ করলেন, তারপর তাহা অনোতপ্ত হ্রদের তীরে ভোজন করে সেখানেই দিবাবিহার করলেন। পরদিবস তিনি আশ্রমে ফিরে এলেন। সেদিন রাত্রিশেষে উরুবেলকাশ্যপ ভগবানের নিকট গমন করে জিজ্ঞাসা

১. লাভ-সৎকার—বিষয় ও সম্মান লাভ।

করলেন—হে শ্রমণ ! গতকাল আপনি কোথায় ছিলেন ? আপনি অনুপস্থিত ছিলেন তাই আপনার জন্য খাদ্যভোজ্যের অংশ রাখা হয়েছিল ।

হে কাশ্যপ ! আপনার কি এ-কথা মনে হয়নি—অঙ্গ-মগধবাসী জনগণ কাল অনেক খাদ্যভোজ্য নিয়ে আশ্রমে আসবেন ; শ্রমণ যদি জনতার মধ্যে ঋদ্ধি প্রদর্শন করেন তাহলে তাঁর লাভ-সৎকার বৃদ্ধি পাবে, সেহেতু আগামীকাল শ্রমণ আহারের জন্য না এলেই ভাল হয় ? হে কাশ্যপ ! আপনার এরূপ চিত্তবিতর্ক জানতে পেরেই আমি উত্তরকুরু গমন করি। সেখানে ভিক্ষান্ন আহরণ করে তাহা অনোতপ্ত হ্রদের তীরে ভোজন করে সেখানেই দিবাবিহার করি। উরুবেলকাশ্যপ ভাবলেন—শ্রমণ ঋদ্ধিসম্পন্ন পরচিত্তবিদ্, তবে আমার মত অর্হৎ নন ।

এসকল ঘটনার পর একদিন উরুবেলকাশ্যপ দেখলেন, দেবরাজ শক্র ভগবানের জন্য পুকুর খনন করালেন। ভগবানের পাংশুকূল (চীবর, বস্ত্র) ধৌত করার জন্য দেবগণ শিলা স্থাপন করলেন ।

অন্য একদিন উরুবেলকাশ্যপ ভগবানকে আহার গ্রহণের জন্য ডাকতে গেলেন। কাশ্যপ দেখলেন তিনি অগ্নিশালায় ফিরে যাবার পূর্বেই শ্রমণ স্বর্গের পারিজাত পুষ্পসহ অগ্নিশালায় গিয়ে উপস্থিত। ইহা ব্যতীত এই জটিল শ্রমণ গৌতমের পূর্বাপর অনেক প্রকার ঋদ্ধি দর্শন করলেন। এতসব ঋদ্ধি দর্শনের পরও উরুবেলকাশ্যপ ভাবলেন—শ্রমণ ঋদ্ধিসম্পন্ন বটে, কিন্তু আমার মত অর্হৎ নন।

কাশ্যপের চিত্তবিতর্ক জ্ঞাত হয়ে ভগবান তাঁকে বললেন—হে কাশ্যপ ! আপনি অর্হৎ নন, অর্হৎ-মার্গও লাভ করেন নাই। আপনি সে মার্গ-বিষয় জ্ঞাত নন ।

উরুবেলকাশ্যপ ভগবানের পায়ে শিরস্থাপন করে বললেন—ভগবন্ ! আমাকে জ্ঞানদান করুন। আপনার বাণীতে উদ্বুদ্ধ করুন ; আমাকে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা প্রদান করুন ।

হে কাশ্যপ ! আপনি প্রথমতঃ আপনার পঞ্চশত সহচর জটিলের কথা ভেবে দেখুন। আপনি তাঁদের নায়ক, মুখ্য, পথপ্রদর্শক। এঁদের কথা চিন্তা করে যা ভাল মনে হয় করুন ।

হে ভগবন্ ! আমি আপনার আশ্রয়ে ধর্মচর্যা অবলম্বন করব স্থির করেছি।

অতঃপর কাশ্যপ শিষ্যবর্গের নিকট গিয়ে তাঁর ধর্মমত পরিবর্তনের কথা প্রকাশ করলেন। তাঁরা বললেন—হে আচার্য, মহাভাগ! আমরা চিরদিনই আপনার প্রতি সশ্রদ্ধ। আপনি যদি শ্রমণ গৌতমের আশ্রয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করেন তবে আমরাও আপনার অনুসরণ করব। জটিল তাপস উরুবেলকাশ্যপ সশিষ্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা প্রার্থনা করলেন। ভগবান তাঁদের আহ্বান করে বললেন—এস, ভিক্ষুগণ! তোমরা দুঃখের অন্ত সাধন কর। এরূপে তাঁদের প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভ হল।

নদীকাশ্যপের আশ্রম কিছুদূরে অবস্থিত ছিল। একদিন তিনি দেখলেন—কেশ, জটা, খারিভার[১], অগ্নিহোত্র সামগ্রী সব নদীজলে ভেসে আসছে। তিনি চিন্তিত হলেন ভ্রাতার কোন বিপদ ভেবে। অচিরে ভ্রাতার শুভসংবাদ সংগ্রহের জন্য তিনি কয়েকজন শিষ্য প্রেরণ করলেন। শিষ্যমুখে ভ্রাতার ধর্ম-পরিবর্তন বিষয় জ্ঞাত হয়ে তিনি স্বয়ং ভ্রাতার নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—হে ভ্রাতঃ! এ কি তোমার পক্ষে উচিত হয়েছে? তুমি যে স্বধর্ম ত্যাগ করেছ?

হ্যাঁ ভাই, আমার পক্ষে ইহাই শ্রেয় হয়েছে, তোমারও এই পথ অনুসরণ করা উচিত।

অতঃপর নদীকাশ্যপও তিনশত শিষ্যসহ গৌতম-সমীপে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভ করলেন। কনিষ্ঠভ্রাতা গয়াকাশ্যপও অগ্রজদ্বয়ের নব দীক্ষার বার্তা শ্রবণ করে দুইশত শিষ্যসহ তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন।

ভগবানের অগ্নিপর্যায় দেশনা

জটিল ভ্রাতৃত্রয়ের সশিষ্য শরণ গ্রহণের পর ভগবান উরুবেল থেকে গয়াশীর্ষ পর্বতে উপনীত হলেন। সহস্র ভিক্ষু তাঁর অনুগামী। ভগবান গয়াশীর্ষে তাঁদের আহ্বান করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ। সকল বস্তুই জ্বলছে। কি জ্বলছে? চক্ষু, রূপ, চক্ষুর্বিজ্ঞান, চক্ষুঃসংস্পর্শ, চক্ষুঃসংস্পর্শজ বেদনা—যথা, সুখবেদনা, দুঃখবেদনা, নদুঃখনসুখবেদনা—সবই জ্বলছে। কিসের

১ খারিভার—জটিল সন্ন্যাসীর ব্যবহার্য খাঁড় পদার্থ।

অগ্নিতে জ্বলছে ? রাগাগ্নি[1], দ্বেষাগ্নি, মোহাগ্নিতে জ্বলছে ; জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, পরিতাপ, দৈহিক মানসিক অশান্তি -রূপ অগ্নিতে জ্বলছে।

হে ভিক্ষুগণ ! কর্ণ-শব্দ, নাসিকা-গন্ধ, জিহ্বা-রস, দেহ-স্পৃশ্য বস্তু, মন-ধর্ম (চিন্তনীয় বিষয়) সবই অনুরূপভাবে জ্বলছে।

হে ভিক্ষুগণ ! শ্রুতবান আর্যশ্রাবক চক্ষুতে, রূপে, চক্ষুর্বিজ্ঞানে, চক্ষুঃ-সংস্পর্শে, চক্ষুঃসংস্পর্শজ সুখবেদনা, দুঃখবেদনা, নদুঃখনসুখবেদনায় অনাসক্ত হন। অনুরূপভাবে কর্ণে-শব্দে, নাসিকায়-গন্ধে, জিহ্বায়-রসে, দেহে-স্পৃশ্যবস্তুতে, মনে-ধর্মে,···সেই সেই বিজ্ঞানে, সেই সেই সংস্পর্শে, সেই সেই সংস্পর্শজ সুখবেদনা, দুঃখবেদনা, নদুঃখনসুখবেদনায় অনাসক্ত হন, বীতরাগ হন, বিমুক্ত হন, বিমুক্তচিত্তকে বিমুক্তচিত্তরূপে জ্ঞাত হন। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—জন্মবীজ[2] ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কর্ম কৃত হয়েছে, পুনর্জন্মের অন্ত সাধন হয়েছে।

ভগবানের এই অগ্নিপর্যায়-দেশনা সমাপ্ত হলে সহস্র ভিক্ষু আসবমুক্ত হলেন, অর্হৎ হলেন।

শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন

রাজগৃহ[3] মুনি, ঋষি, পরিব্রাজকগণের বিচরণ-স্থান। ভগবান বুদ্ধ যখন ধর্মপ্রচার-মানসে রাজগৃহে পদার্পণ করেন তখন রাজগৃহে আড়াই শত শিষ্যে পরিবৃত হয়ে পরিব্রাজক সঞ্জয় বাস করতেন। শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন তাঁর দুই প্রধান শিষ্য। উভয়ে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ; পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অমৃতের সন্ধান পেলে একে অপরকে জানাবেন।

একদিন আয়ুষ্মান্ অশ্বজিৎ পূর্বাহ্নে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে রাজগৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর গমন সংযত, দৃষ্টি শান্ত, অঙ্গসঞ্চালন সুন্দর ; সদাজাগ্রত, মন্থরগতি। শারীপুত্রের দৃষ্টি পড়ল তাঁর দিকে। তাঁর মনে হল—সংযত ব্যক্তিটি অর্হৎ, মুক্তিপথলাভী, ভিক্ষুত্তম হবেন। নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন স্থির করলেন—তিনি কার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত ; কে তাঁর শাস্তা (শিক্ষক) ;

১. অনুরাগ, আসক্তি।

২. জন্মবীজ—তৃষ্ণা। ৩. বর্তমান রাজগীর।

কোন্ ধর্মে তিনি দীক্ষিত। আবার তাঁর মনে হল—এ প্রশ্ন এখন কালোপযোগী নহে, কারণ তিনি লোকালয়ে ভিক্ষার সংগ্রহে এসেছেন। তারপর শারীপুত্র এ-সকল প্রশ্ন অবসর সময়ে জিজ্ঞাসা করবেন স্থির করে তাঁকে অনুসরণ করলেন।

আয়ুষ্মান অশ্বজিৎ আহার শেষ করে উপবেশন করেছেন, এমন সময় শারীপুত্র তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। উভয়ে উভয়কে প্রীতিসম্ভাষণে আপ্যায়িত করলেন। তারপর শারীপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন—হে বন্ধু, তোমার মুখচ্ছবি অনাবিল, পরিশুদ্ধ; দেহচ্ছবি উত্তম। তুমি কার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত? কে তোমার শাস্তা? কোন্ ধর্মে তোমার দীক্ষা?

হে বন্ধু, মহাশ্রমণ শাক্যপুত্রের উদ্দেশ্যেই আমি প্রব্রজিত। তিনিই আমার শাস্তা। তাঁর দেশিত ধর্মেই আমার রুচি।

তিনি কি শিক্ষা দেন? তাঁর বাণী কি?

হে বন্ধু, তাঁর আবিষ্কৃত ধর্মপথে আমি নূতন পথিক, অধুনা প্রব্রজিত। তাঁর ধর্ম-বিনয়ে আমি এখনও বিস্তারিত জ্ঞান লাভে সমর্থ হই নি। তবে সংক্ষেপে তাঁর ধর্মের মর্মবাণী কি বলতে পারি।

হে বন্ধু, তাই প্রকাশ করুন। অল্প কথায় যদি তাঁর ধর্মের মর্মবাণী উপলব্ধি হয় তবে বিস্তারিত প্রকাশের প্রয়োজন কি?

তখন আয়ুষ্মান্ অশ্বজিৎ বললেন—ভগবান বলেন, জাগতিক সকল বস্তুই হেতুসম্ভূত। এ হেতু কি তাহা তিনি বলেছেন। এ হেতু নিরোধের উপায় কি তাহাও তিনি প্রকাশ করেছেন। এ হেতু নিরোধে হেতূৎপন্ন বস্তুর উৎপত্তিও নিরুদ্ধ হয়—তাহাও তিনি বলেছেন। ইহাই ভগবানের ধর্মের মর্মবাণী।

জ্ঞানবান শারীপুত্র অল্প কথাতেই ভগবানের ধর্মের সার উপলব্ধি করলেন। তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন—যা উৎপত্তিশীল তা ধ্বংসশীল। অচিরে তাঁর ধর্মচক্ষু লাভ হল। প্রকৃতধর্ম তিনি জ্ঞাত হলেন, প্রকৃত জ্ঞান লাভ করলেন, প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করলেন। যে জ্ঞান, ধর্ম ও সত্যের জন্ম নরগণ শতশত কল্প অনুধাবন করে আসছে, সেই অশোক, অব্যয়, পরমজ্ঞান, প্রকৃতধর্ম তিনি জ্ঞাত হলেন, প্রকৃত জ্ঞানলাভ করলেন, প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করলেন।

শারীপুত্র বন্ধু মৌদ্গল্যায়নের নিকট ছুটলেন—তাঁকে অমৃতপদ প্রাপ্তির সন্ধান দেবেন, বন্ধুকে অমৃতপদের সাথী করবেন। শারীপুত্র মৌদ্গল্যায়নের নিকট উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—হে বন্ধু, তোমার ইন্দ্রিয় প্রসন্ন, পরিশুদ্ধ মনে হচ্ছে। দেহবর্ণও নির্মল দেখাচ্ছে। অমৃতের সন্ধান লাভ করেছ কি?

হ্যাঁ, বন্ধু, আমি পরম অমৃতের সন্ধান লাভ করেছি। তোমাকেও তার সন্ধান দিতে এলাম।

হে শারীপুত্র, তুমি কিরূপে অমৃতের সন্ধান পেলে?

হে মৌদ্গল্যায়ন, আমি ভিক্ষু অশ্বজিৎকে রাজগৃহে ভিক্ষান্ন আহরণে দেখলাম। আমি আরও লক্ষ্য করলাম, তাঁর গমন সংযত, দৃষ্টি শান্ত; অঙ্গ-সঞ্চালন সুন্দর; সদাজাগ্রত, মন্থরগতি। মনে হল তিনি অর্হৎ, মুক্তিমার্গ-লাভী, ভিক্ষুত্তম হবেন। তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করলাম, তদুত্তরে তিনি বললেন—মহাশ্রমণ শাক্যপুত্রের উদ্দেশ্যেই তিনি প্রব্রজিত। তিনিই তাঁর শাস্তা। তাঁর ধর্মেই তাঁর রুচি।

শাক্যপুত্রের ধর্ম কি?

অতি সংক্ষেপে তিনি উত্তর দিয়ে বললেন—সে পথে তিনি নূতন পথিক, অধুনা প্রব্রজিত। সে ধর্ম-বিনয় বিস্তারিত প্রকাশে তিনি অক্ষম। তবে ধর্মের মর্মবাণী বিষয়ে তিনি বললেন—ভগবান বলেন জাগতিক প্রত্যেক বস্তুই হেতুসম্ভূত। এ হেতু কি তাহা তিনি বলেছেন। এ হেতু নিরোধের উপায় কি তাহাও তিনি প্রকাশ করেছেন। এ হেতু নিরোধে হেতুৎপন্ন বস্তুর উৎপত্তিও নিরুদ্ধ হয় তাহাও তিনি বলেছেন। ইহাই ভগবানের ধর্মের মর্মবাণী।

মৌদ্গল্যায়নও এ ধর্মের সারার্থ বুঝতে সক্ষম হলেন। তিনিও বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু লাভ করলেন, জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করলেন।

মৌদ্গল্যায়ন বললেন—হে শারীপুত্র, শাক্যপুত্রই আমাদের প্রকৃত শাস্তা। চল, সেই মহান-পুরুষের নিকট গিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করি। আমরা আমাদের সতীর্থগণের নিকটও এ সত্য প্রকাশ করব। তাঁরা যা মঙ্গলময় মনে করেন তাই করবেন।

উভয় বন্ধু পরিব্রাজক সঞ্জয়ের নিকট গিয়ে নিজেদের অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন।

সঞ্জয় বললেন—হে শিষ্যগণ! তোমরা শাক্যপুত্রের নিকট যেয়ো না। এখানেই অবস্থান কর। আমিই তোমাদের পথ প্রদর্শন করব।

অতঃপর উভয়ে আড়াইশত সতীর্থগণের নিকট গিয়ে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করলে তাঁরা বললেন—আপনাদের উভয়কে আশ্রয় করেই আমরা এই গুরুগৃহে ছিলাম। আপনারা যদি এই আশ্রম, এই গুরু ত্যাগ করে যান তবে আমরাও আপনাদের অনুসরণ করব।

শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন আড়াইশত সতীর্থ-সহ রাজগৃহের বেণুবনে উপস্থিত হলেন। এদিকে দুঃখে, পরিতাপে, মনোবেদনায় পরিব্রাজক সঞ্জয় মৃত্যু বরণ করলেন।

ভগবান দূর থেকে শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে আসতে দেখে ভিক্ষু-গণকে আহ্বান করে বললেন—ঐ যে কোলিত ও উপতিস্য দুই সহায় এদিকে আসছেন, এঁরাই হবেন এ সঙ্ঘের অগ্রশ্রাবক ও মহাশ্রাবক—ভগবান বিমুক্ত ভিক্ষুগণের নিকট যুগল বন্ধু সম্বন্ধে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। পরবর্তী কালে তাঁরা সে পদে বৃত হয়েছিলেন।

শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন ভগবানের নিকট এসে পাদবন্দনা করে বললেন—ভগবন্! আমাদের শরণ দিন, আমাদের প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা প্রদান করুন।

ভগবান তাঁদের আহ্বান করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ! এস, এ ধর্ম-বিনয়ে জীবন যাপন করে দুঃখের অন্ত সাধন কর।

মগধের প্রসিদ্ধ অভিজাত বংশের কুলপুত্রগণ ক্রমে বুদ্ধের শরণ নিলেন। কিছুদিন পূর্বে সহস্র জটিল সন্ন্যাসী, এখন আড়াই শত পরিব্রাজক তাঁর শরণ নিলেন। তাই মগধের জনসাধারণ এই বলে বুদ্ধের কুৎসা প্রচার আরম্ভ করল—শ্রমণ গৌতম পিতামাতাকে অপুত্রক করবেন, কুলোচ্ছেদ করবেন, গৃহবধূকে স্বামীহারা করবেন। ভিক্ষুগণ এ-কথা ভগবানের গোচরীভূত করলে তিনি বললেন—হে ভিক্ষুগণ! তোমরা নিন্দুকদের এই বলে সান্ত্বনা দিও—মহাশ্রমণ কুলপুত্রদের ধর্মবলে হরণ করেন। যাঁরা ধর্মবলে হৃত হয়, ব্রহ্মচর্য-সাধনে, দুঃখমুক্তির ইচ্ছায় যাঁরা এ ধর্ম-বিনয়ে আসেন, তাঁদের জন্য অপরের অকারণ চিন্তায় লাভ কি?

জনসাধারণের কটূক্তি, নিন্দা ক্রমে হ্রাস পেল।

রাহুলের দীক্ষা

শাক্যপুত্র সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির বৎসর-কাল পর কপিলবস্তু এসেছেন পিতৃ-নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। রাজধানী তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। পিতা, বিমাতা, মন্ত্রিগণ যথোচিত ব্যবস্থা করেছেন তাঁকে রাজপ্রাসাদে গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু তিনি পিতৃগৃহে অবস্থান না করে সশিষ্য কপিলবস্তুর অশ্বত্থবনে আশ্রয় নিলেন। পরদিন পিতার আমন্ত্রণে তিনি সশিষ্য পিতৃগৃহে পদার্পণ করলেন। পিতৃগৃহে পুত্র রাহুলের সঙ্গে পরিচয় হল। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রাহুল মাতৃ-আজ্ঞা পেয়ে পিতার নিকট অমূল্য পিতৃধন ভিক্ষা করে বসলেন।

রাহুলের বয়স তখন সাত বৎসর মাত্র। ভগবান রাহুলকে পিতৃধনস্বরূপ কি দেবেন তাই চিন্তা করতে লাগলেন। অতঃপর তাঁকে মায়ের নিকট ফিরে যেতে আদেশ করলেন, কিন্তু সে-কথা শিশু শুনবেন না ; তিনি জিদ করে আছেন পিতৃধন না নিয়ে মায়ের নিকট ফিরবেন না। ভগবান বুঝতে পারলেন—রাহুলের মা হয়ত তাঁকে পিতৃপথ অনুসরণ করতে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তখন তিনি তাঁকে পিতৃধনের অধিকারী করতে নিগ্রোধারামে (অশ্বত্থবনে) নিয়ে এলেন।

নিঝুম দ্বিপ্রহর। ভিক্ষুগণ আহার সমাপ্ত করে বিশ্রাম করছেন। এমন সময় ভগবান আয়ুষ্মান্ শারীপুত্রকে আহ্বান করে বললেন—হে শারীপুত্র, তুমি রাহুলকে প্রব্রজ্যা প্রদান কর।

হে ভগবন্! কি প্রকারে প্রব্রজ্যা প্রদান করব তা বলে দিন।

তখন ভগবান বললেন—হে শারীপুত্র, প্রথমতঃ প্রব্রজ্যা-প্রত্যাশীর কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করবে। তারপর কাষায়বস্ত্র পরিধান করাবে। কাষায়-বস্ত্র-পরিহিত প্রব্রজ্যালাভেচ্ছু ব্যক্তি আপন পায়ের উপর উপবেশন করে বলবেন-

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি,
ধম্মং সরণং গচ্ছামি,
সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

দুতিয়ম্পি (দ্বিতীয়বার) বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি,
ধম্মং সরণং গচ্ছামি,
সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

তভিয়ম্পি (তৃতীয়বার) বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি,
ধম্মং সরণং গচ্ছামি,
সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

এভাবে শরণ গ্রহণ করলে পর প্রব্রজ্যাকার্য সম্পন্ন হবে।

অনুরূপভাবে রাহুল কাষায়বস্ত্র পরিধান করে শরণ গ্রহণ করলেন। রাহুলের দীক্ষাকার্য সম্পন্ন হল। তিনি আজ অশ্বত্থবনে কনিষ্ঠতম তরুণ সন্ন্যাসী।

শোণকোটিবিশ

রাজগৃহ মগধের রাজধানী। শ্রেণিক[১] বিম্বিসার মগধের অধিপতি। অশীতি সহস্র গ্রামিকের[২] উপর তাঁর আধিপত্য। চম্পাও তাঁর রাজ্যভুক্ত। কোন এক কার্যোপলক্ষে অশীতি সহস্র গ্রামিকগণ রাজগৃহে সমাগত। তাঁদের মুখে রাজা জ্ঞাত হলেন—চম্পার শ্রেষ্ঠিপুত্র শোণকোটিবিশের পায়ের তলায় কোমলতা-বশত লোম উৎপন্ন হয়েছে। তাঁকে তিনি রাজধানীতে আহ্বান করলেন।

শোণকোটিবিশের মাতাপিতা রাজা-কর্তৃক পুত্রের আমন্ত্রণ-বার্তা শ্রবণ করে বললেন—হে বৎস শোণ, রাজা নিশ্চয়ই তোমার পদতলের লোম দেখবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তবে সাবধান, রাজাকে পা তুলে পদতলের লোম প্রদর্শন করবে না। তুমি পদ্মাসনে উপবেশন করলেই রাজা তোমার পদতল অনায়াসে দেখতে পাবেন। শোণকোটিবিশ রাজধানীতে গমন করে পদ্মাসনে উপবেশন করলে রাজা তাঁর পদতল দেখলেন।

রাজকার্য শেষ করে গ্রামিকগণ ফিরে যাবেন, রাজা তাঁদের আহ্বান করে বিদায়-সম্ভাষণে বললেন—হে মহাশয়গণ, আমার বৈষয়িক উপদেশ আপনারা শ্রবণ করেছেন। আমি আপনাদের আর একটি সংবাদ পরিবেশন করছি—জগতে সম্যক্‌সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছে। আপনারা

১ ক্ষত্রিয়। ২ গ্রামপতি।

তাঁর নিকট গমন করে পারমার্থিক উপদেশ শ্রবণ করুন। তাতে আপনাদের ইহপরকালের সুখ ও হিত হবে।

অশীতি সহস্র গ্রামিকগণ রাজা-কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে গৃধ্রকুট পর্বতে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। সেখানে আয়ুষ্মান্ স্বাগত তাঁদের ঋদ্ধি-প্রতিহার্য[১] প্রদর্শন করলেন। তিনি আকাশমার্গে গমন, উপবেশন, শয়ন, অন্তর্ধান, ধূমনির্গমন, অগ্নিপ্রজ্বালন প্রভৃতি ঋদ্ধি প্রদর্শন করলেন। গ্রামিকগণ প্রসন্ন হলেন, আশ্চর্য হলেন। তাঁদের চিত্ত কমনীয় হল। তাঁরা চিন্তা করলেন—বুদ্ধশ্রাবকের যখন এরূপ শক্তি, বুদ্ধের শক্তি কিরূপ হতে পারে?

ভগবান অশীতি সহস্র গ্রামিকগণের চিত্তপর্যায় জ্ঞাত হয়ে তাঁদের দান শীল স্বর্গ সম্বন্ধে, কামভোগের বিষময় ফল এবং বৈরাগ্যের সুফল বিষয়ে উপদেশ দিলেন। তৎপর বুদ্ধগণের সর্বোৎকৃষ্ট দেশনা—দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ, দুঃখনিরোধমার্গ বিষয়ে উপদেশ দিলেন। অশীতি সহস্র গ্রামিকের চিত্ত উৎপন্ন বস্তুর অনিত্যতা উপলব্ধি করল। তাঁদের বিরজ বিমল ধর্মচক্ষু লাভ হল। তাঁরা ধর্ম প্রত্যক্ষ করলেন, সংশয়মুক্ত হলেন, শাস্তা-শাসনে প্রবিষ্ট হলেন। তাঁরাও ভগবানকে বললেন—ভগবন্! আপনার ধর্ম অতি উত্তম। ইহা আবৃতকে অনাবৃত করেছে, মূর্খকে পথ-প্রদর্শন করেছে, অন্ধকারে আলোসঞ্চার করেছে, জ্যোতি-ধারণ করেছে। হে ভগবন্। আমরা আজ আপনার শরণ নিলাম। আমাদের আজ হতে উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।

শোণকোটিবিশও ধর্ম শ্রবণ করেছেন। তিনি চিন্তা করলেন—আমি ভগবানের ধর্মদেশনা শ্রবণ করে যা অবগত হলাম তা এই—গৃহবাস করে এরূপ পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য পালন দুষ্কর। তাই আমাকে গৃহ ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে হবে।

অশীতি সহস্র গ্রামিকগণ ভগবানের নিকট থেকে প্রস্থান করলে শোণ ভগবানের নিকট বললেন—হে ভগবন্! গৃহবাস পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালনের পক্ষে অনুকূল নহে। আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন। ভগবান তাঁকে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা প্রদান করলেন। উপসম্পদা লাভ করে আয়ুষ্মান্ শোণকোটিবিশ

১ অলৌকিক শক্তি

অত্যধিক বীর্যসহকারে চঙ্ক্রমণ[১]-চর্যা গ্রহণ করলেন। তাতে তাঁর পদতল ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। অত্যধিক বীর্য প্রকাশ করার পরও যখন আসব ক্ষয় হল না তখন তিনি নির্জনে বসে ভাবলেন—ভগবানের বীর্যবান শ্রাবকগণের মধ্যে আমি অন্যতম, কিন্তু তবুও আমার চিত্ত বিমুক্ত হল না। এবার আমি উপসম্পদা পরিত্যাগ করে পুনরায় গৃহবাসে ফিরে যাব। পিতৃগৃহে বিত্তের অভাব নাই, তাও পরিভোগ করব, পুণ্যও সঞ্চয় করব।

ভগবান আয়ুষ্মান্ শোণকোটিবিশের চিত্তপর্যায় অবগত হয়ে সীতবনে আবির্ভূত হলেন। তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘসহ শোণকোটিবিশের পদচারণ-স্থানে উপস্থিত হয়ে তাঁর অত্যধিক বীর্যপ্রকাশ-বিষয় অবগত হলেন।

অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান্ শোণকে আহ্বান করে জিজ্ঞাসা করলেন—হে শোণ! তুমি কি এরূপ চিন্তা করেছিলে—ভগবানের বীর্যবান্ শ্রাবকগণের মধ্যে আমি অন্যতম, কিন্তু তবুও আমার চিত্ত বিমুক্ত হল না; এবার আমি উপসম্পদা পরিত্যাগ করে পুনরায় গৃহবাসে ফিরে যাব। পিতৃগৃহে বিত্তের অভাব নাই, তাও পরিভোগ করব, পুণ্যও সঞ্চয় করব।

হাঁ, ভগবন্! আমার এরূপ চিন্তা হয়েছিল।

হে শোণ! তুমি কোনদিন বীণার তার সংযোজন করেছ কি?

হাঁ, ভগবন্! আমি বীণাবাদনে দক্ষ ছিলাম। বীণার তারও সংযোজন করেছি।

বীণার তার-সংযোজন টান হলে বীণার সুমিষ্ট স্বর বের হত কি?

না, ভগবন্।

বীণার তার শিথিল হলে বীণার সুমিষ্ট স্বর বের হত কি?

না, ভগবন্।

বীণার তার টানও নয়, শিথিলও নয়, এরূপ হলে কি হত?

হে ভগবন্! সুমিষ্ট স্বর বের হত।

হে শোণ, অত্যধিক বীর্যপ্রকাশ ঔদ্ধত্য আনয়ন করে। অত্যধিক

১. ভিক্ষুগণ সকাল-বিকাল সংযতচিত্তে ভ্রমণের জন্য একটি সীমিত স্থান নির্বাচন করেন তাহাকে চঙ্ক্রমণ-স্থান বলে।

শিথিলতা আলস্যের কারণ হয়। তাই তুমি বীর্যপ্রকাশে সমতা অবলম্বন কর, ইন্দ্রিয়সমূহে সমতা আনয়ন কর; তৎপর চিত্ত নিবিষ্ট কর।

ভগবানের উপদেশ শ্রবণ করে আয়ুষ্মান্ শোণ পুনরায় কার্য আরম্ভ করলেন। তৎপর বীর্যসমতা সাধন-দ্বারা সমাধিপ্রবণ হয়ে বাস করতে আরম্ভ করলেন। অচিরেই তিনি ব্রহ্মচর্যের শ্রেষ্ঠফল স্বয়ং অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি অধিগত হলেন—আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কর্ম কৃত হয়েছে, পুনর্জন্ম রুদ্ধ হয়েছে।

আয়ুষ্মান্ শোণকোটিবিশ অর্হৎ হলেন।

শ্রেষ্ঠিপুত্র সুদিন্ন

বৈশালীর অদূরে কলন্দগ্রাম। কলন্দগ্রাম বহু শ্রেষ্ঠীর নিবাসস্থান। কলন্দশ্রেষ্ঠিপুত্র সুদিন্ন একবার বন্ধুপরিবৃত হয়ে বৈশালী গমন করেন। তথায় তিনি ভগবানের ধর্মদেশনা শ্রবণ করে সুহৃদ্‌বর্গের নিকট ফিরে এসে বললেন—হে বন্ধুগণ, ভগবান-দেশিত ধর্ম যতদূর হৃদয়ঙ্গম করেছি তাতে বুঝেছি, সংসারধর্ম পালন করে এরূপ পরিশুদ্ধ শঙ্খশুভ্র ব্রহ্মচর্য পালন সুকর নয়। আমি স্থির করেছি, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব।

ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন। এই অবসরে সুদিন্ন ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন—হে ভগবন্! আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।

হে সুদিন্ন! পিতামাতার অনুমতি পেয়েছ কি?

হে ভগবন্! প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য পিতামাতার অনুমতি গ্রহণ করি নাই।

হে সুদিন্ন! পিতামাতার অনুমতি প্রাপ্ত না হলে তথাগত কোন প্রার্থীকে প্রব্রজ্যা প্রদান করেন না।

শ্রেষ্ঠিপুত্র সুদিন্ন তখন পিতামাতার নিকট অনুমতি লাভের সঙ্কল্প করলেন।

স্বগৃহে ফিরে এসে সুদিন্ন পিতার নিকট বললেন—পিতঃ! আমি বৈশালীতে ভগবান বুদ্ধের ধর্মদেশনা শ্রবণ করেছি। তা শ্রবণ করে তাঁর ধর্মবিষয় যা হৃদয়ঙ্গম করেছি তাতে বুঝেছি, সংসারে বাস করে সেই পরিশুদ্ধ

শঙ্খশুভ্র ব্রহ্মচর্য পালন সম্ভব নয়। তাই স্থির করেছি, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব। আপনারা আমাকে অনুমতি দিন, আমি ভগবান বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি।

সুদিন্নের পিতামাতা বললেন—হে সুদিন্ন! তুমি আমাদের প্রিয়, মনোজ্ঞ, সুখে লালিতপালিত একমাত্র সন্তান। দুঃখ কি তা তোমাকে স্পর্শ করে নি; দুঃখ কি তা তোমাকে বুঝতেও দিই নি। তোমার প্রব্রজ্যা গ্রহণে আমাদের অশেষ দুঃখ হবে। আমাদের জীবদ্দশায় তোমাকে কি করে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি দিতে পারি?

হে পিতঃ! হে মাতঃ! আমি স্থিব করেছি, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব। আমি এ সঙ্কল্পচ্যুত হব না। আপনারা আমাকে সানন্দে অনুমতি দিন, বিদায় দিন।

এরূপ দুবার, তিনবার অনুনয় করেও সুদিন্ন পিতামাতার নিকট কোন উত্তর পেলেন না।

সুদিন্ন বুঝলেন, পিতামাতার নিকট প্রব্রজ্যালাভের অনুমতি পাওয়া যাবে না। তিনি তখন ভূমিতে শুয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন—এ ভূমিশয্যায় আমার প্রাণপাত হোক অথবা প্রব্রজ্যা লাভ হোক। এভাবে অনাহারে তিনি সাতদিন ভূমিতে শায়িত রইলেন, অন্নজল গ্রহণ করলেন না।

পুত্রের এ দশায় পিতামাতার চিন্তার, মনঃকষ্টের সীমা নাই। তাঁরা এসে সুদিন্নকে বললেন—হে বৎস! ওঠ। অন্নজল গ্রহণ কর। আমোদ-প্রমোদ কর। ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ কর। দানধর্ম করে পুণ্য সঞ্চয় কর। তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান, এ বিষয়সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। তোমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের নিমিত্ত অনুমতি দিতে পারি না। সুদিন্নের সুহৃদ্‌বর্গও অনুরূপ অনুনয়-বিনয় করে বললেন—বন্ধু! ওঠ। গৃহবাসে রমিত হও। গৃহবাস করে বিষয়সম্পত্তি ভোগ কর, পুণ্য অর্জন কর।

সুদিন্ন কারও কথায় কর্ণপাত করলেন না। নীরবে ভূমিতে শুয়ে রইলেন।

সুদিন্নের সুহৃদ্‌বর্গের হৃদয় সুদিন্নের এ দশায় ব্যথিত হল। তাঁরা সুদিন্নের পিতামাতাকে বললেন—বন্ধু সুদিঃ প্রতিজ্ঞা করেছেন, হয় তাঁর প্রব্রজ্যা লাভ

হবে, নয়ত এই ভূমিশয্যায় তাঁর মৃত্যু হবে। তাঁকে এ সঙ্ক
করা যাবে না। এ অবস্থায় আমরা আপনাদের অনুরোধ
তাঁকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের নিমিত্ত অনুমতি দিন। মৃত্যুর দিকে এ
চেয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি দেওয়াই শ্রেয়। তাঁর মৃত্যু হলে পুত্রমুখ আর দর্শন করা সম্ভব হবে না, প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি দিলে বরঞ্চ তাঁকে জীবিত দেখবেন। তাছাড়া প্রব্রজ্যায় চিত্ত রমিত না হলে তাঁর গৃহে ফিরে আসার সম্ভাবনাও রয়েছে। আমাদের একান্ত অনুরোধ, তাঁকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য অনুমতি দিন।

সুদিন্নের পিতামাতা বললেন—হে বৎসগণ! তবে তোমরা তার নিকট তাই প্রকাশ কর।

সুদিন্নের বন্ধুগণ তাঁকে গিয়ে তাঁর পিতামাতার ইচ্ছা জ্ঞাপন করলে তিনি ভূমি ছেড়ে উঠলেন। হস্তদ্বারা দেহ পরিষ্কার করে নিলেন। তারপর সুস্থ হয়ে, ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভ ক'রে এক বর্জীগ্রামে ধ্যান-ধারণায় নিরত হলেন।

একদা বর্জী অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হল। ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে জীবন ধারণ কঠিন হয়ে দাঁড়াল। কারও অনুগ্রহেও জীবন ধারণ সহজসাধ্য ছিল না। এ কারণে খাদ্যশলাকা[1] বিতরণ করা হল। সুদিন্ন ভাবলেন—আমার বৈশালীর আত্মীয়গণ বিত্তশালী, মহাভোগী, অতুল ধন-ধান্য-হিরণ্যের অধিকারী। আমি তাঁদের আশ্রয়ে দুর্ভিক্ষকাল অতিবাহিত করব। তাতে তাঁদের পুণ্যলাভ হবে, আমাদের ভিক্ষান্ন সংগ্রহ হবে, ভিক্ষুসঙ্ঘও দুর্ভিক্ষের হাত থেকে অব্যাহতি পাবে।

আয়ুষ্মান্ সুদিন্ন ভিক্ষুসঙ্ঘসহ বৈশালীতে এলেন। বৈশালীর জ্ঞাতিবর্গ থালিভরা খাদ্যভোজ্য সুদিন্নের জন্য প্রেরণ করতেন। তিনি তা ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে নিজে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বের হতেন। একদিন ভিক্ষান্ন-সংগ্রহ-কালে সুদিন্ন পিতৃগৃহে এসে পৌছলেন। সুদিন্ন গৃহদাসীকে পূর্বদিনের বাসী খাদ্য নিক্ষেপ করতে দেখে তাকে

১ তখনকার দিনে দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যবিতরণের জন্য শলাকা দেওয়া হত। তা নিয়ে উপস্থিত হলে খাদ্য পরিবেশন করা হত।

বললেন—হে ভগিনি! ও খাদ্য ফেলে দিও না। আমার পাত্রে দাও।

গৃহদাসী তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করে আয়ুষ্মান্‌কে চিনতে পারলে। দাসী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে আয়ুষ্মানের পিতামাতাকে বললেন—হে আর্য! হে আর্যে! কুলপুত্র ভিক্ষান্ন-সংগ্রহে এসেছেন।

তাঁরা আশ্চর্য হয়ে বললেন—এ-কথা কি সত্য?

হাঁ আর্যদেব! এ-কথা সত্য। আমি তাঁর পাত্রে বাসী অন্ন প্রদান করেছি।

হে দাসী! তোমার কথা যদি সত্য হয়, তোমাকে দাসীবৃত্তি থেকে অব্যাহতি দেব।

তাঁরা অনুসরণ করে দেখলেন, সত্যই সুদিন্ন এসেছেন। তিনি এক বৃক্ষতলে বসে দাসীদের বাসী খাদ্য ভোজন করছেন। এ দৃশ্য দেখে তাঁরা ব্যথিত হৃদয়ে বললেন—.হ বৎস! এ বাসী খাদ্য গ্রহণ কি তোমার উচিত? তোমার কিসের অভাব? তুমি গৃহে প্রত্যাবর্তন কর; এস বৎস, গৃহে এস। এই বলে হাত ধরে তাঁকে গৃহে নিয়ে এলেন।

পিতৃগৃহে প্রবেশ করে আয়ুষ্মান্ সুদিন্ন বললেন—হে গৃহপতি! আজ আমার ভোজন শেষ হয়েছে।

তাহলে বৎস! আগামীকাল তোমার আহার এখানেই প্রস্তুত হবে।

আয়ুষ্মান্ নীরবে সম্মতি জানালেন।

রাত্রির অবসান হল। সুদিন্নমাতা গৃহাভ্যন্তর সদ্য গোময় দিয়ে লেপন করে সে স্থানে দুটি পুঞ্জ স্থাপন করলেন—একটি হিরণ্যপুঞ্জ[১], অপরটি সুবর্ণ-পুঞ্জ[২]। পুঞ্জ দুটির অপর পার্শ্বে কেহ দাঁড়ালে এ পাশ থেকে তাকে দেখা যায় না। পুঞ্জদুটির মধ্যস্থানে একটি আসন প্রস্তুত করা হল এবং পুঞ্জদুটি শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত করা হল। অতঃপর সুদিন্নমাতা সুদিন্নের স্ত্রীকে বললেন—হে বধূমাতঃ! তুমি সুদিন্নের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁরই প্রিয় বেশভূষা, আভরণ পরিধান কর। সুদিন্নের স্ত্রী তাই করলেন।

যথাসময়ে আয়ুষ্মান্ সুদিন্ন পিতৃগৃহে প্রবেশ করলেন। তৎপর তাঁর

১ স্বর্ণালঙ্কার। ২ স্বর্ণমুদ্রা।

পিতা পুঞ্জদুটির আবরণ উন্মোচন করে বললেন—হে বৎস! এ পুঞ্জ তোমার পিতৃপিতামহের সঞ্চিত ধন। অপর পুঞ্জটি তোমার মাতার দিক থেকে প্রাপ্ত—আমার স্ত্রীধন। এ ধন তোমার—তুমি তার একমাত্র অধিকারী। তুমি এ ধন উপভোগ কর, এ ধন ব্যয় করে দানধর্ম-দ্বারা পুণ্য অর্জন কর। তুমি স্বগৃহে আবার ফিরে এস।

হে পিতঃ! আপনার আহ্বানে আমি কোন উৎসাহ বোধ করছি না। ব্রহ্মচর্যপালনে আমার চিত্ত রমিত হয়েছে। আমি ব্রহ্মচর্যই পালন করব। আমি আপনার ধনভোগের প্রত্যাশী নহি। পিতা গৃহে ফিরে এসে ধন পরিভোগের জন্য বারবার আহ্বান জানালে সুদিন্ন তাঁকে বললেন—হে পিতঃ! আপনি যদি অনুমতি করেন তবে এ ধনরত্ন কিরূপে ব্যবহার করবেন তা বলতে পারি।

হে বৎস! তবে বল—উৎসাহের সঙ্গে পিতা বললেন।

হে পিতঃ! বৃহৎ বৃহৎ শণ-থলিতে আপনার এ ধনরত্ন পূর্ণ করুন। তারপর গো-শকটে বয়ে নিয়ে মধ্যগঙ্গায় নিক্ষেপ করুন। এরূপ করলে এ ধনরত্নের প্রতি সকল মায়া, মমতা এবং তজ্জাত সকল ভয়-ত্রাস সবই দূর হয়ে যাবে।

পিতামাতা নিরস্ত হয়ে পুত্রবধূকে আয়ুষ্মানের নিকট পাঠালেন। পুত্রবধূ আয়ুষ্মানের পাদপদ্মে প্রণাম জানিয়ে অশ্রু বিসর্জন করে নিবেদন করলেন—হে আর্যপুত্র! কোন্ অপ্সরা লাভের জন্য আপনি ব্রহ্মচর্য পালন করছেন?

হে ভগিনি, আমি কোন অপ্সরা লাভের জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করছি না।

স্বামীর 'ভগিনি' সম্বোধনে তিনি মূৰ্ছিতা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান্ পিতাকে বললেন—হে পিতঃ! আমাকে আহারের জন্য আহ্বান করে এত মনঃকষ্ট দিচ্ছেন কেন?

তারপর আয়ুষ্মান্‌কে প্রস্তুত খাদ্যভোজ্যে আপ্যায়িত করা হল; ভোজনান্তে মাতা এসে বললেন—হে বৎস! তুমি কোন পুত্রসন্তান রেখে যাও নি। আমাদের মৃত্যুর পর এ ভোগসম্পত্তি লিচ্ছবীগণের করতলগত হবে। তুমি একটি পুত্রসন্তান রেখে যাও, ভবিষ্যতে সেই হবে আমাদের বংশধর। তাই তোমাকে বলছি, তুমি কিছুদিন গৃহে অবস্থান কর।

হে মাতঃ! 'আমি সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচর্য পালনই আমার ব্রত। এ অবস্থায় আমি গৃহবাস করতে পারি না।

তারপর আয়ুষ্মান্ সুদিন্ন পিতৃগৃহ ত্যাগ করে প্রস্থান করলেন।

উপালি

রাজগৃহের অপূর্ব মনোরম স্থান বেণুবন। ভগবান বুদ্ধ তথায় অবস্থান করছেন। উপালি তাঁর সতর জন বন্ধু-সহ সে স্থানে উপস্থিত হলেন।

উপালির পিতামাতা বৃদ্ধ হয়েছেন। পিতামাতা তাই চিন্তিত হয়েছেন ছেলেকে কোন্ বিদ্যায় পারদর্শী করবেন, যাতে পুত্রের শুধু জীবিকার্জনের পথ সুগম হবে তা নয়, তিনি ইহজীবনে সুখী হবেন, পরজীবনেও সুখ লাভ করবেন।

উপালির পিতামাতা এরূপ চিন্তা করলেন—উপালি যদি লিখনশিল্প (লেখ) শিক্ষা করে তাহলে সে আমাদের মৃত্যুর পর সুখী হবে, দুঃখ পাবে না। আবার তাঁদের মনে হল, উপালি যদি লিখনশিল্প শিক্ষা করে তাতে তার হাতের আঙুল ব্যথা হবে। তখন তাঁদের মনে হল, উপালি যদি গণনাশিল্প শিক্ষা করে তাহলে আমাদের মৃত্যুর পর সুখে থাকবে, দুঃখ পাবে না, কোন অভাব বোধ করবে না। তবে গণনাশিল্প শিক্ষা করলে ফুস্ফুস্-রোগ হতে পারে। আবার তাঁদের মনে হল, উপালি যদি রূপশিল্প (চিত্রাঙ্কন) শিক্ষা করে, তাহলে আমাদের মৃত্যুর পর সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করবে, কোন দুঃখ বা অভাব ভোগ করবে না। তবে রূপশিল্প শিক্ষায় তার চক্ষু-ব্যাধি হতে পারে।

পিতামাতা ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কোন কূলকিনারা পান না। তারপর তাঁদের মধ্যে আলোচনা হল—শাক্যপুত্র-শ্রমণগণ শান্তশীল, মধুর-স্বভাব। তাঁরা সুখাদ্য ভোজন করে মুক্ত বাতায়নে শয়ন করেন। উপালি যদি তাঁদের মত শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষিত হয় তাহলে আমাদের মৃত্যুর পর সুখী হবে, দুঃখ-অভাব কিছুই থাকবে না।

উপালি পিতামাতার এরূপ কথোপকথন শুনলেন। তারপর সুহৃদ্‌বর্গের

১. নিকট অর্থে।

নিকট গিয়ে বললেন—হে বন্ধুগণ, চল আমরা শাক্যপুত্র-শ্রমণগণের মধ্যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি।

হে সৌম্য! তুমি যদি শ্রামণ্যধর্ম গ্রহণ কর তবে আমরাও তোমাকে অনুসরণ করব।

কুলপুত্রগণ স্ব স্ব পিতামাতার নিকট গিয়ে বললেন—আমাকে অনুমতি দিন। আমি গৃহত্যাগ করে শাক্যপুত্রগণের মধ্যে প্রব্রজিত হব।

কুলপুত্রগণের পিতামাতারা ভাবলেন—ছেলেগণের সঙ্কল্প শুভ, পথও উত্তম। তাই তাঁরা পুত্রগণকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য অনুমতি দিলেন।

কুলপুত্রগণ ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন।

রাত্রিপ্রভাতে কুলপুত্রগণ বেণুবনকে মুখরিত করে তুলল। আমাকে ভাত দাও, খাদ্য দাও, ব্যঞ্জন দাও, পানীয় দাও বলে কাতর অনুরোধ শ্রুত হল।

অতি প্রত্যূষে বালকের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করে ভগবান আনন্দকে আহ্বান করে জিজ্ঞাসা করলেন—হে আনন্দ, বেণুবনে বালকের রোদন শ্রুত হয় কেন? তারা আহারের জন্য রোদন করছে শুনছি।

আয়ুষ্মান্ আনন্দ কুলপুত্রগণের দীক্ষার কথা ভগবানের নিকট ব্যক্ত করলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ! শিশুগণ শীতাতপ, ক্ষুধাতৃষ্ণা, মশা-পোকামাকড়ের উপদ্রব, রৌদ্র-হাওয়া সহ্য করতে অক্ষম। এ-সকল তাদের দেহের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই তোমাদের অনুশাসন করছি, তোমরা বিশ বৎসরের অনধিক ব্যক্তিকে দীক্ষা দিও না। যদি কেহ এই অনুশাসন ভঙ্গ করে দীক্ষা দেয় তবে তাঁদের অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ নীরবে ভগবানের অনুশাসন শ্রবণ করলেন।

অনুরুদ্ধ ভদ্রিয় প্রভৃতি শাক্যকুমারগণের প্রব্রজ্যা লাভ

একদা ভগবান্ বুদ্ধ অনুপ্রিয় নগরে বাস করছেন। অনুপ্রিয় মল্লগণের একটি সমৃদ্ধ নগর। তখন শাক্যকুমারগণের অনেকেই বুদ্ধপ্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেছেন।

মহানামশাক্য ও অনুরুদ্ধশাক্য দুই ভাই। অনুরুদ্ধ খুবই কোমল, সুখে

লালিতপালিত। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষাকাল যাপনের জন্য তাঁর তিনটি সুরম্য প্রাসাদ ছিল। সেই প্রাসাদত্রয়ে তিনি নিষ্পুরুষতুর্যের মধ্যে কাল যাপন করতেন। প্রাসাদ থেকে অবতরণ করতেন না।

মহানামশাক্যের মনে এরূপ চিন্তার উদয় হল—বর্তমানে বহু শাক্য-কুমার ভগবান বুদ্ধ-প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেছেন কিন্তু আমাদের পরিবারের কেহ গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেনি। এখন আমাদের দু ভাইয়ের যে কোন একজনের প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা উচিত।

মহানাম ভ্রাতা অনুরুদ্ধের নিকট গিয়ে এ-কথা প্রকাশ করলেন। অনুরুদ্ধ বললেন—ভাই! আমার দেহ অতি কোমল। আমি গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারব না। তুমিই প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর।

হে প্রিয় অনুরুদ্ধ! তাই হোক। তবে তুমি আমার সঙ্গে এস, তোমাকে গৃহস্থালির সকল কাজকর্মের কথা বলে যাই—তুমি শোন। জমিতে প্রথম চাষ দিতে হবে, তারপর বীজ বপন করতে হবে, তারপর জল সেচ দিতে হবে, জল অপসারণ করতে হবে, আগাছা পরিষ্কার করতে হবে, শস্য কাটতে হবে, শস্য সংগ্রহ করতে হবে, তা পালা দিযে রাখতে হবে, গাছ থেকে শস্য পৃথক করতে হবে, খড়কুটা শস্য থেকে বেছে নিতে হবে, অপক্ক শস্য কুলো দিয়ে ঝেড়ে পৃথক করতে হবে, পরিশেষে সুপক্ক শস্য ঘরে আনতে হবে। প্রতি বৎসর অনুরূপ ভাবে শস্য সংগ্রহ করে ঘরে রাখবে।

এ কাজের কি কোন শেষ নেই? এ কাজের ত কোন শেষ দেখা যায় না। কখন এ কর্মপর্যায়ের শেষ হবে, শেষ দেখা যাবে? এ কাজ শেষ করে কখন আমরা অবিচলিত ভাবে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করব?—অনুরুদ্ধ মহানামকে জিজ্ঞাসা করলেন।

মহানাম বললেন—হে ভ্রাতঃ! এ কর্মপর্যায়ের শেষ নেই। আমাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহরাও গত হয়ে গেছেন, তাঁরাও এ কর্মপর্যায়ের শেষ করে যেতে পারেন নি।

তখন অনুরুদ্ধ বললেন—হে ভ্রাতঃ! তাহলে তুমিই বিষয়-আশয় পরিদর্শন কর, তুমি তাহা ভাল বুঝ। তুমিই গৃহবাস কর, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব, বুদ্ধের শরণ নেব।

তারপর অনুরুদ্ধ মায়ের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন—হে মাতঃ! আমি গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব। আমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণে অনুমতি দিন। মা বললেন—হে অনুরুদ্ধ! তোমরা দু ভাই আমার প্রাণপ্রতিম। সন্তানের মৃত্যু হলে মা সন্তানকে অনিচ্ছাকৃত বিদায় দেন। কিন্তু জীবন্ত সন্তানকে বিদায় দেওয়া মায়ের পক্ষে সম্ভব নয়। হে বৎস! তাই আমি তোমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্যও বিদায় দিতে পারি না। এভাবে মায়ের নিকট দুবার, তিনবার, বিদায়-অনুমতি চেয়ে অনুরুদ্ধ প্রত্যাখ্যাত হলেন।

সে সময় শাক্যনেতা ভদ্রিয় শাক্যগণের উপর আধিপত্য করতেন। তিনি অনুরুদ্ধ-শাক্যের পরম সুহৃদ ছিলেন। অনুরুদ্ধ-মাতা মনে করলেন, ভদ্রিয়ের পক্ষে গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা নেওয়া সম্ভব নয়, তাই তিনি অনুরুদ্ধকে বললেন—হে বৎস! ভদ্রিয় যদি গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে তবে তুমিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পার।

অনুরুদ্ধ ত্বরিত শাক্যনেতা ভদ্রিয়ের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁকে বললেন—হে সৌম্য! তোমার উপর আমার প্রব্রজ্যা লাভ নির্ভর করে।

হে সৌম্য! তা কি কখনও হয়? তোমার প্রব্রজ্যা লাভ তোমার স্বাধীন মতের উপর নির্ভর করে। তোমার বৈরাগ্য উৎপন্ন হলে তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর।

হে সৌম্য! চলুন আমরা উভয়ে একত্রে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি।

হে সৌম্য! এখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার জন্য অন্য যা কিছু করতে পারি। তুমি একা প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর, আমাকে সঙ্গী করতে চেয়ো না।

হে সৌম্য! মায়ের নিকট বিদায় নিতে গেলে মা বললেন—শাক্যনেতা ভদ্রিয় যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে তবে তুমিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর।

হে সৌম্য! আমি তোমাকে আবার বলছি, তোমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ তোমার স্বাধীন মতের উপর নির্ভর করে। এর মধ্যে আমাকে জড়িত ক'রো না। এখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ আমার পক্ষে একরকম অসম্ভব।

হে সৌম্য! তুমি বিবেচনা করে দেখ। আমরা উভয়ে একত্রে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলে খুবই উত্তম হবে।

তখন লোকেরা সত্যসন্ধ ছিলেন। শাক্যনেতা ভদ্রিয় অনুরুদ্ধকে বললেন—হে সৌম্য! তুমি যদি সাত বৎসর অপেক্ষা কর তবে তোমার সঙ্গে একত্রে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারি।

হে সৌম্য! সাত বৎসর অতি দীর্ঘ সময়। এত দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করা যায় না।

তাহলে ছয় বৎসর…পাঁচ বৎসর…চার বৎসর…তিন বৎসর…দুই বৎসর…এক বৎসর অপেক্ষা কর।

হে সৌম্য! এক বৎসরও কম দীর্ঘ সময় নয়। আমি তাও অপেক্ষা করতে পারি না।

তাহলে ছয় মাস…পাঁচ মাস…চার মাস …তিন মাস…দুই মাস…এক মাস…এক পক্ষ অপেক্ষা কর। এক পক্ষ পর আমরা উভয়ে গৃহত্যাগ করব, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব।

হে সৌম্য! এক পক্ষও দীর্ঘ সময়। একপক্ষকালও আমি অপেক্ষা করতে পারি না।

হে সৌম্য! তাহলে অন্ততঃ এক সপ্তাহ অপেক্ষা কর, এ কয়দিনের মধ্যে আমি রাজ্যভার আমার পুত্র ও ভ্রাতৃগণের মধ্যে অর্পণ করব।

হে সৌম্য, সপ্তাহকাল দীর্ঘ সময় নয়। সে কয়দিন আমি অপেক্ষা করতে পারি।

সপ্তাহান্তে শাক্যনেতা ভদ্রিয়, অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভৃগু, কিম্বিল, দেবদত্ত, ক্ষৌরকার উপালিও চতুরঙ্গ সৈন্য-সহ প্রমোদবিহারে গমনের ন্যায় যাত্রা করলেন। বহু দূর অগ্রসর হয়ে চতুরঙ্গ সৈন্যকে রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। আরও কিছুদূর অগ্রসর হলে সকলে দেহাভরণ খুলে উপালিকে দিয়ে বললেন—হে ভদ্র! উপলি তুমি আমাদের এ আভরণ গ্রহণ কর। ইহা তোমার জীবিকানির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট হবে।

রাজা ও কুমারগণের অমূল্য আভরণ হাতে নিয়ে উপালি চিন্তিত হয়ে ভাবলেন—শাক্যগণ দুর্ধর্ষ। তাঁরা এ আভরণ আমার নিকট পেলে মনে করবেন—আমি রাজা, কুমারগণকে হত্যা করে এ আভরণ সংগ্রহ করেছি। এই মনে করে তাঁরা আমাকে বধ করবেন। পুনরায় ভাবলেন—কুমারগণ

যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণে সমর্থ হন, আমিও সমর্থ হব না কেন? এই ভেবে তিনিও প্রব্রজ্যা গ্রহণে দৃঢ়সঙ্কল্প হলেন।

শাক্যপুত্রগণের অমূল্য রাজাভরণ তিনি এক বৃক্ষশাখায় ঝুলিয়ে রেখে বললেন—যিনি এ দ্রব্য প্রথম দর্শন করবেন ইহা তাঁরই প্রাপ্য। তারপর তিনি দ্রুত হেঁটে কুমারগণের সঙ্গে মিলিত হলেন।

কুমারগণ উপালিকে ফিরে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—হে ভদ্র উপালি! ফিরে এলে কেন?

উপালি ফিরে আসার কারণ ব্যক্ত করলেন।

কুমারগণ প্রত্যুত্তরে বললেন—হে ভদ্র! উত্তম হয়েছে ফিরে এসে।

তৎপর সকলেই ভগবানের নিকটে গিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। অতঃপর বললেন—হে ভগবন্! আমরা শাক্যগণ গর্বিত জাতি। আমাদের মিথ্যা জাত্যভিমান আজ দলিত হোক। আপনি আমাদের ক্ষৌরকার উপালিকে প্রথম প্রব্রজ্যা প্রদান করুন। আমরা তাঁকে প্রণাম করব, দাঁড়িয়ে সম্মান করব, যুক্তকরে অভিবাদন করব। তবেই শাক্যগৌরব আমাদের মধ্যে স্তিমিত হবে!

ভগবান ক্ষৌরকার উপালিকে প্রথমে, তৎপর শাক্যপুত্রগণকে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা প্রদান করলেন।

প্রব্রজ্যার প্রথম বৎসরে ভদ্রিয় ত্রিবিদ্যাসহ[১] অর্হত্ব লাভ করলেন। অনুরুদ্ধ দিব্যদৃষ্টি লাভ করলেন। আনন্দ স্রোতাপন্ন[২] হলেন, মুক্তিস্রোত প্রাপ্ত হলেন। দেবদত্ত ঋদ্ধিবিদ্যা[৩] লাভ করলেন।

আয়ুষ্মান্ ভদ্রিয় এক নির্জন বৃক্ষমূলে বসে সর্বদা বলতেন—অহো! কি নিরুপম প্রীতি! অহো! কি নিরুপম প্রীতি! ভিক্ষুগণ এ-কথা ভগবানের শ্রুতিগোচর করলেন।

ভগবান আয়ুষ্মান্ ভদ্রিয়কে নিকটে আহ্বান করে তাঁর উচ্ছ্বাসবাক্যের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি তদুত্তরে বললেন—হে ভগবন্! পূর্বে আমি

১ পূর্বনিবাসস্মৃতিজ্ঞান, সত্ত্বগণের চ্যুতি উৎপত্তি-জ্ঞান, তৃষ্ণাক্ষয়জ্ঞান।

২ নির্বাণস্রোতে পতিত ব্যক্তি। ইহা নির্বাণস্রোতে পতিত ব্যক্তির প্রথম স্তর।

৩ অলৌকিক ঋদ্ধিশক্তি। কাশ্যপ প্রসঙ্গে ঋদ্ধিবিদ্যা দ্রষ্টব্য।

একজন শাসক ছিলাম। তখন অন্তঃপুরে, বহিরন্তঃপুরে. নগরে, বহির্নগরে সুসজ্জিত রক্ষক আমার পাহারায় থাকত। এরূপ রক্ষিত থাকা সত্ত্বেও ভয়ে ত্রাসে দুশ্চিন্তায় আমার দিবারাত্রি অতিবাহিত হত। এখন আমি নির্জনবনবাসী, বৃক্ষমূলাশ্রয়ী, তবুও আমার কোন ভয় ত্রাস দুশ্চিন্তা নাই। আমি ভয়হীন, অবিচল। আমি স্বাবলম্বী বনচর। হে ভগবন্! এ কারণেই আমি এরূপ উচ্ছ্বাসবাণী প্রকাশ করেছি—অহো! (দুঃখমুক্তির) কি নিরুপম প্রীতি।

ভগবান বিতৃষ্ণপুরুষ ভদ্রিয়ের কথায় প্রীত হলেন।

কাশ্যপ

ভগবান উজুঞার কন্নকথলস্থিত মৃগদাবে[১] বাস করছেন। এ সময় নগ্ন সন্ন্যাসী কাশ্যপ ভগবান-সমীপে উপস্থিত হয়ে কুশল বাক্যালাপ সমাপ্ত করে জিজ্ঞাসা করলেন—হে গৌতম! আমি শ্রবণ করেছি শ্রমণ গৌতম কৃচ্ছ্রসাধনের নিন্দা করেন, সকল শ্রেণীর কৃচ্ছ্রসাধক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়েরও নিন্দা করেন, তাঁদের অবজ্ঞা করেন—এ-কথা কি সত্য?

হে কাশ্যপ! সকল কৃচ্ছ্রসাধকের পক্ষে এ-কথা সত্য নয়। যাঁরা আমার সম্বন্ধে এরূপ বলেন তাঁরা সম্পূর্ণ সত্য বলছেন না। এর কতকটা অসত্যও বটে।

হে গৌতম! এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি তা প্রকাশ করতে অনুরোধ করি।

হে কাশ্যপ! তাহলে শ্রবণ করুন। মনুষ্যাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা আমি দেখেছি কৃচ্ছ্রসাধকের কেহ কেহ মৃত্যুর পর দুঃখময় দুর্গতিলোকে জন্মগ্রহণ করেছে; অনুরূপ এও দেখেছি কৃচ্ছ্রসাধকের আবার কেহ কেহ সুখময় স্বর্গ-লোকে উৎপন্ন হয়েছে। এমতাবস্থায় আমি কি সকল তপস্বীর নিন্দা করতে পারি বা সকলকে অবজ্ঞা করতে পারি?

হে কাশ্যপ! বিভিন্ন শ্রমণ ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমাদের মতের মিলও থাকতে পারে, অমিলও হতে পারে। অমিল বিষয় বাদ দিয়ে মিল বিষয়ে

১ মৃগ-অধ্যুষিত বনে।

আলোচনা করা যাক। যদি কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন—শ্রমণ গৌতম অকুশলধর্ম ত্যাগ করে বিগতমল হয়েছেন, সে সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন; অন্য-সকল শাস্তাগণ অকুশলধর্ম ত্যাগ করেন নি, এ-কথা বললে আমার প্রশংসা করা হয়।

যদি কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন—শ্রমণ গৌতম অর্হত্ব মার্গের নির্দেশ দেন, অন্য শাস্তারা সে পথ নির্দেশ করেন না, এরূপ বলাও আমার প্রশংসা।

যদি কেহ বলেন—শ্রমণ গৌতমের শিষ্যগণ কল্যাণধর্মাশ্রয়ী, কল্যাণ পথাশ্রয়ী, অন্য শাস্তাব শিষ্যগণ তাহা নন, ইহাও আমার প্রশংসা।

যদি কেহ বলেন—শ্রমণ গৌতম কালবাদী[১], ধর্মবাদী[২], বিনয়বাদী[৩], ইহাও আমার প্রশংসা।

যদি কেহ বলেন—শ্রমণ গৌতম যে শিক্ষা দেন তাহা অষ্টাঙ্গিক মার্গ দর্শনের শিক্ষা, এরূপ বাক্য-প্রকাশও আমাব প্রশংসা।

অতঃপর শ্রমণ গৌতমকে কাশ্যপ জিজ্ঞাসা করলেন—হে গৌতম! আপনি এ-সকল চর্যাকে শ্রামণ্য বা ব্রাহ্মণ্য রূপে গ্রহণ করেন কি, যেমন—

১. নগ্নচর্যা ২. মুক্তাচরণ (যথেচ্ছ আচরণ) ৩. আহারান্তে হস্ত-লেহন, জল স্পর্শ না করা ৪. ভিক্ষা গ্রহণের অনুরোধ করলে ভিক্ষা গ্রহণ না করা ৫. কোন নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করা ৬. (রন্ধন)-পাত্র থেকে ভিক্ষা গ্রহণ না করা ৭. বাটীর অভ্যন্তর থেকে পরিবেশিত খাদ্য গ্রহণ না করা ৮. যষ্টিবাহিত খাদ্য গ্রহণ না করা ৯. মুষলবাহিত খাদ্য গ্রহণ না করা ১০. দুজন ভোজনরত ব্যক্তির নিকট থেকে খাদ্য গ্রহণ না করা ১১. গর্ভবতী স্ত্রীলোকের খাদ্য গ্রহণ না করা। ১২. স্তন্যদানরতা রমণীর খাদ্য গ্রহণ না করা ১৩. স্বামীসঙ্গতা নারীর খাদ্য গ্রহণ না করা ১৪. দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য আহৃত খাদ্য গ্রহণ না করা ১৫. কুকুর, মাছি, মক্ষিকার সম্মুখস্থিত খাদ্য গ্রহণ না করা ১৬. মৎস্য

১ কালবাদী—কালানুযায়ী বিধি উপদেশ দেন।

২ ধর্মবাদী—ধর্মানুযায়ী বিধি উপদেশ দেন।

৩ বিনয়বাদ—বিনয় অনুশাসন অনুযায়ী যিনি উপদেশ দেন।

মাংস আহার, সুরা মদ পান না করা ১৭. এক গৃহ থেকে এক গ্রাস, দুই গৃহ থেকে দুই গ্রাস···সাতগৃহ থেকে সাতগ্রাসের বেশী ভিক্ষা গ্রহণ না করা। ১৮. একবার প্রদত্ত খাদ্যে, দুইবার প্রদত্ত খাদ্যে···সাতবার প্রদত্ত খাদ্যে জীবনধারণ করা ১৯. একদিন অন্তর, দুইদিন অন্তর, তিনদিন অন্তর···সপ্তাহ অন্তর, পক্ষকাল অন্তর খাদ্য গ্রহণ করা। ২০. শাক, শামুক, পরিত্যক্ত চর্ম, শৈবাল, কন (মধু), আচাম (ভাতের ফেন), পিন্যাক (তিল), তৃণ, গোময়, ফলমূলাহার কিংবা পতিত ফল দ্বারা জীবন নির্বাহ করা। ২১ শণবস্ত্র, শ্মশানবস্ত্র, পরিত্যক্ত বস্ত্র, বল্কল, মৃগচর্ম, কুশবস্ত্র, বাকচীর (বল্কল), ফলকচীর (বৃক্ষ বল্কল), কেশকম্বল, অশ্বলোমকম্বল, পেচকপুচ্ছ প্রভৃতি ধারণ করা ২২. কেশশ্মশ্রু ছেদন করা ২৩. সদা দণ্ডায়মান থাকা ২৪. পায়ের গোড়ালির উপর উপবিষ্ট থাকা ২৫. কণ্টকশয্যায় শায়িত থাকা ২৬. কাষ্ঠের উপর, মাটির উপর শয়ন করা ২৭. একপার্শ্বে, ধুলাবালিতে মুক্তাকাশে শয়ন করা ২৮. যে কোন আসন গ্রহণ করা ২৯. গোবর, গোমূত্র, ভস্ম, মাটি ভক্ষণ দ্বারা জীবন ধারণ করা ৩০. শীতল জল পান না করা ৩১. ত্রিসন্ধ্যা স্নান করা।

হে কাশ্যপ! এ-সকল কৃচ্ছ্রচর্যায় কায়-বাক্য-চিত্ত বিশুদ্ধির লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না। যে কার্যে কায়-বাক্য-চিত্ত বিশুদ্ধ হয় না তা শ্রামণ্যও নয়, ব্রাহ্মণ্যও নয়। এরূপ চর্যাকারী শ্রমণও নয়, ব্রাহ্মণও নয়।

হে কাশ্যপ! যে ব্যক্তি বৈরিতা দ্বেষ ত্যাগ করে মৈত্রীচিত্তে বিহার করেন, যিনি তৃষ্ণাক্ষয় দ্বারা ইহজন্মে তৃষ্ণাক্ষয়তা, চিত্তবিমুক্তি প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং জ্ঞাত হয়ে বিহার করেন—এরূপ ব্যক্তিকে ভিক্ষু বলা হয়, ব্রাহ্মণ বলা হয়, শ্রমণ বলা হয়।

হে গৌতম! শ্রামণ্য বা ব্রাহ্মণ্য লাভ তাহলে খুব কঠিন?

হে কাশ্যপ! সাধারণতঃ বলা হয় শ্রামণ্য-ব্রাহ্মণ্য লাভ খুবই কঠিন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। যে ব্যক্তি এরূপ কৃচ্ছ্রসাধনে সক্ষম তাঁর পক্ষে শ্রামণ্য-ব্রাহ্মণ্যলাভ অতি সহজ।

হে গৌতম! শ্রমণ কে, ব্রাহ্মণ কে, তা পরিজ্ঞাত হওয়া তাহলে খুবই কঠিন?

হে কাশ্যপ! তাও কঠিন নয়। যে ব্যক্তি বৈরিতা দ্বেষ ত্যাগ করে

মৈত্রীচিত্তে বিহার করেন, যিনি তৃষ্ণাক্ষয় দ্বারা ইহজন্মে তৃষ্ণাক্ষয়তা, চিত্ত-বিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং জ্ঞাত হয়ে বিহার করেন, তিনিই, শ্রমণ, তিনিই ব্রাহ্মণ।

হে গৌতম! তাহলে সেই চর্যা কি? সেই চিত্তবিমুক্তি[১] প্রজ্ঞাবিমুক্তি[২] কি তা প্রকাশ করুন।

হে কাশ্যপ! অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। শ্রবণ করে মনন করুন।

শীলাচরণ

বুদ্ধের আবির্ভাব। হে কাশ্যপ! মনে করুন জগতে এমন একজন সৎপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে যিনি অর্হৎ, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও আচরণ সম্পন্ন, সুগত (নির্বাণগত), লোকবিদ্‌, অনুত্তর (যাঁর পরবর্তী কিছু নেই) পুরুষদম্যসারথি, দেবমানবশাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।

ধর্মপ্রচার। তিনি সম্যক্‌ অভিজ্ঞা দ্বারা এই বিশ্বচরাচর, পৃথিবী, দেব, ব্রহ্ম, মারজগৎসহ শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, রাজা, প্রজাগণকে মুখোমুখি দর্শন ক'রে সে সম্বন্ধে অন্যকে উপদেশ দেন। তাঁর ধর্মের আদি-মধ্য-অন্ত কল্যাণময়। তিনি পুণ্যময়, পূর্ণ, উন্নত জীবন সম্বন্ধে বিশদভাবে প্রকাশ করেন।

গৃহপতির ধর্মশ্রবণ। কোন গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র যদি এ-হেন ধর্ম শ্রবণ করেন, তাহলে তিনি তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হন; তৎপর শ্রদ্ধাবশতঃ তিনি এরূপ চিন্তা করেন—গৃহজীবন বিঘ্নময় পঙ্কিলময় পথ। এরূপ গৃহজীবন ত্যাগ করে মুক্তজীবন গ্রহণ শ্রেয়। গৃহজীবন যাপন করে এরূপ উন্নত, পরিপূর্ণ, শঙ্খশুভ্র পূর্ণ ব্রহ্মচর্যজীবন যাপন সম্ভব নয়। তাই তিনি কেশ-শ্মশ্রু ছেদন ক'রে, কাষায়বস্ত্র পরিধান ক'রে মুক্তজীবন যাপন করবেন স্থির করে গৃহত্যাগ করেন।

১-২ শমথ-বিদর্শন ভাবনায় সমাধিপ্রধানহেতু মার্গ লাভ (নির্বাণ অনুভূতি) চিত্তবিমুক্তি। প্রজ্ঞাপ্রধানহেতু মার্গলাভ প্রজ্ঞাবিমুক্তি।

শমথ ভাবনা—যে ভাবনা (ধ্যান) চিত্তকে শান্ত করে, যেমন ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ধ্যান ইত্যাদি। এ ধ্যান বুদ্ধপূর্ব সময়েও প্রচলিত ছিল।

বিদর্শন ভাবনা—যে ভাবনা বা ধ্যান প্রজ্ঞা উৎপাদন করে, বিদ্যা উৎপাদন করে, দুঃখবিমুক্তি-জ্ঞান আনয়ন করে। ইহা চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা। ইহা ভগবান বুদ্ধের নবতম আবিষ্কার।

গৃহপতির প্রব্রজ্যা গ্রহণ। সন্ন্যাস (প্রব্রজিত)-জীবনে তিনি সংযত আচরণ দ্বারা প্রত্যক্ষ করেন—প্রব্রজিত জীবনই আনন্দময়। তিনি তৎপর ক্ষুদ্র দোষ দেখেও ভীত হন, ভিক্ষুশীল[১] অনুশীলন করেন। সৎ কর্ম, সৎ বাক্য, সৎ চিন্তা, উত্তম জীবিকার্জন দ্বারা জীবন ধারণ করেন। এরূপ সংযত জীবন হেতু তাঁর স্মৃতি উৎপন্ন হয়, এরূপ সংযম অভ্যাস হেতু তিনি সুখী হন।

শীলপালন। তৎপর তিনি শীলপালনে মনোযোগী হন। শীল কি? তাহা ক্ষুদ্র, মধ্যম, মহাশীল ভেদে তিন প্রকার[২]।

শীলপালনে দক্ষতা অর্জন। শীলপালনে পূর্ণতা এলে, তিনি কোন দিক থেকে বিপদ দেখেন না। সম্রাট যেমন সকল শত্রু নিপাত করে নিশ্চিন্ত থাকেন ভিক্ষুও তেমন বিপদহীন থাকেন। শীলপালন-জনিত দক্ষতায় তিনি অনাবিল শান্তি অনুভব করেন।

চিত্তসংবরণ

ইন্দ্রিয় সংবরণ। তৎপর ভিক্ষু ইন্দ্রিয়দ্বার সংবরণ (সংযত) করেন। কি প্রকারে ইন্দ্রিয়দ্বার সংবরণ করেন?

রূপ (চক্ষুপথে আগত দৃশ্য) দেখলে নিমিত্ত (দৃশ্যের কামব্যঞ্জক পূর্ণ অবয়ব) গ্রহণ করেন না, অনুব্যঞ্জন (অবয়বাদির নিমিত্ত) গ্রহণ করেন না। রূপ থেকে অকুশলচিত্ত, পরশ্রীকাতরতা, হর্ষ, বিষাদ উৎপাদনে সংযত হন। তিনি চক্ষু ইন্দ্রিয়ের প্রতি সজাগ থাকেন। চক্ষু ইন্দ্রিয়ের উপর দক্ষতা অর্জন করেন।

অনুরূপভাবে তিনি কর্ণদ্বারা শব্দ, নাসিকাদ্বারা গন্ধ, জিহ্বাদ্বারা স্বাদ, দেহদ্বারা স্পর্শ, চিত্তদ্বারা ধর্মের (চিন্তনীয় বিষয়ের) নিমিত্ত গ্রহণ করেন না, অনুব্যঞ্জন গ্রহণ করেন না। তিনি এ-সকল থেকে অকুশলচিত্ত, পরশ্রী-কাতরতা, হর্ষ, বিষাদ, উৎপাদনে সংযত হন। তিনি এ-সকল ইন্দ্রিয়ের প্রতি সজাগ থাকেন, তাদের উপর দক্ষতা অর্জন করেন। ইন্দ্রিয়-সংবরণ-জনিত দক্ষতায় তিনি চিত্তে অনাবিল শান্তি অনুভব করেন। ভিক্ষু এরূপ-ভাবে ইন্দ্রিয়দ্বার সংবরণ করেন, ইন্দ্রিয়দ্বার রক্ষা করেন।

১ ভিক্ষুদের আচরণীয় নিয়ম।

২ ক্ষুদ্র, মধ্যম, মহাশীল সম্বন্ধে দীর্ঘনিকায়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

স্মৃতিমান সদাজাগ্রত অবস্থান। ভিক্ষু তৎপর স্মৃতিমান হন, সদাজাগ্রত হন। কি প্রকারে ভিক্ষু স্মৃতিমান হন, সদাজাগ্রত হন?

তিনি গমন, প্রত্যাগমন প্রভৃতি স্মৃতির সহিত সম্পন্ন করেন। উন্নত-জীবনে উন্নীত হবার পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করেন নতুবা সেকাজ ত্যাগ করেন, সেভাবে সকল কাজকর্মের বিচার করে সম্পন্ন করেন। প্রতি কর্মের অন্তর্নিহিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে সদাজাগ্রত অবস্থায় কাজ করেন। দর্শনে, হস্তসঞ্চালনে, চর্বনকার্যে, গলাধঃকরণে, মলমূত্রত্যাগে, গমনে, শয়নে, উপবেশনে, জাগরণে, ভাষণে, নীরবতায়, সর্বক্ষণে প্রতি অবস্থায় সদাজাগ্রত অবস্থান করেন। অবহিতচিত্তে কাজ করেন। এইরূপে ভিক্ষু স্মৃতিসম্পন্ন হন, সদাজাগ্রত হন।

সন্তুষ্টি। তারপর ভিক্ষু সন্তুষ্টি অভ্যাস করেন। কিরূপে সন্তুষ্টি অভ্যাস করেন? ভিক্ষু আপনলব্ধ কাষায়বস্ত্রে, খাদ্যে সন্তুষ্ট থাকেন। যে স্থানেই গমন করুন না কেন, তিনি স্বীয় শ্রমণ-পরিষ্কার (ব্যবহার্য বস্তু) সঙ্গে নিয়ে চলেন। এভাবে ভিক্ষু সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকেন।

নির্জনস্থান নির্বাচন। শীলপরায়ণ, ইন্দ্রিয়সংবরণশীল, স্মৃতিমান, সদাজাগ্রত, সন্তুষ্ট ভিক্ষু নির্জনস্থান অন্বেষণ করেন, যথা—বৃক্ষতল, অরণ্য, পর্বতপার্শ্ব, পর্বতকন্দর, গুহা, শ্মশান অথবা শূন্যস্থান নির্বাচন করেন। ভিক্ষান্ন-ভোজন-শেষে তিনি মেরুদণ্ড সোজা করে পদ্মাসনে ধ্যেয় বস্তুর প্রতি স্মৃতি জাগ্রত করে অবহিতচিত্তে উপবেশন করেন।

পঞ্চবিঘ্ন[১] বিদূরণ। তারপর তিনি ১. সংসারের কামনা ত্যাগ ক'রে, কামনাহীন হৃদয়ে, বাসনাহীন চিত্তে বিহার করেন। ২. হত্যাকলুষচিত্ত সংযত করে, হিংসাবৃত্তি থেকে হৃদয়কে দূরে রেখে, প্রতিহিংসাপরায়ণতা থেকে মনকে পরিশুদ্ধ করেন। ৩. দেহমনের অলসতা দূর ক'রে, চিত্ত সংযত, সজাগ রেখে, তিনি চিত্তকে দুর্বলতা, অলসতা থেকে মুক্ত করেন। ৪. ঔদ্ধত্য ত্যাগ ক'রে, চিত্তের চঞ্চলতা পরিহার ক'রে, অন্তরে শান্তভাব পোষণ ক'রে তিনি ঔদ্ধত্য, উদ্বিগ্নতা, কৌকৃত্য (কুকৃত্য) থেকে চিত্ত মুক্ত

১ কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কুকৃত্য, বিচিকিৎসা (সন্দেহ) -কে পঞ্চবিঘ্ন বা পঞ্চনীবরণ (আবরণ) বলা হয়।

রাখেন। ৫. দ্বৈতভাব পরিহার ক'রে, চিত্তের বিক্ষুব্ধতা ত্যাগ ক'রে, কুশল বিষয়ে সন্দেহাতীত হয়ে চিত্তের সন্দেহভাব মুক্ত করেন।

প্রীতিসুখ-স্ফুরণ। ঋণী ব্যবসায়ী সদ্ব্যবসায়ে উপযুক্ত লাভ ক'রে, ধার পরিশোধান্তে ধন উদ্বৃত্ত দেখে আনন্দ পান। পুরাতন জটিল ব্যাধি থেকে মুক্ত হলে মানুষ আনন্দ অনুভব করেন। বন্দি কারামুক্ত হলে আনন্দিত হয়। ক্রীতদাস মুক্তি পেলে সুখী হয়। ধনী উন্নতিশীল ব্যক্তি আহার-পানীয়-হীন মরুপথ অতিক্রম করে গ্রামপ্রান্তে এসে পড়লে হৃদয়ে শান্তি লাভ করেন। সেরূপ, ভিক্ষু পঞ্চবিঘ্নদ্বারা ক্লিষ্ট থাকলে নিজেকে ঋণী-ব্যবসায়ী, দীর্ঘরুগ্ন, কারারুদ্ধ, ক্রীতদাস, ধনী মরুযাত্রীর মত নিজেকে বিপদ-গ্রস্ত মনে করেন; পঞ্চবিঘ্নমুক্ত হলে আনন্দিত হন, প্রীত হন, সুখী হন। চিত্ত পঞ্চবিঘ্নমুক্ত হলে ভিক্ষু প্রমোদ অনুভব করেন, প্রমোদানু-ভূতিতে প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতিব উৎপত্তিতে কায়প্রশ্রব্ধি (প্রসন্নতা) লাভ হয়, কায়প্রশ্রব্ধি লাভে সুখ অনুভূত হয়, সুখীচিত্ত সমাধি লাভ করে।

প্রথমধ্যান। তারপর তিনি কাম, অকুশলবর্জিত বিতর্ক[১]-বিচার[২]-যুক্ত, বিবেকজ প্রীতি[৩], সুখময়[৪] প্রথমধ্যান[৫] লাভ করেন। তাঁর সর্বদেহ

১ বিতর্ক=আলম্বনে (ধ্যেয় বস্তুতে) চিত্তকে আরোহণ করানোর চিন্তা। পুনঃপুনঃ আলম্বন চিন্তা (মনন) করা ইহার স্বভাব। চিত্তের এরূপ অবস্থায় স্ত্যানমিদ্ধ (চিত্তের জড়তা) বিদূরিত হয়। মনস্কার ইহার লক্ষণ।

২ বিচার=বিতর্ক যে আলম্বন গ্রহণ করে বিচার তার স্বভাব জ্ঞাত হওয়ার জন্য পুনঃ পুনঃ নিমজ্জিত হয়। অনুমজ্জন ইহার লক্ষণ। বিচার বিচিকিৎসা (সন্দেহ) দূর করে।

৩ প্রীতি=প্রীননার্থে প্রীতি— ইহা চিত্তের প্রফুল্লতা, সন্তোষ ইত্যাদি। ইহা চিত্তকে সম্প্রসারিত করে। প্রীতি চিত্তের ব্যাপাদ (হিংস্রভাব) বিদূরিত করে, ধ্যেয় বস্তুতে প্রীতি সঞ্চার করে। ইহা বোধির অঙ্গ, ইহা ধ্যেয়বস্তুপ্রাপ্তিতে তুষ্টি।

৪ সুখ=প্রীতির সহচর সুখ। যেখানে প্রীতি সেখানেই সুখ। ইহা আলম্বনের রসানুভবতার তুষ্টি।

৫ একাগ্রতা (ধ্যান)=এক আলম্বনে চিত্তের অবিচল অবস্থা। একাগ্রতার পরিপূর্ণতাকে সমাধি বলা হয়। ইহা আলম্বনে চিত্তের নিবদ্ধ, অবিক্ষিপ্ত অবস্থা। আলম্বন থেকে চিত্তের অবিক্ষেপতা ইহার লক্ষণ।

বিবেকজ প্রীতি-সুখে স্পন্দিত, স্ফুরিত, প্রস্ফুটিত, পরিপ্লাবিত হয়—দেহের এমন কোন অংশ থাকে না যে স্থানে প্রীতিসুখ অনুভূত হয় না।

দ্বিতীয় ধ্যান। পুনরায় ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার-উপশমিত, বিতর্ক-বিচার-হীন, সমাধিজাত প্রীতিসুখময় দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করেন। তাঁর দেহ সমাধিজাত প্রীতিসুখে স্পন্দিত, স্ফুরিত, প্রস্ফুটিত, পরিপ্লাবিত হয়—দেহের এমন কোন অংশ থাকে না যে স্থানে সমাধিজাত প্রীতিসুখ অনুভূত হয় না।

তৃতীয় ধ্যান। তৎপর ভিক্ষু প্রীতিবর্জিত উপেক্ষক (অপ্রমত্ত) হয়ে বিহার করেন। স্মৃতিমান সদাজাগ্রত হয়ে সুখ উপভোগ করেন। সে সম্বন্ধে আর্যগণ বলেছেন—তিনি উপেক্ষাসহগত (বীতস্পৃহ) স্মৃতিমান সুখ-বিহারী তৃতীয় ধ্যান লাভ করেন। তাঁর সর্বদেহ প্রীতিহীন সুখে স্পন্দিত, স্ফুরিত, প্রস্ফুটিত, পরিপ্লাবিত হয়—দেহের এমন কোন অংশ থাকে না যে স্থানে প্রীতিহীন সুখ অনুভূত হয় না।

চতুর্থ ধ্যান। সর্বোপরি ভিক্ষু সুখদুঃখহীন, হর্ষবিষাদ-অস্তমিত নদুঃখসুখ পরিশুদ্ধ উপেক্ষাস্মৃতি-সম্পন্ন চতুর্থ ধ্যান লাভ করেন।

প্রজ্ঞালাভ

জ্ঞানদর্শন। ভিক্ষু এরূপ সমাহিত, পরিশুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন, মলহীন, ক্লেশ-মুক্ত, মৃদুভূত, কর্মক্ষম, অবিচ্ছেদ্য চিত্তকে জ্ঞানদর্শনে নিযুক্ত করেন। পরিশুদ্ধ মণির অপর পার্শ্বের সূত্র যেমন মণির স্বচ্ছতাহেতু স্পষ্ট দৃষ্ট হয় সেরূপ তিনিও তাঁর দেহকে এরূপ দর্শন করেন—এই আমার রূপময় দেহ, ইহা চতুর্ভূতযুক্ত, পিতৃমাতৃসম্ভব, অন্নরসবর্ধিত। ইহা অনিত্য, উৎসাদন ভেদন বিধ্বংসন-পরায়ণ। আমার এই বিজ্ঞান সেরূপ দেহেই বিদ্যমান, স্থিত, আবদ্ধ।

মনোময় দেহ নির্মাণ। তৎপর ভিক্ষু এরূপ সমাহিত পূর্বোক্তরূপ চিত্তকে মনোময় এক দেহ গঠনে নিয়োগ করেন। তিনি এই দেহ হতে একটি মনোময় দেহ গঠন করেন, যার মধ্যে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিদ্যমান—এমন কি কোন ইন্দ্রিয়ও অপূর্ণ থাকে না। মুঞ্জঘাস-ঝুড়ি; অসি-কোষ; সর্প-খলি যেমন পৃথক পৃথক রূপে জানা যায় সেরূপ রূপদেহ ও মন পৃথকরূপে প্রতিভাত হয়।

অভিজ্ঞা। ১. ঋদ্ধিবিদ্যা: ভিক্ষু এরূপ সমাহিত পূর্বোক্তরূপ চিত্তকে ঋদ্ধিবিদ্যায় নিয়োজিত করেন। তিনি অনেক প্রকার ঋদ্ধিবিদ্যা অধিগত

করেন। যেমন—এক হয়ে বহু হন, বহু থেকে এক হন, দৃষ্ট হন, অদৃষ্ট হন, দেওয়াল স্তম্ভ পাহাড়-পর্বত ভেদ করে গমন করেন, বায়ুস্তরে গমন করেন, শক্ত মাটি ভেদ করে গমনাগমন করেন, শক্ত মাটির উপর গমনের মত জলের উপর গমন করেন, পদ্মাসনে পক্ষীর মত আকাশে ভ্রমণ করেন, চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি মহাকায় পদার্থকে স্পর্শ করেন।

২. দিব্যশ্রোত : ভিক্ষু এরূপ সমাহিত পূর্বোক্তরূপ চিত্তকে দিব্যস্রোত -বিষয়ে নিয়োজিত করেন। তিনি বিশুদ্ধ দিব্যশ্রোতদ্বারা মনুষ্যকর্ণগ্রাহ্য শব্দকে অতিক্রম করে নিকটের, দূরের, দেব-মনুষ্য উভয়ের শব্দ শ্রবণ করেন।

৩. পরচিত্তপর্যায়জ্ঞান : ভিক্ষু এরূপ সমাহিত পূর্বোক্তরূপ চিত্তকে পরচিত্ত পর্যায়জ্ঞান-বিষয়ে নিয়োজিত করেন। তিনি অপর সত্ত্বের, অপর জনের চিত্ত নিজচিত্তদ্বারা জ্ঞাত হন; রাগযুক্ত চিত্তকে রাগযুক্ত (তৃষ্ণাময়) চিত্ত, বীতরাগ চিত্তকে বীতরাগ চিত্ত, দ্বেষচিত্তকে দ্বেষচিত্ত, দ্বেষমুক্ত চিত্তকে দ্বেষ-মুক্ত চিত্ত, সমোহ চিত্তকে সমোহ চিত্ত, বীতমোহ চিত্তকে বীতমোহ চিত্ত, সংক্ষিপ্ত চিত্তকে সংক্ষিপ্ত চিত্ত, বিক্ষিপ্তচিত্তকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত, মহৎগত চিত্তকে (মহানচিত্ত) মহৎগত চিত্ত, অমহৎগত চিত্তকে অমহৎগত চিত্ত, অনুন্নত চিত্তকে অনুন্নত চিত্ত, উন্নত চিত্তকে উন্নত চিত্ত, সমাহিত চিত্তকে সমাহিত চিত্ত, অসমাহিত চিত্তকে অসমাহিত চিত্ত, অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্ত, বিমুক্ত চিত্তকে বিমুক্ত চিত্ত রূপে জ্ঞাত হন।

৪. পূর্বনিবাসস্মৃতিজ্ঞান : ভিক্ষু এরূপ সমাহিত পূর্বোক্তরূপ চিত্তকে পূর্ব-নিবাসস্মৃতিজ্ঞানে নিয়োজিত করেন। তিনি অনেক প্রকার পূর্বনিবাস-স্মৃতি স্মরণ করেন।—যেমন এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার পাঁচ ছয়··· দশ বিশ পঞ্চাশ শত সহস্র শতসহস্র জন্ম; অনেক সংবর্তকল্প (কল্পের ধ্বংস) বিবর্তকল্প (কল্পের সংগঠন), অনেক সংবর্ত-বিবর্তকল্পের মধ্যজন্ম জ্ঞাত হন। যেমন (আমার) এই নাম, এই গোত্র, এরূপ বর্ণ, এরূপ আহার ছিল, এরূপ সুখ-দুঃখ পেয়েছি, এরূপ আয়ু ছিল; সেখান থেকে চ্যুত হয়ে ওখানে জন্ম হয়েছে, সেখানেও এই নাম গোত্র বর্ণ আয়ু ছিল, ইত্যাদি। গ্রামপ্রত্যাগত ব্যক্তির গ্রামস্মৃতি যেমন প্রখর থাকে সেরূপ ভিক্ষুর পূর্বনিবাস-স্মৃতিও প্রখর, প্রকট হয়।

৫. সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি-জ্ঞান : ভিক্ষু এরূপ সমাহিত পূর্বোক্তরূপ

চিত্তকে সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি-বিষয়ে নিয়োজিত করেন। তিনি বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা সত্ত্বগণকে প্রত্যক্ষ করেন। হীন, প্রণীত (উচ্চ), সুবর্ণ-দুর্বর্ণ-স্থানে, সুগতি-দুর্গতি-স্থানে কর্মানুসারে চ্যুতি-উৎপত্তি প্রত্যক্ষ করেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেন কায়-বাক্য-চিত্ত দুশ্চরিত্রদ্বারা, আর্যনিন্দাদ্বারা, মিথ্যাদৃষ্টিগত হয়ে, মিথ্যাদৃষ্টিগত কর্ম সম্পাদনে জীবগণ অপায় দুর্গতিযুক্ত বিনিপাতস্থানে জন্মগ্রহণ করে। তিনি আরও প্রত্যক্ষ করেন—কায়-বাক্য-চিত্ত সুচরিত দ্বারা, আর্যপ্রশংসা দ্বারা, সম্যকদৃষ্টিগত হয়ে, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন কর্মসম্পাদনে জীবগণ মৃত্যুর পর সুখপরায়ণ স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করে। রাস্তার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে জনগণকে যেমন চতুর্দিকের গৃহে প্রবেশ করতে দেখা যায় তদ্রূপ সমাহিত পূর্বরূপ চিত্ত সত্ত্বগণকে মৃত্যুর পর সুগতি-দুর্গতি ভূমিতে আপন কর্মানুযায়ী জন্ম গ্রহণ করতে প্রত্যক্ষ করেন।

৬. চতুরার্যসত্যজ্ঞান : ভিক্ষু এরূপ সমাহিত পূর্বোক্তরূপ চিত্তকে তৃষ্ণা-ক্ষয়জ্ঞান-বিষয়ে নিয়োজিত করেন। তিনি দুঃখ কি তাহা যথাযথ ভাবে জ্ঞাত হন। দুঃখসমুদয় কি প্রকারে হয় তাহা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করেন। দুঃখনিরোধ কি প্রকারে করা যায় তাহাতে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। দুঃখনিরোধমার্গ সম্যক্‌ভাবে পরিজ্ঞাত হন।

৭. তৃষ্ণাক্ষয়জ্ঞান : ইহা তৃষ্ণা, এইভাবে তৃষ্ণার সমুদয় হয়, এই-ভাবে তৃষ্ণার নিরোধ হয়, ইহা তৃষ্ণানিরোধমার্গ, তাহাও তিনি সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হন। তিনি তা জ্ঞাত হয়ে, এরূপ দর্শন ক'রে কামাসব (কামতৃষ্ণা), ভবাসব (জন্ম গ্রহণের তৃষ্ণা বা ইচ্ছা), অবিদ্যাসব (অবিদ্যা অজ্ঞানতা -জনিত তৃষ্ণা) থেকে চিত্তকে বিমুক্ত করেন। বিমুক্ত হলে বিমুক্ত বলে জ্ঞাত হন। এমতাবস্থায় ভবিষ্যৎ জন্ম ক্ষীণ হয়, ব্রহ্মচর্যপালন সমাপ্ত হয়, করণীয় কর্মের অন্ত সাধন হয়, ইহজীবন-পরিসমাপ্তির পর পরবর্তী কোন জীবন নেই এরূপ প্রজ্ঞাত হন। স্বচ্ছসলিলা সরোবরের অন্তঃস্থলের শামুক, ঝিনুক, মাটি মৎস্য-গুল্ম ইত্যাদি স্থিত বা চলমান অবস্থায় তীর থেকে যেরূপ দৃষ্ট হয় তদ্রূপ সমাহিত পূর্বোক্তরূপ চিত্তকে তৃষ্ণাক্ষয়জ্ঞান-বিষয়ে নিয়োজিত করে ভিক্ষু সত্য প্রত্যক্ষ করেন, দুঃখমুক্তি উপলব্ধি করেন, জন্মমৃত্যুর অতীত হন, অর্হৎ হন।

হে কাশ্যপ! এর চেয়ে হৃদয়মনের শান্তিপ্রদ, প্রণীততর, উন্নততর অবস্থা আর নেই।

কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন, কিন্তু চরিত্র গঠন কি তা তাঁরা প্রকৃতরূপে জানেন না। তা একমাত্র আমিই জ্ঞাত আছি, কারণ আমি নৈতিক চরিত্রের (শীলের) সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছি।

অনেক শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁরা আত্মক্লিষ্টতার, পরজীবন-সম্মাননার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এগুলির প্রশংসায় অনেক বাক্য প্রকাশ করেন। আত্মক্লিষ্টতায়, পরজীবন-সম্মাননায় আমার যে প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে তা তাঁদের জ্ঞান অপেক্ষা সবতোভাবে শ্রেষ্ঠতর—সর্বোন্নত।

অনেক শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জ্ঞানবিষয়ে উপদেশ দেন, সে বিষয়ে অনেক কিছু বলেন। কিন্তু জ্ঞানবিষয়ে আমার যে প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে, অভিজ্ঞতা আছে, তা তাঁদের ব্যক্তজ্ঞান বিষয় থেকে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠতর, সবোচ্চ, সবোন্নত।

অনেক শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নিবাণ সম্বন্ধে উপদেশ দেন, সে বিষয়ে অনেক কিছু বলেন। সে সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁদের কথিত বিষয় থেকে সর্বতোভাবে উন্নত, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোন্নত, কারণ আমি নির্বাণ সাক্ষাৎ করে নির্বৃত হয়েছি।

হে কাশ্যপ! যদি কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বলেন—শ্রমণ গৌতম নির্জনস্থানে সিংহনাদ করেন, জনসমাজে নয়; তাঁর সিংহনাদ দৃঢ়প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত নয়; জনগণ তাঁকে প্রশ্ন করেন না; প্রশ্ন করলেও তিনি সদুত্তর দানে অক্ষম; তাঁর উত্তর-শ্রবণে সন্তুষ্টি হয় না; জনগণ তাঁর বাণী শ্রবণযোগ্য মনে করেন না; তাঁর বাক্য শ্রবণ করলেও জনগণ তা অনুমোদন করেন না; জনগণ তাঁর বাণী অনুমোদনযোগ্য মনে করলেও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন না; জনগণ যদিও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন কিন্তু সত্যে উপনীত হন না; জনগণ সত্যে উপনীত হলেও তা প্রকাশ করেন না। আমি এরূপ-বাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণকে একমাত্র বলতে পারি—আপনারা এরূপ বলবেন না, কারণ এরূপ বাক্য সত্যসংশ্রববর্জিত।

হে কাশ্যপ! রাজগৃহে অবস্থানকালে আমি নিগ্রোধকুমারকেও এরূপ

ধর্মোপদেশ প্রদান করেছিলাম। তিনি আমার উপদেশ অভিনন্দন করেছিলেন।

হে ভগবন্! এরূপ ধর্ম কে না শ্রবণ করে, অভিনন্দন করে। আপনার অমৃতবাণী আমার ঘোর অন্ধকার দূর করেছে। আমার সকল মূঢ়তা বিলীন হয়ে গেছে। এই বিপথগামী আজ দৃষ্টিলাভ করেছে। আপনি আজ আমায় হাত ধরে আলোর পথে নিয়ে এলেন। বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘই এখন আমার একমাত্র পথপ্রদর্শক, শরণ—অনন্যশরণ।

হে ভগবন্! আমি পূর্বশ্রমণচর্যা ত্যাগ করছি। আমাকে সঙ্ঘে স্থান দিন।

হে কাশ্যপ! তুমি ভিন্ন মতাবলম্বী ছিলে, তাই তোমাকে চার মাস শিক্ষাব্রত গ্রহণ করতে হবে।

হে ভগবন্! আমি তাই করব।

অতঃপর কাশ্যপ সঙ্ঘে প্রবেশ করলেন। তারপর তিনি ইন্দ্রিয়সংবরণ, ধ্যান, বিদর্শন (অনিত্যদর্শন) জীবন যাপন করে সর্বদুঃখের অন্ত সাধন করলেন।

মূলবিষয়

এক সময় ভগবান উক্কটঠা-সমীপে সুভগবনে শালরাজমূলে অবস্থান করেন। তখন একদিন তিনি ভিক্ষুগণকে ধর্মোপদেশ প্রদান করবেন স্থির করে তাঁদের আহ্বান করলে তাঁরা ভগবান-সমীপে সমবেত হলেন।

ভগবান বললেন—আমি তোমাদের সর্বধর্মমূল-পর্যায় [লোক (কাম-রূপ-অরূপ) আত্মবাদের মূল বিষয়] সম্বন্ধে উপদেশ দেব। তোমরা তা শ্রবণ কর—উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর।

ভিক্ষুগণ ধর্মশ্রবণে সম্মতি প্রকাশ করলেন।

অতঃপর ভগবান বললেন—ভিক্ষুগণ! অশ্রুতবান পুরুষ, যারা আর্যদর্শন লাভ করেনি, আর্যধর্ম বিদিত নয়, তাতে বিনীত নয়, বা সৎপুরুষ দর্শন করেনি, সৎপুরুষধর্ম বিদিত নয়, তাতে বিনীত নয়, তারা পৃথিবীকে 'পৃথিবী' (মাটি) ভাবে জানে, পৃথিবীকে পৃথিবী ভাবে জেনে 'পৃথিবী' মনে

করে, 'পৃথিবীতে' ব'লে মনে করে, 'পৃথিবী হতে' মনে করে, 'পৃথিবী' আমার ব'লে মনে করে, পৃথিবীকে' নিয়ে আনন্দ করে।

এর কারণ কি? কারণ তারা মূল বিষয়ে অজ্ঞ।

অনুরূপভাবে অশ্রুতবান পুরুষ অপ্ (জল), তেজ (অগ্নি), বায়ু, যোনিসম্ভূত, দেব, প্রজাপতি (সৃষ্টিকর্তা), ব্রহ্ম (আদিপুরুষ), আভাস্বর, শুভকৃৎস্ন, বৃহৎফল, বিভু, আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, অকিঞ্চন-আয়তন, নসংজ্ঞানঅসংজ্ঞা-আয়তন, দৃষ্ট, শ্রুত, মত (অনুমতি), বিজ্ঞাত (মনোজাত), একত্ব (আত্মা এক), নানাত্ব (আত্মা বহু), সর্বত্ব (আত্মার সর্বত্ব), নির্বাণকে ও তৎভাবে জানে, তৎভাবে জেনে তা মনে করে, তাতে ব'লে মনে করে, তা হতে মনে করে, তা আমার মনে করে, তা নিয়ে আনন্দ করে।

এব কারণ কি? এর কারণ তারা এদের মূল বিষয়ে অজ্ঞ।

হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু শিক্ষাকামী, অপূর্ণমানস, অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণসাধনা-নিরত তিনি পৃথিবীকে সাধারণ থেকে অধিকতর রূপে জানেন, পৃথিবীকে অসাধারণ রূপে জেনে পৃথিবীকে 'পৃথিবী' রূপে জানা সংগত বোধ করেন না, 'পৃথিবীতে' জানা সংগত বোধ করেন না, 'পৃথিবী' হতে জানা সংগত বোধ করেন না, 'পৃথিবী' আমার বলে জানা সংগত বোধ করেন না, পৃথিবী নিয়ে আনন্দ করাও সংগত বোধ করেন না।

এর কারণ কি? এর কারণ তিনি এর স্বরূপ এখনও পরিজ্ঞাত হন নি।

অনুরূপভাবে শিক্ষাকামী ভিক্ষু অপ্, তেজ, বায়ু, যোনিসম্ভূত, দেব, প্রজাপতি, ব্রহ্ম, আভাস্বর, শুভকৃৎস্ন, বৃহৎফল, আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, অকিঞ্চন-আয়তন, নসংজ্ঞানঅসংজ্ঞা-আয়তন, দৃষ্ট, শ্রুত, মত, বিজ্ঞাত, একত্ব, নানাত্ব, সর্বত্ব, নির্বাণকে ও তৎভাবে জানা সংগত বোধ করেন না, তাতে জানা সংগত বোধ করেন না, তা হতে জানা সংগত বোধ করেন না, তা আমার বলে জানা সংগত বোধ করেন না, তা নিয়ে আনন্দ করাও সংগত বোধ করেন না।

এর কারণ কি? এর কারণ, তিনি এখনও এর স্বরূপ পরিজ্ঞাত হন নি।

হে ভিক্ষুগণ ! যে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব[১], যাঁর ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কর্ম কৃত হয়েছে, ভব-সংযোজন ক্ষীণ হয়েছে, যিনি সম্যক্‌জ্ঞান-দ্বারা বিমুক্ত, তিনি পৃথিবীকে সাধারণ থেকে অধিকতর রূপে জানেন, অসাধারণরূপে পৃথিবীকে জেনে পৃথিবী বলে মনে করেন না, পৃথিবীতে মনে করেন না, পৃথিবী হতে মনে করেন না, পৃথিবী আমার মনে করেন না, পৃথিবী নিয়ে আনন্দ করেন না।

এর কারণ কি ? এর কারণ তিনি এর স্বরূপ পরিজ্ঞাত হয়েছেন।

হে ভিক্ষুগণ। কেন তিনি পৃথিবী-বিষয়ে এরূপ ধারণা পোষণ করেন না ?—যেহেতু তিনি রাগ, দ্বেষ, মোহের ক্ষয় সাধন করেছেন।

হে ভিক্ষুগণ ! তথাগতের ধারণাও পৃথিবী সম্বন্ধে এরূপ। তাছাড়া অপ্‌, তেজ, বায়ু, যোনিসম্ভূত, দেব, প্রজাপতি, ব্রহ্ম, আভাস্বর, শুভকৃৎস্ন, বৃহৎফল,···নির্বাণ সম্বন্ধেও তথাগত অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন।

এর কারণ কি ?—যেহেতু তথাগত এ-সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত। তিনি সর্বপ্রকার দুঃখের মূল যে তৃষ্ণা তা সম্যক্‌রূপে বিদিত হয়েছেন। তথাগত সর্বপ্রকারে তৃষ্ণার ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জন করে অনুত্তর সম্যক্‌সম্বোধি লাভ করে অভিসম্বুদ্ধ হয়েছেন।

এ কথা শুনে ভিক্ষুগণ আনন্দ প্রকাশ করলেন।

সর্বপ্রকার তৃষ্ণা সংবরণ

একদা ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডদ আরামে (আশ্রমে) অবস্থান করছেন। তখন তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘকে ধর্মোপদেশ প্রদান করবার মানসে আহ্বান করলে তাঁরা উপস্থিত হলেন। ভগবান সমবেত ভিক্ষুসঙ্ঘকে বললেন—ভিক্ষুগণ ! আমি তোমাদের সর্বপ্রকার তৃষ্ণা সংবরণ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করব। তোমরা তাহা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর।

ভিক্ষুগণ ধর্মশ্রবণে সম্মতি প্রকাশ করলেন।

১ যার কামাসব, ভবাসব, অবিদ্যাসব, দৃষ্ট্যাসব ক্ষয় হয়েছে—অর্থাৎ সকলপ্রকার তৃষ্ণা আসব) ক্ষয় হয়েছে।

হে ভিক্ষুগণ! আমি তৃষ্ণাক্ষয় বিষয় প্রত্যক্ষ জ্ঞাত হয়ে বিবৃত করছি; না জেনে, না দেখে তা প্রকাশ করছি না।

কি প্রকারে তৃষ্ণাক্ষয় হয়?

মনস্কার (চিত্ত-সংযোগ) দুই প্রকার—অবধানত (মনোযোগের সহিত), অনবধানত (মনোযোগ ব্যতীত)।

বিষয়ের প্রতি অনবধানত মনস্কার করলে অনুৎপন্ন তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন তৃষ্ণা বর্ধিত হয়; কিন্তু অবধানত মনস্কার করলে অনুৎপন্ন তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন তৃষ্ণাও পরিত্যক্ত হয়।

হে ভিক্ষুগণ! দর্শন-দ্বারা (সম্যক্‌দর্শন-দ্বারা), সংবরণ-দ্বারা (সংযম-দ্বারা) প্রতিসেবন-দ্বারা (যথাযথ ব্যবহার-দ্বারা), অধিবাসন-দ্বারা (সহনক্ষমতা-দ্বারা) পরিবর্জন-দ্বারা (ত্যাগ-দ্বারা), অপনোদন-দ্বারা (অন্তসাধন-দ্বারা) ভাবনা-দ্বারা (সপ্ত-বোধি-অঙ্গ ভাবনা-দ্বারা) তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়।

কি প্রকারে তৃষ্ণা দর্শন-দ্বারা পরিত্যক্ত হয়?

হে ভিক্ষুগণ! সাধারণ ব্যক্তি, যে আর্যদর্শন করেনি, আর্যধর্মে অবিনীত, যে সৎপুরুষ দর্শন করেনি, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, সে মননযোগ্যধর্ম, অমনন যোগ্যধর্ম ভালরূপে জ্ঞাত না হয়ে মননযোগ্যহীন ধর্মে মনোনিবেশ করে।

কোন্ মননযোগ্যহীন ধর্মে সে মনোনিবেশ করে?

যে ধর্ম মনন করলে কামাসব[১] ভবাসব[২] অবিদ্যাসব[৩] বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, অনুৎপন্ন কাম-ভব-অবিদ্যাসব উৎপন্ন হয়, তাহাই মননযোগ্যহীন ধর্ম, যাহাতে সে মনোনিবেশ করে।

কোন্ মননযোগ্যধর্মে সে মনোনিবেশ করে না?

যে ধর্ম মনন করলে কাম-ভব-অবিদ্যাসব উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন কাম-ভব-অবিদ্যাসব প্রহীণ হয়, সে-সকল ধর্ম মননযোগ্য হলেও সে মনন

১ রূপ, রস শব্দ, গন্ধ, স্পৃশ্যের প্রতি আসক্তি।

২ কামলোকে, রূপলোকে, অরূপলোকে নিজের অস্তিত্ব-আকাঙ্ক্ষা। দৃষ্ট্যাসব—অবিনশ্বর আত্মায় বিশ্বাস।

৩ কাম-ভব-দৃষ্ট্যাসবের সঙ্গে জড়িত। অবিদ্যাগত হয়ে মানুষ কাম-ভব আকাঙ্ক্ষা করে, অবিনশ্বর আত্মায় বিশ্বাস করে।

করে না। মননযোগ্যহীন ধর্ম মনন করলে, মননযোগ্য ধর্ম মনন না করলে, অনুৎপন্ন আসব উৎপন্ন হয়—উৎপন্ন আসব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সে অনবধানবশতঃ এরূপ মনন করে থাকে: আমি সুদীর্ঘ অতীতে ছিলাম কি ছিলাম না? কি ভাবে ছিলাম, পরে কি হলাম? আমি সুদীর্ঘ অনাগতে থাকব কি থাকব না? কি ভাবে থাকব, কি হতে কি হব?—বর্তমান সম্বন্ধেও সন্দেহপরায়ণ হয়: আমি কি নাই? কি ভাবে আছি? আমি (বা আমার সত্তা) কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব?—এরূপ অমননযোগ্য বিষয়ে মনন-হেতু ছয় প্রকার দৃষ্টির যে কোন একটি উৎপন্ন হয়; যেমন—১. আমার আত্মা আছে; ২. আমার আত্মা বলে কিছু নাই; ৩. আমি আত্মার দ্বারা আমার আত্মাকে জানতে পারি; ৪. আমি আত্মার দ্বারা অনাত্মাকে জানতে পারি; ৫. আমি অনাত্মা-দ্বারা অনাত্মাকে জানতে পারি; ৬. আমার আত্মা স্বয়ং জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, ইহা জন্মজন্মান্তরে পাপপুণ্য শুভাশুভ কর্মের ফল ভোগ করে: এই আত্মা নিত্য, ধ্রুব, পরিবর্তনহীন, তাহা চির-দিন একই প্রকার থাকবে।—হে ভিক্ষুগণ! ইহাই দৃষ্টিগতি, দৃষ্টিগহন, দৃষ্টিকান্তার, দৃষ্টিকৌতুক, দৃষ্টিবিস্পন্দন, দৃষ্টিসংযোজন, দৃষ্টিবৈচিত্র্যের অভ্যুদয়। এরূপ দৃষ্টি-সংযুক্ত ব্যক্তি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিতাপ, দুঃখ, দুর্মন, নৈরাশ্য, অর্থাৎ এককথায় দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারে না।

হে ভিক্ষুগণ! শ্রুতবান্ বুদ্ধশিষ্য, যিনি আর্যদর্শন করেছেন, আর্যধর্মে সুবিনীত, যিনি সৎপুরুষ দর্শন করেছেন, সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, তিনি মননযোগ্য ধর্ম যথাযথ জ্ঞাত হয়ে, অমননযোগ্য ধর্ম সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হয়ে, অমননযোগ্য ধর্ম মনন করেন না, মননযোগ্য ধর্ম মনন করেন।

কোন্ অমননযোগ্য ধর্ম তিনি মনন করেন না?

যে ধর্ম মনন করলে কামাসব, ভবাসব, অবিদ্যাসব উৎপন্ন হয়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সে ধর্ম মনন করেন না।

কোন্ মননযোগ্য ধর্ম তিনি মনন করেন?

যে ধর্ম মনন করলে কামাসব, ভবাসব, অবিদ্যাসব উৎপন্ন হয় না, তাহা প্রহীণ হয়, সে ধর্ম মনন করেন। অমননযোগ্য ধর্ম মনন না করলে, মনন-যোগ্য ধর্ম মনন করলে, অনুৎপন্ন আসব (তৃষ্ণা) উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন আসব প্রহীণ হয়। এরূপ অবধানবশতঃ মননে—দুঃখ, দুঃখসমুদয়,

দুঃখনিরোধ, দুঃখনিরোধমার্গ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হলে ত্রিসংযোজন প্রহীণ হয়, অর্থাৎ প্রথম সংযোজন সৎকায়দৃষ্টি (আত্মবাদ), দ্বিতীয় সংযোজন বিচিকিৎসা (সংশয়বাদ), তৃতীয় সংযোজন শীলব্রত-পরামর্শ (আত্মক্লেশ) পরিত্যক্ত হয়। এরূপেই দর্শন-দ্বারা আসব পরিত্যক্ত হয়।

কোন্ আসব সংবর-(সংযম) দ্বারা পরিত্যক্ত হয় ?

অর্থসংযুক্ত জ্ঞানে অবহিত হয়ে চক্ষু-ইন্দ্রিয় সংবৃত (সংযত) হয়ে অবস্থান করলে চক্ষুপথে আগত আসব, ক্লেশ, পরিদাহ উৎপন্ন হয় না। এভাবে আসব সংবর-দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

কোন্ আসব প্রতিসেবন (ব্যবহার)-দ্বারা পরিত্যক্ত হয় ?

অর্থসংযুক্ত জ্ঞানে অবহিত হয়ে শীত-উষ্ণতা, মশা-মাছি, বায়ু-জল, সরীসৃপ-সংস্পর্শ প্রতিহত করবার পক্ষে, লজ্জা নিবারণ, দেহাচ্ছাদনের পক্ষে যতটুকু বস্ত্রের প্রয়োজন ততটুকু বস্ত্র প্রতিসেবন (ব্যবহার) করা ; মদোল্লাস বা দেহসৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নহে, শুধু দেহরক্ষা ও ব্রহ্মচর্যপালনের নিমিত্ত, অতীত বেদনা উপশমের নিমিত্ত, নূতন বেদনা উৎপন্ন না হওয়ার জন্য, জীবনযাত্রা সুষ্ঠু ও স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য আহার করা ; ঋতু-উপযোগী কীট, পতঙ্গ ইত্যাদির সংস্পর্শ প্রতিহত করার জন্য শয়ন-আসন উপভোগ করা ; বেদনা, রোগ উপশমের জন্য ঔষধ-পথ্য সেবন করা। এরূপ ভাবে ব্যবহার্য দ্রব্য ব্যবহার করলে উৎপন্ন (বস্তুব্যবহার-জনিত) আসব, পরিদাহ, ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়, অনুৎপন্ন আসব, পরিদাহ, ক্লেশ উৎপন্ন হয় না—এরূপেই আসব প্রতিসেবন-দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

কোন্ আসব অধিবাসন (সহ্য ক্ষমতা)-দ্বারা পরিত্যক্ত হয় ?

অর্থসংযুক্ত জ্ঞানে অবহিত হয়ে শীত-উষ্ণতা, মশা-মাছি, সরীসৃপ-সংস্পর্শ সহনক্ষম হওয়া ; দুর্বাক্য, শারীরিক বেদনা, অমনোজ্ঞ দুঃখ ইত্যাদি সহ্য করতে সমর্থ হওয়া অধিবাসনের লক্ষণ। অধিবাসন না করলে সে-সকল আসব, পরিদাহ, ক্লেশ উৎপন্ন হয়, অধিবাসন করলে তাহা উৎপন্ন হয় না। এরূপেই আসব অধিবাসন-দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

কোন্ আসব পরিবর্জন-দ্বারা পরিত্যক্ত হয় ?

অর্থসংযুক্ত জ্ঞানে অবহিত হয়ে হস্তী, অশ্ব, গো, বৃষ, সর্প, কুকুর

পরিবর্জন করা ; ঢালু স্থান, গ্রাম্য পঙ্কিল জলাশয় পরিহার করা শ্রেয়; অযোগ্য আসনে উপবেশন করলে, অবিচরণযোগ্য স্থানে বিচরণ করলে, পাপমিত্রের সেবা করলে, বিজ্ঞ কল্যাণমিত্রকে পাপগত মনে করলে, অপরিবর্জন-জনিত যে আসব, পরিদাহ, ক্লেশ হয়—তাহা পরিহার করলে তৎজনিত আসব, পরিদাহ, ক্লেশ উৎপন্ন হয় না। এরূপ আসব পরিবর্জন-দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

কোন্ আসব অপনোদন-দ্বারা পরিত্যক্ত হয়?

অর্থসংযুক্ত জ্ঞানে অবহিত হয়ে উৎপন্ন কাম, ব্যাপাদ (হিংসা), বিহিংসা বিতর্ক (বিষয়) অপনোদন করলে তৎজনিত আসব, ক্লেশ, পরিদাহ উৎপন্ন হয় না। এরূপেই আসব অপনোদন-দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

কোন্ আসব ভাবনা-দ্বারা পরিত্যক্ত হয়?

অর্থসংযুক্ত জ্ঞানে অবহিত হয়ে স্মৃতি, ধর্মবিচয় (ধর্মবিচার), প্রীতি, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি), সমাধি, উপেক্ষা প্রভৃতি সপ্তবোধির অঙ্গ বর্ধিত না করলে যে আসব, পরিদাহ, ক্লেশ উৎপন্ন হয় তাহা পরিবর্ধন করলে আসব, পরিদাহ, ক্লেশ উৎপন্ন হয় না। এরূপেই আসব ভাবনা-দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

হে ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু দর্শন, সংবর, প্রতিসেবন, অধিবাসন, পরিবর্জন, অপনোদন, ভাবনা দ্বারা সর্বাসব পরিত্যাগ করে অবস্থান করেন, তৃষ্ণা ছেদন করেন, সংযোজন ছেদ করেন, অভিমানের মূল উৎপাটন করেন—সর্বদুঃখের অন্ত সাধন করেন।

ভিক্ষুগণ প্রসন্নমনে এ উপদেশ শ্রবণ ক'রে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

বস্ত্রের উপমা ও ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ

একদা ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডদের আরামে অবস্থান করছেন। সে সময় তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘের সঙ্গে ধর্মালোচনা করবেন স্থির করে তাঁদের আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণও ভগবান-সম্মুখে সমবেত হয়ে উপবিষ্ট হলেন।

সমবেত ভিক্ষুসঙ্ঘকে ভগবান বললেন—হে ভিক্ষুগণ! কোন রজক যদি মলিনবস্ত্রে নীল, পীত, লোহিত রঙ প্রদান করে তবে তা বস্ত্রের মলিনতা হেতু সুরঞ্জিত না হয়ে কুরঞ্জিতই হয়। সেরূপ, ভিক্ষুগণ! সংক্লিষ্ট চিত্তের

পরিণাম দুর্গতি। পুনরায় কোন রজক যদি পরিশুদ্ধ বস্ত্রে নীল, পীত, লোহিত রঙ প্রদান করে তবে তা বস্ত্রের পরিশুদ্ধতা হেতু সুরঞ্জিত হয়। সেরূপ, ভিক্ষুগণ! অসংক্লিষ্ট চিত্তের পরিণাম সুগতি।

হে ভিক্ষুগণ! চিত্তমালিন্য কি?

অভিধ্যা (পরশ্রীকাতরতা), ব্যাপাদ (হিংসা), ক্রোধ, উপনাহ (বিদ্বেষভাব) মক্ষ (কপটতা), পর্যাস (ঘৃণা), ঈর্ষা, মাৎসর্য, মায়া, শঠতা, স্তম্ভ (বিরুদ্ধাচার), সংরম্ভ (চণ্ডতা), মান, অতিমান, মদ (দম্ভ), প্রমাদ চিত্তের উপক্লেশ (মালিন্য)। ভিক্ষু চিত্তের উপক্লেশ জেনে এগুলি পরিত্যাগ করেন। তিনি বুদ্ধের প্রতি অবিচল চিত্তপ্রসাদ-সম্পন্ন হন, কারণ তিনি জানেন—তিনি অর্হৎ, সম্যক্সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর পুরুষদম্যসারথি, দেবমনুষ্যশাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান। তিনি ধর্মে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন কারণ তিনি জানেন—ভগবান-দেশিত ধর্ম সুব্যাখ্যাত, ইহজন্মে ফলপ্রদ, কালস্রোতহীন, প্রত্যক্ষকরণযোগ্য, উর্ধ্বগামী, বিজ্ঞজনজ্ঞেয়। তিনি সঙ্ঘে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন কারণ তিনি জানেন—ভগবানের ভিক্ষুসঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন, ঋজুপ্রতিপন্ন, ন্যায়প্রতিপন্ন, সমীচীনপ্রতিপন্ন, চারিপুরুষ[১] যুগল ও অষ্ট আর্যপুরুষ[২] -গঠিত, আহ্বানযোগ্য, সমাদরযোগ্য, দানযোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের অনুত্তর অদ্বিতীয় পুণ্যক্ষেত্র। যখন থেকে তাঁর ক্লেশ-অবধি (পতন-কারণ) পরিত্যক্ত হতে থাকে, তিনি বুদ্ধের প্রতি অবিচল চিত্তপ্রসাদযুক্ত হন, সেহেতু তিনি আনন্দবেগ লাভ করেন, ধর্মবেদ লাভ করেন, ধর্মজ প্রমোদ লাভ করেন, প্রমুদিত মনে প্রীতি জন্মে, প্রীতিচিত্তের দেহ প্রশান্ত হয়, প্রশান্তদেহ সুখলাভ করে, সুখিচিত্ত সমাহিত হয়। ধর্ম ও সঙ্ঘে অবিচল চিত্তপ্রসাদযুক্ত হলে তিনি আনন্দবেগ লাভ করেন, ধর্মবেদ লাভ করেন, প্রমোদ লাভ করেন, প্রমুদিত মনে প্রীতি জন্মে, প্রীতিচিত্তের দেহ প্রশান্ত হয়, প্রশান্তদেহ সুখ লাভ করে, সুখিচিত্ত সমাহিত হয়।

১ স্রোতাপন্ন মার্গস্থ-ফলস্থ, সকৃদাগামী মার্গস্থ-ফলস্থ, অনাগামী মার্গস্থ-ফলস্থ, অর্হৎ মার্গস্থ-ফলস্থ।

২ উক্ত চারি জোড়া পৃথকভাবে অষ্ট আর্যপুরুষ।

এরূপ শীলসম্পন্ন, ধর্মপ্রাণ, প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু উপাদেয় ভোজন গ্রহণ করলেও তা তাঁদের পক্ষে অন্তরায়কর হয় না, মলিন বস্ত্র স্বচ্ছোদকে পরিশুদ্ধ হওয়ার মত পরিশুদ্ধ হয়।

তিনি মৈত্রীচিত্তে[১] সর্বদিক যথা, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম উর্ধ্ব অধঃ স্ফুরিত ক'রে, সর্বথা সর্বস্থান সর্বলোক ব্যাপ্ত ক'রে, মৈত্রীচিত্ত স্ফুরণ ক'রে, বিপুল অপ্রমেয় অবৈর অহিংস চিত্তে অবস্থান করেন। সেরূপ করুণা[২], মুদিতা[৩], উপেক্ষা -সহগত[৪] চিত্তেও অবস্থান করেন।

হে ভিক্ষুগণ! তিনি জানেন—ইহা আছে, হীন আছে, উত্তম আছে, আছে 'ব্রহ্মবিহার-সংজ্ঞার' ব্রহ্মলোকের উপরে দুঃখহরণ-বিমুক্তি। এরূপ জ্ঞাত হলে, কাম-ভব-অবিদ্যাসব থেকে চিত্ত বিমুক্ত হয়—বিমুক্তচিত্তে বিমুক্তিজ্ঞান উপলব্ধ হয়। তিনিই প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হন—জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, ইত্যাগমনের পরিসমাপ্তি হয়েছে। এরূপ ভিক্ষুই স্নাত, অন্তরস্নানে স্নাত।

ভিক্ষুগণের প্রতি এরূপ উপদেশ প্রদান-কালে ব্রাহ্মণ সুন্দরিক ভরদ্বাজ অদূরে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন—মহানুভব গৌতম! আপনি কি বহুকা নদীতে স্নান করেন?

হে ব্রাহ্মণ! বহুকা নদীতে স্নানের উপকারিতা কি?

হে গৌতম! এ নদী বহুজনের নিকট মোক্ষদায়ী, পুণ্যসম্মতা, মুক্তি-দায়িনী, পাপনাশিনী রূপে স্বীকৃতা, পরিচিতা। বহুলোক এ নদীতে স্নান করে পাপকর্ম প্রবাহিত করে।

ভগবান বললেন—বহুকা, অধিকক্কা নদীতে—গয়া, সুন্দরিকা, প্রয়াগ তীর্থে—সরস্বতী, বাহুমতী নদীতে বুদ্ধিহীন জন পাপমোচনের নিমিত্ত স্নান করে। কৃষ্ণ কর্ম জলে শোধন হয় না। বৈরীকলুষচিত্ত পাপিষ্ঠের

১ জীবের হিতসুখ-কামনাই মৈত্রী। এরূপ চিত্তই মৈত্রীচিত্ত। এর আলম্বন (বিষয়) সত্ত্ব।

২ পরের দুঃখ অপনোদনের ইচ্ছা করুণা। এর আলম্বন অন্যের দুঃখ—অসহায় অবস্থা।

৩ পরের সুখসম্পদে সুখী হওয়া। পরের সুখসম্পদ মুদিতার আলম্বন।

৪ চিত্তের অলীন, অনুদ্ধত অবস্থাই উপেক্ষা—লাভ, অলাভ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি লোকধর্মে চিত্তের অকম্পিত ভাব। এই চারি অপ্রমেয় ভাবনার নাম ব্রহ্মবিহার।

মন কি তীর্থজলে শোধন হয়? যাঁর চিত্ত শুদ্ধ শুচি তাঁর চিত্তে নিত্য ফল্গু বহে। হে বিপ্র! শুদ্ধশুচিকর্মে, নিত্যব্রতে, নিত্যকর্মে, পবিত্র হৃদয়ে স্নান কর। সর্বভূতে ক্ষমাপরায়ণ হও—অসত্যবচন, হিংসা, হত্যা, চুরি ত্যাগ কর; শ্রদ্ধা স্ফুরিত কর, অকৃপণ হও। গঙ্গাস্নান বা তীর্থে প্রযোজন নাই।

ব্রাহ্মণ সুন্দরিক ভরদ্বাজ ভগবানের উক্তি শ্রবণ করে বললেন—হে গৌতম! আপনার উপদেশ অতি উত্তম। তাহা আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথপ্রদর্শন করে, অন্ধকে চক্ষুদান করে। আপনার বিবিধ প্রকাব ধর্মপ্রকাশ শ্রবণ করে আমি ধর্মবোধ প্রাপ্ত হয়েছি। আমি আজই ভগবান গৌতমের শরণাগত হব—আমাকে এখনই প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা প্রদান করুন।

ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা প্রাপ্ত হয়ে তিনি, ভিক্ষু পদে বৃত হয়ে, একাকী, বীর্যবান, সাধনতৎপর হয়ে বিচরণ ক'রে অনুত্তর ব্রহ্মচর্য-পরিসমাপ্তি প্রত্যক্ষ করেন। আয়ুষ্মান্ ভরদ্বাজ অর্হৎ হলেন—সর্বদুঃখের অবসান সাক্ষাৎ করলেন।

স্মৃতিপ্রস্থান (স্মৃতি উৎপাদন)

এক সময় ভগবান কুরুরাজ্যের কম্মাসধম্ম নামক কুরুনিগমে (নগরে) অবস্থান করছেন। এই সময় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন—আমি জীবগণের বিশুদ্ধি লাভের, শোক-পরিতাপ অতিক্রমের, দুঃখ-দুর্মন অস্তমিত করার একায়নমার্গ (একমাত্র পথ) বিষয় প্রকট করব। সেই একায়নমার্গ কি? তা চার স্মৃতিপ্রস্থান।

চার স্মৃতিপ্রস্থান কি?

তাহা অভিধ্যা (পরশ্রীকাতরতা) দুর্মন উপশান্ত করে ভিক্ষুর কায়ে কায়ানুদর্শনে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করা, বেদনায় বেদনানুদর্শনে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করা, চিত্তে চিত্তানুদর্শনে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করা, ধর্মে ধর্মানুদর্শনে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করা।

কি প্রকারে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শনে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করেন?

ভিক্ষু অরণ্যে বৃক্ষমূলে বা নির্জন গৃহে গমন ক'রে পদ্মাসনে উপবেশন করবেন, দেহাগ্রভাগকে সোজা রেখে, ধ্যেয় বস্তুর প্রতি স্মৃতি উৎপন্ন ক'রে

উপবেশন করবেন। তিনি স্মৃতিমান হয়ে প্রশ্বাস গ্রহণ, নিশ্বাস ত্যাগ করবেন। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করলে দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছেন, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছেন বলে জানবেন। তিনি সর্বকায়-প্রতিসংবেদী বা সর্বদেহে অনুভূত শ্বাস গ্রহণ, নিশ্বাস পরিত্যাগ শিক্ষা করেন। তিনি সর্বদেহ-উপশান্তকারী শ্বাস গ্রহণ, নিশ্বাস বর্জন শিক্ষা করেন। দক্ষ কর্মকার হাঁপরে দীর্ঘকাল জোরে চাপ দিলে, দীর্ঘকাল জোরে চাপ দিচ্ছি ব'লে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; স্বল্পকাল অল্পজোরে চাপ দিলে, স্বল্পকাল অল্পজোরে চাপ দিচ্ছি বলে জানেন। সেরূপ তিনি নিজদেহে কায়ানু-দর্শী হয়ে অবস্থান করেন, বহিঃকায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, উদয়ধর্মানুদর্শী, ব্যয়ধর্মানুদর্শী, উদয়ব্যয়ধর্মানুদর্শী হয়ে কায়ে অবস্থান করেন। 'কায় আছে' শুধু এই জ্ঞান বা স্মৃতির মধ্যে অবস্থান করেন, তিনি অনাসক্তভাবে অবস্থান করেন, জাগতিক বস্তুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। এরূপেই ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শনে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করেন।

পুনশ্চ ভিক্ষু, গমন করলে গমন করছেন, অবস্থান করলে অবস্থান করছেন, উপবিষ্ট হলে উপবিষ্ট আছেন, শায়িত থাকলে শায়িত আছেন ব'লে জানেন—যেভাবে থাকেন সে অবস্থায় আছেন ব'লে জানেন। তিনি এরূপে নিজকায়ে, বহিঃকায়ে, অন্তর্বহিঃকায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে বিহার করেন। উদয়ধর্ম, ব্যয়ধর্ম, উদয়ব্যয়ধর্ম দর্শন ক'রে অবস্থান করেন। 'কায় আছে' এই জ্ঞান বা স্মৃতিটুকুতে অবস্থান করেন, অনাসক্তভাবে অবস্থান করেন, জাগতিক কোন বস্তুর প্রতি আসক্তি উৎপাদন করেন না। এরূপেই ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শনে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করেন।

পুনরায় ভিক্ষু, অভিগমনে প্রত্যাগমনে (দেহসঞ্চালনে), সম্মুখ বা পশ্চাৎ গমনে, দর্শনে (অবলোকনে), চক্ষুমুদ্রণে, দেহ- সংকোচনে প্রসারণে, পাত্রচীবর ধারণে, ভোজনে, পানে, আস্বাদগ্রহণে, মলমূত্রত্যাগে, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, জাগরণে, ভাষণে, নীরবতায় স্মৃতিসম্প্রযুক্ত হয়ে (তা) অনুশীলন করেন। তিনি এরূপেই নিজকায়ে, বহিঃকায়ে, অন্তর্বহি-কায়ে···স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করেন।

আবার ভিক্ষু, সর্বদেহে ত্বকাবৃত নানাপ্রকার অশুচি পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি দেহের মধ্যে কেশ, লোম, নখ, দাঁত, ত্বক্, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা,

হৃদয, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্‌, বৃহদন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, উদর, পুরীষ, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূয, রক্ত, স্বেদ, অশ্রু, বসা (চর্বি), ক্ষেড় (লালা), শিকনি, লসিকা, মূত্র প্রভৃতি অশুচি পদার্থ দর্শন করেন। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি যেমন ভাণ্ডজাত শালি, মুগ, মাষ, তিল, তণ্ডুলাদি প্রকৃষ্টরূপে অবলোকন করেন তদ্রূপ ভিক্ষু দেহস্থ ত্বকাবৃত নানাপ্রকার অশুচি পদার্থ পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি এরূপেই নিজকায়ে, বহিঃকায়ে, অন্তর্বহিঃকায়ে···স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করেন।

পুনরায় ভিক্ষু দেহস্থ পদার্থকে ধাতুবিভাগে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি এই দেহে পৃথিবীধাতু (মাটি), অপ্‌ধাতু (জল), তেজধাতু (অগ্নি), বায়ুধাতু পর্যবেক্ষণ করেন। দক্ষ গোঘাতক যেমন গোমাংস ভিন্নভাবে রেখে বিক্রি করে সেরূপ ভিক্ষু দেহে চতুর্ভূত পর্যবেক্ষণ করেন মাত্র। তিনি এরূপেই নিজকাযে, বহিঃকায়ে, অন্তর্বহিঃকায়ে···স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করেন।

পুনরায় ভিক্ষু শ্মশানে এক, দুই, তিন দিন পূর্বে পরিত্যক্ত, স্ফীত, বিবর্ণ, পূযপূর্ণ শব দেখে জ্ঞানত দেহের এরূপ বিপরিণাম দর্শন করেন। মৃতদেহকে কাক, কুলাল, গৃধ্র, কুকুর, শৃগাল -দষ্ট, বিবিধ কীট -পরিপূর্ণ দেখে দেহের অনতিক্রম্য অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। মৃতদেহকে ক্রমে স্নায়ুবদ্ধমাংসলোহিত-সম্পন্ন, স্নায়ুবদ্ধনির্মাংসরক্তরঞ্জিত, স্নায়ুবদ্ধমাংসলোহিতহীন অস্থিশৃঙ্খল, স্নায়ুহীন চতুর্দিকবিক্ষিপ্ত অস্থিপঞ্জর, ইতস্তত:বিক্ষিপ্ত দেহাস্থিদন্ত, বাহু-অস্থি, উরু-অস্থি, বক্ষপঞ্জর, পৃষ্ঠেরঅস্থি, মাথার খুলি ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থায় দর্শন করেন। সর্বশেষে অস্থিগুলি শ্বেতবর্ণ, বর্ষাহত, তাপদগ্ধ, চূর্ণীকৃত অবস্থায় দর্শন করেন। ভিক্ষু এরূপে নিজকায়ে, বহিঃকায়ে, অন্তর্বহিঃকায়ে, কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে বিহার করেন। উদয়ধর্ম, ব্যয়ধর্ম, উদয়-ব্যয়ধর্ম দর্শন ক'রে অবস্থান করেন। 'কায় আছে' এই জ্ঞান বা স্মৃতিটুকুতে অবস্থান করেন, অনাসক্তভাবে অবস্থান করেন, জাগতিক কোন বস্তুর প্রতি আসক্তি উৎপাদন করেন না। এরূপে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শনে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করেন।

কি প্রকারে ভিক্ষু বেদনায় বেদনানুদর্শনে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করেন?

ভিক্ষু সুখবেদনা অনুভবকালে সুখবেদনা অনুভব করছেন, দুঃখবেদনা অনুভবকালে দুঃখবেদনা অনুভব করছেন, নদুঃখনসুখবেদনা অনুভবকালে

নদুঃখনসুখবেদনা অনুভব করছেন, সামিষ-সুখবেদনা[১] অনুভবকালে সামিষ-সুখবেদনা অনুভব করছেন, নিরামিষ-সুখবেদনা[২] অনুভবকালে নিরামিষ-সুখবেদনা অনুভব করছেন, সামিষ-দুঃখবেদনা অনুভবকালে সামিষ-দুঃখবেদনা অনুভব করছেন, নিরামিষ-দুঃখবেদনা অনুভবকালে নিরামিষ-দুঃখবেদনা অনুভব করছেন, সামিষ-নদুঃখনসুখবেদনা অনুভবকালে সামিষ-নদুঃখনসুখ-বেদনা অনুভব করছেন, নিরামিষ-নদুঃখনসুখবেদনা অনুভবকালে নিরামিষ-নদুঃখনসুখবেদনা অনুভব করছেন, তা প্রকৃতভাবে জানেন। এরূপে তিনি নিজবেদনা, বহির্বেদনা, অন্তর্বহির্বেদনা বিষয়, বেদনার উদয়ধর্ম, ব্যয়-ধর্ম, উদয়ব্যয়ধর্ম অনুদর্শন করে অবস্থান করেন। 'বেদনা আছে' এই জ্ঞান বা স্মৃতি উৎপন্ন করে অবস্থান করেন। তিনি অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করেন। জাগতিক কোন পদার্থে আসক্তি উৎপন্ন করেন না। এরূপে ভিক্ষু বেদনায় বেদনানুদর্শনে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করেন।

কি প্রকারে ভিক্ষু চিত্তে চিত্তানুদর্শনে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করেন?

ভিক্ষু সরাগচিত্তকে সরাগচিত্ত (তৃষ্ণাযুক্তচিত্ত), বীতরাগচিত্তকে বীত-রাগচিত্ত, সদ্বেষচিত্তকে সদ্বেষচিত্ত, বীতদ্বেষচিত্তকে বীতদ্বেষচিত্ত, সমোহ-চিত্তকে সমোহচিত্ত, বীতমোহচিত্তকে বীতমোহচিত্ত, ক্ষিপ্তচিত্তকে ক্ষিপ্তচিত্ত, বিক্ষিপ্তচিত্তকে বিক্ষিপ্তচিত্ত, মহদ্গতচিত্তকে মহদ্গতচিত্ত (মহানচিত্ত), অমহ-দ্গতচিত্তকে অমহদ্গতচিত্ত, সউত্তরচিত্তকে সউত্তরচিত্ত (উত্তীর্ণচিত্ত), অনুত্তরচিত্তকে অনুত্তরচিত্ত, সমাহিতচিত্তকে সমাহিতচিত্ত, অসমাহিত-চিত্তকে অসমাহিতচিত্ত, বিমুক্তচিত্তকে বিমুক্তচিত্ত, অবিমুক্তচিত্তকে অবিমুক্তচিত্ত রূপে প্রকৃতভাবে জানেন। এরূপে তিনি নিজচিত্তে, বহিশ্চিত্তে, অন্তর্বহিশ্চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। চিত্তের উদয়ধর্ম, ব্যয়ধর্ম, উদয়ব্যয়ধর্ম অনুদর্শন করে বিহার করেন। 'চিত্ত আছে' এই জ্ঞান বা স্মৃতিতে বিহার করেন। তিনি অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করেন। জাগতিক সর্ববস্তুর প্রতি আসক্তি (তৃষ্ণা) উৎপন্ন করেন না। এরূপে ভিক্ষু চিত্তে চিত্তানুদর্শনে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করেন।

কি প্রকারে ভিক্ষু ধর্মে ধর্মানুদর্শনে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করেন?

১ ভোগের (ষড়্ইন্দ্রিয়ের) সুখবেদনা। ২ ত্যাগের (বৈরাগ্যের) সুখবেদনা।

ভিক্ষু পঞ্চনীবরণ (চিত্তমল)-বিষয়ে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, তিনি অন্তরে কামচ্ছন্দ (ষড়্-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুতে কামনা) থাকলে কামচ্ছন্দ আছে, না থাকলে নেই, যেভাবে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ অনুৎপন্ন হয়, উৎপন্ন কামচ্ছন্দ প্রহীণ হয়, ভবিষ্যতে কামচ্ছন্দের অনুৎপত্তি হয়, তা প্রকৃতরূপে জানেন। তিনি ব্যাপাদ (হিংসা), স্ত্যানমিদ্ধ (দেহমনের আলস্য), ঔদ্ধত্য, কুকৃত্য, বিচিকিৎসা (সন্দেহ), বিষয়ও অনুরূপ জ্ঞাত হন। এরূপে তিনি নিজধর্মে, বহির্ধমে, অন্তর্বহির্ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। নীবরণের উদয়, ব্যয়, উদয়ব্যয়ধর্ম অনুদর্শন করে অবস্থান করেন। 'ধর্মসমূহ' আছে এই স্মৃতি উৎপন্ন করে অবস্থান করেন। তিনি অনাসক্তরূপে অবস্থান করেন। জাগতিক কোন বিষয়ে আসক্তি উৎপন্ন করেন না। এরূপ পঞ্চ-নীবরণে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

পুনরায় ভিক্ষু পঞ্চ-উপাদান-স্কন্ধ[১] বিষয়ে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। তিনি জানেন ইহা রূপ, এরূপে রূপের উদয় হয়, এরূপে রূপের অস্তগমন হয়। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি অনুরূপ জ্ঞাত হন। এরূপে তিনি নিজধর্মে, বহির্ধমে, অন্তর্বহির্ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। তিনি পঞ্চ-উপাদান-স্কন্ধের উদয়, ব্যয়, উদয়ব্যয়ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। 'ধর্মসমূহ আছে' এই স্মৃতি উৎপন্ন করে অবস্থান করেন। তিনি অনাসক্ত-রূপে অবস্থান করেন। জাগতিক কোন বিষয়ে আসক্তি উৎপাদন করেন না। এরূপ পঞ্চ-উপাদান-স্কন্ধে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

পুনরায় ভিক্ষু ছয় অভ্যন্তর ও ছয় বহিরায়তন বিষয়ে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। তিনি চক্ষু কি, রূপ কি, তদুভয়ের কারণে যে সংযোজন উৎপন্ন হয় তা, যেভাবে অনুৎপন্ন সংযোজন উৎপন্ন হয় তা, যেভাবে উৎপন্ন সংযোজন প্রহীণ হয়, ভবিষ্যতেও সংযোজন আর উৎপন্ন হয় না, তাও প্রকৃতরূপে জানেন। কর্ণ ও শব্দ, নাসিকা ও গন্ধ, জিহ্বা ও স্বাদ (রস), কায় ও স্পর্শ, মন ও ধর্ম -বিষয়েও অনুরূপ জ্ঞাত হন। এরূপে তিনি নিজধর্মে, বহির্ধর্মে, অন্তর্বহির্ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। তিনি ষড়ায়তনের, চক্ষু প্রভৃতি ষড়্ ইন্দ্রিয়ের উদয়, ব্যয়, উদয়ব্যয়ধর্মে ধর্মানুদর্শী

১ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়।

হয়ে অবস্থান করেন। 'ধর্মসমূহ আছে' এই স্মৃতিতে অবস্থান করেন। তিনি অনাশ্রিত অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করেন। জাগতিক কোন বিষয়ে আসক্তি উৎপাদন করেন না। এরূপে ভিক্ষু অভ্যন্তর ও বহিরায়তন -বিষয়ে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

পুনরায় ভিক্ষু সপ্তবোধিধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। তিনি অন্তরে স্মৃতিবোধিধর্ম থাকলে তা আছে, না থাকলে নেই, অনুৎপন্ন স্মৃতির উৎপত্তি, ভাবনা-দ্বারা তার পরিপূর্ণতা-বিষয়ও প্রকৃতরূপে জানেন। তিনি ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি), উপেক্ষা, বোধিধর্ম -বিষয়ও অনুরূপ জ্ঞাত হন। এরূপে তিনি নিজধর্মে, বহির্ধর্মে, অন্তর্বহির্ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। তিনি সপ্তবোধিধর্মের উদয়, ব্যয়, উদয়ব্যয়ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, 'ধর্মসমূহ আছে' এই স্মৃতি উৎপন্ন করে অবস্থান করেন। তিনি নিরাসক্ত হয়ে অবস্থান করেন-জাগতিক কোন প্রকার আসক্তি উৎপাদন করেন না। এরূপে তিনি সপ্তবোধিধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

পুনরায় ভিক্ষু চতুরার্যসত্যধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। তিনি দুঃখ, দুঃখের উদয়, দুঃখের নিরোধ, দুঃখনিরোধমার্গ যথাযথভাবে জানেন। তিনি নিজধর্মে, বহির্ধর্মে, অন্তর্বহির্ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। তিনি চতুরার্যসত্যের উদয়, ব্যয়, উদয়ব্যয়ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। 'ধর্মসমূহ আছে' এই স্মৃতি উৎপন্ন করে অবস্থান করেন। তিনি অনাসক্ত-রূপে অবস্থান করেন। জাগতিক কোন প্রকার আসক্তি উৎপাদন করেন না। এরূপে চার আর্যসত্যবিষয়ে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

হে ভিক্ষুগণ! **যে ভিক্ষু সপ্ত বৎসর এই চার স্মৃতি-উৎপাদন-বিষয় ভাবনা করবেন তাঁর দুই ফলের যে-কোন একটি ফল নিশ্চিত লাভ হবে—তা অর্হত্ত্ব বা অনাগামিতা।** সপ্ত বৎসর কেন, ছয় পাঁচ চার তিন দুই এক বৎসরের মধ্যে, এমনকি সাত মাস, ছয় পাঁচ চার তিন দুই এক অর্ধ মাসের মধ্যে, এমনকি সপ্তাহকালের মধ্যে চতুর্বিধ স্মৃতি-উৎপাদন-ভাবনা-দ্বারা এ দুইয়ের যে-কোন একটি নিশ্চিত লাভ হবে—**তা ইহজীবনে অর্হত্ত্ব বা অনাগামিতা।**

হে ভিক্ষুগণ! জীবগণের বিশুদ্ধির, শোকপরিতাপ অতিক্রমের,

দুঃখদুর্মন অস্তমিত করার, ন্যায় আয়ত্ত করার, নির্বাণ সাক্ষাৎ করার পক্ষে এই চতুর্বিধ স্মৃতি-উৎপাদন-পন্থাই একমাত্র উৎকৃষ্ট পথ।

ভগবান-কর্তৃক চার স্মৃতিপ্রস্থান-বিষয় বিবৃত হলে ভিক্ষুগণ আনন্দ প্রকাশ করলেন।

সিংহনাদ

একদা ভগবান বৈশালীর বহির্নগরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত এক বনখণ্ডে অবস্থান করছেন। সেই সময় জনৈক লিচ্ছবিপুত্র প্রব্রজ্যা পরিত্যাগ করে চলে যান। তিনি বৈশালীর পরিষদে এ-কথা প্রচার করলেন—শ্রমণ গৌতম ঋদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ত ননই, তিনি আর্যজ্ঞানদর্শীও নন। তিনি তর্ক-মীমাংসা-নির্ভর ধর্ম প্রচার করেন। তিনি নিজে একজন বক্তা, তাই তিনি যার হিতার্থে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন সে তদনুযায়ী কাজ করলে দুঃখক্ষয়ের দিকে চালিত হয়।

আয়ুষ্মান্ শারীপুত্র বৈশালী নগরে ভিক্ষাগ্রহণ-কালে এরূপ জনশ্রুতি শুনতে পেলেন। ভিক্ষান্নভোজনের পর তিনি ভগবান-সমীপে উপস্থিত হয়ে প্রব্রজ্যাত্যাগী সুনক্ষত্রের প্রচারিত বিষয় ব্যক্ত করলেন।

ভগবান বললেন—শারীপুত্র! সুনক্ষত্র মূর্খ। সে ক্রোধবশতঃ এ-কথা প্রকাশ করছে। তবে তার শেষোক্ত কথা—তিনি বক্তা, তাই তিনি যাঁর হিতার্থে ধর্ম প্রচার করেন সে তদনুযায়ী কাজ করলে দুঃখক্ষয়ের দিকে চালিত হয়—ইহা তথাগতের খ্যাতির বিষয়।

শারীপুত্র! তথাগতের প্রতি সুনক্ষত্রের এরূপ ধর্মভাব জাগ্রত হবে না।

১. তথাগত অর্হৎ, সম্যক্সম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও আচরণ-সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তরপুরুষদম্যসারথি, দেবমনুষ্যশাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।

২. সেই ভগবান বহুপ্রকার ঋদ্ধিসম্পন্ন, তিনি এক হয়ে বহু হন, বহু হয়ে এক হন, ইচ্ছাক্রমে তিনি আবির্ভূত হন, তিরোহিত হন, শূন্যমার্গে তিনি প্রাচীর, প্রাকার, পর্বত অতিক্রম করেন, জলে ডুবা-উঠার ন্যায় স্থলেও ডুবা-উঠা করেন, স্থলে গমনের ন্যায় জলে গমন করেন, পক্ষীর ন্যায় আকাশ-মার্গে বিচরণ করেন, মহাকায় চন্দ্রসূর্যকে স্পর্শ, মর্দন করেন, আব্রহ্মভুবন স্ববশে আনেন।

৩. সেই ভগবান বিশুদ্ধ, লোকাতীত কর্ণ দ্বারা দিব্য, মনুষ্য-কৃত, দূর, নিকটের শব্দ শ্রবণ করেন।

৪. সেই ভগবান স্বচিত্তে, পরচিত্ত সরাগ কি বীতরাগ, সংক্ষিপ্ত কি বিক্ষিপ্ত, মহদ্‌গত কি অমহদ্‌গত, সউত্তর কি অনুত্তর, সমাহিত কি অসমাহিত, বিমুক্ত কি অবিমুক্ত তা প্রকৃতরূপে জানেন।

৫. তথাগত দশবল-সমন্বিত, তাই তিনি নির্ভীক, সর্বপরিষদে সিংহনাদ করেন, ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন। দশবল কি? ক. তিনি কারণ, অকারণ প্রকৃতরূপে জানেন; খ. অতীত, অনাগত, বর্তমান কর্মের বিপাক (ফল) হেতু-কারণ-সহ প্রকৃতরূপে জানেন; গ. সর্বার্থসাধক মার্গ যথাযথ জ্ঞাত আছেন; ঘ. সর্বস্তরের লোককে প্রকৃতরূপে জানেন; ঙ. জীবগণের অধিমুক্তি-বিষয় প্রকৃতরূপে জানেন; চ. জীবগণের শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয়সমূহের পরা-অপরা-ভাব যথার্থভাবে জানেন; ছ. ধ্যান-বিমোক্ষ-সমাধি-সম্পন্ন ব্যক্তির মলিনতা, পবিত্রতা, অব্যাহতি যথার্থভাবে জানেন; জ. বহু প্রকারে পূর্বজন্ম স্মরণ করেন—একজন্ম, দুইজন্ম···সহস্রজন্ম—বহু সংবর্তকল্পে, বহু বিবর্তকল্পে এখানে ছিলাম, এই নাম, গোত্র, বর্ণ, আহার, সুখদুঃখ অনুভব, আয়ু-পরিমাণ ছিল; সে স্থান থেকে চ্যুত হয়ে অমুক স্থানে উৎপন্ন হই, সেখানেও এই নাম, গোত্র, বর্ণ, আহার, সুখদুঃখ-অনুভব, আয়ু-পরিমাণ ছিল, সেখান থেকে চ্যুত হয়ে এখানে উৎপন্ন হয়েছি—এরূপ বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন; ঝ. দিব্যচক্ষু-দ্বারা জীবগণের চ্যুতি, উৎপত্তি, কর্মানুযায়ী হীন-নিকৃষ্ট জন্ম, সুগতি-দুর্গতি-প্রাপ্তি প্রত্যক্ষ করেন; ঞ. তৃষ্ণাক্ষয়ে অভিজ্ঞা-দ্বারা চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ ক'রে অবস্থান করেন।

৬. তথাগত শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা-সম্পন্ন; ভিক্ষু এ জন্মে দুঃখের নিরোধ করতে পারেন, সে সম্পদের কথাই বলেন।

৭. তথাগত, চার-বৈশারদ্য-সমন্বিত; তাই নির্ভীকতা অনুভব করেন, সর্বপরিষদে সিংহনাদ করেন, ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন। প্রথমতঃ সর্বধর্ম অধিগত ক'রে আমি সম্যক্‌সম্বুদ্ধ হয়েছি, সর্বধর্ম পরিজ্ঞাত হয়েছি। এ বিষয়ে আমাকে আব্রহ্মভুবন কেহ অভিযুক্ত করবে এরূপ সম্ভাবনা আমি দেখি না—তাই আমি ক্ষেমপ্রাপ্ত, অভয়প্রাপ্ত, বৈশারদ্যপ্রাপ্ত। দ্বিতীয়তঃ আমি

সর্বাসবক্ষয়ে ক্ষীণাসব হয়েছি। এ বিষয়ে আমাকে আব্রহ্মভুবন কেহ অভিযুক্ত করবে এরূপ সম্ভাবনা আমি দেখি না; তাই আমি ক্ষেমপ্রাপ্ত, অভয়-প্রাপ্ত, বৈশারদ্যপ্রাপ্ত। তৃতীয়তঃ যে-সকল পাপধর্ম মুক্তির অন্তরায়কর তা আমি প্রতিসেবন করি না। এ বিষয়ে আমাকে আব্রহ্মভুবন কেহ অভিযুক্ত করবে এরূপ সম্ভাবনা আমি দেখি না। তাই আমি ক্ষেমপ্রাপ্ত, অভয়প্রাপ্ত, বৈশারদ্যপ্রাপ্ত। চতুর্থতঃ আমি যার হিতার্থে ধর্মোপদেশ প্রদান করি সে তদনুযায়ী কার্য করলে দুঃখক্ষয়ের অভিমুখে পরিচালিত হয়। এ বিষয়ে আমাকে আব্রহ্মভুবন কেহ অভিযুক্ত করবে এরূপ সম্ভাবনা আমি দেখি না। তাই আমি ক্ষেমপ্রাপ্ত, অভয়প্রাপ্ত, বৈশারদ্যপ্রাপ্ত।

৮. আমি অষ্ট-পরিষদ, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, শ্রমণ, চতুর্মহারাজ, ত্রয়স্ত্রিংশ, মার, ব্রহ্মপরিষদে বহুবার প্রবেশ করেছি, গমন করেছি, উপবেশন করেছি, আলাপ-আলোচনা করেছি, ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি —আমি নিঃসংকোচে, নির্ভয়ে তা করেছি, কারণ আমি ক্ষেমপ্রাপ্ত, অভয়-প্রাপ্ত, বৈশারদ্যপ্রাপ্ত।

৯. আমি চার-যোনি-মুক্ত। চার জীবযোনি কি? তা অণ্ডজ, জরায়ুজ, সংস্বেদজ, উপপাতুক যোনি। যে-সব জীব অণ্ডকোষ ভেদ করে জন্মগ্রহণ করে তারা অণ্ডজ। যে-সব জীব বস্তীকোষ ভেদ করে জন্মগ্রহণ করে তারা জরায়ুজ। যে-সব জীব মৃতদেহে, জলাশয়ে, পঙ্কিল গর্তে, পূতি-গন্ধযুক্ত স্থানে জন্মগ্রহণ করে তারা সংস্বেদজ। দেবগণ, নরকের প্রাণী, প্রভৃতির স্বয়ং উৎপত্তি হয়, তাই তারা উপপাতুক—স্বয়ং-উৎপত্তি-শীল জীব।

১০. জীবের পঞ্চগতি। তাহা নরক, তির্যক, পিতৃবিষয় (প্রেতলোক) মনুষ্যলোক, দেবলোক। আমি এ সকল গতির বিষয় প্রকৃত রূপে জ্ঞাত আছি। কোন্ মার্গ অনুসরণ করলে জীবের এ গতি প্রাপ্ত হয় তাহাও জ্ঞাত আছি। নির্বাণ কি, কোন্ পথ অনুসরণ করলে নির্বাণ সাক্ষাৎ হয় তাহাও জ্ঞাত আছি।

আমি নিজ চিত্তে পরব্যক্তির চিত্ত-গতি জ্ঞাত হই। কোন্ ব্যক্তি কোন্ পথ অনুসরণ করে, কোন্ মার্গারূঢ় হয়ে দেহান্তে ক. নরক (অপায় দুর্গতি) বা খ. তীর্যক যোনি লাভ করে, গ. প্রেতলোকে উৎপন্ন হয় বা

ঘ. মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে অথবা ঙ. দেবলোকে উৎপন্ন হয়, তাহা আমি জানি।

ক. আমি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা নরকপ্রাপ্ত ব্যক্তির নরকগতি, তীব্র কটু একান্ত দুঃখ, তীব্র কঠোর বেদনা ভোগ প্রত্যক্ষ করি। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি অনলকুণ্ডে পতিত ব্যক্তিকে যে ভাবে তীব্র কঠোর একান্ত দুঃখ-বেদনা অনুভব করতে দেখেন, সেরূপ আমিও নরকে পতিত ব্যক্তির দুঃখ-যন্ত্রণা অনুভব প্রত্যক্ষ করি;

খ. আমি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা, তীর্যকযোনিতে উৎপন্ন ব্যক্তির তীব্র দুঃখ, কঠোর বেদনা ভোগ প্রত্যক্ষ করি। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মলগর্তে পতিত ব্যক্তিকে যেভাবে বেদনা অনুভব করতে দেখেন, সেরূপ আমিও তির্যকযোনিতে উৎপন্ন ব্যক্তির দুঃখ-যন্ত্রণা অনুভব প্রত্যক্ষ করি;

গ. আমি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা প্রেতযোনিতে উৎপন্ন ব্যক্তির তীব্র বেদনা ভোগ প্রত্যক্ষ করি। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি পত্র-পল্লবহীন বৃক্ষচ্ছায়ে শায়িত, ক্লান্ত, তৃষিত, পিপাসিত ব্যক্তির যেভাবে অশেষ দুঃখ ভোগ দর্শন করেন, সেরূপ আমিও প্রেতলোকে উৎপন্ন ব্যক্তির দুঃখবহুল বেদনা ভোগ প্রত্যক্ষ করি;

ঘ. আমি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষুদ্বারা মনুষ্যযোনিতে জাত-ব্যক্তির সুখবহুল বেদনা অনুভব প্রত্যক্ষ করি। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি পত্র-পল্লবচ্ছায়ে শায়িত ব্যক্তির যেভাবে সুখানুভব দর্শন করেন, সেরূপ আমি মনুষ্যলোকে জাত-ব্যক্তির বহুল সুখ-বেদনা পরিভোগ প্রত্যক্ষ করি;

ঙ. আমি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষুদ্বারা দেবলোকে উৎপন্ন ব্যক্তির একান্ত সুখ-বেদনা পরিভোগ প্রত্যক্ষ করি। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি সুচিত্রিত, নির্বাত, পুষ্পিত, বাতায়নশোভিত, কৃষ্ণকোমলাস্তরণে, শ্বেতাস্তরণে, ঘন-সূচী-কর্মযুক্ত আস্তরণে, কদলি-মৃগচর্ম নির্মিত আস্তরণে আবৃত, চাদর-উপাধান-শোভিত দীর্ঘ প্রাসাদে যেভাবে ক্লান্ত শ্রান্ত তৃষিত ব্যক্তিকে একান্ত সুখ-বেদনা উপভোগ করতে দেখেন, সেরূপ আমিও দেবলোক-গত ব্যক্তির একান্ত সুখ-বেদনা পরিভোগ প্রত্যক্ষ করি।

১১. হে শারীপুত্র! আমি নিজচিত্তে পরচিত্তগতি জ্ঞাত হই। কোন্ ব্যক্তি কোন্ পথ অবলম্বন করে, কোন্ মার্গারূঢ় হয়ে আসবক্ষয়ে ইহজীবনেই

স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা অনাসব চিত্ত-বিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে বিচরণ করেন তাহা আমি দেখতে পাই। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি যেমন দেখেন কোন ঘর্মাক্ত কলেবর, ক্লান্ত শ্রান্ত তৃষিত পথিক স্বচ্ছোদকা, প্রসন্ন সলিলা, শীতল বারিপূর্ণা, সুরম্যসোপানযুক্ত পুষ্করিণীতে অবগাহন করে, জল পান করে, সর্বপথশ্রান্তি-ক্লান্তি-তৃষ্ণা প্রশমিত করে, তীরের অদূরে শীতল বনভূমিতে আসীন বা শায়িত হয়ে একান্ত সর্বদুঃখ-উপশম-সুখ উপভোগ করেন, সেরূপ আমি একায়নমার্গে আরূঢ় ব্যক্তিকে তৃষ্ণাক্ষয়ে ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা অনাসব চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে বিচরণ করতে প্রত্যক্ষ করি।

এতৎসত্ত্বেও যে আমাকে উদ্দেশ করে বলবে—শ্রমণ গৌতম ঋদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন তো ননই তদুপরি তিনি আর্যজ্ঞানদর্শীও নন, তিনি তর্ক-মীমাংসা-নির্ভর-ধর্ম প্রচার করেন, তিনি নিজে একজন বক্তা, তাই তিনি যার হিতার্থে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন সে তদনুযায়ী কাজ করলে দুঃখক্ষয়ের দিকে চালিত হয়, সে তথাগতের প্রতি সত্য ভাষণ করে—শেষোক্ত উক্তিতে। প্রাথমিক উক্তি-দৃষ্টি বাচকের পক্ষে ক্ষতিকর; কারণ, তাহা অসত্য।

হে শারীপুত্র! আমি যে চারি অঙ্গ-সমন্বিত ব্রহ্মচর্য আচরণ করেছি তাহা পরমতপস্বিতা, পরমরুক্ষতা, পরমজুগুপ্সা, পরম প্র-বিবিক্ততা।

পরম-তপস্বিতা—আমি নগ্ন প্রব্রজিত, মুক্তাচারী, হস্তাবলেহী হয়েছি। 'ভিক্ষা গ্রহণ করুন'—অনুরোধ করলে তাহা গ্রহণ করিনি, অপেক্ষমান ব্যক্তির নিকট ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিনি, কোন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিনি, পাত্র থেকে প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করিনি, বাটির অভ্যন্তর থেকে চামচের দ্বারা পরিবেশিত ভিক্ষা গ্রহণ করিনি, উনানস্থিত খাদ্য (দাতার উনানে পতন ভয়ে) গ্রহণ করিনি, মুষলস্থিত খাদ্য গ্রহণ করিনি, আহার নষ্টের ভয়ে দুজন ভোজনরত ব্যক্তির নিকট থেকে খাদ্য গ্রহণ করিনি, গর্ভস্থ সন্তান কষ্ট পাবে—এই ভয়ে গর্ভবতী স্ত্রীলোক-দত্ত খাদ্য গ্রহণ করিনি; শিশুর কষ্ট হবে—তাই স্তন্যদানরতা রমণীর খাদ্য গ্রহণ করিনি, রতিবিঘ্ন ঘটবে তাই স্বামীসহগতা স্ত্রীলোকের খাদ্য গ্রহণ করিনি, দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের দানকালে খাদ্য গ্রহণ করিনি, কুকুর মধুমক্ষিকা যেখানে খাদ্যের আশায় আছে

সেস্থানে ভিক্ষা গ্রহণ করিনি, মাছ মাংস আহার, সুরা মদ পান করিনি। একগৃহ থেকে একগ্রাস, দুইগৃহ থেকে দুইগ্রাস এইরূপে সাতগৃহ থেকে সাতগ্রাস সংগ্রহ করে ভোজন করেছি ; একবার প্রদত্ত দানে, দুইবার প্রদত্ত দানে এইরূপে সাতবার প্রদত্ত দানে দিন যাপন করেছি ; একদিন অন্তর, দুইদিন অন্তর এইরূপে সপ্তাহ অন্তর, পক্ষকাল অন্তর ভিক্ষায় ভোজনে অবস্থান করেছি। শাক, শামুক, পরিত্যক্ত চর্ম, শৈবাল, কণা (খুদ), আচাম (ভাতের মাড়), পিণ্যাক (তিল), তৃণ, গোময়, ফলমূলাহার কিংবা পতিতফল ভোজন করে দিন যাপন করেছি। আমি শণবস্ত্র, শ্মশান-বস্ত্র, শববস্ত্র, পরিত্যক্তবস্ত্র, বল্কল, মৃগচর্ম, কুশবস্ত্র (চীর), বাকচীর (বল্কল), ফলকচীর (বৃক্ষচীবর), কেশকম্বল, অশ্বলোমকম্বল, পালকবস্ত্র ধারণ করেছি ; কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করেছি, পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়ে দিনরাত্রি উপবিষ্ট রয়েছি, কণ্টকশয্যায় শয়ন করেছি, ত্রিসন্ধ্যা স্নান করেছি। এরূপে বহুপ্রকার কায়ক্লেশাচরণ করেছি। ইহাই আমার পূর্ব-পরম-তপস্বিতা।

পরমরুক্ষতা—বহুবৎসর আমার দেহে ধুলাবালি সঞ্চিত হয়ে জমাট হয়েছিল। বৃক্ষগাত্রে যেমন রাশীকৃত ময়লা পাট্‌পাট্‌ হয়ে থাকে আমার দেহেও সেরূপ রজঃমল পাট বেঁধেছিল। এ রজঃমল হস্তদ্বারা অপসারণ করব তাও মনে উদয় হয়নি। ইহাই আমার কঠোরসাধন বা পূর্ব-পরমরুক্ষতা।

পরমজুগুপ্সা—আমি স্মৃতিমান হয়ে সাবধানে দিন যাপন করেছি যাতে ক্ষুদ্রপ্রাণীও আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। এমনকি ক্ষুদ্র জলবিন্দুতেও আমার দয়া ছিল। ইহা আমার পাপে ঘৃণা বা পূর্ব-পরমজুগুপ্সা।

পরম প্র-বিবিক্ততা (বিবেকসাধন)—আমি কোন অরণ্য গহনে প্রবিষ্ট হয়ে বিচরণ করেছি। যখন কোন গোপবালক, পশুপালক, তৃণকাষ্ঠ বা ফলাহরণকারীকে দেখেছি তখনই আমি বন থেকে বনে, গহন থেকে গহনে, নিম্ন থেকে নিম্নে, উচ্চ হতে উচ্চে গিয়ে তাদের আড়ালে রয়েছি যেন একে অন্যকে দেখতে না পায়।

গোপবালকগণ গাভী নিয়ে গোষ্ঠ থেকে চলে গেছে, আমি ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে স্তন্যপায়ী তরুণ বাছুরের গোময় আহার করেছি। ভূপতিত হবার পূর্বে স্ব-মলমূত্র আহার করেছি।

আমি ভীষণ গভীর বনে ভীতিপূর্ণস্থানে প্রবেশ করে বাস করেছি ;

শীত-হেমন্ত ঋতুতে হিমপাত সময়ে, অন্তর-অষ্টকায়[১] বিভীষিকাময় গভীর অরণ্যে উন্মুক্ত আকাশতলে সারারাত-দিন বিচরণ করেছি; গ্রীষ্ম ঋতুর শেষমাসেও এরূপ ভ্রমণ করেছি।

শ্মশানে শবাস্থিকে উপাধান করে আমি শয়ন করেছি, গোপবালকগণের অত্যাচার, মলনিক্ষেপ, কর্ণে শলাকা প্রবেশে ক্ষিপ্ত হইনি, পাপচিত্ত উৎপাদন করিনি; ইহা আমার পূর্ব-পরম প্র-বিবিক্ততা (উপেক্ষাবিহার)।

আহার-সংযমে আত্মশুদ্ধি হয় এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণের ন্যায় একটি কুল খেয়ে আমি দিনের আহার সমাপন করেছি—সে কুল বৃহৎ নয় এখনকার মত ছোটই ছিল; তাতে আমার দেহ ক্ষীণ হয়েছিল, অস্থিগ্রন্থি উন্নতাবনত হয়েছিল, আমার গুহ্যদ্বার উষ্ট্রপদের সংযোগস্থলের মত গর্তসদৃশ হয়েছিল; অল্পাহারহেতু আমার মেরুদণ্ড যষ্টিতে বেষ্টিত সূত্রাবলীর ন্যায় উচু-নিচু হয়েছিল, বক্ষপঞ্জর ভগ্নগৃহের বর্গার ন্যায় বিলগ্ন হয়েছিল, অক্ষি-তারকা গভীর প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হয়েছিল; দেহ, শিরচর্ম বাতাতপে ম্লান হয়েছিল, উদরচর্ম পৃষ্ঠকণ্টকে লীন হয়েছিল—উদরচর্ম স্পর্শ করলে পৃষ্ঠকণ্টক স্পর্শ করেছি, পৃষ্ঠকণ্টক স্পর্শ করলে উদরচর্ম স্পর্শ করেছি, মলমূত্র ত্যাগ করতে গিয়ে ভূপতিত হয়েছি, দেহচর্মে হাত বুলালে দেহলোম আপনিতেই উৎপাটিত হয়েছে; অল্পাহার হেতু আমার দেহের অবস্থা এমনিতর হয়েছিল।

হে শারীপুত্র! কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণে আত্মশুদ্ধি হয়, পুনরুৎপত্তিতে আত্মশুদ্ধি হয়, বিভিন্ন ভবাবাসে আত্মশুদ্ধি হয়; জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণে, পুনরুৎপত্তিতে, বিভিন্ন ভবাবাসে আমি জাত হয়েছি শুদ্ধাবাস দেব (ব্রহ্ম) লোক ব্যতীত অপর কোন স্থানে জন্ম-গ্রহণে, পুনরুৎপত্তিতে, ভবাবাসে মর্তে আগমন করতে হয়, শুধুমাত্র শুদ্ধাবাস-ভূমি থেকেই মর্তে আগমন করতে হয় না।

কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বহু যজ্ঞসম্পাদনে আত্মশুদ্ধি হয় মনে করেন। আমি পূর্বে ক্ষত্রিয়রাজারূপে, মহাশালব্রাহ্মণরূপে বহু যজ্ঞসম্পাদন করেছি, কিন্তু তাহা সুখদায়ক হয়নি।

১ মাঘমাসের শেষের চার দিন ও ফাল্গুনের প্রথম চার দিন—বুদ্ধঘোষ।

কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণের অভিমত—অগ্নিপরিচর্যায় আত্মশুদ্ধি হয়। আমি ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণরূপে পূর্বে অনেক অগ্নিপরিচর্যা করেছি, কিন্তু তাতে সুফল পাইনি।

কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মনে করেন—তরুণ, যুবা, শিশু, কৃষ্ণকেশ পূর্ণযৌবনে পরমতীব্রজ্ঞান-সম্পন্ন থাকেন, বৃদ্ধ হলেই তাঁদের প্রজ্ঞার তীব্রতা হ্রাস পায়। শারীপুত্র! আমি এখন জীর্ণ, বৃদ্ধ, উপনীত-বয়ঃ হয়েছি—এখন আমার বয়স অশীতিবৎসর। এখন আমার চার জন শতায়ু আর্যশ্রাবক আছেন; তাঁরা প্রত্যেকেই স্মৃতি ও তীব্রজ্ঞানসম্পন্ন। হে শারীপুত্র! মঞ্চোপরি বাহিত হয়ে গমন করব এমন অবস্থা আমার হবে না, তথাগতের প্রজ্ঞার তীব্রতারও ব্যতিক্রম হবে না। যদি কেহ বলেন—বহুলোকের হিতের জন্য, সুখের জন্য, লোকানুকম্পার জন্য, দেব-মানবের সুখ-হিতের জন্য জগতে এক বিগত-মোহ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, তবে তিনি আমার সম্বন্ধে যথার্থই বলেন।

আয়ুষ্মান্ নাগসমাল ভগবানের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে শারীপুত্রের সঙ্গে ভগবানের এ ধর্মপর্যায় শ্রবণ করেন—তাতে তাঁর দেহে রোমাঞ্চ হয়েছে, তিনি আনন্দিত হয়েছেন।

মহাদুঃখস্কন্ধ বিষয়

ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডদ আশ্রমে অবস্থান করছেন, এমন সময়ে ভিক্ষুগণ একদিন শ্রাবস্তীতে অতি সকালে ভিক্ষান্ন আহরণে বাহির হয়েছেন। অতি সকালে ভিক্ষান্ন আহরণ সম্ভব নয়, এই ভেবে ভিক্ষুগণ নিকটবর্তী এক তীর্থিক আশ্রমে প্রবেশ করেন। আশ্রমবাসী পরিব্রাজকগণ তাঁদের সাদরে আহ্বান করলেন, প্রীত্যালাপ করলেন, কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর বললেন—বন্ধুগণ! শ্রমণ গৌতম কাম-রূপ-বেদনা পরিত্যাগ বিষয় প্রজ্ঞাপন করেন, আমাদের অনুশাসনও তাই। এ কারণে শ্রমণ গৌতমের ধর্ম আমাদের অনুশাসন থেকে পৃথক নহে, এ কথা আমরা মনে করি। এ বিষয়ে ভিক্ষুবন্ধুগণের অভিমত কি? এতৎশ্রবণে ভিক্ষুগণ আনন্দিত হলেন না, নিরানন্দও প্রকাশ করলেন না, বরঞ্চ সেস্থান ত্যাগ করে ভিক্ষান্ন আহরণে নগরে প্রবেশ করলেন।

ভোজনান্তে দিবাশেষে ভিক্ষুগণ ভগবান সমীপে উপস্থিত হয়ে এ কথা প্রকাশ করে তাঁকে এ বিষয়ের অর্থ প্রকাশ করতে অনুরোধ করলেন। ভগবান বললেন—এই পরিব্রাজকদের এ কথা জিজ্ঞাসা করতে হয়—'কাম-রূপ-বেদনার আস্বাদ কি, অনর্থ কি, এ সবার থেকে মুক্তির উপায়ই বা কি?' এরা এ বিষয়ের উত্তর দিতে সক্ষম হবেন না, বরঞ্চ মনে ব্যথা পাবেন। মনুষ্য-দেব-ব্রহ্মলোকে এমন কোন প্রাণীকে আমি দেখি না যে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে; তবে তথাগত, তথাগত শ্রাবক, অথবা তথাগত বা তথাগত শ্রাবক-মুখে শ্রুত ব্যক্তি এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন।

ভিক্ষুগণ! কামের আস্বাদ কি?

পঞ্চকামগুণ; যথা—চক্ষুদৃষ্ট রূপ, কর্ণশ্রুত শব্দ, নাসিকাঘ্রাত গন্ধ, জিহ্বা-আস্বাদিত স্বাদ (রস), কায়স্পর্শিত বস্তু (রূপ) ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়, কামজ্ঞাপক, মনোরঞ্জক। ইহা থেকে যে সুখ উৎপন্ন হয় তাহাই কামের আস্বাদ।

কামের অনর্থ কি?

ভিক্ষুগণ! কুলপুত্রগণ হস্তমুদ্রাগণনা, হিসাবরক্ষা (গণনা), সংখ্যা-নিরূপণ, কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা, শস্ত্রজীবিকা, রাজপুরুষপদবরণ, বা অন্য শিল্পাদিদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। তাতে তারা শীতোষ্ণের সম্মুখীন হয়, মশা-মাছিদ্বারা উপদ্রুত হয়, বাতাতপ-সরীসৃপ দ্বারা কম্পিত হয়, ক্ষুৎ-পিপাসায় ম্রিয়মাণ হয়। ইহাই কামের অনর্থ, কামহেতু দুঃখবরণ, প্রত্যক্ষ-জীবনে দুঃখভোগ।

উদ্যমশীল পরিশ্রমী কুলপুত্র যদি বাঞ্ছিত ভোগ, ঐশ্বর্য লাভ না করে তবে অনুশোচনায় ম্রিয়মাণ হয়, ক্লান্তিবোধ করে, আর্তনাদ করে, সম্মোহ প্রাপ্ত হয়; বিলাপ করে এই বলে—আমার সর্ব-প্রচেষ্টা, সকল উদ্যম, পরিশ্রম নিষ্ফল হল। ইহাই কামের অনর্থ, কামহেতু দুঃখবরণ, প্রত্যক্ষ জীবনে দুঃখভোগ।

কোন কুলপুত্রের উদ্যম, পরিশ্রম যদি সুসিদ্ধ হয় তবুও তিনি তৎজাত দুঃখ, মনস্তাপ ভোগ করেন; তিনি চিন্তা করেন—আমার ভোগসম্পত্তি রাজা স্বাধিকারে নিতে পারে, চোর হরণ করতে পারে, অগ্নি-জল নষ্ট করতে পারে, অপ্রিয় উত্তরাধিকারী দ্বারা অপসারিত হতে পারে। এরূপ চিন্তা করে

তিনি ব্যথিত হন, ক্লান্তিবোধ করেন, অনুশোচনা করেন,. পরিতাপ করেন, বিলাপ করেন। ইহাই কামের অনর্থ, কামহেতু দুঃখবরণ,' প্রত্যক্ষজীবনে দুঃখভোগ।

কামহেতু, কামকারণে রাজায়-রাজায়, ব্রাহ্মণে-ব্রাহ্মণে, ক্ষত্রিয়ে-ক্ষত্রিয়ে, গৃহপতিতে-গৃহপতিতে, মাতা-পুত্রে, পিতা-পুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে, ভ্রাতা-ভগ্নীতে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, সহায়-সহায়ে বিবাদ হয়; পরস্পর কলহবিগ্রহে পরস্পর পরস্পরকে হস্তদ্বারা লোষ্ট্রদ্বারা দণ্ডদ্বারা শস্ত্রদ্বারা প্রহার করে, মৃত্যু ঘটায়, মৃত্যুতুল্য দুঃখ দেয়। ইহাই কামের অনর্থ, কামহেতু দুঃখবরণ, প্রত্যক্ষ জীবনে দুঃখভোগ।

কামহেতু, কামবশে মানুষ ধনুতে শরযোজনা করে, ব্যূহ রচনা করে, সংগ্রামে অগ্রসর হয়। শর নিক্ষিপ্ত হলে, অসি চালিত হলে, দেহ বিদ্ধ হয়, মস্তক ছিন্ন হয়, মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করে, মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাই কামের অনর্থ, কামহেতু দুঃখবরণ, প্রত্যক্ষ জীবনে দুঃখভোগ।

কামনিমিত্ত, কামকারণে মানুষ সন্ধিচ্ছেদ করে, লুণ্ঠন করে, দৌরাত্ম্য করে, পরদার গমন করে। রাজা তাদের ধৃত করে কশাঘাত করে, বেত্রাঘাত করে, দণ্ডদ্বারা প্রহার করে, হস্তপদ ছিন্ন করে, নাক-কান ছেদন করে, তপ্তলৌহগোলকদ্বারা মস্তিষ্ক বাহির করে, শিরশ্চর্ম উৎপাটন করে, রক্তে বদন পূর্ণ করে, তৈলসিক্ত দেহে অগ্নি প্রজ্বালন করে, হস্ত প্রজ্বলিত করে, ছাগচর্মিক করে, কঠোর শাস্তিদান করে, পেরেক বিদ্ধ করে, মাংসবিদ্ধ করে, দেহ কুঠারাঘাতে আহত করে, ক্ষার প্রয়োগ করে, হাড় চূর্ণ করে, তপ্তৈতলে নিক্ষেপ করে, ক্ষিপ্ত কুকুর দিয়ে দংশন করায়, জীবন্ত শূলে দেয়, শিরশ্ছেদ করে, মৃত্যুযন্ত্রণা দেয়, মৃত্যুমুখে নিপতিত করে। ইহাই কামের অনর্থ, কামজনিত দুঃখবরণ, প্রত্যক্ষজীবনে দুঃখভোগ।

কামহেতু তারা কায়-মন-বাক্যে দুরাচরণ করে। তৎফলে দেহাবসানে অপার দুর্গতি ভোগ করে। ভিক্ষুগণ! ইহাও কামের অনর্থ, কামজনিত দুঃখ, পারত্রিক দুঃখভোগ।

কাম থেকে বিমুক্তির উপায় কি?

কামানুরাগ দমন, পরিত্যাগই কামবিমুক্তি, কামনিঃসরণ।

কামের আস্বাদ, অনর্থ যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জানে না, সে-বিষয়ে অনভিজ্ঞ,

সেরূপ ব্যক্তির দ্বারা কাম-বিমুক্তি, কামপরিত্যাগ সম্ভব হইবে এরূপ সম্ভাবনা নাই। এরূপ ব্যক্তি অপরকেও তদর্থে অনুপ্রাণিত করতে অক্ষম; বরঞ্চ কামের আস্বাদ, অনর্থ বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিরই একমাত্র কামবিমুক্তি, কাম-পরিত্যাগ সম্ভব; এরূপ ব্যক্তি অপরকে পথপ্রদর্শন করতেও সক্ষম।

রূপের আস্বাদ কি?

পঞ্চদশ বা ষোড়শবর্ষীয়া ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ বা গৃহপতি-কন্যা নাতিদীর্ঘা, নাতিহ্রস্বা, নাতিস্থূলা, নাতিকৃষ্ণা, নাতিগৌরী হলে পরমাসুন্দরী হয়, সুরূপা হয়। এরূপ রূপের প্রতি সুখ-সৌমনস্য উৎপত্তি রূপের আস্বাদ।

রূপের অনর্থ কি?

পরমাসুন্দরী যুবতী অশীতি, নবতি, শতবর্ষিকারূপে পরিণত হয়; তখন সে জীর্ণাশীর্ণা, শিথিলকলেবরা, বিগতযৌবনা, লোলচর্মা, বৃদ্ধা হয়, ইহাই রূপের অনর্থ, জীর্ণতা।

অসামান্য রূপসী যুবতী ব্যধিগ্রস্তা, উৎকট রোগভীতা হয়ে মলমূত্রে পড়ে থাকে তখন তাকে অন্যে সমবেদনা জ্ঞাপন করে, ইহাও রূপের জীর্ণতা।

শ্মশানে যুবতীর মৃতদেহ দুই, তিন, চার দিন পড়ে থাকার পর স্ফীত, বিবর্ণ, পূযযুক্ত হয়, পূর্বসৌন্দর্য অন্তর্হিত হয়, ইহাও রূপের জীর্ণতা।

সুন্দরী রূপবতী যুবতীর মৃতদেহ শ্মশানে কাক কুণাল শকুন কুকুর শৃগাল ভক্ষণ করে, কৃমিকীট ধ্বংস করে; তখন পূর্বরূপের কিছুই থাকে না, ইহাও রূপের জীর্ণতা।

সুন্দরী রমণীর মৃতদেহ শ্মশানে পরিত্যক্ত হলে ক্রমে স্নায়ুবদ্ধমাংসলোহিত-সম্পন্ন অস্থিশৃঙ্খল, নির্মাংস-রক্তযুক্ত-স্নায়ুবদ্ধ অস্থিশৃঙ্খল, মাংসলোহিতহীন-স্নায়ুবদ্ধ অস্থিশৃঙ্খল, স্নায়ুহীন অস্থিশৃঙ্খলে পরিণত হয়; ক্রমে দেহাস্থি ইতস্ততঃ পড়ে থাকে। তারপর বর্ষাহত বাত্যাহত অস্থিসমূহ শ্বেতবর্ণ হয়, গলে যায়, চূর্ণীকৃত হয়। ইহাও রূপের অনর্থ।

রূপ থেকে বিমুক্তির উপায় কি?

রূপসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অনুরাগ দমন, পরিত্যাগই রূপবিমুক্তি।

রূপের আস্বাদ, অনর্থ কি তা যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জানে না, সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা রূপবিমুক্তি, রূপপরিত্যাগ সম্ভব এরূপ কোন সম্ভাবনা

নাই। তারা অপরকেও তদর্থে অনুপ্রাণিত করতে অক্ষম। বরঞ্চ রূপের আস্বাদ, অনর্থ বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিরই একমাত্র রূপবিমুক্তি, রূপপরিত্যাগ সম্ভব ; এরূপ ব্যক্তির পক্ষে তদর্থে পথ প্রদর্শনও সম্ভব।

বেদনার আস্বাদ কি ?

কাম, এবং সর্ব অকুশলধর্ম পরিত্যাগ করে, সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতি-সুখে যে ব্যক্তি বিহার করেন, তিনি এ অবস্থায় নিজ-পর দুঃখ নিজ-চেতনায় আনয়ন করেন না—ইহা তাহার নীরোগ বেদনানুভব। এরূপ নীরোগ-পরমতাই বেদনার আস্বাদ।

বিতর্ক-বিচার উপশম, অধ্যাত্মসম্প্রসাদী, চিত্তের একীভূতভাবে বিতর্ক-বিচারগত সমাধিজ প্রীতি-সুখসহগত দ্বিতীয়…তৃতীয়… চতুর্থ ধ্যানে যিনি অবস্থান করেন, এ অবস্থায় তিনি সর্বদৈহিক সুখ, চিত্তের হর্ষ-বিষাদ অস্তমিত করে, নদুঃখনসুখ উপেক্ষা-স্মৃতিতে চতুর্থ-ধ্যানে বিহার করেন ; নিজ-পর দুঃখ নিজ চেতনায় আনয়ন করেন না—ইহা তাঁহার নীরোগ বেদনানুভব, এরূপ নীরোগ-পরমতাই বেদনার আস্বাদ।

বেদনার অনর্থ কি ?

অনিত্যতা, দুঃখাবহতা, পরিবর্তনশীলতা বেদনার অনর্থ।

বেদনা থেকে বিমুক্তির উপায় কি ?

বেদনার প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুরাগ দমন, পরিত্যাগই বেদনাবিমুক্তি।

বেদনার আস্বাদ, অনর্থ কি, তা যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জানে না, সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা বেদনাবিমুক্তি অসম্ভব। সে অপরকেও তদর্থে অনুপ্রাণিত করতে অক্ষম। বরঞ্চ বেদনার আস্বাদ, অনর্থ বিষয়ে বিজ্ঞব্যক্তিরই একমাত্র বেদনাবিমুক্তি, বেদনা পরিত্যাগ সম্ভব—এরূপ ব্যক্তিই তদর্থে পথ-প্রদর্শনে সক্ষম।

ভিক্ষুগণ প্রসন্নমনে উপদেশ শ্রবণ করে আনন্দিত হলেন।

অরিষ্ট ভিক্ষুর পাপদৃষ্টি

ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ড আশ্রমে অবস্থান করছেন। তখন জনৈক অরিষ্ট নামধেয় ভিক্ষুর এরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়—আমি ভগবান-দেশিত ধর্মকে এমনভাবে জেনেছি যে তিনি যা

অন্তরায়কর মনে করেন তা অনুশীলন করলে অন্তরায় ঘটবে না। ভিক্ষুগণ তাঁর নিকট এরূপ পাপদৃষ্টি উৎপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাহা স্বীকার করেন; তাঁর প্রতি অনুকম্পাবশতঃ ভিক্ষুগণ তাঁকে সে পাপদৃষ্টি পরিত্যাগের নিমিত্ত উপদেশ দিলেন কিন্তু তাতে কোন সুফল হল না।

অবশেষে ভিক্ষুগণ ভগবানের নিকট অরিষ্ট ভিক্ষুর পাপদৃষ্টির উৎপত্তি-বিষয় জ্ঞাপন করলেন। ভগবান ভিক্ষু অরিষ্টকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি তা স্বীকার করেন। তখন ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন—আমি এরূপ ধর্ম প্রকাশ করেছি তুমি কি প্রকারে জানলে? আমি কি অন্তরায়কর ধর্মকে অন্তরায়কর বলিনি যা আচরণ করলে অন্তরায় ঘটবেই? আমি তো বলেছি কাম দুঃখজনক, আস্বাদহীন, নিরাশাভরা, অনর্থপ্রধান। আমি আরও বলেছি কাম অস্থিকঙ্কাল, মাংসপেশী, তৃণোল্কা, অঙ্গার, স্বপ্ন, বিষবৃক্ষফল, অসিধারা, শক্তিশূল, সর্পশির সদৃশ। তুমি আমার উক্তি সদর্থে গ্রহণ করনি; তুমি এভাবে আমার নিন্দা করছ, অপুণ্য উৎপন্ন করছ। ইহা তোমার দীর্ঘকাল অহিত, দুঃখের কারণ হবে। ভিক্ষুগণও অরিষ্ট ভিক্ষুর উক্তি জ্ঞানদীপ্ত নয় বলে প্রকাশ করলে তিনি নিস্পন্দ, অধোবদন হয়ে নীরব রইলেন।

ভগবান অতঃপর ভিক্ষুগণকে বললেন—কোন কোন মূর্খপুরুষ আমার দেশিতধর্ম[১] প্রজ্ঞাদ্বারা যথাযথ দর্শন করে গ্রহণ করেন না। তারা পরমত খণ্ডন, স্বমত সমর্থন মানসে ধর্ম অধ্যয়ন করে তাই ধর্ম তাদের অনুভূতিতে আসে না। ভিন্ন অর্থে ধর্মগ্রহণ করায় তাদের তাহা দীর্ঘকাল অহিত, দুঃখের কারণ হয়। কেন এরূপ হয়? কারণ তারা ধর্মকে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করেছে। কোন ব্যক্তি সর্পকে লেজে বা দেহমধ্যে ধারণ করলে সে উল্টে তাকে দংশন করে; এ দংশন দুঃখ, মৃত্যুর কারণ হয়। কেন? কারণ, সর্পের যথাস্থান ধৃত হয় নাই। মূর্খ পুরুষের ধর্মকে ভিন্ন অর্থে, কদর্থে গ্রহণও তার দীর্ঘকাল অহিত, দুঃখের কারণ হয়।

হে ভিক্ষুগণ! যে কুলপুত্র আমার দেশিতধর্ম প্রজ্ঞাদ্বারা যথাযথ দর্শন

১ সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্য—ইহা নবাঙ্গ শাস্তাশাসন।

করে গ্রহণ করেন, পরমত খণ্ডন, স্বমত সমর্থনের নিমিত্ত অধ্যয়ন করেন না, এ ধর্মের মূল্যবোধ তাঁরই অনুভূত হয়। সুগৃহীত ধর্ম তাঁর হিত, সুখের কারণ হয়। ইহার কারণ কি? কারণ তাঁর দ্বারা ধর্মার্থ সুগৃহীত হয়েছে। কোন ব্যক্তি সর্পকে হস্তদ্বারা গ্রীবা আবেষ্টন করে ধরলে সর্প আর দংশন করতে সক্ষম হয় না। সে ব্যক্তিকেও সর্প দংশন জনিত দুঃখ বা মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয় না। ইহার কারণ কি? কারণ সর্প যথাস্থানে ধৃত হয়েছে। কুলপুত্র যদি ধর্মকে সেরূপ যথাযথভাবে গ্রহণ করেন, তাহা তাঁর দীর্ঘকালের হিত, সুখের কারণ হয়; কারণ ধর্ম তাঁর দ্বারা সুগৃহীত হয়েছে। হে ভিক্ষুগণ! তাই আমি বলছি—তোমরা ধর্মের যথার্থ অর্থ গ্রহণ কর, আমি যে অর্থে বলেছি ধর্মকে সেই অর্থে জান, সেইভাবে ধারণ কর। দক্ষ ভিক্ষুকে প্রশ্ন করে তোমরা ধর্মের প্রকৃত অর্থ জেনে নেবে, কখনও মিথ্যাভাবে ধর্মকে গ্রহণ করবে না। আজ তোমাদের আমি ভেলার উপমা দিয়ে ধর্ম প্রকট করব। তা তোমরা শ্রবণ কর, মনোনিবেশ কর। ধর্মের যথার্থ অর্থ গ্রহণ করে 'অস্মিতা রূপ মিথ্যা-দৃষ্টি ত্যাগ কর।

হে ভিক্ষুগণ! মনে কর জনৈক দীর্ঘপথযাত্রী এক মহার্ণবের ভয়সঙ্কুল তীরে এসে অপর তীরের ভয়শূন্যতা জ্ঞাত হল। স্বভাবতই সে ভয়শূন্য তীরে গমনেচ্ছু হল। কিন্তু এপারে কোন তরী নেই যার সাহায্যে এই মহার্ণব পার হওয়া যায়। তখন সে তৃণকাষ্ঠ, শাখাপলাশ (শাখা-প্রশাখা) সংগ্রহ করে একটি কুল্ল (ভেলা) তৈয়ার করে নিরাপদে সাগরপারে উত্তীর্ণ হল। তখন সেই ব্যক্তি এই বহূপকারী ভেলা স্কন্ধে বহন করে নিয়ে যাবে? তাই যদি করে তা কি সেই ব্যক্তির বিজ্ঞজনোচিত কাজ হবে?

না। তা বিজ্ঞজনোচিত কাজ হবে না।

তবে সেই ব্যক্তি ভেলাটি যদি স্থলে স্থাপন করে বা সাগরজলে ডুবিয়ে রেখে যায়, তাই তার পক্ষে যুক্তিযুক্ত কাজ হবে। হে ভিক্ষুগণ! আমার দেশিত ধর্মও দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হবার ভেলা, ইহা মিথ্যা-দৃষ্টির মোহজালে জড়িত, বদ্ধ হবার মায়ারজ্জু নয়। এরূপে ধর্মকে যারা যথার্থরূপে জানবে, তারা ধর্মকেও পরিত্যাগ করবে, অধর্ম তো পূর্বে পরিত্যাগ করবেই।

হে ভিক্ষুগণ! ছয় দৃষ্টিস্থান প্রভাবিত হয়ে অশ্রুতবান পুরুষ, আর্যধর্মে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত জন মিথ্যাদৃষ্টিগত হয়:—যেমন, সে

ব্যক্তি মনে করে—১. এই রূপ আমার, আমিই রূপ, ইহাই আমার আত্মা। ২. এই বেদনা আমার, আমি বেদনা, ইহাই আমার আত্মা। ৩. এই সংজ্ঞা আমার, আমি সংজ্ঞা, ইহাই আমার আত্মা। ৪. এই সংস্কার আমার, আমি সংস্কার, ইহাই আমার আত্মা। ৫. যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, মন-দ্বারা অন্বেষিত, অনুবিচারিত তাহা আমার, আমি তাহা, তাহাই আমার আত্মা। ৬. সেই লোক (জগত), সেই আত্মা, সেই আমি পরে নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, পরিণামহীন এবং চিরকাল একইরূপে থাকব; তাহা আমার আমি তাহার, তাহাই আমার আত্মা।

হে ভিক্ষুগণ! বিজ্ঞব্যক্তি যিনি আর্যধর্মে অভিজ্ঞ, সদ্ধর্মে সুবিনীত তিনি শুদ্ধজ্ঞানে এরূপ দর্শন করেন—১. এই রূপ আমার নহে, আমি রূপ নহি, রূপ আমার আত্মা নহে। ২. এই বেদনা আমার নহে, আমি বেদনা নহি, বেদনা আমার আত্মা নহে। ৩. এই সংজ্ঞা আমার নহে, আমি সংজ্ঞা নহি, সংজ্ঞা আমার আত্মা নহে। ৪. এই সংস্কার আমার নহে, আমি সংস্কার নহি, সংস্কার আমার আত্মা নহে। ৫. যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত অনুমিত, জ্ঞাত, মন-দ্বারা অন্বেষিত, অনুবিচারিত তাহা আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে। ৬. সেই লোক, সেই আত্মা, সেই আমি পরে নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, পরিণামহীন, এবং চিরকাল একই রূপে থাকব না; তাহা আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে। এরূপ সর্বজ্ঞেয় বিষয়ে অনাত্ম-দর্শনহেতু তাহার কোন পরিক্লেশ হয় না।

জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন—বহির্বিষয়ে আত্মবস্তুর অভাবে পরিক্লেশ হয় কি?

হাঁ ভিক্ষু! তা হতে পারে! যেমন, কেহ 'আমার যাহা ছিল তাহা এখন নাই, যাহা থাকা উচিত তাহাও নাই' এই ভেবে অনুশোচনা করে, ক্রন্দন ...ব, আর্তনাদ করে, সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। এরূপে বহির্বিষয়ে আত্মবস্তুর হে ভিঃ তার পরিক্লেশ হয়।

ন্! বহির্বিষয়ে আত্মবস্তুর অভাবে পরিক্লেশ হয় না এমন হয় কি?

১ সূত্র, ভিক্ষু! তা নাও হতে পারে। যেমন, কেহ 'আমার যাহা ছিল, শাস্তাশাসন। ন নাই, যাহা থাকা উচিত তাহাও নাই,' এই ভেবে অনুশোচনা

করে না, ক্রন্দন করে না, আর্তনাদ করে না, সম্মোহ প্রাপ্ত হয় না। এরূপে তার বহির্বিষয়ে আত্মবস্তুর অভাবে পরিক্লেশ হয় না।

ভগবন্! অধ্যাত্ম বিষয়ে আত্মবস্তুর অভাবে পরিক্লেশ হয় কি?

হাঁ, ভিক্ষু! তা হতে পারে। কোন কোন ব্যক্তির এরূপ দৃষ্টি আছে—'সেই লোক, সেই আত্মা আমি পরে হব; আমি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, বিপরিণামহীন থাকব; চিরকাল একই প্রকার থাকব।' এরূপ দৃষ্টিগত ব্যক্তি যখন শ্রবণ করে—'তথাগত সর্বদৃষ্টি, দৃষ্টিস্থান, দৃষ্টিভিত্তি, দৃষ্টিপ্রকাশ অনুশয়গুলি[১] উৎপাটিত করার জন্য, সর্বসংস্কার উপশমিত করার জন্য, সকল উপধি[২] (মলিনতা) পরিবর্জন করার জন্য, তৃষ্ণাক্ষয়-বিরাগ-নিরোধরূপ নির্বাণ সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত ধর্মোপদেশ প্রকাশ করেন,' তখন সেই ব্যক্তির মনে হয়—'আমি সত্যই উচ্ছিন্ন হব, বিনষ্ট হব; পরে আর আমি হব না।' তাই সেই ব্যক্তি অনুশোচনা করে, ক্রন্দন করে, আর্তনাদ করে, সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। এরূপে অধ্যাত্ম বিষয়ে আত্মবস্তুর অভাবে তার পরিক্লেশ হয়।

ভগবন্! অধ্যাত্মবিষয়ে আত্মবস্তুর অভাবে পরিক্লেশ হয় না এমন হয় কি?

হাঁ ভিক্ষু! তা নাও হতে পারে। কোন কোন ব্যক্তির এরূপ দৃষ্টি আছে—'সেই লোক, সেই আত্মা আমি পরে হব; আমি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, বিপরিণামহীন থাকব; চিরকাল একই প্রকার থাকব।' এরূপ দৃষ্টিগত ব্যক্তি যখন শ্রবণ করে—'তথাগত সর্বদৃষ্টি, দৃষ্টিস্থান, দৃষ্টিভিত্তি, দৃষ্টিপ্রকাশ অনুশয়গুলি উৎপাটিত করার জন্য, সর্বসংস্কার উপশমিত করার জন্য, সকল উপধি (মলিনতা) পরিবর্জনের জন্য, তৃষ্ণাক্ষয়-বিরাগ-নিরোধরূপ নির্বাণ সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত ধর্মোপদেশ প্রদান করেন।' তখন সেই ব্যক্তির মনে হয় না—'আমি সত্যই উচ্ছিন্ন হব, বিনষ্ট হব, পরে আমি আর হব না।' তাই সেই ব্যক্তি অনুশোচনা করে না, ক্রন্দন করে না, আর্তনাদ করে না, সম্মোহ প্রাপ্ত হয় না। এরূপে অধ্যাত্ম বিষয়ে আত্মবস্তুর অভাবে তার পরিক্লেশ হয় না।

হে ভিক্ষুগণ! আমি এমন কোন বহির্বস্তু দেখি না যাহা নিত্য, ধ্রুব,

১ সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা।

২ স্কন্ধ, ক্লেশ, অভিসংস্কার, পঞ্চকামগুণ—উপধি।

শাশ্বত, বিপরিণামহীন, যাহা চিরকাল একইরূপে থাকবে। আমি তেমন কোন আত্মবাদ-উপাদান দেখি না যাহা গ্রহণ করলে বা তেমন কোন দৃষ্টি আশ্রয় দেখি না যাহা আশ্রয় করলে শোক, পরিতাপ, দুঃখ, দুর্মন, নিরাশা উৎপন্ন হবে না। যদি আত্মা থাকে—'এ বস্তু আমার,' এ ধারণাও হবে। আত্ম-বিষয় অর্থাৎ আমি পরে হব, আমি নিত্য ধ্রুব বিপরিণামহীন থাকব, চিরকাল একই রকম থাকব, তাহা কখনও হতে পারে না। ইহা বালধর্ম ছাড়া আর কিছু নয়।

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান নিত্য কি অনিত্য?

তাহা অনিত্য।

যাহা অনিত্য তাহা সুখদ কি দুঃখদ?

তাহা দুঃখদ।

যাহা অনিত্য, দুঃখদ, বিপরিণামশীল তাহা আমার, আমি তাহা, তাহা আমার আত্মা—এরূপ মনে করা কি যুক্তিযুক্ত?

তাহা যুক্তিযুক্ত নয়।

তাহলে ভিক্ষুগণ! রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান বা যাহা অতীত, অনাগত, বর্তমান, অধ্যাত্ম, বাহির, স্থূল, সূক্ষ্ম, হীন, উৎকৃষ্ট, দূর বা নিকটের সকল রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান কিছুই আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে। এরূপে সকল বিষয়ই যথাযথ জ্ঞানদ্বারা দর্শন করতে হবে।

এরূপ দর্শন দ্বারা শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার বিজ্ঞানে নির্বেদ প্রাপ্ত হন; নির্বেদহেতু বৈরাগ্য সঞ্চার হয়, বৈরাগ্য সঞ্চার হেতু বিমুক্ত হন; বিমুক্ত হলে বিমুক্ত হয়েছি জ্ঞান হয়। তখন প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞান হয়—জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পালিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, ইহার পর আর কোন জন্ম হবে না। এরূপ ভিক্ষু উৎক্ষিপ্ত-পলিঘ[১], সঙ্কীর্ণ-পরিখ[২], অব্যূঢ়-এষিক[৩], নিরর্গল, পতিত-ধ্বজ, পতিত-ভার, বিসংযুক্ত আর্যরূপে অভিহিত হন।

১ প্রাকারমুক্ত। ২ পরিখামুক্ত। ৩ স্তম্ভহীন।

কিরূপে ভিক্ষু উৎক্ষিপ্ত-পলিঘ হন ?

অবিদ্যার প্রহীণতায়, অনস্তিত্বতায়, অনাগত বিধায় পুনরুৎপত্তি রহিত হয়, এরূপে ভিক্ষু উৎক্ষিপ্ত-পলিঘ হন।

কিরূপে ভিক্ষু সঙ্কীর্ণ-পরিখ হন ?

পুনর্ভবের প্রহীণতায়, অনস্তিত্বতায়, অনাগতবিধায় পুনরুৎপত্তি রহিত হয়, এরূপে ভিক্ষু সঙ্কীর্ণ-পরিখ হন।

কিরূপে ভিক্ষু অব্যূঢ়-এষিক হন ?

তৃষ্ণার প্রহীণতায়, অনস্তিত্বতায়, অনাগতবিধায় পুনরুৎপত্তি রহিত হয়, এরূপে ভিক্ষু অব্যূঢ়-এষিক হন।

কিরূপে ভিক্ষু নিরর্গল হন ?

পঞ্চনিম্ন-সংযোজনের[৪] প্রহীণতায়, অনস্তিত্বতায়, অনাগতবিধায় পুনরুৎপত্তি রহিত হয়—এরূপে ভিক্ষু নিরর্গল হন।

কিরূপে ভিক্ষু পতিত ধ্বজ, পতিত ভার, বিসংযুক্ত, আর্য হন ?

'আমি আছি,'—এ অভিমানের প্রহীণতায়, অনস্তিত্বতায় অনাগতবিধায় পুনরুৎপত্তি রহিত হয় ; এরূপে ভিক্ষু পতিত-ধ্বজ, পতিত-ভার, বিসংযুক্ত, আর্য হন।

হে ভিক্ষুগণ ! এরূপ চিত্ত (অর্হতচিত্ত) ইন্দ্র, ব্রহ্মা, প্রজাপতি প্রমুখ দেব-ব্রহ্মাগণের সন্ধানের অতীত। ইহা তথাগতের আদর্শ-নিঃসৃত বিজ্ঞান, নির্বাণ।

হে ভিক্ষুগণ ! কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আমাকে এই বলে মিথ্যা দোষারোপ করেন 'শ্রমণ গৌতম আত্মা থাকা সত্ত্বেও ইহার উচ্ছেদ, বিনাশ বিভব প্রকাশ করেন।' যদি কেহ তথাগতকে আক্রোশ করে, পরিহাস করে, রোষ প্রকাশ করে, আঘাত করে, তাতে তথাগতের মনে আঘাত লাগে না, তিনি ব্যথিত হন না, অসন্তুষ্ট হন না। যদি কেহ তথাগতকে পূজা করে, সম্মান করে, গুরুস্থানীয় মনে করে তাতে তথাগত উৎফুল্ল হন না। তথাগত মনে করেন, স্ব-স্ব স্বভাববশেই জনসাধারণ এরূপ ব্যবহার করে।

৪ সৎকায়দৃষ্টি (আত্মবাদ), বিচিকিৎসা (কর্মফলে সন্দেহ), শীলব্রতপরামর্শ (কৃচ্ছ্র সাধন), কামরাগ, ব্যাপাদ (হিংসা)।

হে ভিক্ষুগণ! তোমরাও অনুরূপ পরিস্থিতিতে তদ্রূপ মনে করবে, তাহলে তা দীর্ঘকাল সুখ-হিতের কারণ হবে।

হে ভিক্ষুগণ! রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান তোমাদের নিজস্ব নহে। যাহা নিজস্ব নহে তাহা পরিত্যাগ কর; পরিত্যক্ত হলে তাহা তোমাদের হিত-সুখের কারণ হবে। এই জেতবনের তৃণ, কাষ্ঠ, শাখাপল্লব যদি কেহ অপহরণ করে, নষ্ট করে, দগ্ধ করে, তাহলে তোমরা কি মনে করবে এ ব্যক্তি তোমাদের বস্তু অপহরণ করছে, নষ্ট করছে, দগ্ধ করছে?

না, তা মনে করব না।

ইহার কারণ কি? কারণ বস্তু ও ব্যক্তি এক নহে। ইহাতে আমি বা আমার বলতে কিছু নেই। যা তোমাদের নহে তা তোমরা পরিত্যাগ কর তাহলে তা তোমাদের হিত-সুখের কারণ হবে।

হে ভিক্ষুগণ! ধর্ম আমার দ্বারা সুব্যাখ্যাত হয়েছে। তদনুযায়ী যাঁরা ভারমুক্ত (অর্হৎ) হয়েছেন তাঁদের আর পুনর্জন্ম নেই; তাঁরা কৃতকর্মা, সর্ব-সংযোজনহীন[১]। যে সকল ভিক্ষুর পঞ্চনিম্ন সংযোজন প্রহীণ হয়েছে তাঁরা অনাগামিতা লাভ করে শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক হতে নির্বাণ প্রাপ্ত হবেন। যাঁদের তিন সংযোজন[২] প্রহীণ হয়েছে তাঁরা সকৃদাগামী; তাঁরা একবার মাত্র ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে দুঃখের অন্তসাধন করবেন। যাঁদের কেবলমাত্র প্রথম তিন সংযোজন ক্ষীণ হয়েছে তাঁরা সম্বোধিপরায়ণ স্রোতাপন্ন; তাঁরা মাত্র সাতবার জন্মগ্রহণ করে নির্বাণ লাভ করবেন। যে সকল ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, ধর্মানুরাগী তাঁরা স্বর্গ লাভ করবেন।

এতৎশ্রবণে ভিক্ষুগণ আনন্দ প্রকাশ করলেন।

আর্যোচিত অনুসন্ধান

একদা ভগবান বুদ্ধ জেতবনে অনাথপিণ্ডদ আশ্রমে অবস্থান করছেন। তখন একদল ভিক্ষু আয়ুষ্মান্ আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন—

১ সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রতপরামর্শ, কামরাগ, ব্যাপাদ (ইহা পঞ্চনিম্নসংযোজন) ও রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা (পঞ্চ ঊর্ধ্ব-সংযোজন)—সর্বসংযোজন।

২ রাগ, দ্বেষ, মোহ।

আনন্দ! তুমি অনবরত ভগবান-সম্মুখে ধর্ম শ্রবণ করে আসছ। আমরাও তোমার মত একবার ভগবান সম্মুখে ধর্ম শ্রবণের সুযোগ পাব কি? তখন আনন্দ বললেন—আয়ুষ্মান্‌গণ! আপনারা রম্যক্ ব্রাহ্মণের আশ্রমে গমন করুন, সেখানে ভগবানের নিকট ধর্ম শ্রবণের সুযোগ লাভ করবেন।

সেদিন ভগবান শ্রাবস্তীতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করেন। ভোজনের পর ভগবান আনন্দকে বললেন—আনন্দ! চল আমরা পূর্বারামে গমন করি, তথায় দিবাবিহার করব। দিবাবিহারকালে আনন্দ ভগবানকে অদূরবর্তী রম্যক্ ব্রাহ্মণের আশ্রম নির্দেশ করে বললেন—ভগবন্! রম্যক্-আশ্রম অতীব রমণীয়; ভগবান তথায় গমন করুন।

ভগবান রম্যক্-আশ্রমে এসে ভিক্ষুগণকে ধর্মালাপরত দেখে বহির্দ্বার-প্রকোষ্ঠে অপেক্ষা করলেন। তাঁদের ধর্মালোচনা শেষ হলে ভগবান কণ্ঠশব্দ করে অর্গল নাড়লেন। ভিক্ষুগণ ভগবানের উপস্থিতি জ্ঞাত হয়ে গৃহদ্বার খুলে দিলেন। ভগবান অতঃপর বললেন—প্রব্রজিতগণের দ্বিবিধ কর্তব্য; তাহা ধর্মালোচনা আর আর্যোচিত নীরবতা অবলম্বন।

হে ভিক্ষুগণ! অনুসন্ধান দুই প্রকার—আর্যোচিত[১] অনুসন্ধান, অনার্যোচিত অনুসন্ধান।

অনার্যোচিত অনুসন্ধান কি?

জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, সংক্লেশ (ক্লেশ) ধর্মের অধীন হয়ে সংক্লেশ ধর্মের অনুসন্ধান করা অর্থাৎ পত্নী-পুত্র দাস-দাসী, অজ-মেষ, কুকুর-শূকর, হস্তী-গো-অশ্ব, স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতিতে অনুরমিত হওয়া ও তাহার অন্বেষণ করাই অনার্যোচিত অনুসন্ধান।

আর্যোচিত অনুসন্ধান কি?

জন্ম, জরা ব্যাধি, মরণ, শোক, সংক্লেশের (দুঃখদ) কুফল দর্শন করে অজাত, অজর, নির্ব্যাধি, অমৃত, অশোক, অসংক্লিষ্ট, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ অন্বেষণই আর্যোচিত অনুসন্ধান।

হে ভিক্ষুগণ! বোধিলাভের পূর্বে আমার এরূপ চিন্তা হল, 'আমি জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, সংক্লেশের অধীন। আমি কেন তার মধ্যে

১ যাঁরা মুক্তিস্রোতে পতিত তাঁরাই আর্য।

(দুঃখদ) কুফল আছে জ্ঞাত হয়েও অজ্ঞাত, অজর, নির্ব্যাধি, অমৃত, অশোক অসংক্লিষ্ট, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ অনুসন্ধান করি না?' এরূপ চিন্তা চিত্তপথে উদিত হলে আমি তরুণ বয়সে, ভদ্রযৌবনে, স্নেহশীল পিতামাতাকে অশ্রুসিক্ত করে, ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করে, কাষায়বস্ত্র পরিধান করে প্রব্রজিত হই। তার পর কুশল গবেষণায় রত হয়ে শান্তিপদ নির্বাণ অন্বেষণে ঋষি আলাড়কালামের নিকট উপস্থিত হই। তাঁকে বলি—ঋষিবর আমাকে আপনার ধর্মবিনয়ে বিনীত করুন, ব্রহ্মচর্য আচরণ শিক্ষা দিন ঋষিবর বললেন—হে তরুণ, আপনি এ ধর্মতত্ত্ব জ্ঞাত হয়ে অবস্থান করুন বিজ্ঞব্যক্তিরই এ ধর্ম স্বয়ং সাক্ষাৎ করা সম্ভব। অচিরে আমি সে ধর্ম আয়ত্ত করি। তখন আমার অনুবোধ হল—'ঋষি অলাড়কালাম জ্ঞানী, তিনি স্বয়ং ধর্ম সাক্ষাৎ করেই অপরকে প্রকাশ করেন।' আমার ধর্মায়ত্তি বিষয় ঋষিবরের নিকট প্রকাশ করলে তিনি বললেন—তুমি আমার যোগ-স্তর আকিঞ্চন-আয়তন[১] লাভ করেছ। এখন যোগানুভূতিতে তোমার সঙ্গে আমার কোন প্রভেদ নেই; উভয়েই সমজ্ঞানী, সমধ্যান-লাভী। তুমি এ ধর্মবিনয়ে অবস্থান করে আমার সঙ্গে শিষ্যগণকে পরিচালনা কর। চল, আমরা একসঙ্গে বাস করি, একযোগে কাজ করি। আমি বললাম—হে ঋষিবর! আপনি আমাকে আপনার সমস্থানে স্থাপন করলেন, কিন্তু আমি দেখছি ইহা আকিঞ্চন-আয়তন সম্প্রাপ্তি মাত্র; এ ধর্ম নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণ সংবর্তন করে না। এই ভেবে এই সম্প্রাপ্তিকে পর্যাপ্ত মনে না করে আমি অনাসক্তভাবে সে-স্থান ত্যাগ করি।

হে ভিক্ষুগণ! সে-স্থান ত্যাগ করে আমি আবার পথ ভ্রমণ আরম্ভ করি। তৎপর আমি শান্তিপদ অন্বেষণে রামপুত্র রুদ্রকের নিকট উপস্থিত হই। তাঁর নিকট আমি ধর্মবিনয় শিক্ষা, ব্রহ্মচর্য আচরণ কামনা করি। তখন তিনি আমাকে বললেন—তুমি এ ধর্ম-বিনয়ে অবস্থান কর। বিজ্ঞব্যক্তিই এ ধর্ম-বিনয়ে জ্ঞান লাভ করেন। অত্যল্প সময়ের মধ্যে আমি সে ধর্ম অধিগত করি। একদিন স্বয়ং সাধক প্রবরের নিকট উপস্থিত হয়ে

১ তৃতীয় অরূপধ্যানস্তর।

আমার ধ্যান সম্প্রাপ্তি বিষয় ব্যক্ত করি। তিনি তখন বললেন—তুমি আমার অধিগত যোগভূমি নসংজ্ঞানঅসংজ্ঞা[১] স্তর লাভ করেছ। এখন তোমাতে আমাতে কোন প্রভেদ নেই। আমরা উভয়ে এখন সমজ্ঞানী, সমদর্শী। হে তরুণ! চল, আমরা উভয়ে এ আশ্রমে বাস করে শিষ্যসঙ্ঘ পরিচালনা করি। আমি চিন্তা করলাম—'সাধক রুদ্রক শ্রদ্ধাবান, জ্ঞানবান, আমিও তাই। তিনি স্মৃতিমান, বীর্যবান, সমাধিপরায়ণ; আমিও তাই! তিনি নসংজ্ঞানঅসংজ্ঞা অরূপধ্যানলাভী; আমার সম্প্রাপ্তিও তাই। আমার আরও চিন্তা হল—'এ সম্প্রাপ্তি, নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণ সংবর্তন করে না।' এই ভেবে সেই ধর্মকে পর্যাপ্ত মনে না করে আমি সেস্থানও ত্যাগ করি।

হে ভিক্ষুগণ! আবার আমার পথ ভ্রমণ আরম্ভ হল। ক্রমে আমি শান্তিপদ অন্বেষণের জন্য, কুশল গবেষণার জন্য, উরুবেলা নামক স্থানের সেনানি গ্রামের দিকে অগ্রসর হই। সে এক অপূর্ব রমণীয় ভূমিভাগ মনোহর বনখণ্ড। স্বচ্ছসলিলা নিরঞ্জনা নিকটে প্রবাহিতা অদূরে শ্যামল গোচরগ্রাম[২]। এ স্থানকে সাধনার উপযুক্ত মনে করে সেখানে ধ্যানাসনে নিবিষ্ট হই। নিজকে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, সংক্লেশাধীন মনে করে, দুঃখদ পরিণতির বিষয় চিন্তা করে আমি এখানেই অজাত, অজর, নির্ব্যাধি, অমৃত, অশোক, অসংক্লিষ্ট, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ সাক্ষাৎ করি। ইহাতে আমার জ্ঞান-দর্শন উৎপন্ন হল। চিত্ত-বিমুক্তি লাভ হল। ইহা আমার শেষ জন্ম, পুর্নভব প্রহীণ হয়েছে অনুভূত হল।

হে ভিক্ষুগণ! তখন আমার এরূপ চিন্তা হল; যে ধর্ম গভীর, দুর্দ্দশ, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, নিপুণ, পণ্ডিতবোধ্য, হেতুপ্রত্যয়যুক্ত, প্রতীত্যসমুৎপাদশীল (পরস্পর কার্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত), তাহা কামলিপ্ত, কামানুগত জনগণের পক্ষে দর্শন করা সহজ নয়। সর্বসংস্কারশান্ত, সর্বউপধিবর্জিত (মল), তৃষ্ণাক্ষয়ী, নিরোধ, বিরাগ, নির্বাণ দর্শন তাদের পক্ষে দুষ্কর। আমি যদি জনগণকে এ ধর্ম প্রচার করি এবং তারা যদি তা হৃদয়ঙ্গম করতে অপারগ

১ চতুর্থ অরূপধ্যানস্তর।
২ বসতিপূর্ণ গ্রাম।

হয় তা আমার পক্ষে মনঃপীড়ার কারণ হবে। এই ভেবে ধর্ম প্রচারের প্রতি আমার ঔৎসুক্য শিথিল হয়।

সোহম্পতি ব্রহ্মা আমার এ চিত্তবিতর্ক জ্ঞাত হয়ে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। তিনি আমাকে কৃতাঞ্জলি করে বললেন—ভগবন্! আপনি ধর্ম উপদেশ প্রদান করুন। সুগত! আপনি ধর্ম প্রকট করুন। স্বল্পরজঃ ব্যক্তিগণ এ ধর্ম শ্রবণ করতে না পারলে অধঃপতিত হবে। ধর্মরসগ্রাহী শ্রোতাও মিলবে। তিনি আরও বললেন—পূর্বে মগধে যে ধর্মের জন্ম হয়েছিল তাহা সমল। এবার জন্ম-জরা-মৃত্যু-তারণ অমৃতের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, শুদ্ধ সুবিমল ধর্ম সমুদিত হয়েছে; শৈল-শিখরে আরোহিত ব্যক্তির ন্যায়, হে সর্বদর্শী বীতশোক! আপনি ধর্মপ্রাসাদে আরোহন করে শোকাকুল জনগণকে অবলোকন করুন; হে বিজিত-সংগ্রামবীর, অজাত-অজরদর্শী, ঋণহীন সার্থবাহ ভগবন! আপনি সুমহান ধর্ম উপদেশ করে বিচরণ করুন; বহু জ্ঞানবান শ্রোতা ধর্ম শ্রবণে আগুয়ান হবেন।

হে ভিক্ষুগণ! ব্রহ্মার অভিপ্রায় বিদিত হয়ে, আমি সর্বসত্ত্বের প্রতি করুণাবশতঃ বুদ্ধচক্ষু উন্মীলন করি। বুদ্ধদৃষ্টিতে বিশ্ব অবলোকন করে আমি দেখি পদ্ম যেমন জলে উৎপন্ন হয়, সংবর্ধিত হয়, জলাভ্যন্তরে পোষিত হয়, আবার জল হতে উত্থিত হয়, অত্যুত্থিত হয়, জলদ্বারা অনুপলিপ্ত থাকে, সেরূপ সত্ত্বগণের মধ্যে অল্পরজঃ, মহারজ, তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, মৃদু-ইন্দ্রিয়, সু-আকার, কদাকার, সুবোধ, অবোধ, পারত্রিক পাপভয়দর্শী, পারত্রিক ভয়হীন সত্ত্বগণকে অবলোকন করি। এতদ্‌দর্শনে আমি সোহম্পতি ব্রহ্মাকে প্রত্যুত্তরে বলি—জন্ম, জরা, মরণ হতে উদ্ধার কল্পে যে অমৃতদ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা শুনবার জন্যে যারা ব্যাকুল তারা শ্রদ্ধা উন্মুক্ত করুক—ধর্ম শ্রবণ করুক, বিশ্বমাঝে আমি তা প্রকাশ করব। আমার সঙ্কল্প জ্ঞাত হয়ে সোহম্পতি ব্রহ্মা অন্তর্হিত হলেন।

অতঃপর আমি কার নিকট প্রথম ধর্ম প্রকাশ করব, কার এ ধর্মে শীঘ্র অর্থবোধ হবে তা চিন্তা করলাম। স্থির করলাম ঋষিবর অলাড়কালাম ও সাধকপ্রবর রামপুত্র রুদ্রকের নিকট যাব। তাঁরা জ্ঞানী, শ্রদ্ধাবান তাঁরা এ ধর্ম বুঝতে সক্ষম হবেন। কিন্তু ক্রমে জ্ঞাত হলাম তাঁরা উভয়েই সপ্তাহকাল পূর্বে কালগত হয়েছেন। তারপর মনে হল উরুবেলায়

পঞ্চশিষ্য[১] আমার বহু উপকারী, সেবাপরায়ণ ছিলেন তাই বারাণসীতে তাদের অবস্থান জ্ঞাত হয়ে বারাণসীর মৃগদাবের দিকে যাত্রা করি।

গয়া-বোধিদ্রুমের মধ্যবর্তীস্থানে উপক নামক একব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে বন্ধু! তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রশান্ত, দেহকান্তি পরিশুদ্ধ মনে হয়। তুমি কার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হয়েছ? তোমার শাস্তা কে? কোন্ ধর্মে তোমার রুচি?

তদুত্তরে আমি বলি—আমি সর্ববিদ্, ধর্মলিপ্সাহীন, তৃষ্ণাহীন, বিমুক্ত-মানস। আমি স্বয়ম্ভূ; গুরু-উপাধ্যায়হীন। আমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বিশ্বে শাস্তা অনুত্তর। আমি সম্বোধিপ্রাপ্ত সম্বুদ্ধ, নির্বৃত-অন্তর। ধর্মচক্র প্রবর্তন মানসে আমি বারাণসী অভিমুখে অগ্রসর হয়েছি।

উপক বললেন—তোমার আত্মপরিচয়ে মনে হয় তুমি অনন্ত-জিন।

হে উপক! আমি সর্বরিপু জয় করে, তৃষ্ণাক্ষয় করে, সর্ব পাপধর্ম পরিহার করে জিন হয়েছি।

এতৎশ্রবণে উপক অবহেলার ছলে মাথা নেড়ে পথ ধরলেন।

আমি ক্রমে ঋষিপত্তন-মৃগদাবে পঞ্চশিষ্যের নিকট গিয়ে পৌঁছি। আমাকে দেখে তারা সতর্ক হল, সঙ্কল্প করল, পরস্পর বলল—ঐ যে সাধন-ভ্রষ্ট গৌতম আসছেন। তাঁকে আমরা অভিবাদন করব না, সম্মান করব না, তাঁর পাত্র-চীবর গ্রহণ করব না। তিনি প্রস্তুত আসনে ইচ্ছা করেন তো উপবেশন করবেন নয়তো ফিরে যাবেন। আমি যতই তাদের নিকটবর্তী হলাম ততই তারা সঙ্কল্পচ্যুত হল; একে একে তারা আমার প্রতি এগিয়ে এল, পাত্রচীবর গ্রহণ করল, পাদোদক দিল, আসন গ্রহণের নিমিত্ত আহ্বান করল। আমাকে স্বনামে সম্বোধন করে বন্ধুবৎ আচরণ আরম্ভ করল। আমি বললাম—তথাগতকে স্বনামে সম্বোধন করো না, বন্ধুবৎ আচরণ করো না। তথাগত অর্হৎ, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ। তোমরা অবহিত হও, আমি তোমাদের অনুশাসন করব, ধর্মোপদেশ দেব। এ ধর্ম আচরণে কুলপুত্রগণ অনুত্তর ব্রহ্মচর্য-পরিসমাপ্তি ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করে অবস্থান করেন। এরূপ বিবৃত হলে পঞ্চশিষ্য আমাকে বলল—হে গৌতম।

১ কৌণ্ডিণ্য, বাষ্প, ভদ্রিয়, মহানাম, অশ্বজিৎ

তুমি যখন কঠোর দুষ্করচর্যা অবলম্বন করেছ তখন তুমি অতীন্দ্রিয় ধর্ম লাভ করতে পারনি—আর্যজ্ঞানদর্শন ত দূরের কথা; তারপর সাধনভ্রষ্ট হয়ে, দ্রব্যবহুল হয়ে কি তুমি তা লাভ করেছ বলতে চাও? আমি বললাম—হে ভিক্ষুগণ! তোমরা অবহিত হও, আমি ধর্মোপদেশ প্রদান করি। এরূপ তিনবার পরিজ্ঞাত করলে তারা আমার নিকট ধর্ম শ্রবণ করল। তখন আমরা ভিক্ষান্নে জীবিকানির্বাহ করি। দুইজন ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বাহির হলে অপর তিন জনকে ধর্মোপদেশ দিতাম। অপর তিনজন ভিক্ষান্ন আহরণে বাহির হলে অবশিষ্ট দুইজন ধর্ম শ্রবণ করত। পঞ্চশিষ্য এভাবে উপদিষ্ট হয়ে অনুশাসিত হয়ে নিজেদের জন্ম জরা ব্যাধি-মরণ-শোক-সংক্লেশাধীন বলে জ্ঞাত হল। এ ধর্মের দুঃখদায়ক পরিণতি তাদের অনুভূত হল। তারপর তারা অজাত-অজর-নির্ব্যাধি-অমৃত-অশোক-অসংক্লিষ্ট-অনুত্তর-যোগক্ষেম নির্বাণ সাক্ষাৎ করল। তাদের জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হল, চিত্তবিমুক্তি লাভ হল। এভাবে তাদের শেষজন্ম প্রত্যক্ষ হল, পুনর্ভবের সম্ভাবনাহীন পরিণতি অনুভূত হল।

আমি তাদের আরও উপদেশ দিয়ে বললাম—হে ভিক্ষুগণ। চক্ষুদৃষ্ট রূপ, কর্ণাগত শব্দ, নাসিকাঘ্রাত গন্ধ, জিহ্বা আস্বাদিত রস, দেহসম্পর্কিত স্পর্শ, সবই ইষ্ট কান্ত মনোজ্ঞ কামোদ্দীপক মনোরঞ্জক। ইহাই পঞ্চকামগুণ। এই পঞ্চ কামগুণে গ্রথিত হলে, নিষ্কৃতির চেষ্টা না করলে, তাহা পরিভোগ করলে, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মারের[১] ইচ্ছাধীন হয়। যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পঞ্চ-কামগুণে গ্রথিত নয়, সর্বকামমুক্ত তাঁরা সর্ব-অকুশল পরিহার হেতু সবিতর্ক সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখ মণ্ডিত প্রথমধ্যান…দ্বিতীয়ধ্যান…তৃতীয়ধ্যান …চতুর্থধ্যান, চার অরূপধ্যান লাভ করেন। অবশেষে নসংজ্ঞানঅসংজ্ঞা-আয়তন (সর্বোচ্চ অরূপধ্যান) অতিক্রম করে সংজ্ঞাবেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি নামক লোকোত্তর সমাধি লাভ করেন। জ্ঞানদর্শনের ফলে তাঁদের সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়। এরূপ শ্রমণ-ব্রাহ্মণই বিসংযুক্ত হয়ে অবস্থান করেন, তাঁরাই মারজিৎ মারগোচরাতীত।

এরূপ ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ আনন্দ প্রকাশ করলেন।

১ পাপদেবতার পাপমতির।

মহাতৃষ্ণাক্ষয় প্রকাশ

একদা ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডদ আশ্রমে অবস্থান করছেন। কৈবর্তপুত্র ভিক্ষু স্বাতিও সেই সময় তথায় বাস করছেন। ভিক্ষু স্বাতি তখন প্রচার করতে লাগলেন—ভগবান দেশিত ধর্ম তিনি যা উপলব্ধি করেছেন তা এরূপ—'কেবল বিজ্ঞান[১] সংসারপথে (জন্ম-জন্মান্তরে) সন্ধাবিত হয়—অন্য কিছু নহে।' ভিক্ষুগণ এ কথা শ্রবণ করে ভিক্ষু স্বাতিকে তা প্রচার করতে বারণ করলেন, সে মিথ্যাদৃষ্টি থেকে প্রতিনিবৃত্ত হতে উপদেশ দিলেন কিন্তু স্বাতি স্বীয় দৃষ্টির মধ্যেই রমিত রয়ে গেলেন।

অবশেষে ভিক্ষুগণ এ কথা ভগবানের নিকট প্রকাশ করলেন। তিনি ভিক্ষু স্বাতিকে নিকটে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—স্বাতি! তোমার নাকি এরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে, তুমি নাকি প্রকাশ করছ যে তথাগত-দেশিত ধর্ম তুমি যা উপলব্ধি করেছ তা এরূপ—'কেবল বিজ্ঞানই সংসারপথে সন্ধাবিত হয়, অন্য কিছু নহে?'

হাঁ, ভগবন্!

স্বাতি! তুমি বিজ্ঞান বলতে কি বুঝ?

ভগবন্! যাহা বক্তা, যাহা বেদক (বেদনা অনুভব করে), যাহা সংসারপথে কল্যাণ-অকল্যাণ কর্মের বিপাক (ফল) ভোগ করে তাহা বিজ্ঞান।

স্বাতি! তুমি মূর্খ। আমি এরূপধর্মের উপদেশ দিয়েছি তুমি কার নিকট শ্রবণ করেছ? আমি ত অনেক প্রকারে বলেছি বিজ্ঞান প্রতীত্য-সমুৎপন্ন (পরস্পর নির্ভরশীল), কারণ ব্যতীত বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নহে অথচ তুমি ইহার ভিন্নার্থ গ্রহণ করে আমাকে নিন্দা করছ। আমার দেশিত ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম প্রকাশ করছ। ইহাতে তুমি সর্বনাশের পথে পা বাড়িয়েছ, অপুণ্য সঞ্চয় করছ—যা দীর্ঘকাল দুঃখভোগের কারণ হবে।

এতৎশ্রবণে ভিক্ষু স্বাতি নিম্নমুখ হলেন, নিজের নির্বুদ্ধিতা জ্ঞাত হয়ে নির্বাক রইলেন। তখন ভগবান ভিক্ষু স্বাতির সম্মুখে অন্য ভিক্ষুগণকে

১ স্বাতির ধারণা—রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারস্কন্ধ নয়, বিজ্ঞানস্কন্ধ মৃত্যুর পর দেহান্তর গমন করে পুনর্জন্ম ঘটায়। ইহা কিন্তু বুদ্ধবাণী নয়।

জিজ্ঞাসা করলেন—ভিক্ষুগণ! তোমরা স্বাতির প্রকাশিত বিষয়ে কিরূপ মত পোষণ কর?

ভগবন্! স্বাতির প্রকাশিত বিষয় পাপদৃষ্টি। তাহা তথাগত-দেশিত ধর্ম নয়। স্বাতি ভগবানের ধর্মের ভিন্নার্থ গ্রহণ করে সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম প্রকাশ করেছেন। এ কথা আমরা তাকে নানাভাবে উপদেশ দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু স্বাতি তা গ্রহণ করেনি। ভগবান বিজ্ঞানের প্রতীত্য-সমুৎপন্নতাই দেশনা করেছেন, সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অবহিত।

হে ভিক্ষুগণ! যে উপাদানে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় সে অগ্নি সেই নামেই পরিচিত হয়। যেমন, কাষ্ঠ-প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠাগ্নি, তৃণ-প্রজ্বলিত অগ্নি তৃণাগ্নি, সেরূপ সকলাগ্নি, গোময়াগ্নি, তুষাগ্নি সঙ্করাগ্নি[১] প্রভৃতি। অনুরূপ-ভাবে যে ইন্দ্রিয়ে যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা সে নামে অভিহিত হয়, অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে রূপের সংস্পর্শে যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা চক্ষুর্বিজ্ঞান, কর্ণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে শব্দের সংঘাতে যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধের আঘ্রাণে যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয তাহা ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা রসের আস্বাদনে যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা জিহ্বা-বিজ্ঞান (রস-বিজ্ঞান), ত্বগিন্দ্রিয়ের সঙ্গে স্পৃশ্যের স্পর্শে যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা কায়-বিজ্ঞান, মনেন্দ্রিয়ের দ্বারা ধর্মের (চিন্তনীয় বিষয়ের) চিন্তায় যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা মনো-বিজ্ঞান (চিত্তবিজ্ঞান) রূপে কথিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ! যাহা সম্ভূত (উৎপন্ন) তাহা তোমরা দেখতে পাও কি?

হাঁ ভগবন্ যাহা সম্ভূত তাহা দেখতে পাই।

যাহা সম্ভূত তাহা আহার-সম্ভূত দেখতে পাও কি?

হাঁ, ভগবন্! তাহা সেরূপই দেখতে পাই।

তোমরা ইহাও দেখ কি যাহা আহার-সম্ভূত তাহা আহার নিরোধেই নিরোধশীল?

হাঁ, ভগবন্! তাহা সেরূপই দেখি।

ইহা সম্ভূত হয়েছে কি হয় নাই এরূপ শঙ্কা থেকেই ত বিচিকিৎসা (সংশয়) উৎপন্ন হয়?

১ বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণে জাত।

হাঁ, ভগবন্‌!

ইহা আহার-সম্ভূত কি তাহা নয়, এ শঙ্কা হতেই ত বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয়?

হাঁ ভগবন্‌!

যাহা আহার-সম্ভূত তাহা আহার নিরোধে নিরুদ্ধ হয় কি হয় না, এ শঙ্কা থেকেই ত বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয়?

হাঁ, ভগবন্‌!

যাহা সম্ভূত, যাহা আহার-সম্ভূত তাহা আহার নিরোধে নিরোধশীল ইহা যথার্থভাবে সম্যক্ প্রজ্ঞাদ্বারা দর্শন করলে বিচিকিৎসা প্রহীণ হয় কি?

হাঁ, ভগবন্‌!

ইহা সম্ভূত, ইহা আহার-সম্ভূত, আহার-সম্ভূত আহার নিরোধে নিরুদ্ধ হয় এ বিষয়ে তোমাদের কোন বিচিকিৎসা (সন্দেহ) নাই ত?

না, ভগবন্‌!

ইহা সম্ভূত, ইহা আহার-সম্ভূত; আহার-সম্ভূত আহার নিরোধে নিরুদ্ধ হয় ইহা সম্যক্‌রূপে প্রজ্ঞাদ্বারা সুদৃষ্ট হয়েছে কি?

হাঁ, ভগবন্‌! তা হযেছে।

তোমরা যদি এরূপ পরিশুদ্ধ ধর্মদৃষ্টিতে লীন হও তাহলে তোমরা জানবে কুল্লোপম (ভেলাসম) ধর্ম নিস্তারের জন্য তাহা আঁকড়ে ধরে রাখবার জন্য নয়। তাহা নয় কি?

হাঁ, ভগবন্‌।

হে ভিক্ষুগণ! চতুর্বিধ আহার জীবগণের স্থিতি বা ভাবী উৎপত্তির অনুকূল। তাহা কবলী আহার[১] (স্থূল, সূক্ষ্ম), স্পর্শ-আহার[২], মনঃ সঞ্চেতনা-আহার[৩], বিজ্ঞান-আহার[৪]। চতুর্বিধ আহারের হেতু কি?—তাহা তৃষ্ণা।

১ যে আহারদ্বারা শরীরের ওজঃশক্তি বৃদ্ধি হয় তাহা কবলী-আহার বা কবলীকাহার (ভৌতিকাহার)।

২ ষড়-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে অনুভূতি জন্মে তাহা স্পর্শ-আহার।

৩ যাহা মানসিক সৎ ও অসৎকর্মজনিত ফলকে আহরণ করে তাহা মনঃ সঞ্চেতনা-আহার।

৪ যাহা প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞান নাম-রূপকে আহরণ করে তাহাই বিজ্ঞান-আহার।

তৃষ্ণার হেতু কি?—তাহা বেদনা। বেদনার হেতু কি?—তাহা স্পর্শ। স্পর্শের হেতু কি—তাহা ষড়ায়তন। ষড়ায়তনের হেতু কি?—তাহা নাম-রূপ। নাম-রূপের হেতু কি?—তাহা বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের হেতু কি?—তাহা সংস্কার। সংস্কারের হেতু কি?—তাহা অবিদ্যা। অবিদ্যার হেতু কি?—অবিদ্যার হেতু সংস্কার, সংস্কারের হেতু বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের হেতু নাম-রূপ, নাম-রূপের হেতু ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের হেতু স্পর্শ, স্পর্শের হেতু বেদনা, বেদনার হেতু তৃষ্ণা, তৃষ্ণার হেতু উপাদান, উপাদানের হেতু ভব, ভব হেতু জন্ম। জন্ম-হেতু জরা মরণ শোক পরিতাপ দুঃখ দুর্মন ও নৈরাশ্য সম্ভূত হয়। এরূপে সকল দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

হে ভিক্ষুগণ! জন্ম-হেতু কি হয় সে বিষয়ে তোমাদের ধারণা কি? জন্ম-হেতু জরা মরণ হয় ইহাই আমাদের ধারণা।

ভব হেতু জন্ম হয় কি, হয় না?

ভগবন্! ভব-হেতু জন্ম হয় ইহাই আমাদের ধারণা।

উপাদান-হেতু ভব হয় কি, হয় না?

ভগবন্! উপাদান-হেতু ভব হয় ইহাই আমাদের ধারণা।

তৃষ্ণা-হেতু উপাদান হয় কি, হয় না?

তৃষ্ণা-হেতু উপাদান হয় ইহাই আমাদের ধারণা।

বেদনা-হেতু তৃষ্ণা হয় কি, হয় না?

বেদনা-হেতু তৃষ্ণা হয় ইহাই আমাদের ধারণা।

স্পর্শ-হেতু বেদনা হয় কি, হয় না?

স্পর্শ-হেতু বেদনা হয় ইহাই আমাদের ধারণা।

ষড়ায়তন-হেতু স্পর্শ হয় কি, হয় না?

ষড়ায়তন-হেতু স্পর্শ হয় ইহাই আমাদের ধারণা।

নামরূপ-হেতু ষড়ায়তন হয় কি, হয় না?

নামরূপ-হেতু ষড়ায়তন হয় ইহাই আমাদের ধারণা।

বিজ্ঞান-হেতু নামরূপ হয় কি, হয় না?

বিজ্ঞান-হেতু নামরূপ হয় ইহাই আমাদের ধারণা।

সংস্কার-হেতু বিজ্ঞান হয় কি, হয় না?

সংস্কার-হেতু বিজ্ঞান হয় ইহাই আমাদের ধারণা।

অবিদ্যা-হেতু সংস্কার হয় কি, হয় না ?

অবিদ্যা-হেতু সংস্কার হয় ইহাই আমাদের ধারণা।

ভিক্ষুগণ ! আমিও তাহা বলি। ইহার বিদ্যমানতায় ইহা উৎপন্ন হয়, ইহার উৎপত্তিতে ইহা উৎপন্ন হয়—এরূপ হেতু বা কারণবশে (প্রতীত্য-সমুৎপন্নাকারে), অবিদ্যা-হেতু সংস্কার…সংস্কার-হেতু উপাদান, উপাদান হেতু ভব, ভব-হেতু জন্ম, জন্ম-হেতু মরণ, শোক, পরিতাপ, দুঃখ, দুর্মন, নৈরাশ্য সম্ভূত হয়।

হে ভিক্ষুগণ ! জন্মনিরোধে জরা-মরণ নিরোধ হয় কি, হয় না ?

ভগবন্! জন্ম-নিরোধ জরা-মরণ নিরোধ হয় ইহাই আমাদের ধারণা।

ভব-নিরোধে জন্ম নিরোধ হয় কি, হয় না ?

ভগবন্! ভব-নিরোধে জন্মনিরোধ হয় ইহাই আমাদের ধারণা।

উপাদান-নিরোধে ভব-নিরোধ হয় কি, হয় না ?

ভগবন্! উপাদান-নিরোধে ভব-নিরোধ হয় ইহাই আমাদের ধারণা।

তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান-নিরোধ হয় কি, হয় না ?

তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান-নিরোধ হয় ইহাই আমাদের ধারণা।

বেদনা নিরোধে তৃষ্ণা-নিরোধ হয় কি, হয় না ?

বেদনা-নিরোধে তৃষ্ণা নিরোধ হয় ইহাই আমাদের ধারণা।

স্পর্শ-নিরোধে বেদনা-নিরোধ হয় কি, হয় না ?

স্পর্শ-নিরোধে বেদনা-নিরোধ হয় ইহাই আমাদের ধারণা।

ষড়ায়তন-নিরোধে স্পর্শ-নিরোধ হয় কি, হয় না ?

ষড়ায়তন নিরোধে স্পর্শ-নিরোধ হয় ইহাই আমাদের ধারণা।

নামরূপ-নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ হয় কি, হয় না ?

নামরূপ-নিরোধে ষড়ায়তন-নিরোধ হয় ইহাই আমাদের ধারণা।

বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপ-নিরোধ হয় কি, হয় না ?

বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপ-নিরোধ হয় ইহাই আমাদের ধারণা।

সংস্কার-নিরোধে বিজ্ঞান-নিরোধ হয় কি, হয় না ?

সংস্কার-নিরোধে বিজ্ঞান-নিরোধ হয় ইহাই আমাদের ধারণা।

অবিদ্যা-নিরোধে সংস্কার-নিরোধ হয় কি, হয় না ?

অবিদ্যা-নিরোধে সংস্কার-নিরোধ হয় ইহাই আমাদের ধারণা।

ভিক্ষুগণ! আমিও তাহা বলি। ইহার অবিদ্যমানতায় ইহা হয় না, ইহার নিরোধে ইহা নিরুদ্ধ হয়। এরূপে হেতু বা কারণের অবিদ্যমানতা বশে অবিদ্যা-নিরোধে সংস্কার-নিরোধ•••ভব-নিরোধে জন্ম-নিরোধ, জন্ম-নিরোধে জরা-মরণ, শোক-পরিতাপ, দুঃখ-দুর্মন, নৈরাশ্য নিরুদ্ধ হয়। এরূপে সকল দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।

হে ভিক্ষুগণ! বিজ্ঞানের উৎপত্তি-নিরোধ জ্ঞাত হয়ে কি তোমরা পূর্বান্তের প্রতি (পূর্ব জীবনের প্রতি) ধাবিত হবে—যেমন, আমরা অতীতে ছিলাম কি ছিলাম না, কি ছিলাম, কি ভাবে ছিলাম, পরে কি হলাম ইত্যাদি?

ভগবন্! আমরা পূর্বান্তের প্রতি ধাবিত হব না। তোমরা কি অপরান্তের প্রতি (ভবিষ্যতের প্রতি) ধাবিত হবে—যেমন ভবিষ্যতে আমরা থাকব কি থাকব না, কি হয়ে থাকব, কি ভাবে থাকব, কি হতে কি হব?

ভগবন্। আমরা অপরান্তের প্রতি ধাবিত হব না। তোমরা কি প্রত্যুৎপন্নের প্রতি (বর্তমান জন্মের প্রতি) ধাবিত হবে—যেমন আমি এখন আছি কি নাই, কি হয়ে আছি, কি ভাবে আছি, সত্ত্বা কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে?

ভগবন্। আমরা প্রত্যুৎপন্নের প্রতি ধাবিত হব না।

শাস্তার গৌরব রক্ষার জন্য, শাস্তার বাক্যের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপনের জন্য তোমরা এ কথা বলছ?

ভগবন্। সেজন্য এ কথা বলছি না।

তোমরা কি স্বয়ং জ্ঞাত হয়ে, দর্শন করে, বিদিত হয়ে এ কথা বলছ?

হাঁ, ভগবন্।

হে ভিক্ষুগণ! মৎ-প্রবর্তিত ধর্ম সুব্যাখ্যাত, ইহজীবনে ফলপ্রদ (সান্দ্ৃষ্টিক), অকালিক (ফললাভের কোন কাল নেই), এস-দেখমূলক, বিমুক্তিমুখী, বিজ্ঞসংবেদ্য। আমি দেখছি ধর্মকে তোমরা যথাযথ ভাবে গ্রহণ করেছ।

হে ভিক্ষুগণ! তিন কারণে অর্থাৎ মাতাপিতার মিলনে, মাতা ঋতুমতী

হলে, গন্ধর্ব উপস্থিত হলে গর্ভসঞ্চার হয়। নয় কিংবা দশমাস জননী জঠরে ধারণ করে সন্তান প্রসব করেন, দেহের শোণিতে সন্তানকে পোষণ করেন। শিশু ক্রমে বর্ধিত হয়ে কুমারোচিত ক্রীড়ায় রত হয়। ক্রমে আরও বর্ধিত হয়ে ইন্দ্রিয়সমূহের পরিপক্কতা লাভ করে পঞ্চকামগুণে নিমজ্জিত হয়। সে চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করে, কর্ণদ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, নাসিকাদ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, জিহ্বাদ্বারা স্বাদ গ্রহণ করে, দেহদ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করে, মনদ্বারা ধর্মচিন্তা করে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহকে প্রিয়জ্ঞানে রাগানুরক্ত হয়, অপ্রিয় হলে বিরক্ত হয়, (এর) পরিণাম বিষয়ে অজ্ঞতা হেতু লঘুচেতা হয়ে অবস্থান করে এবং সেইহেতু চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ হয় না যাতে সর্বপাপ-অকুশল থেকে নিরুদ্ধ হতে পারে। পঞ্চকামগুণে রমিত হয়ে উল্লাস, নিমগ্ন অবস্থানহেতু তাদের নন্দিরাগ (তৃষ্ণার হেতু) উৎপন্ন হয়। নন্দিরাগই উপাদান, উপাদান হেতু ভব, ভব হেতু জন্ম, জন্মহেতু জরা, মরণ, শোক, পরিতাপ, দুঃখ, দুর্মন, নৈরাশ্য সম্ভূত হয়।

হে ভিক্ষুগণ। তথাগত যখন জগতে আবির্ভূত হন তখন তিনি জীব, মনুষ্য, দেব, মার, ব্রহ্মলোক সম্বন্ধে স্বয়ং জ্ঞাত হয়ে প্রকাশ করেন। তিনি যে ধর্ম প্রকাশ করেন তাহা আদি, মধ্য, অন্ত্য কল্যাণময়। কোন গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র সে-ধর্ম শ্রবণ করে গৃহজীবনে সে-শঙ্খশ্বেত-ব্রহ্মচর্য পালন সম্ভব নয় মনে করে জ্ঞাতি পরিজন পরিত্যাগ করে প্রব্রজিত হন।

তারপর ভিক্ষু শিক্ষাসমাপন্ন হয়ে ১. প্রাণিহত্যা থেকে বিরত হন, দণ্ড-শস্ত্র পরিত্যাগ করেন, জীবহত্যায় লজ্জিত হন, জীবের প্রতি দয়াশীল, সর্বপ্রাণীর প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে বিচরণ করেন। ২. চৌর্যবৃত্তি পরিত্যাগ করে, অদত্ত গ্রহণে বিরত হন, দত্ত গ্রহণ দ্বারা শুদ্ধ অন্তকরণে বিচরণ করেন। ৩. অ-ব্রহ্মচর্য ত্যাগ করে ব্রহ্মচারী হন; মিথ্যা কামাচারে (মৈথুনকার্যে) রমিত হন না। ৪. মিথ্যাকথনে বিরত থাকেন, সত্যবাদী সত্যসন্ধ হয়ে জনগণের মধ্যে বিশ্বাসভাজন হয়ে বিহার করেন। ৫. পিশুনবাক্য বলেন না, এক স্থানের কথা অন্যস্থানে, অন্যত্র শ্রুতকথা অন্য-অপর স্থানে বলে ভেদ আনয়ন করেন না। তিনি বিচ্ছিন্নের মধ্যে মিলন, মিলিতের মধ্যে উৎসাহ আনয়ন করেন, সর্বদা ঐক্যকর বাক্য বলেন। ৬. পরুষবাক্য (কর্কশ বাক্য) ত্যাগ করেন, তিনি নির্দোষ, প্রীতিকর,

বহুজন মনোজ্ঞ বাক্য বলেন ৭. বৃথাবাক্য ত্যাগ করেন, তিনি কাল-বাদী ধর্মবাদী হন, সর্বদা অর্থযুক্ত বাক্যালাপ করেন ৮. যে কোন ছেদন-কার্য থেকে বিরত থাকেন, একাহারী হন, রাত্রি ভোজন বিকাল ভোজন করেন না ৯. গীত-বাদ্যাদি শ্রবণ, নৃত্য বা কৌতূহলোদ্দীপক দৃশ্য দর্শন থেকে বিরত থাকেন ১০. মালা গন্ধ ধারণ বিলেপণে বিরত হন, এমনকি মণ্ডণ বিভূষণও করেন না ১১. উচ্চ-শয্যা, মহাশয্যা ব্যবহার করেন না ১২. স্বর্ণ রৌপ্য ও তদ্‌জাত কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না ১৩. অপক্ক ধান্য মাংস কুমারী দাস দাসী অজ মেষ গো অশ্ব প্রভৃতি গ্রহণ করেন না ১৪. দৌত্যকার্য করেন না ১৫. তুলাকুট কাংস্যকুট মানকুট অর্থাৎ ওজন প্রবঞ্চনা করেন না। ১৬. ছেদন বধ বন্ধন আতঙ্ক-উৎপাদন বিলোপসাধন প্রভৃতি সাহসিক কার্য করেন না ১৭. প্রাপ্ত চীবরে (বস্ত্র) ও ভিক্ষান্নে সন্তুষ্ট থাকেন। প্রব্রজিত গণের ব্যবহৃত অষ্টবস্তু মাত্র সঙ্গে রাখেন। ভিক্ষু এরূপ আর্যশীলে প্রতিষ্ঠিত থেকে অধ্যাত্মসুখ অনুভব করেন।

তিনি চক্ষুদ্ব'রা রূপ গ্রহণ করেন না, নিমিত্ত (সম্পূর্ণ বস্তু) গ্রহণ করেন না, অনুব্যঞ্জন (কামব্যঞ্জক অবয়ব) গ্রহণ করেন না। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অসংযতাচরণ দ্বারা লোভ, মানসিক অশান্তি (দৌর্মনস্য) উৎপাদন করেন না। চক্ষুরিন্দ্রিয় সংযমে অগ্রসর হন, চক্ষুরিন্দ্রিয় রক্ষা করেন, চক্ষুরিন্দ্রিয় বিষয়ে সংযত হন। সেরূপ কর্ণ নাসিকা জিহ্বা কায় চিত্ত সম্বন্ধে সংযত হন। এরূপে ইন্দ্রিয় সংবর দ্বারা (সংযমদ্বারা) পাপস্পর্শহীন অধ্যাত্মসুখ অনুভব করেন।

তিনি সম্মুখ-পশ্চাৎ গমনে, অবলোকনে, অনবলোকনে, সঙ্কোচনে, প্রসারণে, পাত্র-চীবর ধারণে, ভোজনে, পানে, আস্বাদনে, মলমূত্র-ত্যাগে, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, সুপ্তিতে, জাগরণে, ভাষণে, নীরবতায়, স্মৃতিসাধন অনুশীলন করেন। এরূপ আর্যশীলসম্পন্ন, ইন্দ্রিয়-সংবরণ পরায়ণ, স্মৃতিসাধনশীল ভিক্ষু অরণ্য বৃক্ষমূল পর্বত কন্দর গুহা শ্মশান বন উন্মুক্ত আকাশতল, তৃণকুটির বা নির্জনগৃহে সাধনা (চিত্ত-শুদ্ধি) আরম্ভ করেন। তিনি ভিক্ষান্ন গ্রহণ শেষে পদ্মাসনে, দেহ সোজা রেখে, লক্ষ্যাভিমুখে স্মৃতি-স্থাপন করে উপবেশন করেন। ক্রমে অভিধ্যা (লোভ, অনুরাগ, কামরাগ) ব্যাপাদ (ক্রোধ), স্ত্যানমিদ্ধ (দেহ-মনের জড়তা), ঔদ্ধত্য-কুকৃত্য (দৈহিক

অশান্ততা), বিচিকিৎসা (সংশয়) প্রভৃতি পঞ্চ-নীবরণ (বাধা) ত্যাগ করে, কুশল বিষয়ে জিজ্ঞাসু হয়ে বিচরণ করেন, চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। ইহাতে চিত্তের উপক্লেশ, প্রজ্ঞা-দৌর্বল্যের কারণ দূরীভূত হয়।

ভিক্ষু তারপর পঞ্চবাধামুক্ত, সর্বকাম-অকুশল পরিত্যক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার, প্রীতি-সুখ মণ্ডিত প্রথমধ্যান লাভ করেন। পুনশ্চ ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার উপশান্ত, অধ্যাত্ম সম্প্রসাদযুক্ত বিতর্ক-বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করেন। পুনশ্চ ভিক্ষু প্রীতি অপগত উপেক্ষায় অবস্থান করে, স্মৃতিমান সম্প্রজ্ঞাতচিত্তে সুখ অনুভব করে, আর্য-ধ্যানস্তরে ধ্যায়ী 'উপেক্ষা-সম্পন্ন স্মৃতিমান' হয়ে সুখে বিচরণশীল তৃতীয়ধ্যান লাভ করেন। অবশেষে ভিক্ষু সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ ত্যাগ করে, হর্ষবিষাদ অস্তমিত নদুঃখনসুখ উপেক্ষাস্মৃতি পরিশুদ্ধচিত্তে চতুর্থধ্যান লাভ করেন।

তিনি চক্ষুদ্বারা রূপদর্শন করে, চক্ষুগ্রাহ্য বিষয়কে প্রিয় মনে করে রাগানুরক্ত হন না, অপ্রিয় মনে করে বিরক্ত হন না, কায়গতস্মৃতি উৎপাদন করে অপ্রমেয় চিত্তে অবস্থান করেন, চিত্তবিমুক্তি প্রজ্ঞাবিমুক্তি জ্ঞাত হয়ে সকল অকুশল ধর্মের নিরুদ্ধতা উপলব্ধি করেন। এরূপে অনুরোধ-বিরোধ-হীন, রাগ-দ্বেষহীন হয়ে সুখ, দুঃখ, নদুঃখনসুখ কোন প্রকার বেদনায় উল্লসিত, নন্দিত, নিমগ্ন হন না। এরূপ বেদনা বিষয়ে অনুল্লাস অনভিনন্দন অনিমগ্নতাহেতু নন্দিরাগ (তৃষ্ণারহেতু) নিরুদ্ধ হয়, নন্দি-নিরোধে উপাদান-নিরোধ হয়, উপাদান-নিরোধে ভব-নিরোধ হয়, ভব-নিরোধে জন্ম-নিরোধ হয়, জন্ম-নিরোধে জরা মরণ শোক রোদন দুঃখ দুর্মন নৈরাশ্য নিরুদ্ধ হয়। এইভাবে সর্বদুঃখের নিরোধ হয়। কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, চিত্তগ্রাহ্য বিষয়েও অননুরাগ, অনুল্লাস, অনভিনন্দন, অনিমগ্নতা হেতু নন্দিরাগ নিরুদ্ধ হয়, নন্দি-নিরোধে উপাদান-নিরোধ হয়, উপাদান-নিরোধে ভব-নিরোধ হয়, ভব-নিরোধে জন্ম-নিরোধ হয়, জন্ম-নিরোধে জরা মরণ শোক রোদন দুঃখ দুর্মন নৈরাশ্য নিরুদ্ধ হয় সর্বদুঃখের অবসান হয়।

হে ভিক্ষুগণ! ইহা তৃষ্ণা-সংক্ষয়-বিমুক্তি প্রকাশিত হল। ভিক্ষু সাতি তৃষ্ণাজালে আবদ্ধ এরূপ ধারণা কর।

এই দেশনা শেষ হলে ভিক্ষুগণ প্রীত হলেন।

শ্রামণ্য ধর্ম

একদা ভগবান অঙ্গরাজ্যের অশ্বপুর নামক এক অঙ্গ-সহরে অবস্থান করছেন। একদিন তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘকে আহ্বান করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ! তোমরা জনসমাজে শ্রমণ নামে পরিচিত, তোমরাও সে নামে তোমাদের পরিচয় দাও। তোমরা যদি শ্রমণকর-ব্রাহ্মণকর ধর্ম প্রতিপালন কর তবে তোমাদের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা সত্য হবে, প্রব্রজ্যা ফলপ্রসূ হবে, তোমাদের যারা সৎকার করে তাদের দানও মহাফলপ্রসূ হবে।

হে ভিক্ষুগণ! শ্রমণ-ব্রাহ্মণকর ধর্ম কি তাহা তোমরা জান কি?

ভগবন্! আপনি তাহা প্রকাশ করুন।

হে ভিক্ষুগণ! তাহলে তোমরা শ্রবণ কর। শ্রামণ্যধর্ম পালন করতে হলে তোমাদের পাপকে ভয় করতে হবে, লজ্জা করতে হবে। পাপকে ভয় করা, লজ্জা করাও তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে না। শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফলও তোমাদের লাভ করতে হবে। আমি তোমাদের বলছি তোমরা শ্রামণ্য ফলকে প্রহীণ হতে দিও না। কারণ ইহার চেয়েও অধিক তোমাদের করণীয় আছে।

তোমাদের ততোধিক করণীয় কর্ম কি?

তোমরা কায়সমাচারে[১] পরিশুদ্ধ নিশ্ছিদ্র সংযত হবে। পরিশুদ্ধ কায়-সমাচার-গর্বে আত্মশ্লাঘা করো না, পরগ্লানিও করো না।

তোমরা বাক্‌সমাচারে[২] পরিশুদ্ধ নিশ্ছিদ্র সংযত হবে! পরিশুদ্ধ বাক্-সমাচার-গর্বে আত্মশ্লাঘা করো না, পরগ্লানিও করো না।

তোমরা মনঃসমাচারে[৩] পরিশুদ্ধ, নিশ্ছিদ্র, সংযত হবে। পরিশুদ্ধ মনঃ-সমাচার-গর্বে আত্মশ্লাঘা করো না, পরগ্লানিও করো না।

তোমাদের আজীব[৪] (জীবিকা) পরিশুদ্ধ, নিশ্ছিদ্র, সংযত করবে। পরিশুদ্ধ আজীব-গর্বে আত্মশ্লাঘা করো না, পরগ্লানিও করো না।

১ প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার—কায়সমাচার।

২ মিথ্যা, পিশুন (বিভেদ), পরুষ, বৃথালাপ—বাক্‌সমাচার।

৩ অভিধ্যা (লোভ, পরশ্রীকাতরতা), ব্যাপাদ (দ্বেষ, হিংসা), মিথ্যাদৃষ্টি (মোহ, কর্ম-কর্মফলে অবিশ্বাস)—মনঃসমাচার।

৪ সৎজীবিকা, শুদ্ধজীবিকা।

তোমাদের ইন্দ্রিয়দ্বার সমূহ রক্ষা করবে, চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করে নিমিত্ত (পূর্ণাবয়ব) গ্রহণ করো না, অনুব্যঞ্জন (অবয়বের অংশ বিশেষ) গ্রহণ করো না। চক্ষুদ্বারে অকুশল বৃদ্ধি করো না। অনুরূপভাবে কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মনদ্বারেও অকুশল বৃদ্ধি করো না। কায়-বাক্-মনঃসমাচার পরিশুদ্ধ হয়েছে, আজীব পরিশুদ্ধ হয়েছে, ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহ সংযত হয়েছে ইহা আমার পক্ষে যথেষ্ট, ইহার অধিক আর কিছু করবার নাই এরূপ চিন্তা করে সন্তুষ্ট হয়ো না। আমি তোমাদের বলছি তোমরা শ্রামণ্যফল প্রহীণ হতে দিও না, কারণ ইহার চেয়েও অধিক তোমাদের করণীয় আছে।

তোমাদের তদোধিক করণীয় কর্ম কি ?

তোমরা মিতাহারী হবে। অবহিতচিত্তে আহার করবে—যেমন এ আহার ক্রীড়ার জন্য নহে, মত্ততার জন্য নহে, দেহশোভা বর্ধনের জন্য নহে, এই আহার শুধু দেহস্থিতির জন্য, জীবন রক্ষার জন্য, ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য, স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য।

তোমরা সদাজাগ্রত থাকবে, তোমরা দিবসে পায়চারি করে, ধ্যেয় বিষয় অনুক্ষণ স্মরণ করে, (উপবেশনে) চিত্তকে আবরক-ধর্ম থেকে দূরে রেখে অতিবাহিত করবে। রাত্রির প্রথম যামে পায়চারি বা উপবেশনে আবরকধর্ম থেকে চিত্ত পরিশুদ্ধ রাখবে, দ্বিতীয় যামে ডান পায়ের উপর বাম পা রেখে স্মৃতিমান হয়ে, যথাসময়ে উত্থানচিত্ত হয়ে দক্ষিণপার্শ্বে সিংহশয্যায় শয়ন করবে। তৃতীয় যামে গাত্রোত্থান করে, পায়চারি, উপবেশন করে চিত্তকে আবরক ধর্ম থেকে পরিশুদ্ধ রাখবে।

তোমরা স্মৃতিযুক্ত হয়ে বিহার করবে। সম্মুখ-পশ্চ ৎগমনে দেহ সঞ্চালনে, সঙ্কোচনে, প্রসারণে, পাত্র-চীবর ধারণে, ভোজনে, পানে, আস্বাদনে, মলমূত্র-ত্যাগে, গমনে, স্থিতিতে, উপবেশনে, জাগরণে, নীরবতায় স্মৃতিযুক্ত হয়ে তা অনুশীলন করবে।

তোমরা নির্জন শয়নাসন ভজনা করবে। অরণ্য, বৃক্ষতল, পর্বতকন্দর, গুহা, শ্মশান, বনখণ্ড, উন্মুক্ত প্রান্তর, তৃণগৃহ প্রভৃতি স্থানে দেহ সোজা করে পদ্মাসনে ধ্যেয় বস্তুর প্রতি স্মৃতি স্থাপন করে উপবেশন করবে। অভিধ্যা (লোভ) ত্যাগ করে, লোভবিগতচিত্তে অবস্থান করবে; ব্যাপদ (দ্বেষ) ত্যাগ করে, সর্বজীবের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে, দ্বেষবিগতচিত্তে অবস্থান

করবে; স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য) পরিত্যাগ করে, আলোকস্মৃতিযুক্ত হয়ে, বিগততন্দ্রালস্যচিত্তে অবস্থান করবে; দেহ-চিত্তের ঔদ্ধত্য-কুকৃত্য পরিত্যাগ করে, অধ্যাত্ম-উপশান্ত চিত্তে অবস্থান করবে; বিচিকিৎসা (সন্দেহ) ত্যাগ করে, সর্বকুশলধর্মে সন্দেহাতীত হয়ে অবস্থান করবে। এরূপে পঞ্চবন্ধন (পঞ্চনীবরণ-আবরণ) থেকে চিত্ত পরিশুদ্ধ করবে।

ঋণগ্রস্ত পূর্বঋণ পরিশোধ করলে, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যাধিমুক্ত হলে, কারারুদ্ধ বন্ধন মুক্ত হলে, পরাধীন দাসত্বমুক্ত হলে, ধনীব্যক্তি ধনসম্পদসহ দুস্তর মরুকান্তার অতিক্রম করে নিরাপদ স্থানে এলে, পূর্ববিষয় স্মরণ করে প্রীতি প্রামোদ্য স্বস্তি অনুভব করে। তদ্রূপ পঞ্চবন্ধনমুক্ত-চিত্ত কাম-অকুশল-রহিত হয়। কাম-অকুশল-রহিতচিত্ত সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথমধ্যানে অবস্থান করে। প্রথমধ্যানীর সর্বদেহ বিবেকজ প্রীতিসুখে পরিপূর্ণ, পরিস্ফুরিত থাকে, দেহের এমন কোন অংশ থাকে না যেস্থানে বিবেকজ প্রীতিসুখ স্ফুরিত হয় না।

পুনশ্চ ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার উপশান্ত, অধ্যাত্ম সম্প্রসাদযুক্ত, বিতর্ক-বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয়ধ্যানলাভ করেন। তিনি এই দেহকে সমাধিজ প্রীতিসুখে পরিপূর্ণ, পরিস্ফুরিত করেন; তাঁর দেহের এমন কোন অংশ থাকে না যেস্থান সমাধিজ প্রীতিসুখে স্ফুরিত হয় না।

পুনশ্চ ভিক্ষু প্রীতি অপগত উপেক্ষায় অবস্থান করে স্মৃতিমান-সম্প্রজ্ঞাত-চিত্তে সুখ অনুভব করে—আর্য-ধ্যানস্তরে ধ্যায়ী 'উপেক্ষাসম্পন্ন স্মৃতিমান' হয়ে সুখে বিচরণশীল তৃতীয়ধ্যান লাভ করেন। তিনি এই দেহকে প্রীতি-নিরপেক্ষ সুখে পরিপূর্ণ, পরিস্ফুরিত করেন, তাঁর দেহের এমন কোন অংশ থাকেনা যেস্থানে প্রীতি-নিরপেক্ষ সুখ স্ফুরিত হয় না।

পুনশ্চ ভিক্ষু সর্বদৈহিক সুখদুঃখ ত্যাগ করে, সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত নদুঃখনসুখ উপেক্ষাস্মৃতি-পরিশুদ্ধচিত্তে চতুর্থধ্যান লাভ করেন। তিনি এই দেহকে পরিশুদ্ধ চিত্তদ্বারা স্ফুরিত করে অবস্থান করেন, তাঁর সর্বাঙ্গের এমন কোন অংশ থাকে না যেস্থান পরিশুদ্ধ চিত্তদ্বারা স্ফুরিত হয় না।

ভিক্ষু এরূপ পরিশুদ্ধ, উপক্লেশগত, মৃদুভূত, স্থির চিত্তকে পূর্বনিবাসস্মৃতি-জ্ঞান অভিমুখে নমিত করেন। তারপর তিনি বহুপূর্বজন্ম স্মরণ করেন—এক,

দুই দশ বিংশ·· সহস্র, শতসহস্রজন্ম ··বহুসংবর্তকল্পে (কল্পের গঠনে), বিবর্তকল্পে (কল্পের ভাঙনে), এমনকি বহু সংবর্ত-বিবর্তকল্পে এখানে ছিলাম, এই নাম গোত্র জাতি বর্ণ ছিল, এখান থেকে চ্যুত হয়ে ওখানে উৎপন্ন হয়েছি, ইত্যাদি বিষয় বহুপ্রকারে স্মরণ করেন।

ভিক্ষু এরূপ পরিশুদ্ধ উপক্লেশগত, মৃদুভূত, স্থির চিত্তকে সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তিজ্ঞান বিষয়ে নমিত করেন। তারপর তিনি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যনেত্রে জীবগণকে একজন্ম থেকে চ্যুত হয়ে অন্য যোনিতে উৎপন্ন হতে দেখেন—তিনি প্রকৃতরূপে দেখেন হীন-উত্তমবর্ণের জীবগণ স্বস্ব কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

ভিক্ষু এরূপ পরিশুদ্ধ উপক্লেশগত, মৃদুভূত স্থির চিত্তকে তৃষ্ণাক্ষয়জ্ঞান অভিমুখে নমিত করেন। তারপর তিনি জ্ঞাত হন—ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ-সমুদয় (উৎপত্তি), ইহা দুঃখনিরোধ, ইহা দুঃখনিরোধ পথ; ইহা আসব (তৃষ্ণা), ইহা আসব সমদয়, ইহা আসব-নিরোধ, ইহা আসবনিরোধ পথ। এরূপজ্ঞাত হলে কামাসব, ভবাসব, বিভবাসব থেকে চিত্ত বিমুক্ত হয়। বিমুক্ত হলে, বিমুক্ত হয়েছি জ্ঞান হয়; তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য যাপিত হয়েছে, করণীয় কর্ম কৃত হয়েছে পুনরায় জন্ম হবে না।

হে ভিক্ষুগণ! এরূপ ভিক্ষুকে বলা হয় শ্রমণ ব্রাহ্মণ স্নাতক বেদজ্ঞ শ্রোত্রিয় আর্য অর্হৎ।

কি কারণে ভিক্ষুকে সেরূপ বলা হয়?

কারণ ভিক্ষুর সংক্লেশকর, কষ্টদায়ক দুঃখবিপাক, অনাগত জন্ম-জরা-মৃত্যু ইত্যাদি পাপ-অকুশলধর্ম শমিত হয়েছে, বাহিত হয়েছে, ধৌত হয়েছে, বিদিত হয়েছে, শ্রুত হয়েছে, দূরীকৃত হয়েছে, দূরীভূত হয়েছে।

ভগবান ইহা বিবৃত করলে ভিক্ষুগণ প্রসন্নমনে তাহা শ্রবণ করে আনন্দিত হলেন।

মহাধর্ম সমাধান

ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডদের আশ্রমে অবস্থান করছেন। এ সময় একদিন তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘকে আহ্বান করে বললেন—ভিক্ষুগণ! অধিকাংশ মানুষের এরূপ অভিপ্রায়—'আমরা কি অনিষ্টকর,

অ-কান্ত, অমনোজ্ঞ-ধর্ম পরিবর্জন করতে সক্ষম হব? ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ-ধর্মসমূহ বর্ধন করতে পারব?' মানুষের এরূপ অভিপ্রায় সত্ত্বেও তাদের অমনোজ্ঞধর্ম বর্ধিত হয়, মনোজ্ঞধর্ম ক্ষীণ হয়। তোমরা ইহার কারণ জান কি?

ভিক্ষুগণ বললেন—ভগবানই আমাদের ধর্ম-উৎস, প্রতিশরণ। ভগবানই এই উক্তির অর্থ আমাদের নিকট প্রতিভাত করুন।

হে ভিক্ষুগণ! তা হলে তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর।

ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে ধর্মশ্রবণে সম্মতি জানালেন।

হে ভিক্ষুগণ! যে অশ্রুতবান পুরুষ আর্য-দর্শন করেনি, আর্যধর্মে অবিনীত সেবনীয় ধর্মে অজ্ঞ, অসেবনীয় ধর্মের সেবা করে সে পুরুষের অনিষ্টকর, অমনোজ্ঞধর্ম বর্ধিত হয়, ইষ্ট মনোজ্ঞধর্ম ক্ষীণ হয়। যে শ্রুতবান পুরুষ (আর্য-শ্রাবক) আর্যগণের দর্শন লাভ করেছেন, সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, অসেবনীয় ধর্ম জ্ঞাত হয়ে সেবনীয় ধর্মের সেবা করেন, সে পুরুষের অনিষ্টকর অমনোজ্ঞ-ধর্ম ক্ষীণ হয়, ইষ্ট মনোজ্ঞধর্ম বর্ধিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ! ধর্মসমাধান কি, তাহা কয় প্রকার?

ধর্মসমাধান চার প্রকার। তাহা এই:—

১. এক প্রকার ধর্মসমাধান আছে যাহা বর্তমানে দুঃখকর, অনাগতেও দুঃখ বিপাকজনক। ২. একপ্রকার ধর্মসমাধান আছে যাহা বর্তমানে সুখকর অনাগতে দুঃখবিপাকজনক। ৩. একপ্রকার ধর্মসমাধান আছে যাহা বর্তমানে দুঃখকর, অনাগতে সুখবিপাকজনক। ৪. একপ্রকার ধর্মসমাধান আছে যাহা বর্তমানে সুখকর অনাগতেও সুখবিপাকজনক।

অশ্রুতবান অবিদ্যাগত পুরুষ ধর্মসমাধান বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতাবশতঃ অনিষ্টকর অমনোজ্ঞ ধর্ম সমূহের সেবা করে, ইষ্ট মনোজ্ঞ ধর্ম সমূহের সেবা করে না, তাই তাদের অনিষ্টকর অমনোজ্ঞধর্ম বর্ধিত হয়, ইষ্ট মনোজ্ঞধর্ম ক্ষীণ হয়।

বিদ্বান, বিদ্যাগত পুরুষ ধর্মসমাধান সমূহে বিজ্ঞতাবশতঃ অনিষ্টকর অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহ বর্জন করেন, ইষ্ট মনোজ্ঞধর্ম বর্ধিত করেন, তাই তাঁদের অনিষ্টকর অমনোজ্ঞধর্ম সমূহ পরিক্ষীণ হয়, ইষ্ট মনোজ্ঞধর্ম সমূহ বর্ধিত হয়।

বর্তমানে দুঃখকর, অনাগতে দুঃখবিপাকজনক ধর্মসমাধান কি ?

হে ভিক্ষুগণ! কোন কোন ব্যক্তি দুঃখ-মনস্তাপসহ প্রাণিবধ করে, অবশেষে সে কারণে দুঃখ-মনস্তাপ ভোগ করে; দুঃখ-মনস্তাপসহ অদত্ত গ্রহণ করে, সে কারণে দুঃখ-মনস্তাপ ভোগ করে। দুঃখ-মনস্তাপসহ কামাচার করে, সেকারণে দুঃখ-মনস্তাপ ভোগ করে। দুঃখ-মনস্তাপসহ মিথ্যা ভাষণ করে, সেকারণে দুঃখ-মনস্তাপ ভোগ করে। দুঃখ-মনস্তাপসহ পিশুনবাক্য (বিভেদবাক্য) বলে, সে কারণে দুঃখ-মনস্তাপ ভোগ করে। দুঃখ-মনস্তাপসহ পরুষবাক্য (কর্কশবাক্য) বলে, সে কারণে দুঃখ-মনস্তাপ ভোগ করে। দুঃখ-মনস্তাপসহ বৃথালাপ করে, সে কারণে দুঃখ-মনস্তাপ ভোগ করে। দুঃখ-মনস্তাপসহ অভিধ্যালু (লোভপরায়ণ) হয়, সে কারণে দুঃখ-মনস্তাপ ভোগ করে। দুঃখ-মনস্তাপসহ ব্যাপন্নচিত্ত ক্রোধপ্রবণ হয়, সে কারণে দুঃখ-মনস্তাপ ভোগ করে। দুঃখ-মনস্তাপসহ মিথ্যাদৃষ্টি-সম্পন্ন হয়, সে কারণে দুঃখ-মনস্তাপ ভোগ করে। এরূপ ব্যক্তি দেহাবসানে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। ইহাই বর্তমানে দুঃখকর, অনাগতে দুঃখবিপাকজনক ধর্মসমাধান।

বর্তমানে সুখকর, অনাগতে দুঃখবিপাকজনক ধর্মসমাধান কি ?

হে ভিক্ষুগণ! কেহ কেহ সুখ-চিত্তশান্তিসহ প্রাণিবধ করে, অদত্ত গ্রহণ করে, কামাচার করে, মিথ্যা ভাষণ করে, পিশুন বাক্য বলে, পরুষবাক্য বলে, বৃথালাপ করে, লোভপরায়ণ হয়, ক্রোধপ্রবণ হয়, মিথ্যাদৃষ্টি-সম্পন্ন হয়, সেই ব্যক্তিগণ সে কারণে সুখ-চিত্তশান্তি অনুভব করে। এরূপ ব্যক্তি দেহাবসানে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। ইহাই বর্তমানে সুখকর, অনাগতে দুঃখ-বিপাকজনক ধর্মসমাধান।

বর্তমানে দুঃখকর, অনাগতে সুখবিপাকজনক ধর্মসমাধান কি ?

হে ভিক্ষুগণ! কেহ কেহ দুঃখ-মনস্তাপসহ প্রাণিবধ অদত্তগ্রহণ কামাচার মিথ্যাভাষণ পিশুনবাক্য-কথন পরুষবাক্য-কথন বৃথালাপ লোভ ক্রোধ মিথ্যাদৃষ্টি থেকে বিরত হয়ে, সেকারণে দুঃখ-মনস্তাপ অনুভব করে। এরূপ ব্যক্তি দেহাবসানে সুগতি প্রাপ্ত হয়। ইহাই বর্তমানে দুঃখকর, অনাগতে সুখবিপাকজনক ধর্মসমাধান।

বর্তমানে সুখকর, অনাগতে সুখবিপাকজনক ধর্মসমাধান কি ?

হে ভিক্ষুগণ! কোন কোন ব্যক্তি সুখ-চিত্তশান্তিসহ প্রাণিহত্যা অদত্ত-

গ্রহণ কামাচার মিথ্যাভাষণ পিশুনবাক্য-কথন, পরুষবাক্য-কথন বৃথালাপ লোভ ক্রোধ মিথ্যাদৃষ্টি থেকে বিরত হয়, সে কারণে সুখ-চিত্তশান্তি অনুভব করেন। এরূপ ব্যক্তি দেহাবসানে সুগতিপ্রাপ্ত হয়। ইহাই বর্তমানে সুখকর, অনাগতে সুখবিপাকজনক ধর্মসমাধান।

হে ভিক্ষুগণ! তিক্ত বিষ-সংযুক্ত অলাবু-রস পান করলে ইহার বর্ণ গন্ধ রস পরিভোগ করা যায় না বরঞ্চ এই রস পানে সুখকামী, জীবনেচ্ছু ব্যক্তির মৃত্যু হয় অথবা মৃত্যুসম দুঃখ পায়। হে ভিক্ষুগণ! এই উপমাদ্বারা বর্তমানে দুঃখকর, অনাগতে দুঃখবিপাকজনক ধর্মসমাধানকেই বুঝায়।

হে ভিক্ষুগণ! বর্ণ-গন্ধযুক্ত পানপাত্র থেকে বিষসংযুক্ত জল পান করলে ইহার বর্ণ, গন্ধ রস পান করা যায় না বরঞ্চ এই জল পানে সুখকামী জীবনেচ্ছু ব্যক্তির মৃত্যু হয় অথবা মৃত্যুসম দুঃখ পায়। হে ভিক্ষুগণ! এই উপমাদ্বারা বর্তমানে সুখকর, অনাগতে দুঃখবিপাকজনক ধর্মসমাধানকেই বুঝায়।

হে ভিক্ষুগণ! কোন পাণ্ডুরোগীকে বলা হল—ইহা পূতিমুক্ত নানাপ্রকার ভৈষজ্য ; তুমি ইহা পান কর। সেই ব্যক্তি ইহা পানকালে বর্ণ, গন্ধ, রসদ্বারা তৃপ্তি লাভ করবে না সত্য কিন্তু পরে সুখী হবে, রোগমুক্ত হবে। এই উপমাদ্বারা বর্তমানে দুঃখকর, অনাগতে সুখবিপাকজনক ধর্মসমাধানকেই বুঝায়।

হে ভিক্ষুগণ! কোন অর্শরোগীকে বলা হল—ইহা দধি ঘৃত মধু গুড় মিশ্রিত দ্রব্য তুমি তাহা সেবন কর। সেই ব্যক্তি ইহা সেবন করে পানকালে বর্ণ গন্ধ রসদ্বারা কেবল পরিতৃপ্ত হবে না বরঞ্চ পরবর্তী সময়ে সুখী হবে, রোগমুক্ত হবে। এই উপমাদ্বারা বর্তমানে সুখকর, অনাগতে সুখবিপাক-জনক ধর্মসমাধানকেই বুঝায়।

হে ভিক্ষুগণ! বর্ষাঋতুর শেষে শারদে মেঘমুক্ত আকাশে আদিত্য যেমন সর্ব আকাশব্যাপ্ত অন্ধকার বিনাশ করে আপন প্রভায় প্রদীপ্ত হয়, উদ্ভাসিত হয় সেরূপ যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ বর্তমানে সুখকর, অনাগতে সুখবিপাকজনক ধর্মসমাধানে প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁরাও পরমত ধ্বংস করে প্রদীপ্ত হন, সুখে বিরাজ করেন।

ভগবান কর্তৃক এরূপ বিবৃত হলে ভিক্ষুগণ সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

প্রীতিকর মিলন

ভগবান কৌশাম্বী-সমীপে ঘোষিতারামে অবস্থান করছেন। সেই সময় কৌশাম্বীতে ভিক্ষুগণ পরস্পর বিবাদ-পরায়ণ হয়ে, একে অন্যকে মুখ তুণ্ডে ব্যথিত করে অবস্থান করছেন। এ বিবাদের অর্থ কেহ জানে না, কারণও কেহ কাহাকে বলে না; পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার করে সুমীমাংসারও কোন প্রচেষ্টা নাই। ভিক্ষুগণের এরূপ বিবদমান অবস্থার কথা জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট প্রকাশ করলেন।

ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বানের ইচ্ছা প্রকাশ করলে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করা হল। তাঁরা অবশেষে এসে ভগবানের সম্মুখে সমবেত হলেন।

ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন—হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি তোমরা ভণ্ডণ-কলহ-বিবাদপরায়ণ হয়ে পরস্পরকে মুখতুণ্ডে ব্যথিত করে, বিবাদের কোন মীমাংসার প্রচেষ্টা না করে অবস্থান করছ?

ভিক্ষুগণ তদুত্তরে বললেন—ভগবন্! আমাদের অবস্থা এখন তদ্রূপ।

ভগবান পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা কি প্রকাশ্যে, গোপনে সতীর্থগণের প্রতি মৈত্রীমূলক কায়-বাক্-মনঃকর্ম সম্পাদন কর না?

ভগবন্! তাহা আমরা করি না।

তোমাদের ভণ্ডণ-কলহ-বিবাদের ফলে, পরস্পর পরস্পরকে মুখতুণ্ডে ব্যথিত করার ফলে, তোমরা দুঃখ, অহিতের দিকে ধাবিত হয়েছ—তাহা পরিজ্ঞাত আছ কি? এতৎশ্রবণে ভিক্ষুগণ নীরব রহিলেন।

তারপর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে ভগবান বললেন—ভিক্ষুগণ! আমি ছয় প্রকার স্মরণীয় প্রীতিকর, মিলনকর ধর্ম-বিষয় ব্যক্ত করব। তোমরা শ্রবণ কর। প্রথমতঃ, ভিক্ষু সতীর্থগণের প্রতি মৈত্রীসূচক কায়কর্ম প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে, সম্পন্ন করেন। দ্বিতীয়তঃ, ভিক্ষু সতীর্থগণের প্রতি মৈত্রীসূচক বাক্‌কর্ম প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে সম্পন্ন করেন। তৃতীয়তঃ, ভিক্ষু সতীর্থগণের প্রতি মৈত্রীসূচক মনঃকর্ম প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে সম্পন্ন করেন। চতুর্থতঃ, ভিক্ষু ভিক্ষালব্ধ, ধর্মলব্ধ বস্তু সতীর্থগণের মধ্যে বণ্টন করে পরিভোগ করেন। পঞ্চমতঃ, অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, মুক্তিদায়ক, শীলাচরণ দ্বারা সমাধি-অভিমুখী ভিক্ষু সতীর্থগণের মধ্যে প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে, বিচরণ করেন। ষষ্ঠতঃ, সম্যক্‌দৃষ্টি সমন্বিত হয়ে ভিক্ষু দুঃখক্ষয়ে চিত্তনিবেশ করে সতীর্থগণের মধ্যে বিচরণ

করেন—এ ছয় ধর্মের শেষোক্ত ধর্ম সম্যক্‌দৃষ্টিই মিলন-বিধায়ক, সংহতি-সাধক, সর্বার্থমূলক।

সম্যক্‌দৃষ্টি কি যাহা ভিক্ষুর দুঃখক্ষয়ের উপায় হয়?

হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু অরণ্য, বৃক্ষমূল, বা শূন্যগৃহে স্বচিত্তে এরূপ পর্যালোচনা করেন—আমার মধ্যে এমন কোন পাপ সমুত্থান আছে কি যে কারণে চিত্ত জ্ঞেয় বিষয় যথাযথ জানতে পারে না, দর্শন করে না? তারপর ভিক্ষু জ্ঞাত হন—চিত্ত কামরাগ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য কুকৃত্য, বিচিকিৎসায় পর্যুদস্ত কিনা; ইহলোক পরলোক চিন্তায় পর্যুদস্ত কিনা; কলহ-বিবাদে বিপদাপন্ন কিনা। তাহা প্রকৃষ্টরূপে জেনে—স্বীয়চিত্তে পাপ সমুত্থান না থাকলে পাপ সমুত্থান নাই জ্ঞাত হয়ে চিত্তের সুপ্রণিহিত বা একাগ্র অবস্থা অনুভব করেন। ইহা প্রথম লোকোত্তর জ্ঞান যাহা অশ্রুতবান পুরুষের অগম্য।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক স্বচিত্তে এরূপ পর্যালোচনা করেন—সম্যক্‌দৃষ্টি অভ্যাস, বর্ধন, বহুলীকৃত হেতু আমি উপশান্ত (শমথ লাভ করেছি) হয়েছি, নির্বৃত হয়েছি। ইহা দ্বিতীয় লোকোত্তর জ্ঞান যাহা অশ্রুতবান পুরুষের অগম্য।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক স্বচিত্তে এরূপ পর্যালোচনা করেন—আমি যে দৃষ্টি সমন্বিত সে দৃষ্টি শাসনের (এই ধর্মের) বাহিরে অন্য কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণের নাই। ইহা তৃতীয় লোকোত্তর জ্ঞান যাহা অশ্রুতবান পুরুষের অগম্য।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক স্বচিত্তে এরূপ পর্যালোচনা করেন: যে ধর্মতায় দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত হয়, আমিও কি তাঁদের একজন? কিরূপে দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ ধর্মতায় সমন্বিত হন? হে ভিক্ষুগণ! দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের স্বভাব এরূপ: যদি তিনি কোন অপরাধ করে থাকেন অচিরে তাহা শাস্তা বা বিজ্ঞ সতীর্থগণের নিকট প্রকাশ করেন, তদ্বিষয়ে অনাগতের জন্য সংযত হন। এরূপে যে আর্যশ্রাবক ধর্মতায় প্রতিষ্ঠিত তিনি নিজেকে ধর্মতায় প্রতিষ্ঠিত বা সমন্বিত বলে প্রকৃতরূপে জ্ঞাত হন। ইহা চতুর্থ লোকোত্তরজ্ঞান যাহা অশ্রুতবান পুরুষের অগম্য।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক স্বচিত্তে এরূপ পর্যালোচনা করেন: যে

ধর্মতায় দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত হয় আমিও কি তাঁদের একজন? কিরূপে দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ ধর্মতায় সমন্বিত হন? হে ভিক্ষুগণ। দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের স্বভাব এরূপ—তিনি সতীর্থগণের উঁচুনীচু (ভালমন্দ) কর্তব্যকার্যের প্রতি সজাগ থাকেন, অধিশীল,[১] অধিচিত্ত,[২] অধিপ্রজ্ঞায়[৩] তীব্র আকাঙ্ক্ষা পরায়ণ হন। এরূপে যে আর্যশ্রাবক ধর্মতায় প্রতিষ্ঠিত তিনি নিজকে ধর্মতায় প্রতিষ্ঠিত বা সমন্বিত বলে প্রকৃতরূপে জ্ঞাত হন। ইহা পঞ্চম লোকোত্তরজ্ঞান যাহা অশ্রুতবান পুরুষের অগম্য।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক স্বচিত্তে এরূপ পর্যালোচনা করেন। দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ যে বল-সমন্বিত আমিও কি তাঁদের একজন? কিরূপে পুরুষ বল-সমন্বিত হন? হে ভিক্ষুগণ। দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন, একাগ্রচিত্তে, অবহিত চিত্তে তাঁর ধর্ম শ্রবণ করেন, অনুধাবন করেন। এরূপে আর্যশ্রাবক বল-সম্পন্ন কিনা প্রকৃতরূপে জ্ঞাত হন। ইহা ষষ্ঠ লোকোত্তরজ্ঞান যাহা অশ্রুতবান পুরুষের অগম্য।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক স্বচিত্তে এরূপ পর্যালোচনা করেন—দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ যে বল-সমন্বিত আমিও কি তাঁদের একজন? দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ কিরূপে বল-সমন্বিত হন? হে ভিক্ষুগণ। দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ তথাগত ধর্ম-বিনয় অনুসরণে অর্থবেদ,[৪] ধর্মবেদ,[৫] ধর্মোপসংহিত[৬] প্রামোদ্য লাভ করেন। এরূপে দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ বল-সমন্বিত কিনা প্রকৃতরূপে জ্ঞাত হন। ইহা সপ্তম লোকোত্তরজ্ঞান যাহা অশ্রুতবান পুরুষের অগম্য।

হে ভিক্ষুগণ! এরূপ সপ্ত লোকোত্তরজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন[৭] মার্গ লাভ করেন।

ভিক্ষুগণ ভগবানের এই দেশনা শ্রবণ করে আনন্দিত হলেন।

১ প্রতিমোক্ষের অন্তর্গত শীলপালন।

২ ধ্যানদ্বারা চিত্তের শান্তিবিধান।

৩ দর্শনদ্বারা জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন।

৪ অর্থজ্ঞানজনিত আনন্দ।

৫ ধর্মজ্ঞানজনিত আনন্দ।

৬ ধর্মভাবে প্রবুদ্ধ ব্যক্তির বিমল আনন্দ।

৭ নির্বাণ স্রোতে পতিত—তিনি মাত্র সাতবার জন্মগ্রহণ করেন।

পূর্ণ ও শ্রেণিয়

এক সময় ভগবান কোলিয় রাজ্যের অন্তর্গত হরিদ্রাবসন নামক এক নগরে বাস করছেন। এমন সময় গোব্রতধারী নগ্ন কোলিয়পুত্র পূর্ণ, কুকুর-ব্রতধারী অচেল[১] শ্রেণিয় ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উভয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে, প্রীত্যালাপ সমাপণ করে একপ্রান্তে উপবেশন করলেন। শ্রেণিয় স্বীয় ব্রতানুযায়ী কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে উপবেশন করলেন। তখন পূর্ণ ভগবানকে বললেন—হে মান্যবর, কুকুরব্রতধারী নগ্ন শ্রেণিয় কৃচ্ছ্র-সাধন করেন, মাটিতে নিক্ষিপ্ত খাদ্যদ্রব্য ভোজন করেন। দীর্ঘদিন এই কুকুরব্রত আচরণ করছেন। এ ব্যক্তির পারলৌকিক গতি কি হবে?

হে পূর্ণ! এসব নিরর্থক সাধনবিষয় আর জানতে চেয়ো না।

পূর্ণ কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। তিনি বারবার এবিষয়ে জানতে চাইলেন।

অবশেষে ভগবান বললেন—হে পূর্ণ। কেহ যদি কুকুরব্রত অভ্যাস করেন, কুকুরের মত আচরণ করেন সেই ব্যক্তির এরূপ কুকুরভঙ্গী নিয়ত অনুসরণ করার ফলে কুকুরচিত্ত লাভ হয়। এরূপ চিত্ত গঠনের ফলে মৃত্যুপর কুকুরব্রতধারীর কুকুর যোনিতেই জন্ম নির্ধারিত হয়। এরূপ ব্রত-ধারী যদি মনে করেন তার ব্রতই তাঁর শীল, তপশ্চর্যা, ব্রহ্মচর্য, তাহাতেই তিনি দেবত্ব প্রাপ্ত হবেন অথবা দেবতাদের অন্যতম হবেন তবে আমার বলতে হয় ইহা তাঁর মিথ্যাদৃষ্টি। মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির দুই গতি—হয় নরক লাভ নয়ত তির্যক্ বা পশুজন্ম লাভ। কুকুরব্রতধারী মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরও এই দুই গতি।

এতৎশ্রবণে অচেল শ্রেণিয় রোদন আরম্ভ করলেন। ভগবান তখন গোব্রতধারী পূর্ণকে বললেন—এ জন্যই তোমাকে ওবিষয় উত্থাপন করতে নিষেধ করেছিলাম।

অতঃপর নগ্ন শ্রেণিয় বললেন—ভগবান আমাকে এরূপ বলেছেন সেজন্য আমি রোদন করছি না। দীর্ঘকাল যাবৎ কুকুরব্রত পালন করে যে চিত্ত লাভ করেছি তার ভবিষ্যৎ পরিণাম ভেবেই রোদন করছি। হে মান্যবর।

১ উলঙ্গ।

আমার বন্ধু গোব্রতধারী কোলিয়পুত্র পূর্ণের ভবিষ্যৎ পরলোকগতি কি হবে?

ভগবান সে বিষয় আর আলোচনা করতে চাইলেন না।

শ্রেণিয় বারবার এ বিষয় জিজ্ঞাসা করলে ভগবান কুকুরব্রতধারীর যে দুই গতি গোব্রতধারীরও অনুরূপ গতি বিষয় প্রকাশ করলেন।

এতৎশ্রবণে পূর্ণ অশ্রুমুখে রোদন আরম্ভ করলেন। তখন ভগবান বললেন—শ্রেণিয় এজন্যই তোমাকে ওবিষয় উত্থাপন করতে নিষেধ করেছিলাম।

তখনই পূর্ণ বলে উঠলেন—ভগবান্ আমি আপনার কথায় রোদন করছি না। নিজের ভবিষ্যৎ পরিণাম বিষয় চিন্তা করেই রোদন করছি।

হে মান্যবর! আমাদের উভয়কে এরূপ ধর্ম-দেশনা করুন যাতে আমরা উভয়ে উভয়ের ব্রত পরিত্যাগ করে ভগবানের প্রতি প্রসন্ন হতে পারি।

হে পূর্ণ! তা হলে শ্রবণ কর, অবহিত চিত্তে তা গ্রহণ কর। আমি ধর্ম প্রকাশ করব।

স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা জ্ঞাত হয়ে আমি চারকর্ম বিষয় প্রকাশ করি। তাহা এই :—১. যাহা কুশলকর্ম তাহা কুশল বিপাকযুক্ত। ২. যাহা অকুশল-কর্ম তাহা অকুশল বিপাকযুক্ত। ৩. যাহা কুশলাকুশলকর্ম তাহা কুশলাকুশল বিপাকযুক্ত। ৪. যাহা নকুশল-নঅকুশলকর্ম তাহা নকুশল-নঅকুশল বিপাকযুক্ত অর্থাৎ যে কর্ম সকল প্রকার কর্মক্ষয়ের নিমিত্ত পরি-চালিত হয়।

দুঃখদায়ি অকুশলকর্ম কি?

জগতে এমন ব্যক্তি আছেন যারা ব্যাপাদযুক্ত (সহিংস) কায়-বাক্-মনঃকর্ম সম্পাদন করেন। সেইহেতু তারা দুঃখবহুল যোনিতে জন্মগ্রহণ করে দুঃখজনক অকুশল বিপাক ভোগ করেন, নরকবাসী সত্বগণের ন্যায় নিরন্তর দুঃখবেদনা অনুভব করেন। অকুশলকর্মের অকুশলবিপাক (ফল) ভোগ করেন। কর্মানুযায়ী সত্বগণের জন্ম হয়—অনুরূপ স্পৃশ্যবস্তুও লাভ হয়। হে পূর্ণ, আমি একারণেই বলি সত্বগণ স্বীয় কর্মের উত্তরাধিকারী। ইহাই অকুশলকর্মের দুঃখফলপ্রদ অকুশলকর্ম।

সুখদায়ি কুশলকর্ম কি?

জগতে এমন ব্যক্তি আছেন যারা অহিংস কায়-বাক্-মনঃকর্ম সম্পাদন করেন। সেইহেতু তারা মৃত্যুপর দুঃখহীন যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন, অনুরূপ সুখগ্রাহ্য বস্তুর উত্তরাধিকারী হন। তাই আমি বলি—সত্ত্বগণ স্বীয় কর্মের একমাত্র ফলভোগী। হে পূর্ণ, ইহাই সুখদায়ি কুশলকর্ম।

সুখদুঃখদায়ি কুশলাকুশল কর্ম কি ?

জগতে এমন ব্যক্তি আছেন যারা সহিংস-অহিংস কায়-বাক্-মনঃকর্ম সম্পাদন করেন। সেইহেতু তারা মৃত্যুপর সুখ-দুঃখময়লোকে জন্ম গ্রহণ করেন, অনুরূপ স্পর্শানুভূতি লাভ করেন। মানুষ, কোন কোন দেবতা, কোন কোন প্রেতগণ এই পর্যায়ভুক্ত। হে পূর্ণ, তাই আমি বলি সত্ত্বগণ স্ব-স্ব কর্মানুযায়ী জন্মগ্রহণ করে ফলভোগ করে। প্রাণিগণ স্বীয় কর্মের ফলাধীন। ইহাই সুখদুঃখদায়ি কুশলাকুশল কর্ম।

নদুঃখ-নসুখ বিপাকযুক্ত নকুশল-নঅকুশলকর্ম কি ?

ত্রিবিধকর্ম অর্থাৎ দুঃখদায়ি অকুশলকর্ম, সুখদায়ি কুশলকর্ম, সুখদুঃখদায়ি কুশলাকুশলকর্ম প্রহীণ করার যেই চেতনা তাহাই নদুঃখ-নসুখদায়ি নকুশল-নঅকুশল কর্ম। ইহা কর্মক্ষয় সংবর্তনিক।

ভগবান এরূপ চতুর্বিধ কর্ম বিষয় প্রকাশ করলে গো-ব্রতী পূর্ণ সোৎসাহে নিবেদন করলেন—হে ভগবন্! আজ থেকে আমাকে আপনার শরণাগত উপাসকরূপে ধারণ করুন।

অতঃপর নগ্ন শ্রেণিয় বললেন—ভগবন্! আমি আজ এক আশ্চর্য, অদ্ভুত বিষয়ের সন্ধান পেয়েছি। আপনি আমার অজ্ঞচিত্তে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত করেছেন। এখন আমি ভগবানের সঙ্ঘে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক; প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভের প্রত্যাশী।

হে শ্রেণিয়! তোমাকে চারমাস শিক্ষাব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে।

হে ভগবন্! আমি তাই করব।

চারমাস পর কুকুর-ব্রতী নগ্ন শ্রেণির ভিক্ষুরূপে উপসম্পদা প্রাপ্ত হলেন। তিনি বিষয়বাসনাহীন, অপ্রমত্ত জীবন যাপন করে ভিক্ষুজীবনের পূর্ণ পরিণতি ব্রহ্মচর্যের শেষ পর্যায় অর্হত্বে উন্নীত হলেন। সর্বকরণীয় পরিসমাপ্ত করে ইহজীবনে জন্মবীজ ক্ষীণ নির্বাণ সাক্ষাৎ করলেন।

মালুক্ক্য পুত্র

ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডদের জেতবন আরামে (আশ্রমে) বাস করছেন। এমন সময় একদিন নির্জন বাস কালে আয়ুষ্মান্ মালুক্ক্য পুত্রের নিকট এরূপ চিত্ত-বিতর্ক উদয় হল—ভগবান দশ-বিষয় সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করেননি, সে সম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যাও করেননি, সে মতবাদ স্থাপনের কোন প্রচেষ্টাও করেননি, তাহা এই :—

১ জগৎ কি শাশ্বত ?

২ জগৎ কি শাশ্বত নয় ?

৩ জগতের কি অন্ত আছে ?

৪ জগতের কি অন্ত নাই ?

৫ দেহ ও জীব কি এক ?

৬ দেহ এক জীব কি অন্য ?

৭ তথাগত মৃত্যু পর কি থাকেন ?

৮ তথাগত মৃত্যু পর কি থাকেন না ?

৯ তথাগত মৃত্যু পর থাকেন, আবার থাকেনও না, এরূপ কি ?

১০ তথাগত মৃত্যু পর থাকেন না, আবার থাকেন না তাও নয়, এরূপ কি ?

ভগবান এ দশ-বিষয় সম্বন্ধে আমাকে কোন উপদেশ দেননি ; অথচ উনি যে বিষয় আমার নিকট প্রকাশ করেন তা আমার রুচিকর হয় না। এ দশ [illegible] প্রকাশ করবার জন্য আমি ভগবানকে অনুরোধ করব, আর যদি [illegible] প্রকাশ না করেন আমি সন্ন্যাস ত্যাগ করে আবার গৃহে ফিরে [illegible]

একদিন সন্ধ্যাকালে নিভৃতচিন্তা থেকে উঠে তিনি ভগবানের নিকট গিয়ে বসলেন। অতঃপর স্বীয় সঙ্কল্প বিষয় ভগবানের নিকট প্রকাশ করলেন। তারপর তিনি ভগবানকে বললেন—ভগবন্। এই দশ অব্যাখ্যাত বিষয় আমার নিকট প্রকাশ করুন। সে সম্বন্ধে যদি আপনি অজ্ঞ হন তাহলে বলুন :—সে সম্বন্ধে আপনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ, স্পষ্ট কিছু প্রকাশ করবেন না। সে বিষয় যদি আপনি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ না করেন তবে আমি সন্ন্যাস ত্যাগ করব, আবার গৃহে ফিরে যাব

তখন ভগবান বললেন—হে মালুঙ্ক্যপুত্র! আমি কি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছি—এস মালুঙ্ক্যপুত্র, সঙ্ঘে প্রবেশ করে ব্রহ্মচর্য পালন কর; তাহলে তোমাকে আমি দশ অব্যাখ্যাত বিষয়ও তোমার নিকট প্রকাশ করব?

হে ভগবন্! তা'ত প্রতিশ্রুতি দেননি।

তুমিও কি আমার নিকট এরূপ বলেছিলে—ভগবান যদি দশ-বিষয় প্রকাশ করেন, তবে সঙ্ঘে প্রবেশ করে ব্রহ্মচর্য আচরণ করব?

হে ভগবন! তা'ও বলিনি।

হে মালুঙ্ক্যপুত্র! তবে তুমি কেন এরূপ অভিযোগ করছ?

হে মালুঙ্ক্যপুত্র! যে ব্যক্তি এরূপ স্থির প্রতিজ্ঞ হন—আমি ব্রহ্মচর্য আচরণ করব না যদি না ভগবান আমাকে দশ অব্যাখ্যাত বিষয় বর্ণনা করেন। হে মালুঙ্ক্যপুত্র! তথাগতের নিকট এ দশ-বিষয় অব্যাখ্যাত থাকবে; ইতিমধ্যে সে ব্যক্তির মৃত্যুও ঘটতে পারে।

হে মালুঙ্ক্যপুত্র! মনে কর কোন ব্যক্তি শরবিদ্ধ হল। এ ব্যক্তির সুহৃদ, সলোহিত জ্ঞাতিগণ তা উৎপাটন করবার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ ভিষক নিয়ে এল। তখন সেই আহত ব্যক্তি বললে—যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পাব না ততক্ষণ আমি এ শর কাউকে উৎপাটন করতে দেব না। আমার প্রশ্ন হল:—

যে ব্যক্তি এ শর নিক্ষেপ করেছে সে কি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা শূদ্র?

তার নাম কি, কোন গোত্রে তার জন্ম?

সে পুরুষ দীর্ঘ, হ্রস্ব বা মধ্যমাকৃতি কি?

সে পুরুষ কাল, শ্যাম, মঙ্গুর বর্ণ বিশিষ্ট কি?

সে কোন্ গ্রামে, নিগমে,[১] শহরে বাস করে?

সেই ধনুক চাপ বা কোদণ্ড কি?

সেই ধনুর গুণ কি অর্কের, বল্কলের, বংশলতার, স্নায়ুর, মরুবা বা ক্ষীরপর্নির (লতার)?

সেই শর কি বন্য তুঁদ বা রোপিত তুঁদ বৃক্ষের তৈরী?

১ ক্ষুদ্রশহর।

কোন্ পাখীর পালক তাতে সংযোজিত আছে—গৃধ্র, কঙ্ক, কুলাল, ময়ূর বা অন্য কোন্ পাখীর ?

আমি যে শরবিদ্ধ হয়েছি তাহা কার স্নায়ু দ্বারা পরিক্ষিপ্ত—নির্মিত—গাভীর, মহিষের, রুরুসার মৃগের, বানরের ?

এই শর কি ক্ষুরধারাল, বৎসদন্তসদৃশ, করবীপত্রসদৃশ···ইত্যাদি ?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে পেতে শরবিদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে। জিজ্ঞাস্য বিষয় সে ব্যক্তির নিকট অজ্ঞাতই থেকে যাবে। সেরূপ দশমতবাদ বিষয় যে জানতে চাইবে—তৎসাপেক্ষে যে ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য অপেক্ষা করবে তা জ্ঞাত হবার পূর্বেই তার মৃত্যু হতে পারে। এ রহস্য তার নিকট অজ্ঞাতই থাকবে কারণ তথাগতের নিকট এবিষয় অব্যাখ্যাত—নিরর্থক।

হে মালুঙ্ক্যপুত্র! জগৎ শাশ্বত, জগৎ শাশ্বত নয়—এদৃষ্টি থাকলে ব্রহ্মচর্য পালন হবে এমন নয়, জগত শাশ্বত, জগৎ শাশ্বত নয় এরূপ প্রভৃতি দৃষ্টি থাকলে বা না থাকলেও জন্ম, জরা, মরণ, আছেই ; শোক, পরিতাপ, দুঃখ, দুর্মন, উপায়াস (হা-হুতাশ) থাকবেই। ইহজীবনে আমি এ সকল বিষয়ের বিনাশ, অবসান পথ নির্দেশ করি, ব্যাখ্যা করি।

হে মালুঙ্ক্যপুত্র! আমি যাহা অব্যাখ্যাত বলি তাহা অব্যাখ্যাত রূপে ধারণ কর ; যাহা ব্যাখ্যা করি তাহা ব্যাখ্যাত রূপে গ্রহণ কর।

আমার অব্যাখ্যাত কি ?

এই দশ মতবাদবিষয় আমার অব্যাখ্যাত।

তাহা অব্যাখ্যাত কেন ?

কারণ এ মতবাদও দৃষ্টি, অর্থসংযুক্ত নহে, ব্রহ্মচর্য পরায়ণ নহে। তাহা ব্যতীত ইহা নির্বেদ, বৈরাগ্য, নিরোধ, ক্লেশ উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণ সাক্ষাৎকারেও সহায়ক নয়। একারণে দশদৃষ্টি বিষয়কে আমি অব্যাখ্যাত রেখেছি।

আমার ব্যাখ্যাত বিষয় কি ?

ইহা দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ, দুঃখনিরোধ মার্গ, এই চার আর্যসত্যকে আমি যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করেছি। কারণ তাহা অর্থসংযুক্ত, ব্রহ্মচর্য পরায়ণ ; ইহা নির্বেদ, বৈরাগ্য, নিরোধ, ক্লেশ-উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণ সাক্ষাৎকারে সহায়ক।

হে মালুক্যপুত্র! আমি যা অব্যাখ্যাত রেখেছি তা অব্যাখ্যাত রূপে ধারণ কর; যাহা ব্যাখ্যা করেছি তাহা ব্যাখ্যাত রূপে গ্রহণ কর।

ভগবানের বক্তব্য শেষ হলে আয়ুষ্মান্ মালুক্যপুত্র ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দন করলেন।

বৎসগোত্র

একসময় ভগবান রাজগৃহে বেণুবন-কলন্দক-নিবাসে[১] অবস্থান করছেন, এমন সময় একদিন পরিব্রাজক বৎসগোত্র ভগবান সমীপে উপস্থিত হয়ে প্রীতিবাক্য সমাপন করে একস্থানে উপবেশন করলেন। তখন তিনি বললেন—দীর্ঘদিন মান্যবর গৌতমের সঙ্গে কোন আলাপ হয়নি। আজ যদি গৌতম সংক্ষেপে কুশলাকুশল সম্বন্ধে উপদেশ দেন বড়ই উপকৃত হব।

হে বৎস! আমি সংক্ষেপে, বিস্তৃতভাবে কুশলাকুশল বিষয় প্রকাশ করতে পারি। তবে তোমাকে সংক্ষেপে তা প্রকাশ করব—তা শ্রবণ কর, চিত্ত অবহিত কর।

ভগবান বললেন—বৎস! লোভ, দ্বেষ, মোহ অকুশল। অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ কুশল।

প্রাণিহত্যা, চুরি, কামাচার, মিথ্যাবাক্য, পিশুনবাক্য, কর্কশবাক্য, বৃথালাপ, অভিধ্যা (পরশ্রীকাতরতা), ব্যাপাদ (দ্বেষ) ও মিথ্যাদৃষ্টি অকুশল। প্রাণিহত্যা, চুরি, কামাচার, মিথ্যাবাক্য, পিশুনবাক্য, কর্কশবাক্য ও বৃথা-লাপ বিরতি, অনভিধ্যা, অব্যাপাদ, সম্যক্দৃষ্টি কুশল। অর্থাৎ দশ আচরণ অকুশলধর্ম, দশ আচার-বিরতি কুশল ধর্ম।

হে বৎস! ভিক্ষুর যখন তৃষ্ণামূল উৎপাটিত হয় তখন সেই ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব, পূর্ণব্রহ্মচারী, কৃতকৃত্য, সদর্থ অনুপ্রাপ্ত হন; তিনি ভব-সংযোজন[২] পরিক্ষীণতা প্রজ্ঞাদ্বারা জ্ঞাত হয়ে বিমুক্ত হন।

হে মান্যবর গৌতম! আপনার একজনও ভিক্ষুশ্রাবক আছেন কি

১ আশ্রয়ে

২ মনুষ্য, দেব, ব্রহ্মলোকে উৎপন্নকারী তৃষ্ণা।

যিনি সর্বতৃষ্ণা ক্ষয় করে তৃষ্ণাহীন হয়েছেন ; ইহজীবনে চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে বিহার করেন ?

হে বৎস ! এরূপ ভিক্ষুশ্রাবক একজন কেন, কয়েকশতও নহে, তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক আছেন যাঁরা তৃষ্ণা ক্ষয় করে বিগততৃষ্ণ হয়ে চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে বিহার করেন।

এরূপ একজনও ভিক্ষুণী শিষ্যা আছেন কি ?

হে বৎস ! তাও অধিক সংখ্যক আছেন।

হে মান্যবর গৌতম ! আপনার একজনও এরূপ গৃহী, ব্রহ্মচারী উপাসক বা ব্রহ্মচারিণী উপাসিকা আছেন কি যাঁর পঞ্চ নিম্ন (ভাগীয়) সংযোজন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে, যিনি শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক হতে নির্বাণ প্রাপ্ত হবেন ? পুনঃ আবর্তন করবেন না ?

হে বৎস ! এরূপ বহুসংখ্যক উপাসক-উপাসিকা, শ্রাবক-শ্রাবিকা আছেন।

হে মান্যবর গৌতম ! আপনার একজনও কি এমন গৃহী উপাসক বা উপাসিকা আছেন যিনি শাস্তাশাসনে সংশয়োত্তীর্ণ, বিগতসন্দেহ, বিশারদ, ধর্মে প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে বিহার করেন ?

হে বৎস ! এরূপ বহুসংখ্যক উপাসক ও উপাসিকা আছেন।

হে মান্যবর গৌতম ! গঙ্গানদী সমুদ্রমুখী, সমুদ্রপ্রবণা সমুদ্রাবনতা অবশেষে সমুদ্রপ্রাপ্তা। সেরূপ দেখছি মহানুভব গৌতমের গৃহী, প্রব্রজিত পারিষদ নির্বাণমুখ, নির্বাণ প্রবণ, নির্বাণাবনত, নির্বাণসাক্ষাৎকারী। হে গৌতম ! আজ আমি মার্গ দর্শন করেছি, ধর্ম আমার নিকট প্রকাশিত হয়েছে। আমি এখন গৌতম, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণে ইচ্ছুক—আমাকে শরণ দিন ; প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা প্রদান করুন।

তোমাকে চারমাস শিক্ষাব্রত অবলম্বন করতে হবে।

হে মহানুভব ! তাতে আমি সম্মত আছি।

অবশেষে পরিব্রাজক বৎসগোত্র ভগবান সমীপে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা গ্রহণ করলেন।

উপসম্পন্ন বৎসগোত্র একপক্ষ পর ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ

প্রকাশ করলেন—ভগবন্! আমি শৈক্ষ্যজ্ঞান[১] লাভ করেছি—অনাগামিতা[২] প্রাপ্ত হয়েছি। আমাকে তদুত্তর ধর্ম প্রকাশ করুন।

হে বৎস! তাহলে তুমি শমথ[৩], বিদর্শন[৪]—এ দুই ভাবনা বৃদ্ধি কর। এ ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত হলে ষড়-অভিজ্ঞা লাভ করবে। তাহা এই:—

১. সে অবস্থায় তুমি আকাঙ্ক্ষা করলে—অনেকপ্রকার ঋদ্ধি তোমার অধিগত হবে—যেমন এক হয়ে বহু হবে, বহু হয়ে এক হবে, হঠাৎ আবির্ভাব হবে, হঠাৎ অন্তর্ধান করবে। দেওয়াল, প্রাকার, পর্বত ভেদ করে চলে যেতে পারবে, আকাশ পথে পাখীর ন্যায় গমন করতে পারবে, জলের উপর মাটিতে চলার ন্যায় চলতে পারবে, মাটিতে জলের ন্যায় উন্মজ্জন-নিমজ্জন করতে পারবে, চন্দ্রসূর্যকে স্পর্শ করতে পারবে, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সশরীরে গমন করতে পারবে

২. তুমি যদি ইচ্ছা কর—তোমার মনুষ্যাতীত অতীন্দ্রিয় দিব্য, বিশুদ্ধ শ্রোত্র ধাতু দ্বারা (কর্ণ) দূরস্থ, নিকটস্থ মনুষ্য বা দিব্য শব্দ শুনতে পাবে।

৩. তুমি যদি ইচ্ছা কর—পরচিত্ত স্বচিত্তে জানতে পারবে।
সরাগচিত্তকে সরাগচিত্ত, বীতরাগচিত্তকে বীতরাগচিত্ত, সদ্বেষচিত্তকে সদ্বেষচিত্ত, অদ্বেষচিত্তকে অদ্বেষচিত্ত, সমোহচিত্তকে সমোহচিত্ত, অমোহ-চিত্তকে অমোহচিত্ত, বিক্ষিপ্তচিত্তকে বিক্ষিপ্তচিত্ত, সংক্ষিপ্তচিত্তকে সংক্ষিপ্ত-চিত্ত, ধ্যানচিত্তকে ধ্যানচিত্ত, ধ্যানহীনচিত্তকে ধ্যানহীনচিত্ত, স-উত্তরচিত্তকে স-উত্তরচিত্ত, অনুত্তরচিত্তকে অনুত্তরচিত্ত, সমাহিতচিত্তকে সমাহিতচিত্ত,

১ শ্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামীকে শৈক্ষ্য বলা হয়। তৎতৎ স্তর জ্ঞানকে শৈক্ষ্যজ্ঞান বলা হয়।

২ অনাগামীরা পৃথিবী বা দেবলোকে জন্ম গ্রহণ করেন না। তাঁরা মৃত্যুপর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন এবং সেখান থেকেই নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

৩ চিত্তের পঞ্চ নীবরণাদির শান্ত অবস্থার নাম শমথ। চিত্তের শান্ততা বা একাগ্রতা প্রসূত যে ধ্যান উৎপন্ন হয় তাহা শমথ ধ্যান বা শমথ ভাবনা। ইহা ৪০ প্রকার। ২০ প্রকার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ইহার পরিণতি।

৪ নাম-রূপ (mind and matter), সমগ্র সংস্কার ধর্মকে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মরূপে দর্শনই বিদর্শন। এই জ্ঞানের উৎপাদন ও বর্ধনের নাম বিদর্শন ভাবনা। বিদর্শন ভাবনার পরিণতি নির্বাণ সাক্ষাৎকার।

অসমাহিতচিত্তকে অসমাহিতচিত্ত, বিমুক্তচিত্তকে বিমুক্তচিত্ত, অবিমুক্তচিত্তকে অবিমুক্তচিত্তরূপে জানবে।

৪. তুমি যদি ইচ্ছা কর—অনেক প্রকার পূর্বনিবাসস্মৃতি স্মরণ করতে পারবে; যেমন, একজন্ম, দুইজন্ম···এমন কি অনেক সংবর্ত, বিবর্ত কল্পের স্মৃতিও স্মরণপথে উদিত হবে।

৫. তুমি যদি ইচ্ছা কর—মনুষ্যাতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষুদ্বারা সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি, কর্মানুসারে হীন-উৎকৃষ্ট জন্ম, সুগত-দুর্গত স্থানে জন্ম দর্শন করবে। আরও দেখবে কায়-বাক্ মনঃদুশ্চরিতসম্পন্ন ব্যক্তি, আর্যনিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, মিথ্যাদৃষ্টিগত কর্মসম্পাদনকারী ব্যক্তি মৃত্যুপর অপায় দুর্গতিতে জন্ম গ্রহণ করছে; কায়-বাক্-মনঃসুচরিতসম্পন্ন ব্যক্তিগণ স্বর্গ-সুগতিতে জন্মগ্রহণ করছে।

৬. তুমি যদি ইচ্ছা কর—'আমি তৃষ্ণাবিমুক্ত হয়ে, আসবক্ষয় করে বিগততৃষ্ণ, আসবহীন হয়ে বিহার করব; চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি ইহজীবনে স্বয়ং পরিজ্ঞাত হয়ে বিহার করব', হে বৎস! তা'ও সম্ভব হবে।

এতচ্ছ্রবণে আয়ুষ্মান্ বৎসগোত্র পরিতুষ্ট হয়ে ভগবানের পাদবন্দনা করে প্রস্থান করলেন।

তৎপর আয়ুষ্মান্ একাকী, অপ্রমত্ত, ধ্যানপরায়ণ জীবন যাপন আরম্ভ করলেন, অচিরে তিনি ব্রহ্মচর্যের চরম পদ অর্হত্বে উন্নীত হলেন, স্বীয় অভিজ্ঞতাদ্বারা করণীয়কর্মের অবসান দর্শন করলেন—পরবর্তী জীবনের পরিসমাপ্তি প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁর সর্বদুঃখের অবসান হল। তিনি অমৃত-পদের অধিকারী হলেন।

পরিব্রাজক মাগন্দিয়

একদা ভগবান কুরুজনপদের কম্মাস্‌সদম্ম নামক নগরে জনৈক ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণের যজ্ঞশালায় অবস্থান করছেন। তিনি তৃণশয্যায় সেস্থানে শয়ন করতেন। একদিন ভগবান পিণ্ডাচরণ করতে বাহির হয়ে দিবাভাগে কিছুক্ষণের জন্য যজ্ঞশালায় অনুপস্থিত ছিলেন। এমন সময় পরিব্রাজক মাগন্দিয় সেই ব্রাহ্মণের গৃহে উপনীত হয়ে তৃণশয্যা দেখে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ কোনও শ্রমণের শয্যা মনে হচ্ছে?

ব্রাহ্মণ বললেন—হে মাগন্দিয় ! শ্রমণ গৌতম এখানে বর্তমানে অবস্থান করছেন। তাঁর এরূপ কীর্তিবাণী প্রচারিত হয়েছে—তিনি অর্হৎ, সম্যক্-সম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, পুরুষদম্যসারথি, দেবমানবশাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।

হে ভরদ্বাজ ! আমাকে এ দুর্দৃশ্যও দর্শন করতে হল ! আমি সেই 'ভূণহুর'—বিহত-ইন্দ্রিয় গৌতমের শয্যাও আজ দর্শন করলাম !

হে মাগন্দিয় ! গৌতমের প্রতি আপনার বাক্য সংযত করুন। মান্যবর গৌতমের প্রতি বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, শ্রমণ ও পণ্ডিত প্রসন্ন, আর্যধর্মে সুবিনীত।

হে ভরদ্বাজ ! 'শ্রমণ গৌতম বিহত-ইন্দ্রিয়',—একথা তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়েও বলতে পারি। আমার এবাক্য বেদ (সূত্র) সম্মত।

মাননীয় মাগন্দিয়ের বক্তব্যবিষয় শ্রমণ গৌতমকে বলতে পারি কি ?

নিরুদ্বেগচিত্তে বলতে পারেন।

সেদিন ভগবান সন্ধ্যাকালে ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণের যজ্ঞশালায় ফিরে এলে ব্রাহ্মণ মাগন্দিয়-বিষয় ভগবানকে প্রকাশ করতে গেলেন, কিন্তু ও বিষয় ভগবান আর উত্থাপন করতে দিলেন না ; কারণ, বিশুদ্ধ দিব্যকর্ণে উভয়ের কথোপকথন তিনি পূর্বেই শ্রবণ করেছেন। ঠিক সে সময়ে পরিব্রাজক মাগন্দিয় সেখানে এসে পৌছলেন। তিনি ভগবানের সঙ্গে প্রথম দর্শনজনিত প্রীতিবাক্য সমাপন করে একপ্রান্তে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট পরিব্রাজককে ভগবান বললেন—হে মাগন্দিয় ! চক্ষু রূপের বাসস্থান, চক্ষু রূপরত, রূপসম্মোদিত ; তথাগত এরূপ চক্ষুকে শান্ত, দান্ত, সংবৃত করতে বলেন, সংযমের নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন। তাই কি আপনি গৌতমকে বিহত-ইন্দ্রিয় আখ্যা দিয়েছেন ?

হে গৌতম ! আপনার ধারণা সত্য। আমাদের সূত্রমতে গৌতম তাহাই।

হে মাগন্দিয় ! কর্ণ শব্দের বাসস্থান, নাসিকা গন্ধের বাসস্থান, জিহ্বা স্বাদের বাসস্থান, দেহ স্পৃশ্যদ্রব্যের বাসস্থান, মন ধর্মের (চিন্তনীয় বিষয়ের) বাসস্থান।

হে মাগন্দিয় ! কোন পুরুষ পূর্বে চক্ষুগ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি প্রিয়স্বভাব,

কামসংযুক্ত ছিলেন, সেই ব্যক্তি অপর সময়ে রূপের উৎপত্তি স্বাদ দৈন্য নির্গমন যথাযথ অবগত হয়ে রূপতৃষ্ণা রূপদাহ রূপপিপাসা পরিত্যাগ, বিনোদন করে আধ্যাত্মিকভাবে উপশান্তচিত্তে বিহার করেন—এরূপ ব্যক্তির বিষযে আপনার কিছু বক্তব্য আছে কি ?

হে গৌতম ! এ বিষযে আমার কোন বক্তব্য নাই।

হে মাগন্দিয ! অনুরূপভাবে কর্ণগ্রাহ্য নাসিকাগ্রাহ্য জিহ্বাগ্রাহ্য দেহগ্রাহ্য মনগ্রাহ্য বিষযের উৎপত্তি স্বাদ ও দৈন্য নির্গমন জ্ঞাত হয়ে যদি কোনব্যক্তি সেই সকল বিষয-বস্তুর তৃষ্ণা দাহ পিপাসা পরিত্যাগ বিনোদন করে আধ্যাত্মিক ভাবে উপশান্ত হযে বিহার করেন, সে ব্যক্তির বিষয়ে আপনার কোন বক্তব্য আছে কি ?

হে গৌতম ! এ বিষযে আমার কোন বক্তব্য নাই।

হে মাগন্দিয ! গৃহবাসকালে আমি পঞ্চকাম বিষয়ে আসক্ত ছিলাম—রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পৃশ্য বিষয়ের সম্পূর্ণ দাস ছিলাম। আমার তিন ঋতুর যথা, বর্ষা হেমন্ত গ্রীষ্মঋতু যাপনের নিমিত্ত তিন প্রাসাদ ছিল ; প্রতি চারিমাস আমি প্রতিটি প্রাসাদে পুরুষহীন তূর্যদ্বারা পরিসেবিত ছিলাম, এমন সমযে আমি নিম্ন প্রাসাদেও অবতরণ করিনি। পরবর্তীকালে আমি এসকল কামোপভোগের উৎপত্তি স্বাদ দৈন্য নির্গমন যথাভূত অবগত হযে, কামতৃষ্ণা কামদাহ কামপিপাসা রহিত হয়ে, আধ্যাত্মিক উপশান্ত চিত্তে বিহার করি। যখন আমি সত্ত্বগণকে কামতৃষ্ণাদ্বারা আহত দেখি, প্রজ্বলিত দেখি, তদুপরি তাদের কামভোগ করতে দেখি, তখন আমি তাহা আকাঙ্ক্ষা করি না, তাতে অভিরমিত হই না। ধ্যান ও সমাপত্তি প্রাপ্ত হয়ে আমি প্রহীণ কামরতিকে আকাঙ্ক্ষা করি না, তাতে অভিরমিত হই না।

হে মাগন্দিয় ! মানবিক পঞ্চকামগুণ কি দৈবিক কামগুণ থেকে শ্রেষ্ঠ ?

হে মান্যবর ! তাহা শ্রেষ্ঠ নহে।

হে মাগন্দিয় ! কোন ধনাঢ্য গৃহপতি বা গৃহপতি—পুত্র যদি কায়-বাক্-চিত্ত সুচরিত দ্বারা মৃত্যুপর ত্রয়স্ত্রিংশ দেবকামভোগসম্পত্তি লাভ করেন তিনি কি পুনঃ মানবিক কামগুণে আকৃষ্ট হবেন ?

হে গৌতম ! তা হবেন না।

কেন ?

তাহা দৈবিক কামভোগ সম্পত্তির শ্রেষ্ঠতা হেতু।

হে মাগন্দিয়! অনুরূপ ভাবেই আমি মানবিক, দৈবিক কামভোগ-রাশি অতিক্রম করে শ্রেষ্ঠ, প্রণীততর অবস্থায় স্থিত আছি। তাই, হীন কাম-সম্ভোগের স্পৃহা আমার নাই, আমি তাতে অভিরমিত হই না।

হে মাগন্দিয়! কুষ্ঠরোগী তার গলিত দেহ বীজাণু দ্বারা দষ্ট হয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে, অঙ্গারতাপে উত্তপ্ত করে। কৃপাপরবশ হয়ে মিত্র-জ্ঞাতি সলোহিতগণ উপযুক্ত ভিষকদ্বারা চিকিৎসা করিয়ে রোগমুক্ত করলে সে সুখী হয়, যথেচ্ছ গমনশীল হয়। এরূপ রোগমুক্ত ব্যক্তি কি অপর ব্যক্তির রোগযন্ত্রণা দর্শন করে পুনঃ ঔষধ লেপন, অঙ্গার-তাপে দেহ উত্তপ্ত করবে ?

তা করবে না।

কেন ?

পূর্ব ব্যক্তির রোগমুক্ততা হেতু।

আমার বেলায় ও তদ্রূপ। আমি শ্রেষ্ঠ, প্রণীততর অবস্থায় স্থিত আছি। তাই, হীন পঞ্চকাম সম্ভোগে আমার কোন স্পৃহা নাই।

হে মাগন্দিয়! রোগমুক্ত রোগীকে যদি দুইজন বলবান পুরুষ সজোরে আকর্ষণ করে অঙ্গারগর্তের দিকে নিয়ে যায়, তবে সেই ব্যক্তি সেদিকে না যাওয়ার জন্য ছটফট করবে, দেহ ইতস্তত: নমিত করবে কি ?

হাঁ, তা করবে।

কেন ?

কারণ, অগ্নি মহাতাপ, ভীষণ দাহযুক্ত, দুঃখপ্রদ।

অগ্নির এরূপ মহাতেজ কি শুধু বর্তমানে আছে, পূর্বে ছিল না ?

হে গৌতম ! অগ্নি বর্তমানে যেরূপ তেজসম্পন্ন, অতীতে ও সেরূপ তেজসম্পন্ন ছিল। তবে কুষ্ঠরোগী রোগযন্ত্রণা বশতঃ অগ্নির দুঃখ সংস্পর্শকে সুখময়, এরূপ ভ্রান্ত ধারণা অতীতে পোষণ করত।

হে মাগন্দিয়! কাম অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে একই প্রকার তাপযুক্ত, যন্ত্রণাদায়ক, দুঃখসংস্পর্শময়। কামভোগী, কাম-উপদ্রুত, কামক্ষত, কামদগ্ধ প্রাণিগণ দুঃখসংস্পর্শজ কামকে সুখময়, এরূপ ভ্রান্তধারণা পোষণ করে থাকে।

হে মাগন্দিয় ! ক্ষতদেহ কুষ্ঠরোগী দুঃখযন্ত্রণা উপশম করার জন্য অঙ্গার-গর্তে শরীর তপ্ত করে। তারা যতই চুলকায়, যতই ক্ষতমুখ তপ্ত করে, ততই ক্ষতমুখে পুঁজ আসে, দুর্গন্ধযুক্ত হয়। এরূপ কণ্ডূয়ন হেতু ক্ষণকালের জন্য রোগ উপশম মনে হয়, ক্ষণসুখ অনুভূত হয়। অনুরূপ কামসেবী, কামরোগী, কামদগ্ধ প্রাণীগণ পঞ্চকাম পরিভোগে ক্ষণকালের জন্য সুখাস্বাদ পেয়ে থাকে।

হে মাগন্দিয় ! এরূপ অবস্থা সম্ভব কি যে পঞ্চকামভোগরত কোন রাজা বা প্রধানমন্ত্রী কাম পরিত্যাগ না করে আধ্যাত্মিক উপশান্ত চিত্তে বিহার করতে পারেন ?

হে গৌতম ! তাহা সম্ভব নয়।

হে মাগন্দিয় ! আমার ধারণাও তদ্রূপ।

এই সময় ভগবান এরূপ উদানগীতি উচ্চারণ করেন,—

আরোগ্যই পরম লাভ, নির্বাণই পরম সুখ ;

নির্বাণার্থীর জন্য অষ্টাঙ্গ মার্গই পরম শ্রেয়।

হে গৌতম ! আরোগ্য পরম লাভ, নির্বাণ পরম সুখ, একথা আমি ও আমার পূর্ব-আচার্য, প্রাচার্যগণের ভাষণে শুনেছি, এ অতীব উত্তম কথা।

হে মাগন্দিয় ! আপনি যাহা শ্রবণ করেছেন সেই আরোগ্য—নির্বাণ কি ?

পরিব্রাজক এ বিষয়ে বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন না, তাই তিনি শুধু প্রকাশ করলেন—কোন ব্যাধি না থাকাই আরোগ্য। কোন ব্যাধি না থাকা ও সুখী হওয়াই নির্বাণ।

এতচ্ছ্রবণে ভগবান পরিব্রাজক মাগন্দিয়কে বললেন—জন্মান্ধ পুরুষ সাদা, কালা প্রভৃতি সপ্তবর্ণ দর্শন করে না ; চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্ররাজিও তার দৃষ্টি পথের বাহিরে। এরূপ ব্যক্তি শ্রবণ করল যে শ্বেত বস্ত্রই উত্তম, শুচি, নির্মল। এরূপ একটি বস্ত্র তার চাই। জনৈক ব্যক্তি কৃপাপরবশ হয়ে সন্তোষবাক্য উচ্চারণ করে এক তৈল-মসিসিক্ত, ঘনকৃষ্ণ বস্ত্রখণ্ড তাকে দিল। অন্ধব্যক্তি চক্ষুষ্মানের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তা শ্বেত, শুচি, নির্মল-বস্ত্র মনে করেই গ্রহণ করল। এ ব্যক্তির ধারণা সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত ?

হে গৌতম ! সে না জেনে, না শুনে শ্রদ্ধাবশতঃ তৈল-মসিসিক্ত ঘনকৃষ্ণ-বস্ত্র খণ্ডকে শ্বেতবস্ত্র মনে কবল।

হে মাগন্দিয় ! অন্যমতাবলম্বী পরিব্রাজকগণ আরোগ্য কি জানে না, নির্বাণ কি সাক্ষাৎ করেনি। আরোগ্য পবম সুখ, নির্বাণ পবম লাভ এই বাক্যটুকু মাত্র তাদের সার।

তখন ভগবান পূর্ববুদ্ধগণেব (এ বিষযে) অভিমত গাথায় প্রকাশ করলেন :—

পার্থিব জগতের প্রধান সুখ হল সুস্থতা,
নির্বাণই পরম উপশান্ততা,
অষ্ট-আর্যমার্গ সকল মার্গেব চেযে উত্তম,
অমৃতলাভীব পক্ষে তা অনুপম, মঙ্গলময়।

পূর্ববুদ্ধগণের এই উপদেশ এখনও প্রাকৃতজনের মধ্যে প্রচলিত। এর মর্মার্থ কারো উপলব্ধি হযনি। মাগন্দিয ! তোমারও সেই আর্যচক্ষু নাই, যদ্বারা তুমি আরোগ্য-নির্বাণ জানতে পাব।

হে মান্যবর গৌতম ! আমি আপনাকে যথোচিত শ্রদ্ধা কবি। আমার আরোগ্য-নির্বাণ সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত আপনি ধর্মোপদেশ প্রদান করুন।

হে মাগন্দিয ! জন্মান্ধ ব্যক্তি শ্রদ্ধাবশতঃ তৈল-মসিসিক্ত, ঘনকৃষ্ণ বস্ত্র-খণ্ডকে শ্বেত, শুচি, নির্মলবস্ত্র মনে করে আকডে ধরে রাখে। উপযুক্ত ভিষক্‌দ্বারা চিকিৎসা প্রাপ্ত হযে সেই ব্যক্তি যদি দৃষ্টি ফিরে পায তবুও কি সেই বস্ত্রখণ্ডকে শুচি, শ্বেত, নির্মল মনে করবে ?

তা করবেন না।

কারণ ?

কারণ তিনি বস্ত্রখণ্ডের আসল রূপ জ্ঞাত হয়েছেন।

হে মাগন্দিয় ! সেরূপ আমি যদি আপনাকে আরোগ্য-নির্বাণ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করি, আপনি তাহা অনুসরণ করে আরোগ্য-নির্বাণ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞাত হন, তবে আপনার এরূপ চক্ষু উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চ-উপাদান-স্কন্ধের প্রতি আকর্ষণ (ছন্দ-রাগ) প্রহীণ হবে। আপনি তখন বুঝতে সক্ষম হবেন, চিত্ত দ্বারাই আপনি বরাবর বঞ্চিত, প্রতারিত হয়ে এসেছেন। আপনি বুঝতে পারবেন—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার,

বিজ্ঞানকে আপন বলে আকড়ে ধবে ছিলেন। এই পঞ্চ উপাদান হতে ভব (কর্ম), ভব হতে জন্ম, জন্ম থেকেই জরা, মরণ, শোক, পরিবেদন (পরিতাপ), দুঃখ, মনস্তাপ সব উৎপন্ন হযেছে। এইভাবে সকল দুঃখ উৎপন্ন হযেছে দেখবেন।

হে মান্যবর গৌতম! আরও ধর্ম প্রকাশ করুন যাতে আমি জ্ঞানচক্ষু লাভ করি।

হে মাগন্দিয়! আপনি সৎপুরুষগণেব সেবা করবেন, তাতে তাঁদের নিকট সদ্ধর্ম শ্রবণের সুযোগ হবে, তা আচবণ করতে পারবেন। সদ্ধর্ম আচবণ দ্বারা স্বযং জ্ঞাত হবেন—পঞ্চস্কন্ধ রোগ, গণ্ড, শল্য বিশেষ, তা নিরুদ্ধও হয। পঞ্চস্কন্ধ অগ্রহণ হেতু ভব নিবোধ হয, ভবের নিবোধ হেতু জন্মেব নিরোধ হয, জন্মের নিবোধ হেতু জরা, মরণ, শোক, দুঃখ, মনস্তাপ, পবিতাপ প্রভৃতিরও অবসান হয। এভাবে সকল দুঃখপুঞ্জের নিরোধ হয।

এতচ্ছ্রবণে পরিব্রাজক মাগন্দিয় ধর্মসম্বেগ লাভ করলেন—তিনি ত্রিশরণ গ্রহণ করলেন, ভগবৎ সমীপে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদাও প্রার্থনা করলেন।

অতঃপর চাবমাস পরিবাস-ব্রত পালন কবার পর তিনি প্রব্রজ্যা উপসম্পদা লাভ করলেন। পরিশেষে সংযমময অনাসক্ত জীবন যাপন করত ইহজীবনে সর্বদুঃখের পবিসমাপ্তি প্রত্যক্ষ কবে অর্হৎদের অন্যতম হলেন।

রাষ্ট্রপাল

একদা ভগবান মহাভিক্ষুসঙ্ঘসহ কুরু প্রদেশে ধর্মপ্রচারে রত ছিলেন। ক্রমে তিনি কুরুনগর থুল্লকোট্টিত'তে এসে পৌছলেন। থুল্লকোট্টিতবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ এরূপ অর্হৎ দর্শন শ্রেয় মনে করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে স্বস্ব প্রথা অনুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করলেন। ভগবান তাঁদের ধর্মোপদেশদ্বারা অভিনন্দিত করলেন।

থুল্লকোট্টিত নগরের কুলশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পুত্র রাষ্ট্রপাল সেই পরিষদে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভগবানের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে অবগত হলেন যে, এধর্ম গৃহী অবস্থায পালন করা সম্ভব নহে; তাই তিনি ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ

সেস্থান থেকে প্রস্থান করলে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন—ভগবন্, আমি আপনার ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে এরূপ জ্ঞাত হয়েছি যে, এরূপ পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ, শঙ্খশ্বেত ব্রহ্মচর্য পালন গৃহবাসে থেকে সম্ভব নয়। এ কারণে আমি কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করে, গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব স্থির করছি। হে ভগবন্! আপনি আমাকে প্রব্রজ্যা উপসম্পদা প্রদান করুন।

হে রাষ্ট্রপাল! তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য পিতামাতার অনুমতি নিয়ে এসেছ কি?

হে ভগবন্! অনুমতি নিয়ে আসি নাই।

হে রাষ্ট্রপাল! পিতামাতার অনুমতি প্রাপ্ত না হলে তথাগতগণ কোন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা প্রদান করেন না।

হে ভগবন্! তাহলে আমি পিতামাতার অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে পুনঃ আসব।

হে রাষ্ট্রপাল! তাই হোক।

রাষ্ট্রপাল গৃহে ফিরে গিয়ে পিতামাতার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন—হে পিতঃ! আমি ভগবানের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে পরিজ্ঞাত হয়েছি যে গৃহবাসে থেকে সেই পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য পালন করা সম্ভব নয়। তাই আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব স্থির করেছি। আমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণে অনুমতি দিন।

এতচ্ছ্রবণে পিতামাতা বললেন—বৎস! তুমি আমাদের একমাত্র প্রিয় পুত্র—মনোহরণ। তুমি সুখে সম্পদে লালিত পালিত; দুঃখ তোমাকে কখনও স্পর্শ করেনি। বৎস! এ সঙ্কল্প তুমি পরিত্যাগ কর। গৃহবাসে থেকে আহার বিহার কর, পান-ভোজন কর, কামপরিভোগ কর, পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর, তোমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের নিমিত্ত আমরা অনুমতি দিতে পারি না। তোমার মৃত্যুতে নিরুপায় হয়ে তোমার বিচ্ছেদ ব্যথা সহ্য করতে হবে এটা ঠিক। কিন্তু জীবদ্দশায় তোমার বিদায় ব্যথা আরও দুঃখদায়ক হবে।

রাষ্ট্রপাল পিতামাতাকে দুবার, তিনবার অনুরূপ অনুরোধ করলেন, পিতামাতাও একইরূপ উত্তর প্রদান করলেন।

গৃহত্যাগের অনুমতি পাবার কোন আশা নাই, তা জ্ঞাত হয়ে রাষ্ট্রপাল পিতামাতার সম্মুখেই এই বলে শুয়ে পড়লেন—হয় প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি লাভ হোক, নয়ত এখানেই মৃত্যু হোক।

কয়েক দিন কেটে গেল। রাষ্ট্রপাল ভূমি ছেড়ে উঠেন না, আহার বিহারও ত্যাগ করেছেন। পিতামাতার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হল। অবশেষে পিতামাতা রাষ্ট্রপালের বন্ধুবর্গের শরণাপন্ন হলেন। রাষ্ট্রপালের বন্ধুগণ রাষ্ট্রপালকে বললেন—হে সৌম্য রাষ্ট্রপাল! আপনি পিতামাতার মমতাময় প্রিয়পুত্র, আপনি সুখে লালিত পালিত, দুঃখ কি তাহা জ্ঞাত হননি। প্রব্রজ্যা আপনার পক্ষে দুঃখকর হবে। আপনি উঠুন, গৃহবাসে জীবন যাপন করুন; আহার বিহার করুন, পান ভোজন করুন, কাম সুখ পরিভোগ করুন, পুণ্যার্জন করুন।

এরূপ কয়েকবার অনুরোধ, উপরোধ করার পরও রাষ্ট্রপাল নিরুত্তর রইলেন।

রাষ্ট্রপালের বন্ধুগণ তাঁহার কঠোর সঙ্কল্পের কথা স্মরণ করে পিতামাতার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন—রাষ্ট্রপালের সঙ্কল্প কঠোর এবং চিত্ত অবিচল। প্রব্রজ্যালাভের অনুমতি না পেলে ঐ স্থানেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করবেন। যদি আপনারা তাঁকে প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি প্রদান করেন তবে ভবিষ্যতে তাঁকে দেখতে পাবেন, আর যদি ঐস্থানে মৃত্যু হয় তাঁকে দেখবেন না, এ অবস্থায় অনুমতি প্রদান করাই শ্রেয়।

বৎসগণ! রাষ্ট্রপালকে প্রব্রজ্যা লাভের নিমিত্ত অনুমতি দিলাম, তবে এ অনুমতি প্রদানের একটি সর্ত রইল যে, প্রব্রজিত রাষ্ট্রপাল পিতামাতাকে দর্শনের নিমিত্ত গৃহে আগমন করবেন।

রাষ্ট্রপালের বন্ধুগণ রাষ্ট্রপালকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে তিনি হৃষ্টচিত্তে ধূলিশয্যা ত্যাগ করে উঠলেন; কিছুদিন গৃহবাস করে দুর্বল দেহকে সুস্থ করে তুললেন। তারপর ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন—ভগবন্! আমি পিতামাতার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছি। আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।

ভগবান রাষ্ট্রপালকে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা প্রদান করলেন।

উপসম্পন্ন রাষ্ট্রপাল থুল্লকোট্টিত'তে যথেচ্ছ বিহার করে অবশেষে শ্রাবস্তী

অভিমুখে যাত্রা করলেন। ক্রমে তিনি শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডদ-জেতবনে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হলেন। তথায় তিনি অনাসক্ত, সংযমময় জীবন যাপন করে ব্রহ্মচর্যের পূর্ণ পরিণতি অর্হত্ত্বে উপনীত হলেন। তিনি ভবিষ্যৎ জন্মের ক্ষয়, সর্বদুঃখের অবসান উপলব্ধি করলেন।

একদিন আয়ুষ্মান্ রাষ্ট্রপাল ভগবানকে গিয়ে বললেন—ভগবন্! আপনি অনুমতি প্রদান করলে আমি পিতৃমাতৃ দর্শনে যেতে পারি।

ভগবান আয়ুষ্মান্ রাষ্ট্রপালের চিত্তপরিধি জ্ঞাত হয়ে বুঝতে পারলেন—তিনি অর্হৎ, সর্বদুঃখগত, পূর্ণ ব্রহ্মচারী; তাই তিনি তাঁকে পিতৃমাতৃ দর্শনের অনুমতি দিলেন।

আয়ুষ্মান্ রাষ্ট্রপাল পিতৃমাতৃ সন্দর্শনে এসে থুল্লকোট্টিত'তে রাজা কৌরব্যের মিগাচী-উদ্যানে অবসর গ্রহণ করলেন।

দ্বিতীয় দিন পূর্বাহ্ণে তিনি পাত্র ধারণ করে পিণ্ডাচরণের জন্য গ্রামে প্রবেশ করলেন। সেই সময় তাঁর পিতা মধ্যদ্বার থেকে ভিক্ষুকে দর্শন করে বললেন—ঐ মুণ্ডক শ্রমণেরাই আমার প্রিয় পুত্রকে প্রব্রজিত করে নিয়েছে। আয়ুষ্মান্ রাষ্ট্রপাল পিতৃগৃহে সেদিন কিছুই লাভ করলেন না বরঞ্চ পিতাকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রস্থান করলেন।

আয়ুষ্মান্ রাষ্ট্রপাল ফিরে চলেছেন, এমন সময় জ্ঞাতি-দাসী বাসিভাত নিক্ষেপ করতে এসে তাঁকে চিনতে পারল।

সেই দাসী আয়ুষ্মান্ রাষ্ট্রপালের মাকে গিয়ে বলল—

হে আর্যে! আপনার পুত্র ফিরে এসেছেন।

তুমি বল কি?

হাঁ, আমি সত্যই বলছি।

যদি তোমার কথা সত্য হয় তবে তোমাকে দাসীপনা থেকে মুক্তি দেব।

রাষ্ট্রপালের মাতা হৃষ্টতুষ্ট হয়ে স্বামীর নিকট একথা জ্ঞাপন করলে তিনি বিস্মিত হলেন। পূর্ব কথা স্মরণ করে একথার সত্যতা যাচাই করবার জন্য তিনি মিগাচী-বিহারে প্রবেশ করে স্বীয় পুত্রকে বাসিভাত গ্রহণে রত দেখে দুঃখিতচিত্তে বললেন—হে বৎস! তুমি এখানে বাসিভাত আহার করছ কেন? আমাদের প্রভূত ধন আছে, তুমি গৃহে এসে সে-ধন উপভোগ কর।

গৃহপতি! আপনার গৃহে আমি গিয়েছিলাম অন্নদান আমাকে করা হয়নি। বরঞ্চ প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এসেছি। আমি সন্ন্যাসী —গৃহহীন। গৃহে আমার কোন রুচি নেই।

বৎস রাষ্ট্রপাল! চল গৃহে যাই।

আজ আমার আহার শেষ হয়েছে। সেজন্য আজ আর আপনার গৃহে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

তা হলে আগামী কাল আমাদের গৃহে ভোজন করবে, প্রতিশ্রুতি দাও।

আয়ুষ্মান্ মৌন রইলেন।

পরদিবস রাষ্ট্রপালপিতা গৃহের সকল হিরণ্য, সুবর্ণ দুই স্তূপে পৃথক করে রাখলেন। অতঃপর রাষ্ট্রপালের পূর্ব পত্নীদ্বয়কে ডেকে বলে দিলেন—বধূমাতাগণ! তোমরা রাষ্ট্রপালের মনোজ্ঞ অলঙ্কারে বিভূষিতা হয়ে থাক।

উত্তম খাদ্যভোজ্য তৈয়ার হল। পূর্বাহ্ণ সময়ে চীবর পরিহিত রাষ্ট্রপাল পাত্র হস্তে গৃহে প্রবেশ করে সজ্জিত আসনে উপবেশন করলে পিতা বললেন, হে রাষ্ট্রপাল! এই পুঞ্জ তোমার মাতার দিক থেকে প্রাপ্ত মাতৃ যৌতুক—অপর পুঞ্জ তোমার পিতৃপিতামহের সম্পদ। তুমি এই হিরণ্য-সুবর্ণ, ধনসম্পদ গৃহবাসী হয়ে উপভোগ কর। এই সম্পদ দ্বারা পুণ্যার্জন কর। তুমি পুনঃ গৃহে ফিরে এস।

হে গৃহপতি! এ হিরণ্য-সুবর্ণে আমার কোন প্রয়োজন নাই। এই পুঞ্জদ্বয় আপনি শকটে বহন করে মধ্যগঙ্গায় নিক্ষেপ করুন। তা করলে তজ্জনিত শোক তাপ দুঃখ বিপদ মুক্ত হবেন, তা বর্ধিতও হবে না।

এমন সময় পূর্ব ভার্যাদ্বয় আয়ুষ্মানের পা'দুখানি জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন—হে আর্যপুত্র! আপনি কিরূপ অপ্সরা লাভের জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করছেন?

হে ভগ্নিগণ! আমি অপ্সরা লাভের জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করছি না।

পূর্ব স্ত্রীদ্বয়কে আয়ুষ্মান্ ভগ্নি সম্বোধন করাতে উভয়ে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন।

তখন আয়ুষ্মান্ পিতাকে বললেন—গৃহপতি! আহার দিতে হয় দিন নতুবা আর কষ্ট দিবেন না।

তারপর উত্তম ভোজন পরিবেশন করা হল। আহারান্তে আয়ুষ্মান্ রাষ্ট্রপাল পিতামাতার নিকট জরা, ব্যাধি, ক্লেশময় দেহের অসারতা বর্ণনা করে প্রস্থান করলেন।

অহিংসক অঙ্গুলিমাল

ভগবান শ্রাবস্তীতে জেতবনের অনাথপিণ্ডদ-আশ্রমে বিহার করছেন। সেই সময় কোশলরাজ্যে একজন নিষ্ঠুর দস্যুর আবির্ভাব হয়েছে। রাজা প্রসেনজিৎ তাই চিন্তিত। ঐ দস্যু নরহত্যায় এমনই প্রমত্ত যে জনসাধারণ তার নামেই ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। এক নয়, দুই নয়, তিন নয়—অগণিত নর সেই দস্যুর খড়্গাঘাতে নিহত হয়েছে। তার দস্যুপনার এতই বাড়াবাড়ি যে, এবার সে গ্রাম, নিগম, জনপদ ধ্বংস করতে ছুটেছে। রাজ্যে এরূপ এক মহাপ্রতাপসম্পন্ন দস্যুর উপদ্রবে প্রজারা উদ্বিগ্ন, ভীত, সন্ত্রস্ত। তাই মহারাজ প্রসেনজিৎ স্বয়ং সসৈন্যে তাকে দমন করবেন স্থির করলেন।

কে সে দস্যু?

সেই দস্যু অঙ্গুলিমাল। সে নরহত্যা করে নর-আঙ্গুল-মালা ধারণ করে। তার পূর্বনাম অহিংসক।

এমনি সঙ্কটকালে একদিন প্রাতে ভগবান চীবর পরিধান করে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে শ্রাবস্তীর রাস্তায় নেমে পড়লেন। তাঁর গতি অঙ্গুলিমাল কর্তৃক উপদ্রুত অঞ্চলের দিকে। নতশিরে ধীর পদক্ষেপে তিনি চলতে আরম্ভ করলেন সেদিকে। তাই দেখে গোপাল, পশুপাল, কৃষক, পথিকগণ ভগবানের পথ আগলে দাঁড়িয়ে অনুনয় করে বলল,—ভগবন্! ওপথে যাবেন না। ওপথ অঙ্গুলিমাল দ্বারা উপদ্রুত। অঙ্গুলিমালের নিকট কোন দয়ামায়া নেই। নিকটে মানুষ পেলেই বধ করে। সে এভাবে অসংখ্য মানুষ বধ করে তাদের হাতের আঙ্গুল দিয়ে মালা তৈরি করে গলায় ধারণ করে। এমন কি দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ জনের দলও তার নিকট রেহাই পায় নি। সে এখন গ্রাম, নিগম, জনপদ ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। ভগবন্!

আমাদের অনুরোধ—আপনি ওপথে, ওদিকে যাবেন না। অঙ্গুলিমাল আপনাকে বধ করবে।

ভগবান নীরবে তাদেব কথা শ্রবণ কবেন, আর এগিযে চলেন। পথে এরূপ অনেক বাধা তিনি অতিক্রম করে চলেছেন। অবশেষে দস্যু-কান্তাবে এসে পৌছলেন।

অঙ্গুলিমাল দূরে ভগবানকে আসতে দেখল। আশ্চর্যও হল সে। ভাবল,—ভযানক স্পর্ধা তো! এ পথে একা, এমন কি পঞ্চাশ জনও আসতে ভয পায, অথচ দেখছি একজন শ্রমণ একাই এ পথে এসে পডেছেন। ভালই হল, প্রস্তুত হই তবে তার জীবন নাশের জন্য।

অঙ্গুলিমাল ঢাল-তলোযাব, তীর-ধনুক নিয়ে অচিরে পথে নেমে পডল, ভগবানের প্রতি সবেগে পশ্চ‌ৎ পশ্চাৎ অনুসরণ কবতে লাগল। শক্তিমান দস্যুর সবেগ দৌড কার্যকবা হল না, মনে হল, সে যথাস্থানেই বযে গেছে। সবশক্তি প্রয়োগ করে সে আবাব দৌডায, তবুও স্বাভাবিক গমনশীল শ্রমণের নাগাল পায না। মনে মনে আশ্চর্য হল, ভাবল, —একি ? আমি ধাবমান হস্তী অশ্ব বথ মৃগ ধবতে সক্ষম হয়েছি, আব আজ এই শ্রমণকে ধরতে অক্ষম কেন? তাঁর গতি তো স্বাভাবিক। তখন রাগান্বিত দস্যু সজোবে চীৎকার করে বলল— হে শ্রমণ! তুমি স্থির হও।

ভগবান বললেন—আমি স্থির আছি, তুমি স্থির হও।

তখন অঙ্গুলিমাল চিন্তা করল—এই শাক্যপুত্র শ্রমণগণ সত্যবাদী সত্যশীলী, তবে গমনশীল হয়েও এই শ্রমণ মিথ্যা বলছেন কেন? তিনি কি স্থির? আর আমাকে বলছেন—তুমি স্থির হও?

এবার উভয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। তখন অঙ্গুলিমাল জিজ্ঞাসা করল—হে শ্রমণ! আপনি পথ চলছেন, তবুও স্থির আছেন বলছেন কেন? আমি সুস্থির আছি তবু আমাকে অস্থির বলছেন কেন?

হে অঙ্গুলিমাল! সর্বজীবের প্রতি আমি দণ্ড ত্যাগ করে সর্বকালের জন্য স্থির আছি। তুমি প্রাণিগণের প্রতি অসংযত ব্যবহার কর তাই তুমি অসংযত—আমি সুসংযত। তুমি অস্থির—আমি সুস্থির।

অতপর অঙ্গুলিমাল বলল—আমি বহুকাল মহর্ষি পূজা করিনি—সেই

সত্যভাষী মুনি আজ আমার নিকট উপনীত। আপনার বাক্য শ্রবণ করে আমি এখন সর্বপাপহর জীবন গ্রহণ করব ইচ্ছা করেছি।

দস্যু তখন স্বীয় আয়ুধ দূরে নিক্ষেপ করে সুগত-পাদপদ্মে লুটিয়ে পড়ে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করল।

করুণাঘন বুদ্ধ অঙ্গুলিমালের প্রতি মহাকরুণা বিস্তার করলেন—তাকে ভিক্ষু-প্রব্রজ্যা প্রদান করলেন।

অঙ্গুলিমাল শ্রমণরূপে ভগবানকে অনুসরণ ক'রে চলেছেন, ক্রমে শ্রাবস্তীতে উপনীত হয়ে অনাথপিণ্ডদের আশ্রম জেতবনে অবস্থান করলেন।

সেই সময়ে কোশলরাজ্যবাসী প্রজাগণ রাজা প্রসেনজিৎ-কোশলের অন্তঃপুরদ্বারে সমবেত হয়ে কোলাহল করছিল। রাজা উচ্চশব্দ, মহাশব্দ শ্রবণ করে প্রজাদের নিকট এসে উপস্থিত হলে তারা একস্বরে দস্যু অঙ্গুলিমালের অত্যাচার-কাহিনী নিবেদন করল। রাজা মহাদস্যুর উৎপাতে প্রজাগণকে উত্ত্যক্ত বিরক্ত ভীত সন্ত্রস্ত দেখে, রাজ্যে দস্যুর উৎপাত নিরসনের নিমিত্ত পঞ্চশত অশ্বারোহী-সৈন্যসহ যাত্রা করলেন। যাত্রা পথে রাজা ভগবানের চরণ বন্দনা করবেন স্থির করে জেতবন আশ্রমে প্রবেশ করলেন।

ভগবানকে অভিবাদন করে রাজা প্রসেনজিৎ একস্থানে উপবেশন করলে ভগবান তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—মহারাজ! শ্রেণিক বিম্বিসার বা লিচ্ছবিগণ কি আপনার প্রতি কুপিত হয়েছেন? রাজ্যে কি কোন অশান্তি দেখা দিয়েছে?

হে ভগবন। শ্রেণিক বিম্বিসার বা লিচ্ছবিগণ আমার রাজ্য আক্রমণ করেনি; কিন্তু রাজ্যে অঙ্গুলিমাল নামক এক দস্যু ভীষণ উৎপাত আরম্ভ করেছে। সে অসংখ্য নরহত্যা করেছে। উপদ্রুত অঞ্চলে ভীতির সঞ্চার হয়েছে, প্রজাগণ দস্যুর উপদ্রবে উত্ত্যক্ত বিরক্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছে, সে এখন গ্রাম নিগম জনপদ ধ্বংস করবার উপক্রম করেছে। ভগবন্! তাকে দমন করবার জন্য আমি সসৈন্যে উপদ্রুত অঞ্চলে যাত্রা করছি।

মহারাজ! আপনি যদি দস্যু অঙ্গুলিমালকে কেশশ্মশ্রু মুণ্ডিত, কাষায়বস্ত্র

পরিহিত, প্রব্রজিত, প্রাণিহিংসা-বিরত, অদত্ত গ্রহণ ও মিথ্যাবাক্য-বিরত, একাহারী, ব্রহ্মচারী, কল্যাণধর্মী, অবৈরীচিত্ত দেখতে পান তবে কি করবেন ?

ভগবন্! আমি তবে তাঁকে অভিবাদন করব, প্রত্যুত্থানে সম্মান প্রদর্শন করব ; চীবব, আহার, শয়নাসন, পথ্য, ভৈষজ্য, অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যদ্বারা সৎকার করব। তাঁর সুষ্ঠু বসবাসের ব্যবস্থা করব। তবে, ভগবন্! দুঃশীল, ঘাতক, পাপীব এ সুমতি ও সংযম কি কখনও সম্ভব ?

তখন ভগবান অঙ্গুলি নির্দেশে মহারাজ প্রসেনজিতকে বললেন—ঐ দেখুন শান্ত, সংযত অঙ্গুলিমালকে।

রাজা প্রসেনজিত ভীত হলেন। পরিষদ স্তব্ধ হল। জনগণের দেহে রোমাঞ্চ হল। সকলে আয়ুষ্মান্ অঙ্গুলিমালের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

ভগবান বললেন—আপনারা ভীত হবেন না। অঙ্গুলিমাল এখন শান্ত—অবৈরীচিত্ত, মৈত্রীপরায়ণ।

রাজার ভয়ভীতি দূর হল। তিনি অঙ্গুলিমালের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি আমাদের ভদন্ত অঙ্গুলিমাল!

হাঁ মহারাজ! আমি অঙ্গুলিমাল।

ভদন্ত! আপনার পিতামাতার পরিচয় কি ?

মহারাজ! আমার পিতা গার্গ্য, মাতা মৈত্রায়ণী।

ভদন্ত! আপনার খাদ্য-ভোজ্য, আহার-বিহার, পথ্য-ভৈষজ্য, পাত্র-চীবর প্রভৃতির ব্যবস্থা করব।

মহারাজ! আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার সদিচ্ছা প্রবলতর হোক। আমি আরণ্যক, ত্রিচীবর[১] ব্রতধারী ভিক্ষু। আমার ত্রিচীবর এখন পরিপূর্ণ আছে।

রাজা ভগবানের নিকটে উপবেশন করে বললেন—এ বড় আশ্চর্য! এ বড় অদ্ভুত! আপনি অদান্ত-অশান্তকে দমন করেন, শান্ত করেন; দুর্নিবৃত্তকে দুষ্কার্য থেকে নিবারণ করেন; আমরা যাদের দণ্ড, অস্ত্র, শস্ত্র দ্বারা দমন করতে সমর্থ হই না, আপনি তাদের মৈত্রী দ্বারা জয়

১ অন্তর্বাস, বহির্বাস, সঙ্ঘাটিক (চাদররূপে ব্যবহৃত চীবর)।

করেন। ভগবন্! আমার বহুকৃত্য, বহু করণীয় আছে। আপনি অনুমতি দিন, আমি এখন স্ব-স্থানে গমন করি।

মহারাজ! আপনি যা উচিত মনে করেন তাই করুন।

ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে রাজা প্রসেনজিত প্রস্থান করলেন।

একদিন আয়ুষ্মান্ অঙ্গুলিমাল পূর্বাহ্নে পাত্র-চীবর ধারণ করে, ভিক্ষান্ন আহরণে শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করলেন। পথে জনৈকা গর্ভযন্ত্রণা-কাতর স্ত্রীলোককে দেখে তিনি চিত্তে বেদনা অনুভব করলেন। প্রাণিগণকে দুঃখ-কাতর দেখে ব্যথিত হলেন।

আহারান্তে আয়ুষ্মান্ অঙ্গুলিমাল ভগবানের নিকট এ নারীর গর্ভযন্ত্রণা বিষয় ব্যক্ত করলেন।

তখন ভগবান নির্দেশ দিলেন—আয়ুষ্মান্! তুমি স্ত্রীলোকেব নিকট গিয়ে বল—ভগিনি! আমি জন্মাবধি স্বেচ্ছায় কোন প্রাণী বধ করিনি। এ সত্যবাক্যদ্বারা তোমার শুভ হোক্। তুমি নিরাময় হও, তোমার গর্ভস্থ শিশুর মঙ্গল হোক্।

ভগবন্! এরূপ বাক্য প্রকাশ আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ হবে। জন্মাবধি স্বেচ্ছায় আমি অনেক প্রাণিবধ করেছি।

আয়ুষ্মান্! তাই যদি হয় তবে তাকে এরূপ বল, ভগিনি! আর্যধর্ম অবলম্বন করার পর থেকে আমি স্বেচ্ছায় কোন প্রাণিহিংসা করিনি। এই সত্যবাক্যদ্বারা তোমার শুভ হোক্, তুমি নিরাময় হও তোমার গর্ভস্থ শিশুর মঙ্গল হোক্।

. আয়ুষ্মান্ অঙ্গুলিমাল অতঃপর গর্ভযন্ত্রণাক্লান্ত স্ত্রীলোকটির নিকট গমন করে সেই সত্যবাক্য আবৃত্তি করলেন।

সেই সত্যবাক্য আবৃত্তির ফলে স্ত্রীলোকটির সুপ্রসব হল।

আয়ুষ্মান্ অঙ্গুলিমালের এবার বিবেকপ্রদ জীবন যাপন আরম্ভ হল তিনি সর্বদুঃখের অন্ত-সাধনের নিমিত্ত করণীয়কর্ম আরম্ভ করলেন। এরূপ অপ্রমত্ত মার্গ অনুশীলন দ্বারা তিনি ইহজীবনে ব্রহ্মচর্যের চরম ফল অর্হত্বে উপনীত হলেন। স্বয়ং অভিজ্ঞতা দ্বারা সর্বদুঃখের অবসান অবলোকন করলেন। তাঁর ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কর্মের অবসান হয়েছে

তিনি এখন সদ্‌ব্রহ্মচারী, কৃতকর্মা পুরুষ। তিনি জ্ঞাত হলেন তাঁর সকল কর্তব্যের পরিসমাপ্তি হয়েছে, জন্মক্ষয় হয়েছে।

একদিন আয়ুষ্মান্ ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বাহির হয়েছেন। পথে সকলেই তাঁকে চিনতে পেরে তাঁর প্রতি দণ্ড, কঙ্কর, ঢিল নিক্ষেপ করল। তিনি আহত হলেন। শিরে, সর্বদেহে আঘাতে জর্জরিত হয়ে, রক্তাপ্লুত দেহে, ভগ্নপাত্র হাতে, ছিন্নচীবর পরিধানে—ভগবানের নিকট এসে উপস্থিত হলেন। অঙ্গুলিমালের এ দুর্দশা দেখে ভগবান বললেন—ব্রাহ্মণ! তুমি ধৈর্যধারণ কর, সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর। তোমার বহু শত-সহস্র বৎসরের দুঃখ-ভোগের অবসান হয়েছে। তুমি দুঃখ ইহজীবনে ভোগ করলে। এখানেই তোমার সর্বদুঃখ ভোগের পরিসমাপ্তি হয়েছে।

অতঃপর আয়ুষ্মান্ অঙ্গুলিমাল ফলসমাপত্তি-ধ্যানে লীন হয়ে বিমুক্তি সুখ উপলব্ধি করলেন।

ষট্ বিশোধন

একদা ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডদ আশ্রমে অবস্থান করছেন। সেস্থানে অবস্থান কালে তিনি একদিন ভিক্ষুসঙ্ঘকে আহ্বান করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ! এখানে এক ভিক্ষু পরমার্থজ্ঞান-বিষয় প্রকাশ করছেন। তিনি বলছেন, 'জন্ম শেষ হয়েছে, করণীয়কার্য কৃত হয়েছে, ভবিষ্যৎ জন্ম রুদ্ধ হয়েছে।' এ ভিক্ষুর বাক্যের জন্য আনন্দ প্রকাশের কিছু নাই, প্রতিবাদেরও কোন প্রয়োজন নাই। তৎপরিবর্তে সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, 'হে ভিক্ষু! দ্রষ্টা, জ্ঞাতা ভগবান তথাগত যে চার বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, যেমন—দৃষ্ট হলে দৃষ্ট হয়েছে প্রকাশ করা, শ্রুত হলে শ্রুত হয়েছে প্রকাশ করা, মুত[১] হলে মুত হয়েছে প্রকাশ করা, বিজ্ঞাত হলে বিজ্ঞাত হয়েছে প্রকাশ করা; এ চার বিষয়কে কিরূপে জ্ঞাত হলে, দৃষ্ট হলে, আপনি বলতে পারেন যে তাহার (জ্ঞাতার, দ্রষ্টার) চিত্ত উপাদান[২] রহিত হয়েছে, তৃষ্ণা ক্ষয় হয়েছে?' সেই ভিক্ষু যদি

১ ঘ্রাত, আস্বাদিত ও স্পর্শিত।

২ যে অনুশয় (সূক্ষ্মতৃষ্ণা) পুনর্জন্ম ও তৃষ্ণা উৎপাদন করে।

বিতৃষ্ণ হন, বিগতজন্ম হন, কৃতকর্ম হন, অনুত্তর পরমার্থলাভী হন তবে তিনি ধর্মসম্মত এরূপ উত্তর প্রদান করবেন—হে মাননীয় ভিক্ষুগণ! আমি দৃষ্ট, শ্রুত, মুত, বিজ্ঞাত বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট নহি, প্রতিরোধ প্রাপ্ত নহি, তৎদ্বারা মোহিত নহি; বরঞ্চ তাহা হতে মুক্ত, বিমুক্ত, অনাসক্তচিত্ত। হে মাননীয় ভিক্ষুগণ! আমি এ চার বিষয়কে এরূপে জ্ঞাত হয়ে, দর্শন করে, বলতে পারি আমার চিত্ত উপাদানহীন হয়েছে, তৃষ্ণাহীন হয়েছে। সে ভিক্ষুর এরূপ উক্তির জন্য আনন্দ প্রকাশ করা যায়, এরূপ বলে অনুমোদন করা যায়—ইহা অতীব উত্তম। এরূপ আনন্দ প্রকাশ বা অনুমোদনের পর আরও জিজ্ঞাস্য থাকে।

তারপরও জিজ্ঞাসা করা যায়, 'হে ভিক্ষু! দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, ভগবান সম্যক্‌সম্বুদ্ধ যে পঞ্চস্কন্ধ অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান বিষয়ে বলেছেন তাহা কিরূপে জ্ঞাত হলে, দৃষ্ট হলে আপনি বলতে পারেন যে তাহার (জ্ঞাতার, দ্রষ্টার) চিত্ত উপাদান রহিত হয়েছে, তৃষ্ণাক্ষয় হয়েছে?' হে ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষু যদি বিতৃষ্ণ, বিগতজন্ম, কৃতকর্ম, অনুত্তর পরমার্থলাভী হন তবে তিনি এরূপ উত্তর প্রদান করবেন, —'হে মাননীয় ভিক্ষুগণ! পঞ্চস্কন্ধ অর্থাৎ রূপ, বেদনা সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান (আমার মধ্যে) দুর্বল হয়েছে, বিরাগ প্রাপ্ত হয়েছে, অর্থহীন হয়েছে, পঞ্চস্কন্ধের এরূপ ধ্বংস, বিরাগ, অনর্থ দর্শনহেতু আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি আমার চিত্ত বিমুক্ত।' হে মাননীয় ভিক্ষুগণ! পঞ্চস্কন্ধকে আমি এরূপে দর্শন করে, জ্ঞাত হয়ে বলতে পারি আমার চিত্ত উপাদানহীন হয়েছে, তৃষ্ণাহীন হয়েছে। সে ভিক্ষুর এরূপ উক্তির জন্য আনন্দ প্রকাশ করা যায়, এরূপ বলে অনুমোদন করা যায়—ইহা অতীব উত্তম। এরূপ আনন্দ প্রকাশ বা অনুমোদনের পর আরও জিজ্ঞাস্য থাকে।

তারপরও জিজ্ঞাসা করা যায়, 'হে ভিক্ষু! দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, ভগবান সম্যক্‌সম্বুদ্ধ যে ষট্‌ধাতু অর্থাৎ পৃথিবীধাতু (কঠিন পদার্থ), অপ্‌ধাতু (জল) তেজধাতু (অগ্নি), বায়ুধাতু, আকাশধাতু (শূন্যতা), বিজ্ঞানধাতু (চিত্ত) বিষয়ে বলেছেন তাহা কিরূপে জ্ঞাত হলে, দৃষ্ট হলে আপনি বলতে পারেন তাহার চিত্ত উপাদান রহিত হয়েছে, তৃষ্ণাক্ষয় হয়েছে?' হে ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষু যদি বিতৃষ্ণ, বিগতজন্ম, কৃতকর্ম, অনুত্তর পরমার্থলাভী হন, এরূপ উত্তর

প্রদান করবেন,—'হে মাননীয় ভিক্ষুগণ! আমি পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, বিজ্ঞানধাতুকে অনাত্মরূপে দর্শন করেছি, ইহাদের মধ্যে আত্মার বিদ্যমানতা নাই তাহাও বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হয়েছি; এই সকল বিষয়ের প্রতি আকৃষ্টতা পরিহার হেতু, বিতৃষ্ণা হেতু, তৎবিষয়ের প্রতি আকৃষ্টতা হেতু যে চিত্তক্লেশ উৎপন্ন হয় তাহার উপলব্ধি হেতু আমার চিত্ত বিমুক্ত। হে মাননীয় ভিক্ষুগণ! ষট্‌ধাতুকে আমি এরূপে দর্শন করে, জ্ঞাত হযে বলতে পারি আমার চিত্ত উপাদানহীন হয়েছে, তৃষ্ণাহীন হয়েছে।' সে ভিক্ষুর এরূপ অভিব্যক্তির জন্য আনন্দ প্রকাশ করা যায়; এরূপ বলে অনুমোদন করা যায়—ইহা অতীব উত্তম, এরূপ আনন্দ প্রকাশ বা অনুমোদনের পর আরও জিজ্ঞাস্য থাকে।

তারপরও জিজ্ঞাসা করা যায়,—'হে ভিক্ষু! দ্রষ্টা, জ্ঞাতা ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ যে ষড়েন্দ্রিয়, ষড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু বিষয়ে বলেছেন তাহা কিরূপে জ্ঞাত হলে, দৃষ্ট হলে আপনি বলতে পারেন তাহার চিত্ত উপাদান রহিত হযেছে, তৃষ্ণাক্ষয় হয়েছে? হে ভিক্ষুগণ,! সেই ভিক্ষু যদি বিতৃষ্ণ, বিগত-জন্ম, কৃতকম, অনুত্তর পরমার্থলাভী হন, তবে তিনি এরূপ উত্তর প্রদান করবেন 'হে মাননীয় ভিক্ষুগণ! চক্ষু, দৃশ্যবস্তু, চক্ষুবিজ্ঞান, চক্ষুবিজ্ঞান দ্বারা দৃশ্যমান অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান বিষয়; নাসিকা, গন্ধ, ঘ্রাণবিজ্ঞান, ঘ্রাণবিজ্ঞান দ্বারা ঘ্রাতব্য অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান গন্ধ; জিহ্বা, স্বাদ (রস), রসবিজ্ঞান, রসবিজ্ঞান দ্বারা আস্বাদযোগ্য অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান রস; দেহ, স্পর্শযোগ্যবস্তু, কায়বিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান দ্বারা স্পৃশ্য অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান বস্তু; চিত্ত, ধর্ম (চিত্তগ্রাহ্য বিষয়) চিত্তবিজ্ঞান, চিত্তবিজ্ঞান দ্বারা চিন্তনীয় অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান চিত্তগ্রাহ্য বিষয় প্রভৃতির প্রতি তৃষ্ণা, আকর্ষণ, আনন্দ, আসক্তির ধ্বংস, বিরাগ, বিতৃষ্ণা, অনাসক্তিহেতু আমি উপলব্ধি করেছি আমার চিত্ত বিমুক্ত। হে মাননীয় ভিক্ষুগণ! ষড়েন্দ্রিয়, ষড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে আমি এরূপে দর্শন করে, জ্ঞাত হয়ে বলতে পারি আমার চিত্ত উপাদানহীন হয়েছে, তৃষ্ণাহীন হয়েছে।' সে ভিক্ষুর এরূপ অভিব্যক্তির জন্য আনন্দ প্রকাশ করা যায়; এরূপ বলে অনুমোদন করা যায়—ইহা অতীব উত্তম। এরূপ আনন্দ প্রকাশ বা অনুমোদনের পর আরও জিজ্ঞাস্য থাকে।

সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করা যায়—'হে ভিক্ষু! বিজ্ঞানকেন্দ্রিক দেহের সঙ্গে সকল বাহ্যপ্রকৃতির সম্বন্ধ কিরূপ জ্ঞাত হলে, দৃষ্ট হলে—আমি কর্তা, আমার দ্বারা সকল কর্ম সম্পাদিত হয়—এরূপ বৃথা গর্ব সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়?' হে ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষু যদি বিতৃষ্ণ, বিগতজন্ম, কৃতকর্ম, অনুত্তর কৃত পরমার্থলাভী হন, তাহলে এরূপ উত্তর প্রদান করবেন,—'হে মাননীয় ভিক্ষুগণ! অতীতে গৃহবাসকালে আমি অন্ধ ছিলাম। তথাগত বা তথাগত শ্রাবক আমাকে ধর্মশিক্ষা দিয়েছেন। ধর্ম শ্রবণ করে আমি তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হই; শ্রদ্ধাবশতঃ তখন এরূপ চিন্তা করি,—গৃহজীবন পঙ্কিল, প্রব্রজ্যা মুক্তজীবন; গৃহজীবনে পূর্ণ, পবিত্র, শঙ্খশ্বেত ব্রহ্মচর্য পরিপালন সম্ভব নহে। তাই কেশ শ্মশ্রু ছেদন করে, কাষায় বস্ত্র পরিধান করে, গৃহজীবন ছেড়ে মুক্তজীবনে পদার্পণ করা শ্রেয়। তারপর বিষয়সম্পত্তি, ধন, হিরণ্য, সুবর্ণ ত্যাগ করে, পরমাত্মীয়কে পরিত্যাগ করে, শির মুণ্ডন করে, কাষায় বস্ত্র পরিধান করে প্রব্রজ্যারূপ বিমুক্তজীবনে পদার্পণ করি। প্রব্রজ্যাজীবন যাপনকালে আমি প্রাণিহিংসা ত্যাগ করে অহিংসক হই, দণ্ড অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করে অকলুষ জীবন যাপন করি, সর্বজীবের প্রতি, সর্বসত্ত্বের প্রতি দয়াময়, বন্ধুত্বময়, মৈত্রীময় জীবন যাপন করি। যাহা দেওয়া হয়নি এমন অদত্তবস্তু গ্রহণে বিরত হয়ে, চৌর্যবৃত্তি পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ পবিত্র জীবন যাপন করি। মিথ্যা কাম-কামাচার ত্যাগ করে, ব্যভিচার-বিরত জীবন যাপন করতঃ নারীসংসর্গ বিহীন জীবন যাপন করি। মিথ্যাভাষণ-বিরত জীবন যাপন করতঃ মিথ্যা পরিহার করে, সত্যবাদী হয়ে, বিশ্বাস্য হয়ে, নির্ভরযোগ্য অপ্রতারক জীবন যাপন করি। পিশুনবাক্য-বিরতি সমন্বিত হয়ে আমি এখানের কথা সেখানে সেখানের কথা এখানে, বিভেদ ভণ্ডন সৃষ্টির জন্য উচ্চারণ করিনি। এভাবে বৈরীগণের মধ্যে অবৈরীভাবের সৃষ্টি করেছি, বরঞ্চ বন্ধুগণের মধ্যেও বন্ধুত্ব স্থাপন করেছি। একতাস্থাপন বাক্যে আমি পরমতুষ্টি, আনন্দ, প্রীতি অনুভব করতাম। কর্কশবাক্য বিরত হয়ে বিহার করেছি; প্রিয় কর্ণসুখ-কর মনোজ্ঞ হৃদয়গ্রাহী ভদ্র ও জনপ্রিয় বাক্যভাষী ছিলাম। বৃথাবাক্য পরিহার করে অল্পভাষী ছিলাম। সময়োচিত ভাষণ, সত্যভাষণ, পরমার্থ-বিষয় ভাষণ, ধর্মবিনয় সম্মত ভাষণ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ভাষণ করতাম

না। বীজ, উদ্ভিদ প্রভৃতি ধ্বংসে বিরত ছিলাম। আমি একাহারী, নৈশ ভোজনে বিরত, অসময়-আহারে বিরত ছিলাম। নৃত্য, গীতবাদ্য দর্শন শ্রবণে বিরত ছিলাম। মাল্য-গন্ধ ধারণ, মণ্ডন, বিভূষণে বিরত ছিলাম। উচ্চ-মহাশয়ন, স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণ, হরিৎ-শস্য, অপক্ক মাংস, নারী-বালিকা, দাস-দাসী, মেষ-ছাগ, শূকর-কুক্কুট, হস্তী-অশ্ব, গরু-অশ্বতর, মাঠ, স্থান গ্রহণ এবং খবর আদান প্রদান কার্যে বিরত ছিলাম। ক্রয়-বিক্রয়-কালে ওজন চুরিতে বিরত ছিলাম। দেহবিকৃতি, হত্যা, ডাকাতি, রাহাজানি কার্যে বিরত ছিলাম। প্রাপ্ত খাদ্য-চীবরে পরিতুষ্ট ছিলাম, সর্বত্র তাহাই আমার একমাত্র সম্বল ছিল। উড্ডীয়মান পক্ষী যেমন আপন পাখা নির্ভর করে যদৃচ্ছ গমন করে সেরূপ আমিও পাত্র, চীবর সম্বল করে যথেচ্ছ বিচরণ করেছি। এরূপ আর্যশীলী হয়ে আমি অধ্যাত্ম সুখ অনুভব করেছি।

'আমি কোন বহির্দৃশ্য দর্শন করে তাতে আকৃষ্ট হইনি, তার নিমিত্তে অনুব্যঞ্জনে আকৃষ্ট হইনি। আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় যদি অসংযত, অদান্ত থাকত তবে চিত্তক্লেশ উৎপন্ন হত; তাই আমি চক্ষুরিন্দ্রিয়কে সংযত করেছি শান্ত-দান্ত করেছি; চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করেছি। অনুরূপভাবে আমি—কর্ণে শব্দ শ্রবণ করে; নাসিকায় গন্ধ গ্রহণ করে, জিহ্বায় স্বাদ আস্বাদন করে, দেহে স্পর্শ অনুভব করে, চিত্তে চিন্তনীয় বিষয়ের (ধর্ম) আগমনে আকৃষ্ট হইনি; তার নিমিত্তে, অনুব্যঞ্জনে আকৃষ্ট হইনি। আমার এই ইন্দ্রিয় সকল সংযত, শান্ত-দান্ত করেছি, এই সকল ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করেছি। এই সকল ইন্দ্রিয় সংবরণ করেছি। আমি ষড়েন্দ্রিয়ের উপর আর্য-সংবরণ স্থাপন করে অধ্যাত্ম, অনাবিল চিত্তশান্তি লাভ করেছি।

'সম্মুখে-পশ্চাতে গমনে, দেহ চালনে, সঙ্কোচনে, প্রসারণে, পাত্র-চীবর ধারণে, ভোজনে, পানে, আস্বাদনে, মলমূত্রত্যাগে, গমনে, স্থিতিতে, উপবেশনে, জাগরণে, নীরবতায় আমি স্মৃতিযুক্ত ছিলাম।

'এরূপ আর্যশীলী, আর্য-ইন্দ্রিয় সংবরণশীল, স্মৃতিসম্প্রজ্ঞ হয়ে আমি অরণ্য বৃক্ষতল পর্বতকন্দর গুহা শ্মশান বনখণ্ড উন্মুক্ত প্রান্তর তৃণগৃহ নির্বাচন করেছি; ভিক্ষায় ভোজন সমাপ্ত করে, সোজা হয়ে বসে, ধ্যেয়বস্তুর প্রতি স্মৃতি স্থাপন করে পদ্মাসনে উপবেশন করেছি; লোভ ত্যাগ করে, লোভ

বিগতচিত্তে অবস্থান করেছি, দ্বেষ ত্যাগ করে, সর্বজীবের প্রতি বিগতদ্বেষ চিত্তে অবস্থান করেছি ; তন্দ্রালস্য পরিত্যাগ করে, আলোকস্মৃতিযুক্ত হয়ে বিগততন্দ্রালস্যচিত্তে অবস্থান করেছি ; দেহ-চিত্তের ঔদ্ধত্য-কুকৃত্য পরিত্যাগ করে, অধ্যাত্ম-উপশান্তচিত্তে অবস্থান করেছি ; সন্দেহ ত্যাগ করে, সর্বকুশলধর্মে সন্দেহাতীত হয়ে অবস্থান করেছি। এরূপে পঞ্চ-বন্ধন থেকে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেছি।

'পঞ্চবন্ধন থেকে চিত্ত পরিশুদ্ধ করে চিত্তক্লেশ বিদূরিত করে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতিসুখ সমন্বিত প্রথমধ্যানে অবস্থান করি······দ্বিতীয় ধ্যানে······তৃতীয়ধ্যানে······চতুর্থধ্যানে অবস্থান করি।

'তারপর এরূপ পরিশুদ্ধ, ক্লেশগত মৃদুভূত শান্ত কমনীয়, স্থিরচিত্তকে তৃষ্ণাক্ষয়-জ্ঞান অভিমুখে নমিত করি। তারপর আমি জ্ঞাত হই ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখসমুদয়, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধ পথ ; ইহা আসব (তৃষ্ণা), ইহা আসব সমুদয়, ইহা আসব নিরোধ, ইহা আসবনিরোধ-পথ। এরূপ বিজ্ঞাত হয়ে আমার চিত্ত কামাসব, ভবাসব, দৃষ্ট্যাসব, অবিদ্যাসব থেকে মুক্ত হল। চিত্তমুক্ত হলে চিত্ত মুক্ত হয়েছে প্রজ্ঞাত হলাম,—আমি হৃদয়ঙ্গম করলাম আমার জন্ম নিরোধ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কর্ম কৃত হয়েছে, পুনর্জন্ম রহিত হয়েছে। হে মাননীয় ভিক্ষুগণ! বিজ্ঞানকেন্দ্রিক দেহের সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির অনাসক্ত সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করে, এরূপ প্রজ্ঞাত হয়ে, দর্শন করে—আমি কর্তা, আমার দ্বারা সকল কর্ম সম্পাদিত হয়, এহেন বৃথা গর্বের (মান) অবসান হয়।' ভিক্ষুর এরূপ অভিব্যক্তির জন্য আনন্দ প্রকাশ করা যায় ; এরূপ বলে অনুমোদন করা যায়—ইহা অতীব উত্তম। আরও বলা যায়—হে ভিক্ষু। ইহা তোমার পরম লাভ। তোমার সদর্থ লাভ হয়েছে। ব্রহ্মচর্য পরিসমাপ্তির তুমি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ভিক্ষুগণ ভগবানের ধর্মদেশনা শ্রবণ করে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

সৎপুরুষধর্ম

শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডদ আশ্রমে ভগবান অবস্থান করছেন। এসময় তিনি ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ! আমি

তোমাদের সৎপুরুষধর্ম, অসৎপুরুষধর্ম-বিষয় দেশনা করব। তোমরা শ্রবণ কর, মনোযোগ স্থাপন কর। ভিক্ষুগণ ধর্মশ্রবণে সম্মতি জ্ঞাপন করে উপবেশন করলেন।

সৎপুরুষধর্ম কি? হে ভিক্ষুগণ! অবিজ্ঞপুরুষ উচ্চকুল থেকে প্রব্রজিত হয়ে এরূপ চিন্তা করেন—আমি উচ্চকুল থেকে প্রব্রজিত, কিন্তু অপর সকল ভিক্ষুগণ উচ্চকুল থেকে প্রব্রজিত হয়নি। উচ্চকুলজাত বলে তিনি নিজকে গৌরবান্বিত মনে করেন, অপর ভিক্ষুগণকে অগৌরব, অবজ্ঞা করেন। হে ভিক্ষুগণ! ইহা অসৎপুরুধর্ম। হে ভিক্ষুগণ! বিজ্ঞপুরুষ এরূপ চিন্তা করেন—উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করলে, লোভ দ্বেষ মোহের অবসান হয়না, উচ্চকুল থেকে প্রব্রজিত না হয়েও ধর্মতঃ ব্রহ্মচর্যের পথ অনুসরণ করা যায়, প্রকৃত ব্রহ্মচারী হওয়া যায়, অর্হত্ব লাভ করা যায়। তিনি সম্যক্ প্রতিপদকে অবলম্বন করেন, নিজকে গৌরবান্বিত করেন না, অপর জনের প্রতি অগৌরব, অবজ্ঞা পোষণ করেন না। হে ভিক্ষুগণ! ইহা সৎপুরুষধর্ম।

হে ভিক্ষুগণ! অবিজ্ঞ পুরুষ মহান পরিবার থেকে প্রব্রজিত হয়ে এরূপ চিন্তা করেন—আমি এক বিখ্যাত পরিবার থেকে প্রব্রজিত হয়েছি, কিন্তু অপর ভিক্ষুগণ বিখ্যাত পরিবার থেকে প্রব্রজিত হননি। তাহার এরূপ খ্যাতি হেতু তিনি নিজকে খ্যাতিমান মনে করেন, অপর ভিক্ষুগণের প্রতি অগৌরব প্রদর্শন করেন। হে ভিক্ষুগণ! ইহাও অসৎপুরুষধর্ম। হে ভিক্ষুগণ! বিজ্ঞপুরুষ এরূপ চিন্তা করেন, স্বীয় খ্যাতিহেতু লোভ, দ্বেষ, মোহের অবসান হয়না। খ্যাতিসম্পন্ন পরিবার থেকে প্রব্রজিত না হয়েও ধর্মতঃ ব্রহ্মচর্যের পথ অনুসরণ করা যায়, প্রকৃত ব্রহ্মচারী হওয়া যায়, অর্হত্ব লাভ করা যায়, তিনি এরূপ সম্যক প্রতিপদকে অবলম্বন করেন, নিজকে খ্যাতিমান মনে করেন না, অপর ভিক্ষুর প্রতি অগৌরব প্রদর্শন করেন না। হে ভিক্ষুগণ! ইহাই সৎপুরুষধর্ম।

হে ভিক্ষুগণ! অবিজ্ঞ সর্বজন-পরিচিত, বিখ্যাত ব্যক্তি এরূপ চিন্তা করেন—আমি সর্বজন পরিচিত, বিখ্যাত; অপর ভিক্ষুগণ স্বল্পপরিচিত, সম্মানিত নন। স্বীয় পরিচিতি হেতু তিনি অন্যকে অবজ্ঞা করেন। হে ভিক্ষুগণ! ইহাও অসৎপুরুষধর্ম। বিজ্ঞব্যক্তি এরূপ চিন্তা করেন—লোভ,

দ্বেষ, মোহক্ষয় সর্বজন পরিচিতির উপর নির্ভর করেনা। সর্বজন পরিচিত না হয়েও ধর্মতঃ ব্রহ্মচর্য জীবন পালন করা যায়, প্রকৃত ব্রহ্মচারী হওয়া যায়, অর্হত্ব লাভ করা যায়। তিনি এরূপ সম্যক্ প্রতিপদ অবলম্বন করেন ; স্বীয় পরিচিতি বা খ্যাতির নিমিত্ত নিজকে গৌরবান্বিত মনে করেন না, অন্যকেও অবজ্ঞা করেন না।

হে ভিক্ষুগণ! অবিজ্ঞব্যক্তি রোগীর জন্য চীবর, ভিক্ষান্ন, আশ্রয়, ঔষধ সংগ্রহ করে, শ্রুতবান হয়ে, বিনয়ধর হয়ে, ধর্মধর (কথিক) হয়ে, বনবাসী হয়ে, পাংশুকূল[১]-ধারী হয়ে, ভিক্ষান্নজীবী হয়ে, বৃক্ষতলবাসী হয়ে, শ্মশান বাসী হয়ে—মুক্তাকাশচারী হয়ে, পদ্মাসনে উপবেশনক্ষম হয়ে, একাহারী হয়ে নিজকে এসকল গুণাবলীর জন্য গুণসম্পন্ন মনে করে গৌরবান্বিত বোধ করেন, অন্য ভিক্ষুগণের এ গুণাবলীর অভাব আছে মনে করে তাঁদের নিন্দা প্রকাশ করেন। হে ভিক্ষুগণ! ইহা অসৎপুরুষধর্ম। হে ভিক্ষুগণ! বিজ্ঞব্যক্তি লোভ, দ্বেষ, মোহক্ষয় এসকল গুণাবলীর উপর নির্ভর করে মনে করেন না। তাঁরা মনে করেন—এ সকল গুণাবলী ব্যতিরেকেও ধর্মতঃ ব্রহ্মচর্য পালন করা যায়, প্রকৃত ব্রহ্মচারী হওয়া যায়, অর্হত্ব লাভ করা যায়। তিনি এরূপ সম্যক্ প্রতিপদ অবলম্বন করেন, (স্বীয় গুণাবলীর জন্য) নিজকে গৌরবান্বিত বোধ করেন না, অন্যের নিন্দা প্রকাশ করেন না। হে ভিক্ষুগণ! ইহা সৎপুরুষধর্ম।

হে ভিক্ষুগণ! অবিজ্ঞব্যক্তি মনে করেন—আমি প্রথমধ্যানলাভী…দ্বিতীয়-ধ্যানলাভী ‥ তৃতীয়ধ্যানলাভী… চতুর্থধ্যানলাভী…আকাশঅনন্ত-আয়তন-ধ্যানলাভী…বিজ্ঞানঅনন্ত-আয়তনধ্যানলাভী…অকিঞ্চন-আয়তনধ্যানলাভী …নচেতন-নঅচেতন-আয়তনধ্যানলাভী (ন সংজ্ঞান-অসংজ্ঞায়তন) ; অন্য ভিক্ষুগণ এসকল ধ্যানলাভী নন। এরূপে তিনি নিজের প্রশংসা করেন, অন্য ভিক্ষুর নিন্দা করেন। হে ভিক্ষুগণ! ইহা অসৎপুরুষধর্ম। হে ভিক্ষুগণ! বিজ্ঞব্যক্তি নিজকে এসকল ধ্যানলাভের জন্য কৃতার্থ মনে করেন না, কারণ তিনি মনে করেন—তৃষ্ণাক্ষয়তা এসকল ধ্যান লাভের উপর নির্ভর করে না। তিনি তৃষ্ণাক্ষয়কে মুখ্যবিষয় স্থির করেন ; নিজকে

১ শ্মশানপরিত্যক্ত বস্ত্র দ্বারা তৈরি চীবর।

এসকল ধ্যানলাভের নিমিত্ত গৌরবান্বিত বোধ করেন না, অন্য ভিক্ষুদের নিন্দা করেন না। হে ভিক্ষুগণ! ইহা সৎপুরুষধর্ম।

হে ভিক্ষুগণ! বিজ্ঞব্যক্তি নচেতন-নঅচেতন-আয়তনধ্যান উত্তীর্ণ হয়ে সংজ্ঞা বেদয়িত-নিরোধ সমাপত্তি ধ্যান লাভ করেন। এ অবস্থায় তিনি প্রজ্ঞা দ্বারা তৃষ্ণাক্ষয় প্রত্যক্ষ করেন। হে ভিক্ষুগণ! এরূপ ভিক্ষু মনে করেন না তিনি (পুদ্গল, আত্মা) আছেন, তিনি কোথাও আছেন, কোন কিছুতে আছেন[১]।

এতচ্ছ্রবণে ভিক্ষুগণ আনন্দিত হলেন।

আচরণীয় ও বর্জনীয় ধর্ম

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডদ আশ্রমে অবস্থান করছেন। একদিন তিনি ভিক্ষুগণকে বললেন—হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদের আচরণীয়, বর্জনীয় ধর্ম অনুসন্ধান বিষয় দেশনা করব। তোমরা তাহা শ্রবণ কর, মনন কর। ভিক্ষুগণ ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করে উপবেশন করলেন।

হে ভিক্ষুগণ! আমি বলি কায়কর্ম দুই প্রকার। তাহা আচরণীয় কর্ম ও বর্জনীয় কর্ম। দু'প্রকার কায়কর্মের ইহাই প্রভেদ। সেরূপ দুই প্রকার বাক্‌কর্ম, দুই প্রকার মনঃকর্ম আছে। তাদের একপ্রকার কর্ম আচরণীয়, অপর প্রকার কর্ম বর্জনীয়। বাককর্ম, মনঃকর্মের এরূপ প্রভেদ। আমি বলি চিন্তোৎপত্তি দুই প্রকার—একপ্রকার চিন্তা অনুসরণীয়, অপর প্রকার চিন্তা বর্জনীয়। চিন্তোৎপত্তির ইহাই প্রভেদ। অনুরূপ আমি বলি চেতনা, দৃষ্টি, দেহধারণ প্রত্যেকটি দুই প্রকার। তাদের মধ্যে এক প্রকার অনুসরণীয়, অপর প্রকার বর্জনীয় বিষয় আছে। ইহাদের ইহাই প্রভেদ।

শারীপুত্র তখন ভগবানকে বললেন—হে ভদন্ত! আপনার দেশিত কায়কর্ম বিষয়কে আমি এভাবে জ্ঞাত হয়েছি—যে কায়কর্ম আচরণ করলে চিত্তক্লেশ উৎপন্ন হয়, বর্ধিত হয়, তাহা বর্জনীয়; যে কায়কর্ম আচরণ করলে চিত্তক্লেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, চিত্তশান্তি বর্ধিত হয়, তাহা আচরণীয়।

১ ন কিঞ্চি ন কুহিঞ্চি ন কেনচি মঞ্ঞতি।

কিরূপ কায়কর্ম আচরণ করলে চিত্তক্লেশ উৎপন্ন হয়, বর্ধিত হয়, চিত্তশান্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ?

হে ভদন্ত ! তাহা আমি এরূপ জ্ঞাত হয়েছি—১. যে ব্যক্তি জীবহত্যা করে, জীবকে কষ্ট দেয়, রক্তপাত ঘটায়, জীবের প্রতি নিদয় ব্যবহার করে ২. অপর ব্যক্তির অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করে ৩. মাতৃরক্ষিত, পিতৃরক্ষিত, মাতৃপিতৃরক্ষিত, ভ্রাতৃরক্ষিত, ভগ্নিরক্ষিত, আত্মীয়রক্ষিত, স্বস্বামীক[১], বাগ্‌দত্তা প্রভৃতি নারী বা যে নারীর সঙ্গে সঙ্গম সহবাস হলে শাস্তি প্রদান করা হয় সেরূপ নারীর সঙ্গে ব্যভিচার[২] করে—তাহার এরূপ কায়কর্ম চিত্তক্লেশ বর্ধিত করে, চিত্তশান্তি নষ্ট করে। কিরূপ কায়কর্ম আচরণ করলে চিত্তক্লেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, চিত্তশান্তি বর্ধিত হয়,—হে ভদন্ত, তাহা আমি এরূপ জ্ঞাত হয়েছি—১. যে ব্যক্তি জীবহত্যা করেন না, জীবকে কষ্ট দেন না, রক্তপাত ঘটান না, জীবের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করেন না ২. অপর ব্যক্তির অদত্তদ্রব্য গ্রহণ করেন না ৩. পিতৃরক্ষিত, মাতৃরক্ষিত, মাতৃপিতৃ-রক্ষিত, ভ্রাতৃরক্ষিত, ভগ্নিরক্ষিত, আত্মীয়রক্ষিত, স্বস্বামীক, বাগ্‌দত্তা প্রভৃতি নারী বা যে নারীর সঙ্গে সঙ্গম সংবাস হলে শাস্তিপ্রদান করা হয়—এরূপ নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করেন না, (কোন কামাচার করেন না), সেরূপ ব্যক্তির চিত্তক্লেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, চিত্তশান্তি বর্ধিত হয়।

কিরূপ বাক্‌কর্ম আচরণ করলে চিত্তক্লেশ বর্ধিত হয়, চিত্তশান্তি ক্ষয়-প্রাপ্ত হয় ?

হে ভদন্ত ! তাহা আমি এরূপ জ্ঞাত হয়েছি—১. যে ব্যক্তি বিচারালয়ে, জনমধ্যে, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে, পৌর প্রতিষ্ঠানে, রাজপরিবারে জিজ্ঞাসিত হয়ে দেখেও দেখেনি, শুনেও শুনেনি, জেনেও জানে না বলে এবং না দেখে দেখেছি, না শুনে শুনেছি, না জেনে জেনেছি ব'লে স্বেচ্ছায়, স্বীয়কারণে, পরকারণে, লাভলোভে মিথ্যা ভাষণ করে ২. পিশুন ভাষণ করে—এক জায়গায় শ্রুতকথা অন্য জায়গায় বৈরিতা সৃষ্টির জন্য বলে বেড়ায়, অনৈক্য বীজ বপন করে, ঐক্য নষ্ট করে, বিরুদ্ধভাব জাগিয়ে আনন্দ পায়,

১ যে নারীর স্বামী আছে। ২ এই নয় প্রকার নারীর সঙ্গে ইন্দ্রিয়বাসনা চরিতার্থ করা ব্যভিচার—অপর সকল মিথ্যা কামাচার।

উৎফুল্ল হয় তাই অনৈক্য বৃদ্ধিকারক বাক্য ব্যবহার করে ৩. কর্কশ বাক্য বলে, অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, দ্বেষমূলক, অশান্তিকর বাক্য বলে ৪. বৃথা বাক্যালাপ করে, অসময়ে, সত্যবর্জিত, নির্বাণ প্রতিরোধকর, ধর্ম-বিনয়হীন বাক্য প্রয়োগ করে—সেই ব্যক্তির বাক্‌কর্ম চিত্তক্লেশ বর্ধিত করে, চিত্তশান্তি নষ্ট করে।

কিরূপ বাক্‌কর্ম আচরণ করলে চিত্তক্লেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, চিত্তশান্তি বর্ধিত হয়?

হে ভদন্ত! তাহা আমি এরূপ জ্ঞাত হয়েছি—১. যে ব্যক্তি বিচারালয়ে জনমধ্যে, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে, পৌর প্রতিষ্ঠানে, রাজপরিবারে জিজ্ঞাসিত হয়ে দেখলে দেখেছি, না দেখলে দেখিনি, শুনলে শুনেছি, না শুনলে শুনিনি, জানলে জেনেছি, না জানলে জানি না ব'লে স্বেচ্ছায়, স্বীয়কারণে, পরকারণে, লাভ-লোভে মিথ্যাভাষণ করেন না। ২. পিশুন ভাষণ করেন না, এক জায়গায় শ্রুতকথা অন্য জায়গায় বৈরিতা সৃষ্টির জন্য বলে বেড়ান না, অনৈক্য বীজ বপন করেন না, ঐক্য নষ্ট করেন না, বিরুদ্ধ ভাব জাগিয়ে আনন্দ পান না, উৎফুল্ল হন না, তাই অনৈক্য বৃদ্ধিকারক বাক্য ব্যবহার করেন না ৩. কর্কশ বাক্য বলেন না, অপ্রিয় অমনোজ্ঞ দ্বেষমূলক অশান্তিকর বাক্য বলেন না ৪. বৃথা বাক্যালাপ করেন না, অসময়ে সত্যবর্জিত, নির্বাণ প্রতিরোধকর, ধর্ম-বিনয়হীন বাক্য প্রয়োগ করেন না—সেই ব্যক্তির বাক্‌কর্মে চিত্তক্লেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, চিত্তশান্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

কিরূপ মনঃকর্ম আচরণ করলে চিত্তক্লেশ বর্ধিত হয়, চিত্তশান্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়?

হে ভদন্ত! আমি তাহা এরূপ জ্ঞাত হয়েছি—যে ব্যক্তি পরশ্রীকাতর, যে ব্যক্তি পরের সম্পদ দর্শন করে চিন্তা করে—'অহো! ঐ সম্পদ আমার হোক,' সে ব্যক্তি দুষ্টচিত্তপরায়ণ, পাপচিত্তগ্রস্থ হয়ে চিন্তা করে—'এ সম্পদ ধ্বংস, নষ্ট, বিনষ্ট করা হোক—একেবারে অস্তিত্বহীন করা হোক,' সেই ব্যক্তির এরূপ মনঃকর্ম চিত্তক্লেশ বর্ধিত করে, চিত্তশান্তি নষ্ট করে।

কিরূপ মনঃকর্ম আচরণ করলে চিত্তক্লেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, চিত্তশান্তি বর্ধিত হয়?

হে ভদন্ত! তাহা আমি এরূপ জ্ঞাত হয়েছি—যে ব্যক্তি পরশ্রীকাতর

নন, যে ব্যক্তি পরের সম্পদ দর্শন করে এরূপ চিন্তা করেন না —'অহো ! ঐ সম্পদ আমার হোক্।' সেই ব্যক্তি দুষ্টচিত্তপরায়ণ, পাপচিত্তগ্রস্ত নন, তাই তিনি চিন্তা করেন, 'এ ব্যক্তিগণ শক্রহীন হোক, সুখশীলী হোক, নিরাপদে জীবন যাপন করুক', সেইব্যক্তির এরূপ মনঃকর্মে চিত্তক্লেশ ক্ষয় প্রাপ্ত· হয়, চিত্তশান্তি বর্ধিত হয়।

কি প্রকার চিন্তোৎপত্তি হলে চিত্তক্লেশ বর্ধিত হয়, চিত্তশান্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ?

হে ভদন্ত ! তাহা আমি এরূপ জ্ঞাত হয়েছি—যে ব্যক্তি পরশ্রীকাতর জীবন যাপন করে, পরঅহিতকামী, পরঅহিতপরায়ণ জীবন যাপন করে, ক্ষতিকারক, পরক্ষতিকর জীবন যাপন করে, সেইব্যক্তির এরূপ চিন্তোৎপত্তিতে চিত্তক্লেশ বর্ধিত হয়, চিত্তশান্তি নষ্ট হয়।

কিপ্রকার চিন্তোৎপত্তি হলে চিত্তক্লেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, চিত্তশান্তি বর্ধিত হয় ?

হে ভদন্ত ! তাহা আমি এরূপ জ্ঞাত হয়েছি—যে ব্যক্তি পরশ্রীকাতর নন, পরশ্রীকাতর জীবন যাপন করেন না, পরহিতকামী, পরহিতময় জীবন যাপন করেন ; ক্ষতিকারক নন, পরক্ষতিকর জীবন যাপন করেন না, সেই ব্যক্তির এরূপ চিন্তোৎপত্তিতে চিত্তক্লেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় , চিত্তশান্তি বর্ধিত হয়।

কিরূপ চেতনাময় জীবন যাপন করলে চিত্তক্লেশ বর্ধিত হয়, চিত্তশান্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ?

হে ভদন্ত ! তাহা আমি এরূপ জ্ঞাত হয়েছি, যে ব্যক্তি পরশ্রীকাতর, পরঅহিত-পরক্ষতিকর চেতনাময় জীবন যাপন করে সেইব্যক্তির চিত্তক্লেশ বর্ধিত হয়, চিত্তশান্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

কিরূপ চেতনাময় জীবন যাপন করলে চিত্তক্লেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, চিত্তশান্তি বর্ধিত হয় ?

হে ভদন্ত ! তাহা আমি এরূপ জ্ঞাত হয়েছি—যে ব্যক্তি পরশ্রীকাতর, পরঅহিত-পরক্ষতিকর চেতনাময় জীবন যাপন করেন না সেই ব্যক্তির চিত্ত ক্লেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, চিত্তশান্তি বর্ধিত হয়।

কিরূপ দৃষ্টিগত হলে চিত্তক্লেশ বর্ধিত হয়, চিত্তশান্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ?

হে ভদন্ত! তাহা আমি এরূপ জ্ঞাত হয়েছি—যে ব্যক্তির এরূপ দৃষ্টি—দানফল নাই, অর্চনার কোন ফল নাই, যজ্ঞের (দানের) কোন ফল নাই, সৎ-অসৎ কর্মের সু বা কু কোনরূপ ফল (বিপাক) নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতৃপিতৃসেবার কোন ফল নাই, স্বতঃ উৎপত্তিশীল কোন সত্ত্ব নাই, এ জগতে এমন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাঁরা প্রকৃত পথ অনুসরণ করেন, সৎপথে বিচরণ করেন, ইহ-পর জগৎ বিষয় স্বীয় অধিগত লোকোত্তর জ্ঞানদ্বারা প্রকাশ করেন, সেই ব্যক্তির চিত্তক্লেশ বর্ধিত হয়, চিত্তশান্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

কিরূপ দৃষ্টিগত হলে চিত্তক্লেশ প্রশমিত হয়, চিত্তশান্তি বর্ধিত হয়?

হে ভদন্ত! তাহা আমি এরূপ জ্ঞাত হয়েছি—যে ব্যক্তির এরূপ দৃষ্টি দানফল আছে, অর্চনার ফল আছে, যজ্ঞের ফল আছে, সৎ-অসৎকর্মের সু বা কু ফল আছে, ইহ-পরলোক আছে, মাতৃপিতৃসেবার ফল আছে, স্বতঃ উৎপন্ন সত্ত্ব আছে, এ জগতে এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁরা প্রকৃত পথ অনুসরণ করেন, সৎপথে বিচরণ করেন, ইহ-পর জগৎ বিষয় স্বীয় অধিগত লোকোত্তর জ্ঞান দ্বারা প্রকাশ করেন, সেই ব্যক্তির চিত্তক্লেশ প্রশমিত হয়, চিত্তশান্তি বর্ধিত হয়।

কিরূপ দেহধারণে চিত্তক্লেশ বর্ধিত হয়, চিত্তশান্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়?

হে ভদন্ত! তাহা আমি এরূপ জ্ঞাত হয়েছি—অভিনিবর্তন-(বা পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ) স্রোতে আবর্তিত দুঃখপ্রদ দেহ[১]-ধারণে চিত্তক্লেশ বর্ধিত হয়, চিত্ত-শান্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

কিরূপ দেহধারণে চিত্তক্লেশ প্রশমিত হয়, চিত্তশান্তি বর্ধিত হয়?

হে ভদন্ত! তাহা আমি এরূপ জ্ঞাত হয়েছি—অভিনিবর্তন-স্রোতরুদ্ধ-মার্গপ্রাপ্ত-দেহ[২]-ধারণে চিত্তক্লেশ প্রশমিত হয়, চিত্তশান্তি বর্ধিত হয়।

হে শারীপুত্র! ইহা অতি উত্তম, ইহা অতি উত্তম। ইহা অতি উত্তম যে আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণের যদিও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করি নাই তবুও তুমি এরূপ পরিজ্ঞাত হয়েছ। হে শারীপুত্র! আমি বর্জনীয় বিষয়ের, আচরণীয় বিষয়ের

১ নির্বাণ স্রোত প্রাপ্ত হয়নি এমন ব্যক্তির দেহ।

২ নির্বাণস্রোত প্রাপ্ত অর্থাৎ স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী, অর্হতের দেহ।

আলোচনা করেছি। এসকল বিষয়ের প্রভেদও ব্যাখ্যা করেছি। আমার কথিত বিষয়ের সেভাবেই অর্থ গ্রহণ করতে হবে।

হে শারীপুত্র! চক্ষুগ্রাহ্য-রূপ, কর্ণগ্রাহ্য-শব্দ, নাসিকাগ্রাহ্য-গন্ধ, জিহ্বাগ্রাহ্য-স্বাদ, দেহগ্রাহ্য-স্পর্শ, চিত্তগ্রাহ্য-ধর্ম (চিন্তনীয় বিষয়) প্রত্যেকটি দুই প্রকার। তাদের একটি আচরণীয়, অপরটি বর্জনীয়।

হে ভদন্ত! তাহা আমি এরূপ জ্ঞাত হয়েছি—চক্ষুগ্রাহ্য-রূপ, কর্ণগ্রাহ্য-শব্দ, নাসিকাগ্রাহ্য-গন্ধ, জিহ্বাগ্রাহ্য-স্বাদ, দেহগ্রাহ্য-স্পর্শ, চিত্তগ্রাহ্য-ধর্ম প্রত্যেকটি দুই প্রকার। ইহাদের মধ্যে যাহা আচরণ করলে চিত্তক্লেশ বর্ধিত হয়, চিত্তশান্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তাহা আচরণীয় নয়। ইহাদের মধ্যে যাহা আচরণ করলে চিত্তক্লেশ প্রশমিত হয়, চিত্তশান্তি বর্ধিত হয় তাহাই আচরণীয়।

হে শারীপুত্র! ইহা অতি উত্তম। তুমি আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণের মর্মার্থ গ্রহণে সক্ষম হয়েছ। এ সকল বিষয়ের সেরূপই অর্থ গ্রহণ করতে হবে।

হে শারীপুত্র! চীবরপ্রত্যয়, ভিক্ষান্ন, আবাস, গ্রাম, বন্দর, নগর, প্রত্যন্তনগর, ব্যক্তি প্রত্যেকটি দুই প্রকার। তাদের একটি আচরণীয়, অপরটি বর্জনীয়।

হে ভদন্ত! তাহা আমি এরূপ জ্ঞাত হয়েছি—চীবরপ্রত্যয়, ভিক্ষান্ন, আবাস, গ্রাম, বন্দর, নগর, প্রত্যন্তনগর, ব্যক্তি যাহা অনুসরণ করলে চিত্তক্লেশ বর্ধিত হয়, চিত্তশান্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা বর্জনীয়; আর যাহা অনুসরণ করলে চিত্তশান্তি বর্ধিত হয়, চিত্তক্লেশ উপশান্ত হয় তাহা আচরণীয়।

হে শারীপুত্র! ইহা অতি উত্তম। তুমি আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণের প্রকৃত অর্থ গ্রহণে সমর্থ হয়েছ।

হে শারীপুত্র! যদি সকল ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র আমার এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের মর্মার্থ গ্রহণ করেন তবে তাহা তাঁদের দীর্ঘকাল হিত-সুখের কারণ হবে। হে শারীপুত্র! যদি মার-ব্রহ্মাসহ, শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ, দেব-মানবগণ আমার এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের পূর্ণ মর্মার্থ উপলব্ধি করত তবে তাহা তাঁদের দীর্ঘকাল হিত-সুখের কারণ হত।

এ দেশনা শ্রবণ করে শারীপুত্র আনন্দিত হলেন।

লোকোত্তর সমাধি

শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডদ আশ্রমে ভগবান অবস্থান করছেন, এমন সময় একদিন ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘকে আহ্বান করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদের আজ লোকোত্তর (আর্য) সমাধি বিষয় প্রত্যয় (কারণ), সহগামী বিষয়সহ দেশনা করব। তোমরা শ্রবণ কর, মনন কর। ভিক্ষুগণ তচ্ছ্রবণে সম্মতি প্রকাশ করে উপবেশন করলেন।

প্রত্যয়, পরিষ্কার (সহগামী বিষয়) সহ লোকোত্তর সমাধি কি?

হে ভিক্ষুগণ! ইহা সম্যক্‌দৃষ্টি, সম্যক্‌সঙ্কল্প, সম্যক্‌বাক্য, সম্যক্‌কর্ম, সম্যক্-আজীব (জীবিকা), সম্যক্‌প্রচেষ্টা (ব্যায়াম), সম্যক্‌স্মৃতি। হে ভিক্ষুগণ! চিত্তের একাগ্রতা এই সপ্তপ্রকার উপাদান সহগত—ইহাকেই বলা হয় প্রত্যয়, পরিষ্কারসহ লোকোত্তর সমাধি।

হে ভিক্ষুগণ! ইহাদের মধ্যে সম্যক্‌দৃষ্টি পূর্বগ। সম্যক্‌দৃষ্টি কিরূপে পূর্বগ হয়?

যদি (কোন ব্যক্তি) মিথ্যাদৃষ্টিকে মিথ্যাদৃষ্টি, সম্যক্‌দৃষ্টিকে সম্যক্‌দৃষ্টিরূপে জ্ঞাত হন, তা'ই তাঁর সম্যক্‌দৃষ্টি।

মিথ্যাদৃষ্টি কি?

তা এরূপ বদ্ধমূল ধারণা—দানফল নেই, অর্চনার ফল নেই, যজ্ঞের (দানের) কোন ফল নেই, সুকর্ম-দুষ্কর্মের ফল (বিপাক) নেই, ইহ-পরলোক নেই, পিতৃমাতৃ সেবার কোন ফল নেই, স্বতঃ উৎপন্ন কোন সত্ত্ব নেই, ইহজগতে এমন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নেই—যাঁরা সম্যক্‌পথে, সৎপথে বিচরণ করছেন বা ইহ-পরলোক সম্বন্ধে স্বীয় অধিগত লোকোত্তর জ্ঞান দ্বারা প্রকাশ করেন। ইহা মিথ্যাদৃষ্টি।

সম্যক্‌দৃষ্টি দুই প্রকার। একপ্রকার সম্যক্‌দৃষ্টি তৃষ্ণাসংযুক্ত—ইহা পুণ্যার্জন-অনুকূলে, ইহার বিপাক তৃষ্ণাশ্রয়ী—নব নব জন্মগ্রহণ ইহার পরিণতি। অপর সম্যক্‌দৃষ্টি আর্যসম্মত, তৃষ্ণাবিমুক্ত, লোকোত্তর মার্গানুগ।

তৃষ্ণাসংযুক্ত সম্যক্‌দৃষ্টি কি—যা পুণ্যার্জন-অনুকূলে, যার বিপাক তৃষ্ণাশ্রয়ী—নব নব জন্মগ্রহণ যার পরিণতি?

তা এরূপ বিশ্বাস—দানফল আছে, অর্চনার ফল আছে, যজ্ঞের (দানের)

ফল আছে, সুকর্ম-দুষ্কর্মের ফল (বিপাক) আছে, ইহলোক আছে, পরলোক আছে, পিতৃমাতৃ সেবার ফল আছে, স্বতঃউৎপন্ন সত্ত্ব আছে ; ইহ-জগতে এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁরা সম্যক্‌পথে, সৎপথে বিচরণ করেন বা ইহ-পরলোক সম্বন্ধে স্বীয় অধিগত লোকোত্তর জ্ঞানদ্বারা প্রকাশ করেন।

আর্যসম্মত, তৃষ্ণাবিমুক্ত, লোকোত্তর মার্গানুগ সম্যক্‌দৃষ্টি কি ?

যাহা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাঙ্গরূপ চতুরার্যসত্য বিষয় অনুসন্ধান ; সম্যক্‌দৃষ্টি অনুসরণ দ্বারা (ব্যক্তি) যে আর্যমার্গে বিচরণ করেন, আর্যচিত্ত লাভ করেন, বিগততৃষ্ণ হন, আর্যমার্গে সমন্বীভূত হন তাই আর্যসম্মত, তৃষ্ণাবিমুক্ত, লোকোত্তর মার্গানুগ সম্যক্‌দৃষ্টি।

যিনি সম্যক্‌দৃষ্টি লাভার্থে মিথ্যাদৃষ্টি বিপ্রযুক্ত হতে চান তাই তাঁর সম্যক্ প্রচেষ্টা। স্মৃতিসম্প্রযুক্ত হয়ে তিনি মিথ্যাদৃষ্টি অপগত করেন, স্মৃতিমান সম্যক্‌দৃষ্টিতে পদার্পণ করেন, সে অবস্থায় অবস্থান করেন, ইহাই তাঁর সম্যক্-স্মৃতি। যে তিন বিষয় সম্যক্‌দৃষ্টির অনুবর্তী, আবর্তনাকারে অবস্থানশীল—তা হল সম্যক্‌দৃষ্টি, সম্যক্‌প্রচেষ্টা (ব্যায়াম), সম্যক্‌স্মৃতি। এভাবে সম্যক্‌দৃষ্টি পূর্বগ।

কি প্রকারে সম্যক্‌দৃষ্টি পূর্বগ হয় ?

যদি (কোন ব্যক্তি) মিথ্যাসঙ্কল্প (অভিপ্রায়)কে মিথ্যা, সম্যক্‌সঙ্কল্পকে সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হন—তাহাই তাঁর সম্যক্‌দৃষ্টি। মিথ্যাসঙ্কল্প কি ? তাহা ইন্দ্রিয় লালসা পরিভোগের অভিপ্রায়, অহিত কামনা, দ্বেষচিত্ত পরিপূরনেচ্ছা (হিংসা)। সম্যক্‌সঙ্কল্প দুই প্রকার। একপ্রকার সম্যক্-সঙ্কল্প তৃষ্ণাসংযুক্ত—ইহা পুণ্যার্জন-অনুকূলে, ইহাব বিপাক তৃষ্ণাশ্রয়ী—নব নব জন্মগ্রহণ ইহার পরিণতি। অপর সম্যক্‌সঙ্কল্প আর্যসম্মত, তৃষ্ণাবিমুক্ত, লোকোত্তর মার্গানুগ।

প্রথম প্রকার সম্যক্‌সঙ্কল্প কি ? তাহা প্রব্রজ্যাগ্রহণেচ্ছা, মৈত্রীচিত্তে বিহার সঙ্কল্প, অদ্বেষচিত্ত স্ফুরণেচ্ছা (অহিংসা)।

অপর প্রকার সম্যক্‌সঙ্কল্প কি ? তাহা বিতর্ক-বিচার প্রণোদিত চিত্তকেন্দ্রিক বাক্যসংস্কার দ্বারা (ব্যক্তির) আর্যমার্গ অনুপ্রাপ্তি, আর্যচিত্ত লাভ, বিগততৃষ্ণ হয়ে আর্যমার্গ বিষয়ে সুদক্ষতা লাভ।

যিনি সম্যক্‌সঙ্কল্প লাভার্থে মিথ্যা উদ্দেশ্য বিপ্রযুক্ত হতে চান তা'ই তাঁর

সম্যক্ প্রচেষ্টা। স্মৃতিসম্প্রযুক্ত হয়ে তিনি মিথ্যাসঙ্কল্প অপগত করেন, স্মৃতিমান সম্যক্ উদ্দেশ্যে পদার্পণ করেন, সে অবস্থায় অবস্থান করেন। ইহাই তাঁর সম্যক্স্মৃতি। যে তিন বিষয় সম্যক্সঙ্কল্পের অনুবর্তী, আবর্তনাকারে অবস্থানশীল—তা সম্যক্দৃষ্টি, সম্যক্প্রচেষ্টা, সম্যক্স্মৃতি এভাবেই সম্যক্দৃষ্টি পূর্বগ।

কিরূপে সম্যক্দৃষ্টি পূর্বগ হয়?

যে ব্যক্তি অপ্রতিরূপ বাক্যকে অপ্রতিরূপ বাক্য, সম্যক্বাক্যকে সম্যক্-বাক্যরূপে পরিজ্ঞাত হন তাহাই তাঁর সম্যক্দৃষ্টি। অপ্রতিরূপ বাক্য কি? মিথ্যা, পিশুন, কর্কশ, বৃথা বাক্য অপ্রতিরূপ বাক্য। সম্যক্বাক্য দুই প্রকার। একপ্রকার সম্যক্বাক্য তৃষ্ণাসংযুক্ত, ইহা পুণ্যার্জন-অনুকূলে, ইহার বিপাক তৃষ্ণাশ্রয়ী, নব নব জন্মগ্রহণ ইহার পরিণতি। অপর সম্যক্বাক্য আর্যসম্মত, তৃষ্ণাবিমুক্ত, লোকোত্তর মার্গানুগ।

প্রথম প্রকার সম্যক্বাক্য কি?—তা মিথ্যাভাষণ বিরতি, পিশুনভাষণ বিরতি, কর্কশভাষণ বিরতি, বৃথালাপ বিরতি।

অপর প্রকার সম্যক্বাক্য কি? তা চারি প্রকার বাক্যবিরতি দ্বারা (ব্যক্তির) আর্যমার্গ অনুপ্রাপ্তি, আর্যচিত্ত লাভ, বিগততৃষ্ণ হয়ে আর্যমার্গ বিষয়ে সুদক্ষতা লাভ।

যিনি সম্যক্বাক্য লাভার্থে অপ্রতিরূপ বাক্য বিপ্রযুক্ত হতে চান তা'ই তাঁর সম্যক্প্রচেষ্টা। স্মৃতিসম্প্রযুক্ত হয়ে তিনি অপ্রতিরূপ বাক্যে বিরত হন; স্মৃতিমান, সম্যক্বাক্যে পদার্পণ করেন, সে অবস্থায় অবস্থান করেন। ইহাই তাঁর সম্যক্স্মৃতি। যে তিন বিষয় সম্যক্বাক্যের অনুবর্তী, আবর্তনাকারে অবস্থানশীল—তা সম্যক্দৃষ্টি, সম্যক্প্রচেষ্টা, সম্যক্স্মৃতি। এভাবেই সম্যক্দৃষ্টি পূর্বগ।

কি প্রকারে সম্যক্দৃষ্টি পূর্বগ হয়?

যদি কোন ব্যক্তি অপ্রতিরূপ কর্মকে অপ্রতিরূপ কর্ম, সম্যক্কর্মকে সম্যক্কর্মরূপে পরিজ্ঞাত হন—তা'ই তাঁর সম্যক্দৃষ্টি।

অপ্রতিরূপকর্ম কি? তা প্রাণিহনন, অদত্তগ্রহণ, মিথ্যা ইন্দ্রিয়সুখানুভূতি (কামাচার)। সম্যক্কর্ম কি? ইহা দুই প্রকার। একপ্রকার সম্যক্কর্ম তৃষ্ণাসংযুক্ত, ইহা—পুণ্যার্জন-অনুকূলে, ইহার বিপাক তৃষ্ণাশ্রয়ী—নব নব

জন্মগ্রহণ ইহার পরিণতি। অপর প্রকার সম্যক্‌কর্ম আর্যসম্মত, তৃষ্ণাবিমুক্ত লোকোত্তর মার্গানুগ।

প্রথম প্রকার সম্যক্‌কর্ম—প্রাণিহনন বিরতি, অদত্তগ্রহণ বিরতি, মিথ্যা ইন্দ্রিয়সুখানুভব বিরতি।

অপর প্রকার সম্যক্‌কর্ম—উক্ত কায়িক ত্রিকর্ম বিরতি দ্বারা আর্যমার্গ অনুপ্রাপ্তি, আর্যচিত্ত লাভ, বিগততৃষ্ণ হয়ে আর্যমার্গ বিষয়ে দক্ষতা লাভ।

যিনি সম্যক্‌কর্ম লাভার্থে অপ্রতিরূপ কর্ম-বিপ্রযুক্ত হতে চান তা'ই তাঁর সম্যক্‌প্রচেষ্টা। স্মৃতিসম্প্রযুক্ত হয়ে তিনি অপ্রতিরূপ কর্মবিরত হন; স্মৃতিমান, সম্যক্‌কর্মে পদার্পণ করেন, সে অবস্থায় অবস্থান করেন। ইহাই তাঁর সম্যক্‌স্মৃতি। যে তিন বিষয় সম্যক্‌কর্মের অনুবর্তী, অনুবর্তনাকারে অবস্থানশীল—তা সম্যক্‌দৃষ্টি, সম্যক্‌প্রচেষ্টা, সম্যক্‌স্মৃতি। এভাবেই সম্যক্‌দৃষ্টি পূর্বগ।

কি প্রকারে সম্যক্‌দৃষ্টি পূর্বগ হয়?

যদি কোন ব্যক্তি অপ্রতিরূপ আজীবকে (জীবিকাকে) অপ্রতিরূপ—আজীব, সম্যক্‌-আজীবকে সম্যক্‌-আজীব রূপে পরিজ্ঞাত হন—তা'ই তাঁর সম্যক্‌দৃষ্টি।

অপ্রতিরূপ আজীব কি?

কুহনা (প্রতারণা), লপনা (তোষামোদরূপে প্রবঞ্চনা), নেমিত্তকথা (ইঙ্গিত দ্বারা ঠকিয়ে লাভ), নিপ্পেসিকথা (পরোক্ষে, গোপনে শীলভঙ্গ করে লাভ), লোভলালসা দ্বারা লাভ—সেরূপভাবে লব্ধ বস্তুদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা।

সম্যক্‌-আজীব কি?

ইহা দুই প্রকার। একপ্রকার সম্যক্‌-আজীব তৃষ্ণাসংযুক্ত; ইহা পুণ্যার্জন-অনুকূলে, ইহার বিপাক তৃষ্ণাশ্রয়ী, নব নব জন্মগ্রহণ ইহার পরিণতি। অপর প্রকার সম্যক্‌-আজীব আর্যসম্মত, তৃষ্ণাবিমুক্ত, লোকোত্তর মার্গানুগ।

প্রথম প্রকার আজীব:

(উক্ত) অপ্রতিরূপ-আজীব পরিত্যাগ করে সম্যক্‌-আজীব দ্বারা জিবীকা নির্বাহ করা।

অপর প্রকার আজীব—অপ্রতিরূপ-আজীব বিরতিদ্বারা আর্যমার্গ অনুপ্রাপ্তি, আর্যচিত্ত লাভ, বিগততৃষ্ণ হয়ে আর্যমার্গ বিষয়ে সুদক্ষতা লাভ।

যিনি সম্যক্-আজীব লাভার্থে অপ্রতিরূপ-আজীব বিপ্রযুক্ত হতে চান তা'ই তাঁর সম্যক্প্রচেষ্টা। স্মৃতিসম্প্রযুক্ত হয়ে তিনি অপ্রতিরূপ-আজীব বিরত হন; স্মৃতিমান সম্যক্-আজীবে পদার্পণ করেন, সে অবস্থায় অবস্থান করেন। ইহাই তাঁর সম্যক্স্মৃতি। যে তিন বিষয় সম্যক্-আজীবের অনুবর্তী, অনুবর্তনাকারে অবস্থানশীল—তা সম্যক্দৃষ্টি, সম্যক্প্রচেষ্টা, সম্যক্স্মৃতি। এভাবে সম্যক্দৃষ্টি পূর্বগ।

কি প্রকারে সম্যক্দৃষ্টি পূর্বগ হয়?

হে ভিক্ষুগণ! সম্যক্সঙ্কল্প সম্যক্দৃষ্টি হতে আসে; সম্যক্বাক্য সম্যক্-সঙ্কল্প থেকে আসে; সম্যক্কর্ম সম্যক্বাক্য থেকে আসে; সম্যক্জীবিকা (আজীব) সম্যক্কর্ম থেকে আসে; সম্যক্প্রচেষ্টা সম্যক্জীবিকা থেকে আসে; সম্যক্স্মৃতি সম্যক্প্রচেষ্টা থেকে আসে; সম্যক-সমাধি সম্যক্স্মৃতি থেকে আসে; সম্যক্প্রজ্ঞা সম্যক্সমাধি থেকে আসে; সম্যক্নিবৃত্তি সম্যক্প্রজ্ঞা থেকে আসে। এভাবে শৈক্ষ্যের (শিক্ষাকামীর) শিক্ষা অষ্টাঙ্গসমন্বিত, অশৈক্ষ্যের (অর্হতের) শিক্ষা দশাঙ্গসমন্বিত। এরূপে সম্যক্দৃষ্টি পূর্বগ।

কি প্রকারে সম্যক্দৃষ্টি পূর্বগ হয়?

হে ভিক্ষুগণ! মিথ্যাদৃষ্টি সম্যক্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, যে সকল অশুভ চিত্তক্লেশ মিথ্যাদৃষ্টিনির্ভর তাহা সম্যক্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নির্মূল হয়। চিত্তশান্তি যা সম্যক্দৃষ্টিনির্ভর তা তাঁর বর্ধিত হয়, পরিপূর্ণতা লাভ করে। অনুরূপভাবে মিথ্যাসঙ্কল্প···সম্যক্সঙ্কল্প; অপ্রতিরূপবাক্য··· সম্যক্বাক্য; অপ্রতিরূপকর্ম···সম্যক্কর্ম; অপ্রতিরূপ আজীব··· সম্যক্আজীব;···অপ্রতিরূপ প্রচেষ্টা সম্যক্প্রচেষ্টা;···অপ্রতিরূপস্মৃতি ···সম্যক্স্মৃতি; মিথ্যাসমাধি···সম্যক্সমাধি; মিথ্যাপ্রজ্ঞা···সম্যক্প্রজ্ঞা; মিথ্যানিবৃত্তি···সম্যক্নিবৃত্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; যে সকল অশুভ চিত্তক্লেশ মিথ্যানিবৃত্তিনির্ভর তা সম্যক্নিবৃত্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির নির্মূল হয়। চিত্তশান্তি যা সম্যক্নিবৃত্তি নির্ভর তা তাঁর বর্ধিত হয়, পরিপূর্ণতা লাভ করে।

হে ভিক্ষুগণ! সম্যক্‌দৃষ্টিগত বিশ অঙ্গ, মিথ্যাদৃষ্টিগত বিশ অঙ্গ দৃষ্ট হয়। যে চল্লিশ প্রকার ধর্মানুসন্ধান আবর্তিত হয়েছে, তা কোন শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা, বা এ জগতের কেহ যেন তার গতি পরিবর্তন না করেন, যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই চল্লিশ প্রকার ধর্মানুসন্ধানকে নিন্দা বা অবজ্ঞার বিষয়-রূপে চিন্তা করেন, দশপ্রকারে উক্ত ধর্মবিষয়ে বাদানুবাদ করেন, তখনই তিনি নিজেকে সেখানে স্বয়ং নিন্দিত হবার সুযোগ প্রদান করেন। হে ভিক্ষুগণ! যে বিজ্ঞব্যক্তি সম্যক্‌দৃষ্টি, সম্যক্‌সঙ্কল্প, সম্যক্‌বাক্য, সম্যক্‌কর্ম, সম্যক্‌আজীব, সম্যক্‌প্রচেষ্টা, সম্যক্‌স্মৃতি, সম্যক্‌সমাধি, সম্যক্‌প্রজ্ঞা, সম্যক্‌নিবৃত্তির অনুবর্তন করেন তিনিই প্রশংসার্হ। হে ভিক্ষুগণ! এমন কি উৎকলবাসী, বৎস (বস্‌স), ভগ্‌গ (ভঞ্‌ঞ)গণ যাঁরা কার্য-কারণবাদে অবিশ্বাসী—'ইহা নাই' এরূপ বিষয়ে বিশ্বাসী তাঁরাও এই চল্লিশ প্রকার ধর্মানুসন্ধান বিষয়ের নিন্দা করেন না, অবজ্ঞা করেন না। ইহার কারণ কি? কারণ তাঁরা নিন্দা, আক্রমণ, কটূক্তিকে ভয় করেন।

ভিক্ষুগণ ভগবানের দীর্ঘ ভাষণ শ্রবণ করে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

আনপানানুস্মৃতি (স্মৃতিসাধনা)

শ্রাবস্তীর পূর্বারামে মিগারমাতা-প্রাসাদে ভগবান অবস্থান করছেন। সে সময়ে আয়ুষ্মান শারীপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন, কাশ্যপ, কাত্যায়ণ, কোট্ঠিত, কপ্পিন, চুন্দ, অনুরুদ্ধ, রেবত, আনন্দ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ভিক্ষুগণও ভগবানের সঙ্গে অবস্থান করছেন। এই স্থবির ভিক্ষুগণের মধ্যে তখন কেহ কেহ দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ জন নব প্রব্রাজিত ভিক্ষুকে উপদেশ দিতেন। এই নব প্রব্রজিত ভিক্ষুগণ উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে অপূর্ব ক্রমবর্ধমান ধ্যান-সমাপত্তি লাভ করলেন।

সেই সময় পূর্ণিমায়—পঞ্চদশ তিথিতে, প্রবারণা উৎসবের উপোসথ দিনে,[১] মুক্তাকাশে উপবেশন সময়ে ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ! এই ভিক্ষু পরিষদে আমি পরিতুষ্ট, আমার চিত্ত এই ভিক্ষু সমাবেশে তুষ্ট। হে ভিক্ষুগণ! যাহা প্রাপ্ত হও নাই তাহা প্রাপ্তির

১ কঠিন পূর্ণিমার পর।

জন্য, যাহা লাভ কর নাই তাহা লাভ করবার জন্য, যাহা উপলব্ধি কর নাই তাহা উপলব্ধি করবার জন্য তোমরা তোমাদের অপ্রকাশিত বীর্য পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ কর। আমি আগামী মাসের কৌমুদীদিন (পরবর্তী পূর্ণিমা) পর্যন্ত শ্রাবস্তীতে অবস্থান করব।

গ্রামবাসী ভিক্ষুগণ এতচ্ছ্রবণে দলে দলে শ্রাবস্তীতে ভগবানকে দর্শন করতে এলেন। স্থবির ভিক্ষুগণ নব প্রব্রজিত ভিক্ষুগণকে আরও বেশী সংখ্যায় উপদেশ দানের সুযোগ পেলেন। এই নব প্রব্রজিত ভিক্ষুগণ উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে অপূর্ব ক্রমবর্ধমান ধ্যান-সমাপত্তি লাভ করলেন।

পরবর্তী কৌমুদী-দিবসে—পঞ্চদশী তিথিতে, উপোসথ সময়ে, ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হযে মুক্তাকাশে উপবেশন করেছেন। এ-সময় ভিক্ষুগণ নীরব, শান্ত। ভগবান তাঁদের আহ্বান করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ! এই পরিষদ বৃথা বাক্য ব্যয় করে না, অলস বাক্য ব্যবহার করে না, তাঁরা পবিত্রতায় স্থিত। এরূপ সঙ্ঘ আহুনেয্য (আহ্বানযোগ্য), পাহুনেয্য (সম্মানযোগ্য) দাক্খিনেয্য (দান-যোগ্য) অঞ্জলি-যোগ্য, অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্সাতি (জনগণের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র)। এরূপ অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সঙ্ঘে অল্পদানে মহাফল হয, বেশী দানে আরও মহান্ ফল হয়। এরূপ সঙ্ঘ-পরিষদ পৃথিবীতে দুর্লভ। এরূপ সঙ্ঘ-পরিষদ দর্শন লাভার্থে যোজন দূর স্থানে খাদ্য সঙ্গে করে গমন করা উচিত। ইহা এরূপ ভিক্ষুসঙ্ঘ, এরূপ ভিক্ষু পরিষদ।

হে ভিক্ষুগণ! এ সঙ্ঘে এমন সব ভিক্ষু আছেন যাঁরা— ১. অর্হৎ, বিগততৃষ্ণ, কৃতকরণীয়, বর্জিতভার, উত্তীর্ণ, অমৃতলব্ধ, ভব-সংযোজনহীন, সম্যক প্রজ্ঞাদ্বারা মুক্ত। ২. পঞ্চ নিম্নসংযোজন[১] (বন্ধন)হীন, (শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে) স্বয়ং উৎপত্তিশীল[২], সেখানে নির্বাণপ্রাপ্ত হন, তস্মিন্ লোকে

১ সৎকায়দৃষ্টি (আত্মবাদ), বিচিকিৎসা (সন্দেহ), শীলব্রতপরামর্শ (বৃচ্ছ্রসাধন), কামরাগ, ব্যাপাদ এই পঞ্চ নিম্নবন্ধন অনাগামীর নির্মূল হয়। অনাগামী শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়ে সেখান থেকে নির্বৃত হন। অর্হৎগণের এই পঞ্চ নিম্নবন্ধন সহ অন্য পঞ্চ উর্ধ্ব সংযোজন—যথা রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যাও নির্মূল হয়।

২ সত্ত্বগণ মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে; নরক, স্বর্গ, ব্রহ্মলোকে স্বতঃ উৎপন্ন হয়।

জন্মগ্রহণ করেন না। ৩. তিন নিম্ন-সংযোজন[১] (বন্ধন)হীন, লোভ-দ্বেষ-মোহ দুর্বলীকৃত, সকৃদাগামী (একবার মাত্র জন্মগ্রহণকারী) একবার মাত্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে দুঃখের অবসান করেন। ৪. তিন নিম্ন-সংযোজনক্ষীণ[২], স্রোতাপন্ন (নির্বাণস্রোত প্রাপ্ত) নিম্নগতিহীন, নিশ্চিত উর্ধ্বগামী সম্বোধিপরায়ণ। ৫. চারিপ্রকার স্মৃতি উৎপাদন[৩] সাধনায় রত। ৬. স্মৃতি উৎপাদনশীল, চারিসম্যক্[৪] প্রধান, চারি-ঋদ্ধি[৫], পঞ্চ ইন্দ্রিয়[৬], পঞ্চ বল[৭], সপ্ত বোধ্যঙ্গ[৮] বিষয়ে রত। ৭. স্মৃতি উৎপাদন-শীল, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে বিচরণশীল। ৮. স্মৃতি উৎপাদনশীল, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা ভাবনায় রত। ৯. স্মৃতি উৎপাদনশীল অশুভ ভাবনায় রত, অনিত্য ভাবনায় রত। ১০. স্মৃতি উৎপাদনশীল আনপান ভাবনায় (শ্বাসগ্রহণ—প্রশ্বাস ত্যাগ করণ দ্বারা স্মৃতিসাধনে) রত।

আনপান (শ্বাসগ্রহণ—প্রশ্বাস ত্যাগ) দ্বারা স্মৃতি উৎপাদন মহা-ফলপ্রদ, মহোপকারী। স্মৃতি সম্প্রযুক্ত হয়ে শ্বাসগ্রহণ প্রশ্বাস ত্যাগ যদি অভ্যাস ও বর্ধিত করা হয়, বহুলীকৃত হয় তবে চারিপ্রকার স্মৃতি উৎপাদন পরিপূর্ণ হয়; চারি স্মৃতি-উৎপাদন বহুলীকৃত হলে সপ্তবোধ্যঙ্গ (বোধির অঙ্গ) পরিপূর্ণ হয়; সপ্তবোধ্যঙ্গ বর্ধিত, বহুলীকৃত হলে বিদ্যাবিমুক্তি দ্বারা বিমুক্তি লাভ হয়।

হে ভিক্ষুগণ! কি প্রকারে শ্বাসগ্রহণ—প্রশ্বাসত্যাগ দ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হয়? কি প্রকারে ইহা বহুলীকৃত হয়? কি প্রকারে ইহা মহাফলপ্রদ হয়, মহাশুভজনক হয়?

১ সকৃদাগামীর তিন সংযোজন যথা—সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা শীলব্রতপরামর্শ নির্মূল হয়, কামরাগ ব্যাপাদ ক্ষীণ হয়।

২ স্রোতাপন্নের সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রতপরামর্শ ক্ষীণ হয়।

৩ কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন, ধর্মানুদর্শন—স্মৃত্যুপস্থান উৎপাদন।

৪ উৎপন্ন পাপচিত্তের পরিবর্জন প্রচেষ্টা, অনুৎপন্ন পাপচিত্তের অনুৎপত্তি প্রচেষ্টা, অনুৎপন্ন কুশলচিত্তের উৎপত্তির প্রচেষ্টা, উৎপন্ন কুশলচিত্তের বৃদ্ধির প্রচেষ্টা।

৫ ছন্দ, বীর্য, চিত্ত, মীমাংসা, ঋদ্ধিপাদ—ঋদ্ধিলাভের উপায়।

৬ শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা।

৭ শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি প্রজ্ঞাবল।

৮ স্মৃতি, ধর্মবিচয় (বিচার), বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি, উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ।

ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে বা শূন্যগৃহে প্রবেশ করে পদ্মাসনে দেহ সোজা করে, সম্মুখস্মৃতি উৎপন্ন করে উপবেশন করবেন। তারপর স্মৃতিসম্প্রযুক্ত হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করবেন। তিনি যখন দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করেন তখন—দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছি এরূপ জ্ঞাত হন, যখন হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করেন—তখন হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি এরূপ জ্ঞাত হন, যখন দীর্ঘপ্রশ্বাস ত্যাগ করছি—তখন দীর্ঘপ্রশ্বাস ত্যাগ করছি এরূপ জ্ঞাত হন, যখন হ্রস্বপ্রশ্বাস ত্যাগ করেন তখন হ্রস্ব প্রশ্বাস ত্যাগ করছি এরূপ জ্ঞাত হন। তিনি শিক্ষা করেন—আমি সর্বদেহে অনুভূত (সর্বকায প্রতিসংবেদী) শ্বাস গ্রহণ করব—আমি সর্বদেহে অনুভূত প্রশ্বাস ত্যাগ করব। তিনি শিক্ষা করেন—আমি সর্বদেহকর্ম শান্তকর শ্বাস গ্রহণ করব—সর্বদেহকর্ম শান্তকব প্রশ্বাস ত্যাগ কবব। তিনি শিক্ষা করেন—আমি ধ্যান অনুভব কবে শ্বাস গ্রহণ করব—প্রশ্বাস ত্যাগ কবব; প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব প্রশ্বাস ত্যাগ করব; চিত্তক্রিযা অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব—প্রশ্বাস ত্যাগ করব; চিত্তক্রিযা শান্ত করে, অনুভব করে, আনন্দ অনুভব করে, একীভূত করে, বিমুক্ত করে—শ্বাস গ্রহণ করব, প্রশ্বাস ত্যাগ করব। তিনি শিক্ষা করেন—আমি অনিত্যদর্শন করে, অনাসক্তি দর্শন করে, নিবোধ দর্শন করে, ত্যাগ দর্শন করে শ্বাস গ্রহণ করব—প্রশ্বাস ত্যাগ করব। হে ভিক্ষুগণ! এভাবে শ্বাস গ্রহণ, প্রশ্বাস ত্যাগ বহুলীকৃত হয়, বৃদ্ধি করা হয়, মহাফলপ্রদ হয়, মহাশুভজনক হয।

এরূপভাবে স্মৃতি উৎপাদন করা কি চার প্রকার স্মৃতি উৎপাদন পরিপূরক?

হে ভিক্ষুগণ! যখন ভিক্ষু দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করেন তখন দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছি এরূপ জ্ঞাত হন। এরূপে তিনি দীর্ঘ ও হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ, দীর্ঘ ও হ্রস্ব প্রশ্বাস ত্যাগ, সর্বদেহে অনুভূত (সর্বকায সংবেদী) শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ এবং সর্বদেহ শান্তকর শ্বাসগ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ শিক্ষা করেন।

হে ভিক্ষুগণ! এ সময় ভিক্ষু কায়ে কায়ানুস্মৃতি উপস্থাপন করে বিহার করেন; ধীরভাবে, প্রকৃতভাবে, সজাগ হয়ে, জাগ্রত হয়ে, লোভ-বিষাদ জয় করবার মানসে বিহার করেন। হে ভিক্ষুগণ! শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ কায় বিস্মৃতির[১] অন্যতম। যখন ভিক্ষু কায়ে কায়ানুস্মৃতি উপস্থাপন

১ চারপ্রকার কায়-বিস্মৃতির অন্যতম অথবা ২৫ প্রকার রূপ-কায়ের অন্যতম।

করে বিহার করেন, ধীরভাবে প্রকৃতভাবে সজাগ হয়ে, জাগ্রত হয়ে লোভ-বিষাদ জয় মানসে বিহার করেন, তখন ভিক্ষু এরূপ শিক্ষা করেন—আমি ধ্যান অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব—প্রশ্বাস ত্যাগ করব। চিত্তক্রিয়া শান্ত করে, অনুভব করে, আনন্দ অনুভব করে, একীভূত করে, বিমুক্ত করে (এরূপে) শ্বাস গ্রহণ করব, প্রশ্বাস ত্যাগ করব। এ সময় ভিক্ষু বেদনায় বেদনানুস্মৃতি উপস্থাপন করে বিহার করেন, ধীরভাবে, প্রকৃত সজাগ হয়ে, জাগ্রত হয়ে, লোভ বিষাদ জয় করবার মানসে বিহার করেন। হে ভিক্ষুগণ! শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ (তিন প্রকার সুখ) বেদনার অন্যতম। যখন ভিক্ষু বেদনায় বেদনানুস্মৃতি উপস্থাপন করে বিহার করেন, ধীরভাবে, প্রকৃতভাবে, সজাগ হয়ে, জাগ্রত হয়ে, লোভ-বিষাদ জয় করবার মানসে বিহার করেন তখন ভিক্ষু শিক্ষা করেন—আমি চিত্তক্রিয়া অনুভব করে, আনন্দ অনুভব করে, একীভূত করে, বিমুক্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব—প্রশ্বাস ত্যাগ করব। এ সময়ে ভিক্ষু চিত্তে চিত্তানুস্মৃতি উপস্থাপন করে বিহার করেন। ধীরভাবে, প্রকৃতভাবে সজাগ হয়ে জাগ্রত হয়ে—লোভ-বিষাদ জয় করবার মানসে বিহার করেন। হে ভিক্ষুগণ! আমি বলছি, শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ দ্বারা চিত্তোন্নতি—চিত্তদুষ্ট, চিত্তমোহ-পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। যখন ভিক্ষু চিত্তে চিত্তানুস্মৃতি উপস্থাপন করে বিহার করেন, ধীরভাবে, প্রকৃতভাবে, সজাগ হয়ে, জাগ্রত হয়ে—লোভ বিষাদ জয় করবার মানসে বিহার করেন, তখন ভিক্ষু এরূপ শিক্ষা করেন—আমি অনিত্য, অনাসক্তি, নিরোধ, ত্যাগ দর্শন করে শ্বাস গ্রহণ করব, প্রশ্বাস ত্যাগ করব। এ সময় ভিক্ষু চিত্ত ধর্মানুস্মৃতিতে (চিত্তের বিভিন্ন অবস্থাতে) উপস্থাপন করে বিহার করেন; ধীরভাবে প্রকৃতভাবে, সজাগ হয়ে, জাগ্রত হয়ে লোভ-বিষাদ জয় করবার মানসে বিহার করেন। তিনি লোভ-বিষাদ মুক্ত হয়ে প্রজ্ঞাদ্বারা তাহা দর্শন করে (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু-দ্বারা অকম্পিত, অনাসক্ত হয়ে) সম্যক্ সতর্ক জীবন যাপন করেন।

হে ভিক্ষুগণ! স্মৃতিসম্প্রযুক্ত হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ দ্বারা চারিপ্রকার স্মৃতি উৎপাদন পরিপূর্ণ হয়।

চারিপ্রকার স্মৃতি উৎপাদন পরিপূর্ণ হলে তৎসঙ্গে সপ্তবোধ্যঙ্গও পরিপূর্ণ হয় কি?

হে ভিক্ষুগণ! যখন ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শন (স্মৃতি) ভাবনা করেন; ধীরভাবে, প্রকৃতরূপে, সজাগ হয়ে, জাগ্রত হয়ে, লোভ-বিষাদ জয় করবার মানসে বিহার করেন, সে সময় তাঁর চিত্তে অনাবিল স্মৃতি উৎপন্ন হয়। অনাবিল স্মৃতি উৎপন্ন হলে ভিক্ষু সম্বোধির দিকে অগ্রসর হন, তাঁর চিত্ত একাগ্রতা প্রাপ্ত হয়, স্মৃতি পরিপূর্ণতা লাভ করে। পরিপূর্ণ স্মৃতি দ্বারা তিনি বিচার-বিশ্লেষণ করেন, তৎপর প্রজ্ঞাদ্বারা তাহার (বিষয়বস্তুর) অনুসন্ধান করেন—ইহা ধর্মবিচয় (বিচার)। যখন ভিক্ষু স্মৃতিসম্প্রযুক্ত হয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেন, তাহার অনুসন্ধান করেন, তখন তিনি সম্বোধির দিকে অগ্রসর হন, তাঁর চিত্ত অনুসন্ধান বা ধর্মবিচারে প্রবুদ্ধ হয়, তিনি ধর্ম বিচারে পরিপূর্ণতা লাভ কবেন। যখন তিনি প্রজ্ঞাদ্বারা (ধর্ম) বিচার-বিশ্লেষণ করেন তখন তিনি অনাবিল বীর্যদ্বারা প্রবুদ্ধ হন। যখন ভিক্ষু অনাবিল বীর্যদ্বারা প্রবুদ্ধ হন তখন তিনি সম্বোধির পথে অগ্রসর হন, প্রজ্ঞাদ্বারা বীর্য লাভ করেন, বীর্যে পরিপূর্ণতা লাভ করেন। যখন বীর্যদ্বারা প্রবুদ্ধ হন তখন অনাবিল প্রীতি অনুভব করেন। যখন অনাবিল প্রীতি উৎপন্ন হয় তখন তিনি সম্বোধির পানে অগ্রসর হন, এরূপ প্রবুদ্ধ হেতু তিনি প্রীতিতে পরিপূর্ণ হন। যাঁর চিত্ত প্রীতিপরায়ণ তাঁর চিত্ত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) লাভ করে। যাঁর দেহ প্রীতিপরায়ণ তাঁর চিত্ত প্রশ্রদ্ধিপরায়ণ হয়, সম্বোধি পরায়ণ হয়। চিত্ত এরূপ প্রশ্রদ্ধিপরায়ণ হলে চিত্ত-প্রশ্রদ্ধি পরিপূর্ণতা লাভ করে। এরূপ প্রশ্রদ্ধিপরায়ণ সুখী চিত্ত সমাধি লাভ করে। যখন ভিক্ষুর চিত্ত একাগ্র হয়, দেহ প্রশ্রদ্ধিপরায়ণ হয়, সুখী হয়, তখন তাহা সম্বোধির দিকে অগ্রসর হয়, চিত্ত একাগ্রতায় (সমাধিতে) পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। এরূপ সমাহিত চিত্ত প্রকৃত সচকিত হয়। এরূপ সমাহিত, সচকিত চিত্ত সম্বোধিপরায়ণ হয়, চিত্ত উপেক্ষায় প্রবুদ্ধ হয়। উপেক্ষা-প্রবুদ্ধচিত্ত সম্বোধি লাভ করে, উপেক্ষায় পরিপূর্ণতা লাভ করে। হে ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু বেদনায়-বেদনানুদর্শন···চিত্তে-চিত্তানুদর্শন·· ধর্মে ধর্মানুদর্শন পর্যবেক্ষণ করে বিহার করেন, ধীরভাবে, প্রকৃতরূপে সজাগ হয়ে, জাগ্রত হয়ে, লোভ-বিষাদ জয় করবার মানসে বিহার করেন সে সময় তাঁর অনাবিল চিত্তে স্মৃতি উৎপন্ন হয়, উপেক্ষা-প্রবুদ্ধ-চিত্ত সম্বোধি লাভ করে, উপেক্ষায় পরিপূর্ণতা লাভ করে।

হে ভিক্ষুগণ! যখন চারিপ্রকার স্মৃতি উৎপাদন এরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বহুলীকৃত হয় তখন সপ্তবোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণতা লাভ করে।

হে ভিক্ষুগণ! সপ্তবোধ্যঙ্গ যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বহুলীকৃত হয়, তখন কিরূপে তাহা প্রজ্ঞাদ্বারা বিমুক্তি, পরিপূর্ণতা আনয়ন করে? হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু স্মৃতিসম্প্রযুক্ত হয়ে সপ্তবোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণ করেন—যাহা লোকোত্তর, ত্যাগ-নির্ভর, অনাসক্তিপরায়ণ, পরিসমাপ্তিকর। তারপর তিনি স্মৃতি, ধর্মবিচার, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি, সমাধি, উপেক্ষা পরিবর্ধিত করেন—যাহা লোকোত্তর, ত্যাগনির্ভর, অনাসক্তিপরায়ণ, পরিসমাপ্তিকর। এরূপে সপ্তবোধ্যঙ্গ পরিবর্ধিত হলে, বহুলীকৃত হলে, প্রজ্ঞাদ্বারা বিমুক্তি পরিপূর্ণতা লাভ হয়।

ভিক্ষুগণ এতচ্ছ্রবণে সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

কায়গতানুস্মৃতি

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডদ আশ্রমে বাস করছেন, এমন সময় একদিন ভিক্ষুগণ আহারের পর এক উপোসথ গৃহে সমবেত হয়ে এরূপ বাক্যালাপ করছেন—ভগবান বলেছেন, কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করলে, বৃদ্ধি করলে, মহাফল লাভ হয়, মহাশুভজনক হয়। তাঁদের বাক্যালাপে বাধা পড়ল, কারণ সে সময়ে ভগবান নির্জন গৃহ থেকে ধ্যানভঙ্গের পর সন্ধ্যাকালে সেদিকে অগ্রসর হলেন। উপোসথ-গৃহে আসন গ্রহণ করে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন—হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি বিষয়ে আলোচনারত ছিলে—আমি আসাতে তাতে বাধা পড়ল?

ভিক্ষুগণ তাঁদের বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করলেন।

ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ! কায়গতানুস্মৃতি যখন ভাবনা করা হয় তখন তাহা কি প্রকারে বর্ধিত হয়, বহুলীকৃত হয়, মহাফলপ্রদ হয়, মহাশুভ-জনক হয়?

হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূল বা শূন্যগৃহে প্রবেশ করে, পদ্মাসনে সোজা হয়ে সম্মুখে (ধ্যেয় বিষয়ের প্রতি) স্মৃতি উপস্থাপন করে উপবেশন করবেন। স্মৃতিসম্প্রযুক্ত হয়ে তিনি শ্বাস গ্রহণ করবেন, প্রশ্বাস ত্যাগ করবেন। যখন দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করবেন—আমি দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছি এরূপ

অবহিত হবেন ; যখন হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করবেন—আমি হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি এরূপ অবহিত হ:বেন , যখন দীর্ঘপ্রশ্বাস ত্যাগ করছেন আমি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি এরূপ অবহিত হবেন ; যখন হ্রস্বপ্রশ্বাস ত্যাগ করবেন—আমি হ্রস্বপ্রশ্বাস ত্যাগ করছি এরূপ অবহিত হবেন। তিনি শিক্ষা করবেন—আমি সর্বদেহে অনুভূত শ্বাস গ্রহণ করব, প্রশ্বাস ত্যাগ করব। আমি সর্বদেহ শান্তকর শ্বাস গ্রহণ করব, প্রশ্বাস ত্যাগ করব। যখন তিনি এরূপ সচকিত, কর্মক্ষম, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন তখন তাঁর জাগতিক আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি দূরীভূত হয় ; তারপর চিত্ত আধ্যাত্মিকভাবে স্থিত, শান্ত, একীভূত একাগ্র হয়। হে ভিক্ষুগণ ! এরূপে ভিক্ষু কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করেন।

পুনঃ ভিক্ষু গমন কালে—আমি গমন করছি, দণ্ডায়মান কালে আমি দাঁড়িয়ে আছি, উপবেশন কালে আমি উপবেশন করেছি, শায়িত অবস্থায় আমি শয়ন করেছি, এরূপ অবহিত হন। যখন যে অবস্থায় আছেন তখন সে অবস্থায় আছেন এরূপ অবহিত থাকেন। যখন তিনি এরূপ সচকিত, কর্মক্ষম, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, একাগ্র হন, হে ভিক্ষুগণ ! তখন ভিক্ষু কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করেন।

পুনঃ ভিক্ষু যখন গমন করেন, প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাহা অবহিত অবস্থায় সম্পন্ন করেন। যখন তিনি সম্মুখে দেখেন, চারিদিকে দেখেন, নীচু হন, হস্তপ্রসারণ করেন, চীবর বহন করেন, পাত্র ধারণ করেন, আহার গ্রহণ করেন, পানীয় পান করেন, চর্বণ করে খান, আস্বাদ গ্রহণ করেন, মলমূত্র ত্যাগ করেন, দাঁড়ান, বসেন, ঘুমান, জাগেন, কথা বলেন, নীরব থাকেন তখন তিনি স্মৃতিসম্প্রযুক্ত হয়ে তাহা সম্পাদন করেন। তখন তিনি এরূপ সচকিত, কর্মক্ষম, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, একাগ্র হন। হে ভিক্ষুগণ ! এরূপে ভিক্ষু কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করেন।

হে ভিক্ষুগণ ! ভিক্ষু পুনঃ এই দেহের আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে এই দেহে এরূপ অশুচি পদার্থ দর্শন করেন—তাহা কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্, বৃহদন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, উদর, পুরীষ, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁষ, রক্ত, স্বেদ, অশ্রু, বসা, থুথু, সিকনি, লসিকা, মূত্র ইত্যাদি। হে ভিক্ষুগণ ! একটি দ্বিমুখ থলিতে যদি বিভিন্ন শস্য রাখা হয় তবে তাহা বাহির করবার সময় চক্ষুষ্মান ব্যক্তি যেমন ইহা

যবধান্য, শালিধান্য, মুগ, মাষ, তিল তণ্ডুলরূপে জ্ঞাত হন, সেরূপ ভিক্ষু চর্মাবৃত দেহে, কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক মূত্র প্রভৃতি অশুচি পদার্থ দর্শন করেন। যখন তিনি এরূপ সচকিত, কর্মক্ষম, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, একাগ্র হন, হে ভিক্ষুগণ! তখন ভিক্ষু কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করেন।

হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু পুনঃ এই দেহস্থিত পদার্থকে ধাতু পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করেন—তিনি দেখেন এই দেহে পৃথিবী ধাতু, অপ্‌ধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতুর সংমিশ্রণ। গোঘাতক যেমন রাস্তার চৌমাথায় গোমংস বিভিন্ন অংশে রেখে বিক্রয় করে সেরূপ ভিক্ষুও নিজ দেহের বিভিন্ন অংশগুলি পৃথকভাবে দর্শন করেন। হে ভিক্ষুগণ! এরূপে ভিক্ষু কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করেন।

হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু পুনঃ এক, দুই, তিন দিন পূর্বে পরিত্যক্ত, স্ফীত, বিবর্ণ, পূঁযপূর্ণ মৃতদেহ দেখে এরূপ চিন্তা করেন—এই দেহও এরূপ বিপরিণামধর্মী, এরূপ গঠনশীল, এ দেহের অবস্থা পূর্বে এরূপ ছিল না। যখন তিনি এরূপ সচকিত, কর্মক্ষম, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, একাগ্র হন, তখন ভিক্ষু এরূপে কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করেন।

হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু পুনঃ শ্মশানে নিক্ষিপ্ত দেহকে কাক, গৃধ্র, সারমেয়, শৃগাল, বিবিধ কীট পরিপূর্ণ দেখে এরূপ চিন্তা করেন—এই দেহও এরূপ বিপরিণামধর্মী, এরূপ গঠনশীল এ দেহের অবস্থা পূর্বে এরূপ ছিল না। যখন তিনি এরূপ সচকিত, কর্মক্ষম, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, একাগ্র হন, তখন ভিক্ষু কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করেন।

হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু পুনঃ শ্মশানে নিক্ষিপ্ত দেহকে ক্রমে স্নায়ুবদ্ধ মাংস-লোহিতসম্পন্ন, স্নায়ুবদ্ধ নির্মাংস রক্তরঞ্জিত, স্নায়ুবদ্ধ মাংসলোহিতহীন অস্থিশৃঙ্খল, স্নায়ুহীন চতুর্দিকবিক্ষিপ্ত অস্থিপঞ্জর, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেহাস্থি, দন্ত, বাহুঅস্থি, উরুঅস্থি, বক্ষপঞ্জর, পৃষ্ঠঅস্থি, করোটি ইত্যাদি দর্শন করে এরূপ চিন্তা করেন—এই দেহও এরূপ বিপরিণামধর্মী, এরূপ গঠনশীল—এ দেহের অবস্থা পূর্বে এরূপ ছিল না। যখন তিনি এরূপ সচকিত, কর্মক্ষম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, একাগ্র হন, তখন ভিক্ষু কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করেন।

হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু পুনঃ অস্থিগুলি শ্বেতবর্ণ, বর্ষাহত, তাপদগ্ধ, চূর্ণীকৃত অবস্থায় দর্শন করে এরূপ চিন্তা করেন এই দেহও এরূপ বিপরিণামধর্মী, এরূপ গঠনশীল—এ দেহের অবস্থা পূর্বে এরূপ ছিল না। যখন তিনি এরূপ সচকিত,

কর্মক্ষম, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, একাগ্র হন—তখন ভিক্ষু এরূপে কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করেন।

হে ভিক্ষুগণ! এরূপ ভিক্ষুর ইন্দ্রিয়-সুখানুভূতি-চিত্তক্লেশ-বিমুক্ত চিত্ত বিতর্ক-বিচার সহগত, বিবেকজ প্রীতিসুখপরায়ণ প্রথম ধ্যানে উন্নীত হয়। তিনি বিবেকজ প্রীতি-সুখে স্নাত, স্ফুরিত, পরিপ্লাবিত হন; দেহের এমন কোন অংশ থাকে না যেস্থানে বিবেকজ প্রীতি-সুখ অনুভূত হয় না। হে ভিক্ষুগণ! দক্ষ স্নান-সহায়ক বা তার কর্মচারী যেমন তাম্রপাত্রে সুগন্ধচূর্ণ সম্পূর্ণরূপে জলসিক্ত করে গন্ধ-স্থিত রাখে সেরূপ ভিক্ষুর দেহ বিবেকজ প্রীতি-সুখ দ্বারা স্নাত, স্ফুরিত পরিপ্লাবিত থাকে। যখন ভিক্ষু এরূপ সচকিত কর্মক্ষম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, একাগ্র হন, তখন তিনি কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করেন।

হে ভিক্ষুগণ! তারপর ভিক্ষু বিতর্ক বিচার উপশান্ত করে, অধ্যাত্মভাবে শান্ত, একাগ্র চিত্ত, সমাধিজ প্রীতিসুখ সমন্বিত হয়ে বিতর্ক বিচারহীন দ্বিতীয় ধ্যানে উন্নীত হন। তিনি সমাধিজ প্রীতিসুখে স্নাত, স্ফুরিত, পরিপ্লাবিত হন; দেহের এমন কোন অংশ থাকে না যে-স্থানে সমাধিজ প্রীতিসুখ অনুভূত হয় না। হে ভিক্ষুগণ! চতুর্দিকে বাঁধসম্পন্ন জলাধারে শীতল জল অনাবৃষ্টি-বশতও যেমন স্ফীত, পূর্ণ থাকে সেরূপ তার দেহ সমাধিজ প্রীতিসুখে স্নাত, স্ফুরিত, পরিপ্লাবিত থাকে। যখন ভিক্ষু এরূপ সচকিত, কর্মক্ষম, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, একাগ্র হন তখন তিনি কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করেন।

হে ভিক্ষুগণ! তারপর ভিক্ষু প্রীতি বর্জন করে, উপেক্ষক, একাগ্র, স্মৃতিমান হয়ে সুখ উপভোগ করেন। সে সম্বন্ধে আর্যগণ বলেছেন—তিনি উপেক্ষা-সহগত স্মৃতি-সুখসমন্বিত তৃতীয় ধ্যানে উন্নীত হন। তিনি প্রীতিহীন সুখে স্নাত, স্ফুরিত, পরিপ্লাবিত হন; দেহের এমন কোন অংশ থাকে না যেখানে প্রীতিহীন সুখ অনুভূত হয় না। হে ভিক্ষুগণ! শ্বেত, রক্ত সবুজ পদ্ম যেমন জলে উৎপন্ন হয়, বর্ধিত হয়, জলের ঊর্ধ্বে উত্থিত না হয়ে তথায় বিস্তারপ্রাপ্ত হয়, মূল থেকে শির পর্যন্ত জলে নিমজ্জিত থাকে সেরূপ ভিক্ষুর সর্বদেহ প্রীতিহীন সুখে স্নাত, স্ফুরিত, পরিপ্লাবিত থাকে। যখন ভিক্ষু এরূপ সচকিত, কর্মক্ষম, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, একাগ্র হন, তখন তিনি কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করেন।

হে ভিক্ষুগণ! তারপর ভিক্ষু সুখ-দুঃখ-প্রহীন, হর্ষ-বিষাদ অস্তগত,

ন-দুঃখ-ন-সুখ পরিশুদ্ধ উপেক্ষা স্মৃতিসম্পন্ন চতুর্থ ধ্যানে উন্নীত হন। তখন তাঁর দেহের এমন কোন অংশ থাকে না—যেস্থানে পবিত্র, অনাবিল চিত্ত স্ফুরিত থাকে না। শ্বেত বস্ত্রাবৃত ব্যক্তির যেমন কোন অঙ্গ অনাবৃত থাকে না, সেরূপ ভিক্ষুর দেহের এমন কোন অংশ থাকে না—যেস্থানে পবিত্র অনাবিল চিত্ত স্ফুরিত থাকে না। যখন ভিক্ষু এরূপ সচকিত, কর্মক্ষম, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, একাগ্র হন, তখন তিনি কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করেন।

হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষুগণ কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করেন নাই, বর্ধিত করেন নাই, বহুলীকৃত করেন নাই, তার মধ্যে মার প্রবেশ করতে পারে। যদি একখণ্ড উপল কর্দমে নিক্ষেপ করা হয় তার কি অবস্থা হয়? তাহা কর্দমে প্রবেশ করে—এরূপ নয় কি?

হাঁ ভগবন্! তাহা কর্দমে প্রবেশ করে।

হে ভিক্ষুগণ! এরূপে মার কায়গতানুস্মৃতি ভাবনাহীন ব্যক্তির ভিতরে প্রবেশ করে। কোন ব্যক্তি এক টুকরো অগ্নিপ্রজ্বালক কাষ্ঠের সঙ্গে অপর শুষ্ককাষ্ঠের সংঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বালন করতে পারবে কি?

হাঁ ভগবন্! সেভাবে অগ্নি প্রজ্বালন করতে পারবে।

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে মার কায়গতানুস্মৃতি ভাবনাহীন ব্যক্তিকে অধিকার করবার সুযোগ পায়। কোন জলপূর্ণ পাত্রে অপর ব্যক্তি আরও জল ঢেলে রাখতে পারে কি?

না, ভগবন্! তা রাখতে পারে না।

হে ভিক্ষুগণ! সেরূপ মারও কায়গতানুস্মৃতিযুক্ত চিত্তে প্রবেশ করবার সুযোগ পায় না, উহা অধিকার করতে পারে না। হে ভিক্ষুগণ! যিনি কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করেছেন, বৃদ্ধি করেছেন, বহুল করেছেন তিনি তাঁর চিত্ত লোকোত্তর প্রজ্ঞালাভের জন্য যে কোন ভাবে নিয়োজিত করতে পারেন। তিনিই লোকোত্তর জ্ঞানলাভের অধিকারী হন, এ জীবনেই দক্ষতা লাভ করেন, যে কোন স্তর[১] লাভে সমর্থ হন। সুদক্ষ সারথি যেমন দণ্ড ও বল্গা ধারণ করে সুজাত অশ্বযুক্ত রথ উচু-নীচু পথ দিয়ে ইচ্ছামত চালিয়ে নিয়ে যায় সেরূপ কায়গতানুস্মৃতি ভাবনাযুক্ত চিত্ত

১ স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ স্তর

লোকোত্তর জ্ঞানলাভের নিমিত্ত যে কোনভাবে নিয়োজিত করা যায়, তা'তে দক্ষতা লাভ করা যায়, যে কোন স্তর লাভ করা যায়।

হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কায়গতানুস্মৃতি ভাবনাযুক্ত হলে, তা'তে দক্ষতা লাভ করলে, তা বহুল করা হলে তাঁর দশপ্রকার ফল লাভ হয়। তাহা এই—১. তিনি ইচ্ছা-অনিচ্ছার বশবর্তী হন না, ইচ্ছা-অনিচ্ছা তাঁকে পরাভূত করে না, ইচ্ছা-অনিচ্ছা জয় করে বিহার করেন। ২. তিনি ভয়-ভৈরব অতিক্রম করেন, ভয়-ভৈরব তাঁকে অভিভূত করে না, ভয়-ভৈরব জয় করে বিহার করেন। ৩. তিনি শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মশা-মাছি দংশন, বাত্যা, রৌদ্র পিশুন-কর্কশ বাক্য প্রভৃতি সহনক্ষম হন; তিনি দৈহিক বেদনা, যেমন দুঃখবেদনা, তীব্র বেদনা, অসহনীয় বেদনা, কটুবেদনা এমন কি মৃত্যুজনক বেদনাও সহ্য করতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করলেই স্বাভাবিকভাবে, বিনা বাধায় অনাবিলচিত্ত হেতু অতি সহজে চারি সমাপত্তি ধ্যান এখানে এই সময়ে লাভ করে বিহার করেন। ৪. তিনি অনেক প্রকার ঋদ্ধিবিদ্যা অধিগত করেন। ৫. দিব্যশ্রোত দ্বারা মনুষ্য শব্দকর্ণ-গ্রাহ্য শব্দকে অতিক্রম করে দূরের দেব-মনুষ্য উভয় শব্দ শ্রবণ করেন। ৬. পরচিত্তপর্যায় জ্ঞানলাভ করেন। ৭. পূর্বনিবাসস্মৃতিজ্ঞান লাভ করেন। ৮. সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান লাভ করেন। ৯. চতুরার্য সত্যজ্ঞান লাভ করেন। ১০. তৃষ্ণাক্ষয় জ্ঞান লাভ করেন। (এ বিষয়ে কাশ্যপ প্রসঙ্গ দেখুন।)

হে ভিক্ষুগণ! এই দশপ্রকার ফল লাভ হয়—শুধুমাত্র কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করলে, বর্ধিত করলে, বহুল করলে, ইহাকে যান হিসাবে ব্যবহার করলে, এবং তাকে ভিত্তি করে তাহা অনুশীলন করলে, বর্ধিত করলে, এই দশ ফলই লাভ হয়।

এতচ্ছ্রবণে ভিক্ষুগণ ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দন করলেন।

সংকল্পদ্বারা উন্নত অবস্থা প্রাপ্তি

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডদ আশ্রমে অবস্থান করছেন। এমন সময় একদিন তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘকে আহ্বান করে বললেন, হে

ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদের সঙ্কল্পদ্বারা উন্নত অবস্থাপ্রাপ্তি বিষয় আজ দেশনা করব। তোমরা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ ধর্মশ্রবণ মানসে উপবেশন করলেন।

হে ভিক্ষুগণ! যিনি শ্রদ্ধাবান, শীলবান. বিরাগপরায়ণ প্রজ্ঞাবান তাঁর চিত্তে যদি এরূপ চিন্তার উদয় হয়—অহো! এই দেহাবসানে, মৃত্যুপর আমি ধনাঢ্য ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করব এবং যদি তিনি এ বিষয়ে চিত্তস্থিত করেন, দৃঢ়সঙ্কল্প হন, চিত্তকে তৎপ্রাপ্তির জন্য নিযোজিত করেন, তাহলে এরূপ সঙ্কল্প বিহার বর্ধিত হয়ে, বহুলীকৃত হয়ে তদবস্থায় তাকে উন্নীত করে। হে ভিক্ষুগণ! ইহাই পথ। এরূপ অনুশীলনই তাঁকে সেই অবস্থা প্রাপ্ত করায়।

হে ভিক্ষুগণ! যিনি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বিরাগপরায়ণ, প্রজ্ঞাবান তাঁর চিত্তে যদি এরূপ চিন্তার উদয় হয়—এই দেহাবসানে, মৃত্যুপর আমি ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ, ধনাঢ্য গৃহপতিগণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করব এবং তিনি এবিষয়ে চিত্ত স্থিত করেন, দৃঢ়সঙ্কল্প হন, চিত্তকে তৎপ্রাপ্তিব জন্য নিয়োজিত করেন তাহলে এরূপ সংকল্প বিহার বর্ধিত হয়ে, বহুলীকৃত হয়ে, তাঁকে তদবস্থায় উন্নীত করে। হে ভিক্ষুগণ ইহাই পথ। এরূপ অনুশীলনই তাঁকে সেই অবস্থা প্রাপ্ত করায়।

হে ভিক্ষুগণ! যিনি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বিরাগপরায়ণ, প্রজ্ঞাবান, তিনি শ্রবণ করেন—চতুর্মহারাজিক দেবতাগণ দীর্ঘজীবি, সুন্দর, মহাসুখ-পরায়ণ। তাঁর চিত্তে তখন এরূপ চিন্তার উদয় হয়—অহো! এই দেহাবসানে মৃত্যুপর আমি সেই চতুর্মহারাজিক দেবতাগণের মধ্যে জন্ম-গ্রহণ করব। তিনি এ বিষয়ে স্থিতচিত্ত হন, দৃঢ়সঙ্কল্প হন, চিত্তকে তৎ-প্রাপ্তির জন্য নিয়োজিত করেন, তাহলে তাঁর এরূপ সঙ্কল্পবিহার বর্ধিত হয়ে, বহুলীকৃত হয়ে, তাঁকে সেই অবস্থা প্রাপ্ত করায়।

হে ভিক্ষুগণ! যিনি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বিরাগপরায়ণ, প্রজ্ঞাবান তিনি শ্রবণ করেন—তাবতিংস, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি, পরনির্মিতবশবর্তী দেবতাগণ দীর্ঘজীবী, জ্যোতির্ময়, মহাসুখশালী। তাঁর চিত্তে তখন এরূপ চিন্তার উদয় হয়—অহো এই দেহাবসানে, মৃত্যুপর আমি সেই তাবতিংস, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি, পরনির্মিতবশবর্তী দেবতাগণের মধ্যে জন্মগ্রহণ

করব। তিনি এ বিষয়ে স্থিতচিত্ত হন, দৃঢ়সঙ্কল্প হন, ··তাঁকে সেই অবস্থা প্রাপ্ত করায়।

হে ভিক্ষুগণ। যিনি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বিরাগপরায়ণ, প্রজ্ঞাবান তিনি শ্রবণ করেন সহস্র চক্রবালচক্রের[১] ব্রহ্মা দীর্ঘজীবী, জ্যোতির্ময় মহাসুখশালী। হে ভিক্ষুগণ সহস্র চক্রবালচক্রের ব্রহ্মা তথায় উৎপত্তিশীল সত্ত্বগণের প্রতি, সহস্র চক্রবালচক্রের প্রতি স্ফুরিত, পরিপ্লাবিত (ধ্যানস্থ) থাকেন। একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি যেরূপে হস্তস্থিত একটি আমলকী দর্শন করেন সেরূপ সহস্র চক্রবালচক্রের ব্রহ্মাসহস্র চক্রবালচক্রের প্রতি তথায় উৎপত্তিশীল সত্ত্বগণের প্রতি স্ফুরিত, পরিপ্লাবিত থাকেন। তাঁর চিত্তে তখন এরূপ চিন্তার উদয় হয়—অহো! এই দেহাবসানে, মৃত্যুপর আমি সেই সহস্র চক্রবালচক্রে জন্ম-গ্রহণ করব। তিনি এ বিষয়ে স্থিতচিত্ত হন, দৃঢ়সঙ্কল্প হন, ··তাঁকে সেই অবস্থাপ্রাপ্ত করায়।

হে ভিক্ষুগণ! যিনি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বিরাগপরায়ণ, প্রজ্ঞাবান, তিনি শ্রবণ করেন—দশসহস্র চক্রবালচক্রের ব্রহ্মা দীর্ঘজীবী, জ্যোতির্ময়, মহাসুখ-শালী। দশ সহস্র চক্রবালচক্রের ব্রহ্মা দশ সহস্র চক্রবালচক্রের প্রতি, তথায় উৎপত্তিশীল সত্ত্বগণের প্রতি স্ফুরিত, পরিপ্লাবিত থাকেন। অষ্টদিক্ সমন্বিত কোন জলমণি যেমন বস্ত্রোপরি স্থাপন করলে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় দেখায় সেরূপ দশ সহস্র চক্রবালচক্রের প্রতি, তথায় উৎপন্ন সত্ত্বগণের প্রতি স্ফুরিত, পরিপ্লাবিত থাকেন। তখন তাঁর চিত্তে এরূপ চিন্তার উদয় হয়—এই দেহাবসানে, মৃত্যুপর আমি দশ সহস্র চক্রবালচক্রের সত্ত্বগণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করব। তিনি এ বিষয়ে স্থিতচিত্ত হন, দৃঢ়সঙ্কল্প হন, · তাঁকে সেই অবস্থা প্রাপ্ত করায়।

হে ভিক্ষুগণ! যিনি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বিরাগপরায়ণ তিনি শ্রবণ করেন—শত সহস্র চক্রবালচক্রের ব্রহ্মা দীর্ঘায়ু, জ্যোতির্ময়, মহাসুখশালী। হে ভিক্ষুগণ! শত সহস্র চক্রবালচক্রের ব্রহ্মা শত সহস্র চক্রবালচক্রের প্রতি তথায় উৎপত্তিশীল সত্ত্বগণের প্রতি স্ফুরিত, পরিপ্লাবিত থাকেন। সুদক্ষ

১ চারি অপায় (নরক), এক মনুষ্যলোক, ছয় দেবলোক, বিশ ব্রহ্মলোক নিয়ে এক চক্রবাল—এরূপ সহস্র চক্রবাল।

স্বর্ণকার নির্মিত অমূল্য রত্নাভরণ যেমন বস্ত্রোপরি রক্ষিত হলে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় দেখায় সেরূপ শত সহস্র চক্রবালচক্রের ব্রহ্মা শত সহস্র চক্রবালের প্রতি, তথায় উৎপন্ন সত্ত্বগণের প্রতি স্ফুরিত, পরিপ্লাবিত থাকেন। তখন তাঁর চিত্তে এরূপ চিন্তার উদয় হয়—এই দেহাবসানে, মৃত্যুপর আমি শত সহস্র চক্রবালচক্রের সত্ত্বগণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করব। তিনি এ বিষয়ে স্থিতচিত্ত হন, দৃঢ়সঙ্কল্প হন,…তাঁকে সেই অবস্থা প্রাপ্ত করায়।

হে ভিক্ষুগণ! যিনি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বিরাগপরায়ণ প্রজ্ঞাবান তিনি শ্রবণ করেন ১. ব্রহ্মপারিষদ··ব্রহ্মপুরোহিত…মহাব্রহ্মা ২. পরিত্তাভ, …অপ্রমাণাভ·· …আভস্বর ৩. পরিত্তশুভ…অপ্রমাণশুভ…শুভাকীর্ণ ৪. বৃহৎফল……অসংজ্ঞসত্ত্ব ৫. অবৃহা……অতপ্ত… · সুদর্শন…সুদর্শী …অকনিষ্ঠ ৬. আকাশানন্তায়তন,.. বিজ্ঞানানন্তায়তন…আকিঞ্চনায়তন, নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন দেবগণ (ব্রহ্মাগণ) দীর্ঘায়ু, আভাযুক্ত, মহাসুখশালী তখন তাঁর চিত্তে এরূপ চিন্তার উদয় হয়—এই দেহাবসানের পর আমি ব্রহ্ম-পারিষদ…নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন দেবগণের (ব্রহ্মাগণের) মধ্যে জন্মগ্রহণ করব (উৎপন্ন হব)। তিনি এ বিষয়ে স্থিতচিত্ত হন, দৃঢ়সঙ্কল্প হন, তিনি তৎপ্রাপ্তির জন্য নিজকে নিয়োজিত করেন। তাঁহার এরূপ সঙ্কল্প বিহার বর্ধিত হয়ে, বহুলীকৃত হয়ে, চিত্তকে তদবস্থায় উন্নীত করে। হে ভিক্ষুগণ! ইহাই পথ, এরূপ অনুশীলনই তাঁকে সেই অবস্থা প্রাপ্ত করায়।

হে ভিক্ষুগণ! যিনি শ্রদ্ধাবান, শীলপরায়ণ, বিরাগপরায়ণ, প্রজ্ঞাবান তাঁর চিত্তে এরূপ চিন্তার উদয় হয়—অহো! এই জগতে, এই সময়ে লোকোত্তর জ্ঞানদ্বারা তৃষ্ণাক্ষয় করে চিত্তবিমুক্তি—প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি করে, বিগততৃষ্ণ হযে—সে অবস্থায় অবস্থান করব। তিনি তারপরে প্রবর্তনকালে (ইহজীবনে) লোকোত্তর জ্ঞানদ্বারা তৃষ্ণাক্ষয় করে চিত্ত-বিমুক্তি—প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি করে বিগততৃষ্ণ হয়ে সে অবস্থায় অবস্থান করেন। এই ভিক্ষু এমতাবস্থায় 'কোনস্থানে উৎপন্ন হন না, কুত্রাপি উৎপন্ন হন না।'

এই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ অত্যন্ত প্রীত হলেন।

উপক্লেশ

একদা ভগবান বুদ্ধ কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছেন। কৌশাম্বীর ভিক্ষুগণ তখন পরস্পর বিবাদপরায়ণ, ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে বাস করছেন, এমন কি পরস্পরকে বাক্যাঘাত করতেও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। জনৈক ভিক্ষু একদিন ভগবানকে অভিবাদন করে কিয়দ্দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভগবান তাঁর আগমন বার্তা জানতে চাইলে তিনি বললেন—ভগবন্! কৌশাম্বীর ভিক্ষুগণ পরস্পর বিবাদপরায়ণ, ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে বাস করছেন এমন কি পরস্পরকে বাক্যাঘাত করতেও পরাঙ্মুখ হন না। ভগবান যদি তাঁদের প্রতি করুণাবশতঃ উপদেশ প্রদান করেন তবে মঙ্গল হয়। ভগবান এই আহ্বানে নীরবে সম্মতি প্রকাশ করলেন।

যথাসময়ে ভগবান কলহপরায়ণ ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে ভিক্ষুগণ! তোমরা বিবাদ ত্যাগ কর, ঝগড়া বন্ধ কর, পরস্পর বাগ-বিতণ্ডা, ঈর্ষা পরিত্যাগ কর। এমন সময় জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, ভগবন্ ধর্মশাস্তা! আপনি আমাদের মধ্যে অবস্থান করুন।

ভগবান কোন বাক্যব্যয় না করে, চীবর পরিধান করে, পাত্র নিয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বাহির হলেন, ভিক্ষান্ন ভোজন শেষে ভিক্ষুগণকে যথোচিত উপদেশ প্রদান করে সেস্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন।

ক্রমে ভগবান বালকলোন গ্রামে এসে উপনীত হলেন। আয়ুষ্মান্ ভৃগু তখন সেগ্রামে অবস্থান করছেন। তিনি ভগবানকে দূরে দেখতে পেয়ে আসন ও জল প্রস্তুত রাখলেন। ভগবান উপনীত হলে তিনি স্বহস্তে তাঁর পাদ ধৌত করে দিলেন। ভগবান আসন গ্রহণ করে জিজ্ঞাসা করলেন—হে ভিক্ষু! তুমি কুশলে আছ ত? সকল খবর ভাল ত? ভিক্ষান্ন সুলভ কি?

ভগবন্! আমি কুশলে আছি, সকল খবরই ভাল, ভিক্ষান্নও সুলভ।

তারপর ভগবান আয়ুষ্মান ভৃগুকে ধর্মকথায় সন্দৃপ্ত, আনন্দিত, সমুত্তেজিত করে সেস্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন।

১ ন কথচি উপ্‌পজ্জতি, ন কুহিঞ্চি উপজ্জতি।

ক্রমে তিনি আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, নন্দিয়, কিম্বিলের আবাসস্থান পূর্ব আম্র-বনে এসে পৌছলেন। বনরক্ষক ভগবানকে আসতে দেখে নিকটে গিয়ে বললেন—হে শ্রমণ! এ বনে প্রবেশ করবেন না। এ বনে তিনজন কুল-পুত্র সাধনরত, তাঁদের অসুবিধা করবেন না। আয়ুষ্মান্ অনুরুদ্ধ বনরক্ষকের বাক্য শ্রবণ করে তাকে বললেন—হে রক্ষক! ভগবানকে বাধা দিও না। তিনি আমাদের শাস্তা। তখন অনুরুদ্ধ ভগবানের আগমন বার্তা অপর দুই সহায়কে জানালেন। তাঁরা ভগবানের নিকট গিয়ে কেহ চীবর, কেহ পাত্র গ্রহণ করলেন, কেহ আসন প্রস্তুত করলেন। তারপর তাঁরা ভগবানের পায়ে প্রণতি জানিয়ে অনতিদূরে উপবেশন করলেন।

উপবিষ্ট ভিক্ষুত্রয়কে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন—হে অনুরুদ্ধ! আমার মনে হয় তোমরা কুশলজীবন যাপন করছ, নিরাময়ে আছ, ভিক্ষান্নও সুলভ আছে।

হাঁ ভগবন্। আমরা কুশলে আছি, নিরাময়ে আছি, ভিক্ষান্ন সংগ্রহেও কোন অসুবিধা নাই।

আমি মনে করি তোমরা বন্ধুত্বের সহিত, একতাবদ্ধ হয়ে দুধ-জল সংমিশ্রণের মতো পরস্পরের প্রতি প্রীতিপূর্ণ চক্ষে বাস করছ?

হাঁ ভগবন্। আমরা সেভাবেই বাস করছি।

এরূপ প্রীতিপূর্ণ জীবন যাপন তোমাদের কি প্রকারে সম্ভব হল?

ভগবন্! আমার এরূপ মনে হয়েছিল—এ আমার সৌভাগ্য যে, আমি ব্রহ্মচারী ব্যক্তির মধ্যে বাস করছি। সুহৃদবর্গের প্রতি বন্ধুত্ববশতঃ আমার কায়কর্ম, বাক্‌কর্ম, মনঃকর্ম প্রকাশ্যে বা গোপনে বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। তারপর আমার এরূপ মনে হয়েছিল—এখন আমার স্বীয় চিত্তকে পরিত্যাগ করে আয়ুষ্মানগণের চিত্তানুযায়ী বাস করা উচিত; তাই আমি স্বীয় চিত্ত পরিত্যাগ করে আয়ুষ্মানগণের চিত্তানুযায়ী বাস আরম্ভ করি। ভগবন্! আমাদের দেহ ভিন্ন হতে পারে কিন্তু আমাদের চিত্ত অভিন্ন। আয়ুষ্মান্ কিম্বিল ও নন্দিয় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের বাক্য অনুমোদন করলেন।

ইহা অতি উত্তম অনুরুদ্ধ! আমি মনে করি তোমরা সৎভাবে, কর্মক্ষম হয়ে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বাস করছ।

হাঁ ভগবন্।

কি প্রকারে তোমরা সেরূপভাবে বাস করছ ?

ভগবন্ ! আমাদের মধ্যে যিনি ভিক্ষাচরণ থেকে প্রথম ফিরে আসেন তিনি আসন প্রস্তুত করেন, পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন, হাত-পা ধোয়ার জল এনে রাখেন, ময়লার পাত্র সরিয়ে রাখেন। যিনি সর্বশেষে আসেন—তিনি ইচ্ছা করেন ত ভিক্ষান্নের অবশিষ্টাংশ আহার করেন অথবা তাহা তৃণহীন জায়গায় বা জীবহীন জলে পরিত্যাগ করেন, তিনি আসন যথাস্থানে রাখেন, পানীয় জল, ধৌতকার্যের জন্য আনীত জল যথাস্থানে স্থাপন করেন, ময়লার পাত্র পরিষ্কার করেন, খাবার ঘর সম্মার্জন করেন। পানীয় জলপাত্র, ধৌত কাজের জন্য ব্যবহৃত জলপাত্র, শৌচক্রিয়ার জন্য রক্ষিত জলপাত্র যে কেহ জলশূন্য দেখেন তিনি তাহা ভর্তি করে রাখেন। যদি এ কার্য একের পক্ষে সম্ভব না হয় তিনি ইঙ্গিত দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করেন। এভাবে এসকল কর্ম বিনাবাক্যব্যয়ে সম্পন্ন করা হয়। তাছাড়াও আমরা প্রতি পঞ্চরাত্রিতে ধর্মালোচনা করি। হে ভগবন্ ! এরূপে আমরা সৎভাবে, কর্মক্ষম হয়ে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বাস করি।

হে অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ ! তোমরা সুন্দর জীবন যাপন করছ। এরূপ জীবন যাপন কালে তোমরা লোকোত্তর আর্যোচিত বিদর্শন জ্ঞান লাভ করে, নিরাসব, নিঃশঙ্ক জীবন যাপন করছ কি ?

ভগবন্ ! আমরা যখন এরূপভাবে জীবন যাপন করি তখন আমাদের ওভাষ (জ্যোতি, আভা) ও রূপ নিমিত্ত[১] লাভ হয়, আবার তাহা তিরোহিত হয়। এর কারণ আমরা বুঝতে পারি না।

হে অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ ! এর কারণ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। বোধিলাভের পূর্বে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় আমারও এরূপ ওভাষ (জ্যোতি) ও রূপনিমিত্ত লাভ হত আবার তাহা তিরোহিত হত। তখন আমার মনে হল—'এর কারণ কি তা জানতে হবে।' তখন আমি জানলাম—'আমার মধ্যে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে, সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে একাগ্রতার পরিহানি হয়েছে, একাগ্রতার পরিহানিতে ওভাষ ও রূপনিমিত্ত দূরীভূত হয়েছে। সুতরাং আমার কর্তব্য হবে যেন আমার মধ্যে সন্দেহ

১ রূপ-আরম্মন (ধ্যানের অবলম্বন)

উপস্থিত না হয় এরূপভাবে কাজ করা।' এ প্রকারে আমার ওভাষ ও রূপনিমিত্ত লাভ হল কিন্তু তাও আবার চলে গেল। তখন আমার এরূপ মনে হল—'এর কারণ কি তা আমার জানতে হবে।' তখন আমি জানলাম —'আমার মধ্যে মনস্কারের অভাব হয়েছে, মনস্কারের অভাবেই একাগ্রতার পরিহানি হয়েছে, একাগ্রতার পরিহানিতে ওভাষ ও রূপনিমিত্ত দূরীভূত হয়েছে। সুতরাং আমার কর্তব্য হবে আমার মধ্যে যেন মনস্কারের অভাব না হয় এরূপভাবে কাজ করা।' তারপর আমার মনে হল—স্ত্যনমিদ্ধ[১] ত্রাস, ...উল্লাস...প্রশান্তি,...অতি বীর্য·· বীর্যহীনতা, · অতিলোভ···বিক্ষিপ্ততা, ...রূপনিমিত্তের প্রতি অত্যাসক্তি...একাগ্রতার পরিহানি হেতু ওভাষ ও রূপনিমিত্ত দূরীভূত হয়েছে। সুতরাং আমার কর্তব্য যাতে স্ত্যনমিদ্ধ, ত্রাস, উল্লাস, প্রশান্তি, অতিবীর্য, বীর্যহীনতা, অতিলোভ, বিক্ষিপ্ততা ...রূপনিমিত্তের প্রতি আসক্তি উপস্থিত না হয় সেরূপ কাজ করা। এ প্রকারে ...আমার ওভাষ ও রূপনিমিত্ত লাভ হল। তারপর আমি সন্দেহ ...মনস্কার · স্ত্যনমিদ্ধ...ত্রাস...উল্লাস ...প্রশান্তি... অতিবীর্য...বীর্যহীনতা... অতিলোভ...বিক্ষিপ্ততা...রূপনিমিত্তের প্রতি আসক্তি প্রভৃতিকে চিত্তক্লেশ, চিত্তমল জ্ঞাত হয়ে তাহা থেকে পরিমুক্ত হই।

তারপর এরূপ জীবন যাপনে আমি ওভাষ প্রত্যক্ষ করতাম, কিন্তু রূপ নিমিত্ত প্রত্যক্ষ করতাম না। কখনও সারারাত্রি—সারাদিন এবং কখনও সারাদিন—সারারাত্রি রূপনিমিত্ত প্রত্যক্ষ করতাম, ওভাষ প্রত্যক্ষ করতাম না। তখন এর কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতাম। আমি সে সময় রূপনিমিত্তের চিত্তগৃহীত প্রতিবিম্বের প্রতি মনোযোগী ছিলাম না। বরঞ্চ ওভাষ বা জ্যোতির চিত্তগৃহীত প্রতিবিম্বের প্রতি মনোযোগী ছিলাম। সে কারণে আমি ওভাষ (জ্যোতি) প্রত্যক্ষ করতাম, রূপনিমিত্ত প্রত্যক্ষ করতাম না। যখন আমি ওভাষ বা জ্যোতির চিত্তগৃহীত প্রতিবিম্বের প্রতি মনোযোগী ছিলাম না বরঞ্চ রূপনিমিত্তের চিত্তগৃহীত প্রতিবিম্বের প্রতি মনোযোগী ছিলাম তখন সারারাত্রি সারাদিন আমি রূপনিমিত্ত প্রত্যক্ষ করতাম, ওভাষ প্রত্যক্ষ করতাম না।

১ দেহমনের অলসতা, অবশতা।

[অনুরূপভাবে আমাদের নির্দিষ্ট রূপনিমিত্ত, নির্দিষ্ট ওভাষ ; অপরিমিত ওভাষ, অপরিমিত রূপনিমিত্ত বিষয়ও বিস্তার করে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।]

হে অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ! যখন আমি জ্ঞাত হলাম সন্দেহ—চিত্তক্লেশ, তখন সন্দেহ-রূপ চিত্তক্লেশ আমি বিনোদন করি। যখন আমি জ্ঞাত হলাম অমনস্কার-চিত্তক্লেশ তখন অমনস্কাররূপ চিত্তক্লেশ আমি বিনোদন করি। যখন আমি জ্ঞাত হলাম স্ত্যনমিদ্ধ··ত্রাস··উল্লাস··প্রশান্তি—অতিবীর্য ···বীর্যহীনতা ··অতিলোভ·· বিক্ষিপ্ততা·· রূপনিমিত্তের প্রতি আসক্তি প্রভৃতি চিত্তক্লেশ, তখন আমি তাহা অপনোদন করি। যখন আমি চিত্তক্লেশ অপনোদন করলাম তখন আমার মনে হল আমি সত্যই তিন পর্যায়ে সমাধির দিকে অগ্রসর হচ্ছি। তারপর আমি বিতর্ক বিচারযুক্ত সমাধি লাভ করি, বিতর্কহীন বিচারযুক্ত সমাধি লাভ করি, বিতর্ক-বিচারহীন সমাধি লাভ করি। ক্রমে আমি প্রীতিযুক্ত সমাধি লাভ করি, প্রীতিহীন সমাধি লাভ করি, সুখযুক্ত সমাধি লাভ করি, উপেক্ষাযুক্ত সমাধি লাভ করি। এরূপ সমাধি লাভ করার পর আমার সম্যক্ প্রজ্ঞা লাভ হয়। তখন আমি এরূপ দর্শন করি—'ইহাই আমার অবিচল চিৎবিমুক্তি, ইহাই আমার অন্তিমজন্ম, আর আমার পুনর্জন্ম নাই।'

এরূপ ধর্মকথা শ্রবণ করে অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ আনন্দ প্রকাশ করলেন।

ষড়ায়তন বিভাগ

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডদ আশ্রমে অবস্থান করছেন। একদিন তিনি বললেন—হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদের ষড়ায়তন বিভাগ সম্বন্ধে উপদেশ দেব। তোমরা অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ কর।

হাঁ ভগবন্—এরূপ বলে ভিক্ষুগণ ধর্মশ্রবণে সম্মতি প্রকাশ করলেন।

ভগবান বললেন—ছয় আধ্যাত্মিক (আভ্যন্তরীন), ছয় বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ায়তনকে জানতে হবে। ছয় প্রকার বিজ্ঞান, ছয় প্রকার বেদনা, আঠার প্রকার মন—প্রবিচার, ছত্রিশ প্রকার সত্বপাদ (জন্মাবর্তন) কি তাহা জানতে হবে। এতৎসত্বেও—একারণে ইহা হতে বিমুক্ত হতে হবে। তিন প্রকার স্মৃতি উৎপাদন (প্রক্রিয়ার) যে কোন একটি আর্যব্যক্তি অনুশীলন করেন।

এরূপ অনুশীলন দ্বারা তিনি জনতাকে উপদেশ দেবার উপযুক্ত হন। তিনি সুদক্ষ যোগাচার্যগণের মধ্যে অনুত্তর পুরুষদম্যসারথিরূপে পরিগণিত হন। ইহাই ষড়ায়তন বিভাগ।

ছয় আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়ায়তন কি?

তাহা—চক্ষু-আয়তন, শ্রোত্র বা কর্ণ-আযতন, নাসিকা-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, দেহ-আয়তন, চিত্ত-আয়তন।

ছয়-বাহ্যিক ইন্দ্রিযায়তন কি?

তাহা—রূপ-আযতন, শব্দ-আযতন, ঘ্রাণ-আযতন, রস (স্বাদ)-আয়তন, স্পর্শ-আয়তন, ধর্ম-আয়তন।

ছয প্রকার বিজ্ঞান কি?

তাহা চক্ষুর্বিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, রসবিজ্ঞান, ঘ্রাণবিজ্ঞান, স্পর্শবিজ্ঞান, চিত্তবিজ্ঞান।

ছয় প্রকার বেদনা কি?

তাহা—চক্ষু-বেদনা, শ্রোত্র-বেদনা, রস-বেদনা, স্পর্শ-বেদনা, চিত্ত-বেদনা।

আঠার প্রকার মনপ্রবিচার কি?

চক্ষুদ্বারা রূপ (পদার্থ) দর্শন করলে দর্শকেব রূপদর্শন হেতু আনন্দ (সুখ), দুঃখ অথবা উপেক্ষা বেদনা উৎপন্ন হয়। সেরূপ কর্ণদ্বারা শব্দ শ্রবণ করলে, নাসিকাদ্বারা ঘ্রাণ ঘ্রাত হলে, জিহ্বাদ্বারা স্বাদ আস্বাদন করলে, দেহদ্বারা স্পৃশ্য স্পর্শ করলে, চিত্তদ্বারা চিন্তনীয় বিষয় (ধর্ম) চিন্তা করলে আনন্দ, দুঃখ অথবা উপেক্ষা (বেদনা) উৎপন্ন হয়। এরূপ ছয প্রকার সুখ-দুঃখ অথবা ছয় প্রকার উপেক্ষা (বেদনা) উৎপন্ন হয়। ইহাই আঠার প্রকার মন-প্রবিচার।

ছত্রিশ প্রকার সত্বপাদ কি?

তাহা—ছয় প্রকার লৌকিক আনন্দ, ছয় প্রকার বৈরাগ্যজনিত আনন্দ, ছয় প্রকার লৌকিক দুঃখ, ছয় প্রকার বৈরাগ্যজনিত দুঃখ, ছয় প্রকার লৌকিক উপেক্ষা, ছয় প্রকার বৈরাগ্যজনিত উপেক্ষা।

ছয় প্রকার লৌকিক আনন্দ (বা সুখ) কি?

চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট, মনোজ্ঞ, মনাপ, প্রিয়, আনন্দদায়ক (সুখদ) প্রভৃতি লৌকিক বস্তু (রূপ) প্রাপ্ত হলে বা দর্শন করলে অথবা অতীতে প্রাপ্ত বস্তু

বিষয় স্মরণপথে উদিত হলে (পরিবর্তিত হলেও) আনন্দ উৎপন্ন হয়। সেরূপ কর্ণদ্বারা শ্রুত, নাসিকাদ্বারা ঘ্রাত, জিহ্বাদ্বারা আস্বাদিত, দেহদ্বারা স্পর্শিত, চিত্তদ্বারা চিন্তিত—মনোজ্ঞ, মনাপ, প্রিয়, আনন্দদায়ক প্রভৃতি লৌকিক বস্তু প্রাপ্ত হলে বা দর্শন করলে অথবা অতীতে প্রাপ্ত বস্তু-বিষয় স্মরণপথে উদিত হলে (পরিবর্তিত হলেও) আনন্দ উৎপন্ন হয়। এরূপ আনন্দ—ছয় লৌকিক আনন্দ। ইহাই পার্থিব (লৌকিক) জীবনের ষট্ আনন্দ।

ছয় প্রকার বৈরাগ্যজনিত আনন্দ কি?

যখন কোন ব্যক্তি রূপের (পদার্থের) অনিত্যতা জ্ঞাত হন, তাহার পরিবর্তন, বিনাশ, বিধ্বংসন দর্শন করেন তখন তিনি এরূপ চিন্তা করেন—'অতীত ও বর্তমানের সকল পদার্থই অনিত্য, দুঃখময়, পরিবর্তনশীল।' এরূপ যথার্থ দর্শনজনিত সম্যক্‌প্রজ্ঞা লাভে তাঁর আনন্দ উৎপন্ন হয়। ইহাই বৈরাগ্যজনিত আনন্দ। যখন কোন ব্যক্তি শব্দের, গন্ধের, স্বাদের, স্পৃশ্যের, চিন্তনীয় বিষয়ের অনিত্যতা জ্ঞাত হন, তাহাদের পরিবর্তন, বিনাশ, বিধ্বংসন দর্শন করেন তখন তিনি এরূপ চিন্তা করেন—'অতীত ও বর্তমানের সকল শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, স্পৃশ্য, চিন্তনীয়-বিষয় অনিত্য, দুঃখময়, পরিবর্তনশীল।' এরূপ যথার্থ দর্শনজনিত সম্যক্‌প্রজ্ঞা লাভে তাঁর আনন্দ উৎপন্ন হয়। ইহা বৈরাগ্যজনিত আনন্দ, ইহাই বৈরাগ্যজনিত ষট্ আনন্দ।

ছয় প্রকার লৌকিক দুঃখ কি?

চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট, মনোজ্ঞ, মনাপ, প্রিয়, সুখদ প্রভৃতি লৌকিক বস্তু অপ্রাপ্তিহেতু বা অপ্রাপ্তি অনুভবে অথবা অতীতে অপ্রাপ্ত, বিগত, পরিবর্তিত বিষয় স্মরণপথে উদিত হলে দুঃখ উৎপন্ন হয়। ইহা লৌকিক দুঃখ। সেরূপ কর্ণদ্বারা শ্রুত, নাসিকাদ্বারা ঘ্রাত, জিহ্বাদ্বারা আস্বাদিত, দেহদ্বারা স্পর্শিত, চিত্তদ্বারা চিন্তিত, মনোজ্ঞ, মনাপ, প্রিয়, সুখদ প্রভৃতি লৌকিক বিষয় অপ্রাপ্তি হেতু, অপ্রাপ্তি অনুভবে অথবা অতীতে অপ্রাপ্ত, বিগত, পরিবর্তিত বিষয় স্মরণপথে উদিত হলে দুঃখ উৎপন্ন হয়। ইহা লৌকিক দুঃখ। ইহা লৌকিক ষট্ দুঃখ।

ছয় প্রকার বৈরাগ্যজনিত দুঃখ কি?

যখন কোন ব্যক্তি রূপের অনিত্যতা জ্ঞাত হন, তাহার পরিবর্তন,

বিনাশ, বিধ্বংসন দর্শন করেন তখন তিনি এরূপ চিন্তা করেন—'অতীত ও বর্তমানের সকল পদার্থ অনিত্য, দুঃখময়, পরিবর্তনশীল। প্রজ্ঞাদ্বারা যখন তিনি এরূপ যথার্থ জ্ঞাত হন, তখন তিনি অনুত্তর অর্হত্ব লাভের নিমিত্ত তৃষ্ণাপোষণ করে এরূপ চিন্তা করেন—কখন আমি সেই আর্যস্তর লাভ করে সেই অবস্থায় অবস্থান করব?' এরূপ অনুত্তর অর্হত্ব লাভের নিমিত্ত তৃষ্ণাপোষণহেতু তাঁর দুঃখ উৎপন্ন হয়। ইহা বৈরাগ্য-জনিত দুঃখ। যখন কোন ব্যক্তি শব্দের, গন্ধের, স্বাদের, স্পৃশ্যের, চিন্তনীয় বিষয়ের অনিত্যতা জ্ঞাত হন, তাহার পরিবর্তন, বিনাশ, বিধ্বংসন দর্শন করেন তখন তিনি এরূপ চিন্তা করেন—'অতীত ও বর্তমানের সকল শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, স্পৃশ্য, চিন্তনীয় বিষয় অনিত্য, দুঃখময়, পরিবর্তনশীল। প্রজ্ঞাদ্বারা যখন তিনি এরূপ যথার্থ জ্ঞাত হন তখন তিনি অনুত্তর অর্হত্ব লাভের তৃষ্ণাপোষণ করে এরূপ চিন্তা করেন—'কখন আমি আর্যস্তর লাভ করে সেই অবস্থায় অবস্থান করব?' এরূপ অনুত্তর অর্হত্ব লাভের নিমিত্ত তৃষ্ণাপোষণ হেতু তাঁর দুঃখ উৎপন্ন হয়। ইহা বৈরাগ্যজনিত ষট্ দুঃখ।

ছয় প্রকার লৌকিক উপেক্ষা কি?

সাধারণ ব্যক্তি চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করে, চিত্তক্লেশবশতঃ অনার্যমার্গে বিচরণ হেতু, দুঃখ অদর্শন হেতু তার চিত্তে (একপ্রকার) উপেক্ষা উৎপন্ন হয়। ইহা রূপদর্শন অতিক্রম করে, তৎপর আর অগ্রসর হয় না। ইহা লৌকিক উপেক্ষা। সাধারণ ব্যক্তি কর্ণদ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, নাসিকাদ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, জিহ্বাদ্বারা রস গ্রহণ করে, দেহদ্বারা স্পৃশ্য স্পর্শ করে, চিত্ত-দ্বারা ধর্ম চিন্তা করে, চিত্তক্লেশবশতঃ অনার্যমার্গে বিচরণ হেতু, দুঃখ অদর্শন হেতু তাঁর চিত্তে উপেক্ষা উৎপন্ন হয়। ইহা শব্দ শ্রবণ, গন্ধ গ্রহণ, রস গ্রহণ, স্পর্শ, স্পৃশ্য ধর্ম চিন্তা অতিক্রম করে তৎপর আর অগ্রসর হয় না। ইহা লৌকিক উপেক্ষা। ইহা ষট্ লৌকিক উপেক্ষা।

ছয় প্রকার বৈরাগ্যজনিত উপেক্ষা কি?

যখন কোন ব্যক্তি রূপের, শব্দের, গন্ধের, স্বাদের, স্পৃশ্যের চিন্তনীয় বিষয়ের অনিত্যতা জ্ঞাত হন, তাহার পরিবর্তন, বিনাশ, বিধ্বংসন দর্শন করেন, তখন তিনি এরূপ চিন্তা করেন—'অতীত ও বর্তমানের সকল রূপ,

শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, স্পৃশ্য চিন্তনীয় বিষয় অনিত্য, দুঃখময়, পরিবর্তনশীল।' প্রজ্ঞাদ্বারা এরূপ দর্শন করে তাঁর চিত্তে উপেক্ষা উৎপন্ন হয়। ইহা রূপ দর্শন, শব্দ শ্রবণ, গন্ধ গ্রহণ স্বাদ গ্রহণ, স্পৃশ্য স্পর্শন, ধর্ম চিন্তা অতিক্রম করে আরও অগ্রসর হয়। ইহা বৈরাগ্যজনিত উপেক্ষা। ইহা বৈরাগ্যজনিত ষট্ উপেক্ষা। ইহা ছত্রিশ প্রকার সত্ত্বপাদ।

কি কারণে, কিসের হেতু একটি বিষয় অন্যদ্বারা অতিক্রান্ত হয়?

হে ভিক্ষুগণ! যেরূপ ছয় লৌকিক আনন্দ ছয় বৈরাগ্যজনিত আনন্দ দ্বারা অতিক্রান্ত হয়, সেরূপ ছয় লৌকিক দুঃখ, ছয় বৈরাগ্যজনিত দুঃখদ্বারা, ছয় লৌকিক উপেক্ষা ছয় বৈরাগ্যজনিত উপেক্ষা দ্বারা অতিক্রান্ত হয়। এরূপ ছয় আনন্দ, ছয় লৌকিক দুঃখ, ছয লৌকিক উপেক্ষা—ছয় বৈরাগ্য-জনিত আনন্দ, ছয় বৈরাগ্যজনিত দুঃখ, ছয় বৈরাগ্যজনিত উপেক্ষাদ্বারা বিমুক্ত হয়, অতিক্রান্ত হয়।

হে ভিক্ষুগণ! উপেক্ষা (আরও) দুই প্রকার হতে পারে যেমন বহুত্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বহুত্বের প্রতি উপেক্ষা, একত্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত একত্বের প্রতি উপেক্ষা। বহুত্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বহুত্বের প্রতি উপেক্ষা কি? তাহা রূপ, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, স্পৃশ্যের সহিত সম্বন্ধের প্রতি উপেক্ষা। একত্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত একত্বের প্রতি উপেক্ষা কি? তাহা আকাশ-অনন্ত-আয়তন-বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, অকিঞ্চন-আয়তন, নসংজ্ঞা-নঅসংজ্ঞা-আয়তন (নচেতন-নঅচেতন) স্তরের সম্বন্ধের প্রতি উপেক্ষা। হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু পুনঃ একত্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত একত্বের প্রতি উপেক্ষাদ্বারা, বহুত্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বহুত্বের প্রতি উপেক্ষা অতিক্রম করে। ইহাই একত্ব দ্বারা বহুত্বের অতিক্রম। হে ভিক্ষুগণ! তৃষ্ণাক্ষয়দ্বারাও আবার একত্ব অতিক্রান্ত হয়। ইহাই তৃষ্ণাক্ষয় দ্বারা একত্বের অতিক্রম।

তিন প্রকার স্মৃতি উৎপাদনের যে কোন একটি যদি আর্যব্যক্তি অনুশীলন করেন তবে এরূপ অনুশীলন দ্বারা তিনি জনতাকে উপদেশ দেবার উপযুক্ত হন; তিনি সুদক্ষ যোগাচার্যগণের মধ্যে অনুত্তর পুরুষদম্যসারথিরূপে পরি-গণিত হন। ইহা কোন্ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে?

হে ভিক্ষুগণ! শাস্তা শিষ্যগণকে করুণাবশতঃ তাদের হিতের জন্য এরূপ বলে ধর্ম শিক্ষা দেন—'ইহা তোমাদের হিতের জন্য, সুখের জন্য।'

যদি শিষ্যগণ এরূপ উপদেশ উপেক্ষা করেন, অবহেলা করেন এবং শ্রবণ না করেন তাহলে তাদের চিত্ত লোকোত্তর প্রজ্ঞার প্রতি ধাবিত না হয়ে শাস্তার উপদেশ থেকে বিচ্যুত হয়। তবে ইহাদ্বারা তথাগত আনন্দিত হন না, নিরানন্দও অনুভব করেন না। বরঞ্চ তিনি শ্রুতবান, স্মৃতিমান, জাগ্রত জীবন যাপন করেন। হে ভিক্ষুগণ! ইহা প্রথম প্রকার স্মৃতি উৎপাদন, যাহা অনুশীলন করে আর্য (শাস্তা), জনতাকে উপদেশ দেবার উপযুক্ত হন।

তিন প্রকার স্মৃতি উৎপাদনের যে কোন একটি···হে ভিক্ষুগণ! শাস্তা করুণাবশতঃ তাদের হিতের জন্য এরূপ বলে ধর্ম শিক্ষা দেন—ইহা তোমাদের হিতের জন্য, তোমাদের সুখের জন্য। যদি কিছু সংখ্যক শিষ্য উপদেশ উপেক্ষা করেন, অবহেলা করেন, শ্রবণ না করেন, তাহলে তাদের চিত্ত লোকোত্তর প্রজ্ঞার প্রতি ধাবিত না হয়ে শাস্তার উপদেশ থেকে বিচ্যুত হয়। আবার কিছু সংখ্যক শিষ্য যদি উপদেশ পালন করেন, শ্রবণ করেন, তাহলে তাদের চিত্ত লোকোত্তর প্রজ্ঞার প্রতি ধাবিত হয়। তবে তথাগত তাতে আনন্দিতও হন না, নিরানন্দও অনুভব করেন না, অনুতপ্তও হন না, অনুতাপও অনুভব করেন না। তিনি আনন্দ, অনুতাপ পরিহার করে উপেক্ষাময় স্মৃতিমান জাগ্রত জীবন যাপন করেন। হে ভিক্ষুগণ! ইহা দ্বিতীয় প্রকার স্মৃতি উৎপাদন—যাহা অনুশীলন করে আর্য, (শাস্তা), জনতাকে উপদেশ দেবার উপযুক্ত হন।

তিন প্রকার স্মৃতি উৎপাদনের যে কোন একটি···হে ভিক্ষুগণ! ইহা তোমাদের হিতের জন্য, সুখের জন্য। এরূপে উপদিষ্ট হয়ে শিষ্যগণ যদি উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করেন, অবহিত হন, তাঁদের চিত্ত লোকোত্তর প্রজ্ঞালাভের নিমিত্ত শাস্তার উপদেশ থেকে বিচ্যুত হয় না। এমতাবস্থায় হে ভিক্ষুগণ! তথাগত আনন্দিত হন, আনন্দ অনুভব করেন; তৎসত্ত্বেও তিনি শ্রুতবান, প্রজ্ঞাবান, জাগ্রত জীবন যাপন করেন। ইহা তৃতীয় প্রকার স্মৃতি উৎপাদন—যাহা অনুশীলন করে আর্য, (শাস্তা), জনতাকে উপদেশ দেবার উপযুক্ত হন।

পুরুষদম্যসারথি অর্থে কি প্রকাশ করা হয়?

হে ভিক্ষুগণ! সারথি যখন হস্তী দমন করে তখন সে যে কোন

একদিকে ধাবিত হয় কিন্তু তথাগত যখন কোন ব্যক্তিকে দমন করেন তখন তিনি অষ্টদিকে প্রধাবিত হন। যথা—তিনি সূক্ষ্ম রূপলোকে স্থিত হয়ে রূপনিমিত্ত দর্শন করেন, ইহা প্রথম দিক। তিনি আধ্যাত্মিকভাবে রূপ-নিমিত্ত প্রত্যক্ষ না করে বাহ্যিকভাবে রূপনিমিত্ত প্রত্যক্ষ করেন—ইহা দ্বিতীয় দিক। তিনি শুভ বিষয়ে চিন্তা করে তাতে নমিত হন—ইহা তৃতীয় দিক। তিনি রূপজগৎ অতিক্রম করে রূপসংজ্ঞা অস্তমিত করে, বহুত্বের প্রতি চিত্ত স্থাপন না করে এরূপ চিন্তা করেন—'আকাশ-অনন্ত-আয়তন'। আকাশ অনন্ত-আয়তনে (ধ্যানে) উন্নীত হয়ে তিনি সে স্তরে বিহার করেন। ইহা চতুর্থ দিক। তিনি আকাশ-অনন্ত-আয়তন স্তর অতিক্রম করে বিজ্ঞান অনন্ত-আয়তন স্তরে প্রবেশ করে বিহার করেন। ইহা পঞ্চম দিক। তিনি বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন স্তর অতিক্রম করে—অকিঞ্চন-আয়তন স্তরে প্রবেশ করে বিহার করেন। ইহা ষষ্ঠ দিক। তিনি অকিঞ্চন-আয়তন অতিক্রম করে নসংজ্ঞা -নঅসংজ্ঞা-আয়তন স্তরে প্রবেশ করে বিহার করেন। ইহা সপ্তম দিক। তিনি নসংজ্ঞান-নঅসংজ্ঞা-আয়তন স্তর অতিক্রম করে সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধ-সমাপত্তিতে প্রবেশ করে বিহার করেন। ইহা অষ্টম দিক। হে ভিক্ষুগণ! তথাগত যখন কোন ব্যক্তিকে দমন করেন তখন তিনি এরূপ অষ্টদিকে প্রধাবিত হন। এজন্য তাঁকে (তথাগতকে) অনুত্তর পুরুষদম্যসারথিরূপে প্রকাশ করা হয়।

এতচ্ছ্রবণে ভিক্ষুগণ আনন্দিত হলেন।

উদ্দেশ্য বিভাগ

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডদ আশ্রমে অবস্থান করছেন। এমন সময় তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘকে আহ্বান করলেন—হে ভিক্ষুগণ!

ভিক্ষুগণ তচ্ছ্রবণে বললেন—ভগবন্!

ভগবান তখন বললেন—হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদের উদ্দেশ্য বিভাগ বিষয় দেশনা করব ইচ্ছা করেছি। তোমরা অবহিত হয়ে শ্রবণ কর।

ভিক্ষুগণ ধর্মশ্রবণে সম্মতি প্রকাশ করলে ভগবান বললেন—হে ভিক্ষুগণ!

১ সংজ্ঞা ও বেদনা-নিরোধকর।

ভিক্ষুগণ এমনভাবে অনুসন্ধান (উপপরীক্ষা) করেন যেন তাঁদের চিত্ত বাহ্যিক বিষয়ের প্রতি আসক্তিপরায়ণ না হয়, পরিব্যাপ্ত না হয়, যেন আধ্যাত্মিক (অন্তর্নিহিত) চেতনা সম্পূর্ণরূপে উপশান্ত হয়, চেতনা উপাদান (তৃষ্ণামূল) দ্বারা উপক্রুত না হয়। হে ভিক্ষুগণ! বাহ্য রূপচেতনা যদি আসক্তি পরিব্যাপ্তি শূন্য হয়, আধ্যাত্মিকচেতনা যদি উপশান্ত হয় এরূপ বিগততৃষ্ণ ব্যক্তির ভবিষ্যতে উৎপত্তি, জন্ম, জরা, মৃত্যু, দুঃখ থাকে না। এরূপ সংক্ষিপ্ত ধর্মভাষণ প্রদান করে ভগবান স্বীয় আবাসগৃহে প্রবেশ করলেন।

ভগবান এ সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষ করে সেস্থান ত্যাগ করলে ভিক্ষুগণ আলোচনা করলেন—কে আমাদের নিকট এ সংক্ষিপ্ত ভাষণের সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করবেন? অতঃপর ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান্ কাত্যায়ণকে এ সংক্ষিপ্ত ভাষণেব সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশের নিমিত্ত অনুরোধ জানালে তিনি বললেন—হে ভিক্ষুগণ! তোমরা অবহিত হও। আমি ভগবানের সংক্ষিপ্ত ভাষণের সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করব। তখন ভিক্ষুগণ ধর্মশ্রবণের নিমিত্ত উপবেশন কবলেন।

হে ভিক্ষুগণ! আসক্তিপরায়ণ পরিব্যাপ্ত বাহ্যিক চেতনা কি?—তাহা এই—কোন ভিক্ষু যদি চক্ষুদ্বারা রূপ দেখে তাঁর রূপচেতনা সেই রূপনিমিত্তের পেছনে ধাবিত হয়, রূপনিমিত্ত পরিভোগ সন্তুষ্টির প্রতি আবদ্ধ হয়, পরিবদ্ধ হয়, শৃঙ্খলিত হয় তবে বলা যায় তাঁর বাহ্য রূপচেতনা আসক্তিপরায়ণ হয়েছে, তাতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। সেরূপ কোন ভিক্ষু যদি কর্ণদ্বারা শব্দ শ্রবণ করে···নাসিকাদ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে. জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে·· দেহদ্বারা স্পৃশ্য স্পর্শ করে···চিত্তদ্বারা চিন্তনীয় বিষয় চিন্তা করে তাঁর সেই সেই চেতনা, সেই শব্দ নিমিত্ত ··চিন্তনীয় বিষয়ের পেছনে ধাবিত হয়·· শৃঙ্খলিত হয়, তবে বলা যায় তাঁর বাহ্য রূপচেতনা (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রতি) আসক্তিপরায়ণ হয়েছে, তাতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই আসক্তিপরায়ণ পরিব্যাপ্ত বাহ্যিক চেতনা।

হে ভিক্ষুগণ! আসক্তিহীন, পরিব্যাপ্তিহীন বাহ্যিক চেতনা কি?—তাহা এই—কোন ভিক্ষু যদি চক্ষুদ্বারা রূপ দেখে তাঁর রূপচেতনা সেই রূপনিমিত্তের পেছনে ধাবিত হয় না, রূপনিমিত্ত পরিভোগ সন্তুষ্টির প্রতি আবদ্ধ হয় না, পরিবদ্ধ হয় না, শৃঙ্খলিত হয় না তবে বলা যায় তাঁর বাহ্য রূপচেতনা

আসক্তিহীন হয়েছে, পরিব্যাপ্তিহীন হয়েছে। সেরূপ কোন ভিক্ষু যদি কর্ণদ্বারা শব্দ শ্রবণ করে…নাসিকাদ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে…জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করে…দেহদ্বারা স্পৃশ্য স্পর্শ করে…চিত্তদ্বারা চিন্তনীয় বিষয় চিন্তা করে তাঁর সেই সেই চেতনা, সেই শব্দনিমিত্ত…চিন্তনীয় বিষয়ের পেছনে ধাবিত হয় না…শৃঙ্খলিত হয় না, তবে বলা যায় তাঁর বাহ্য রূপচেতনা আসক্তিহীন হয়েছে, পরিব্যাপ্তিহীন হয়েছে। হে ভিক্ষুগণ! ইহাই আসক্তিহীন, পরিব্যাপ্তিহীন বাহ্যিক চেতনা।

হে ভিক্ষুগণ! আধ্যাত্মিক অনুপশান্ত চেতনা কি? এ সম্বন্ধে বলা যায়—ভিক্ষু কাম-অকুশলবর্জিত, বিতর্ক-বিচারযুক্ত, বিবেকজ প্রীতি-সুখময় প্রথম ধ্যান লাভ করে যখন তাঁর চেতনা বিবেকজ প্রীতি-সুখের পেছনে ধাবিত হয়, বিবেকজ প্রীতি-সুখভোগ সন্তুষ্টির প্রতি আবদ্ধ হয়, পরিবদ্ধ হয়, শৃঙ্খলিত হয়, তখন বলা হয় তাঁর চেতনা আধ্যাত্মিকরূপে অনুপশান্ত রয়েছে।

পুনরায় ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার উপশমিত, বিতর্ক-বিচারহীন, সমাধিজাত প্রীতি-সুখময় দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে যখন তাঁর চেতনা সমাধিজাত প্রীতি-সুখের পেছনে ধাবিত হয়, সমাধিজ প্রীতি-সুখ-পরিভোগ সন্তুষ্টির প্রতি আবদ্ধ হয়, পরিবদ্ধ হয়, শৃঙ্খলিত হয়, তখন বলা হয় তাঁর চেতনা আধ্যাত্মিক-রূপে অনুপশান্ত রয়েছে।

পুনরায় ভিক্ষু প্রীতিবর্জিত উপেক্ষক হয়ে বিহার করেন, স্মৃতিমান, সদাজাগ্রত সুখ উপভোগ করেন—সে সম্বন্ধে আর্যগণ বলেছেন—তিনি উপেক্ষাসহগত, স্মৃতিমান, সুখবিহারী তৃতীয় ধ্যান লাভ করে বিহার করেন। যদি তাঁর চেতনা উপেক্ষাসহগত সুখের পেছনে ধাবিত হয়, উপেক্ষাসহগত সুখ পরিভোগ সন্তুষ্টির প্রতি আবদ্ধ হয়, পরিবদ্ধ হয়, শৃঙ্খলিত হয় তখন বলা হয় তাঁর চেতনা আধ্যাত্মিকরূপে অনুপশান্ত রয়েছে।

পুনরায় ভিক্ষু সুখদুঃখ প্রহীণ, হর্ষবিষাদ অস্তমিত নদুঃখ-নসুখ উপেক্ষা-স্মৃতিসম্পন্ন চতুর্থধ্যান লাভ করেন। যদি তাঁর চেতনা নদুঃখ-নসুখের পেছনে ধাবিত হয়, নদুঃখ-নসুখ-পরিভোগ সন্তুষ্টির প্রতি আবদ্ধ হয়, পরিবদ্ধ হয়, শৃঙ্খলিত হয় তখন বলা হয় তাঁর চেতনা আধ্যাত্মিকরূপে অনুপশান্ত রয়েছে।

হে ভিক্ষুগণ! আধ্যাত্মিক উপশান্ত চেতনা কি? এ সম্বন্ধে বলা হয়—ভিক্ষু কাম-অকুশল বর্জিত, বিতর্ক-বিচারযুক্ত, বিবেকজ প্রীতি-সুখময় প্রথম-ধ্যান লাভ করে যখন তাঁর চেতনা বিবেকজ প্রীতি-সুখের পেছনে ধাবিত হয় না, বিবেকজ প্রীতি-সুখ পরিভোগ সন্তুষ্টির প্রতি আবদ্ধ হয় না, পরিবদ্ধ হয় না, শৃঙ্খলিত হয় না, তখন বলা হয় তাঁর চেতনা আধ্যাত্মিকরূপে উপশান্ত হয়েছে।

পুনরায় ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার উপশমিত, বিতর্ক-বিচারহীন সমাধিজাত প্রীতি-সুখময় দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে যখন তাঁর চেতনা সমাধিজাত প্রীতি-সুখের প্রতি ধাবিত হয় না, সমাধিজাত প্রীতি-সুখ পরিভোগ সন্তুষ্টির প্রতি আবদ্ধ হয় না, পরিবদ্ধ হয় না, শৃঙ্খলিত হয় না তখন বলা হয় তাঁর চেতনা আধ্যাত্মিকরূপে উপশান্ত হয়েছে।

পুনরায় ভিক্ষু প্রীতিবর্জিত উপেক্ষক হয়ে বিহার করেন, স্মৃতিমান, সদাজাগ্রত সুখ উপভোগ করেন সে সম্বন্ধে আর্যগণ বলেছেন—তিনি উপেক্ষা-সহগত স্মৃতিমান, সুখবিহারী তৃতীয়ধ্যান লাভ করে বিহার করেন। যদি তাঁর চেতনা উপেক্ষা-সহগত সুখের পেছনে ধাবিত না হয়, উপেক্ষা-সহগত সুখ পরিভোগ সন্তুষ্টির প্রতি আবদ্ধ না হয়, পরিবদ্ধ না হয়, শৃঙ্খলিত না হয় তখন বলা হয় তাঁর চেতনা আধ্যাত্মিকরূপে উপশান্ত হয়েছে।

পুনরায় ভিক্ষু সুখ-দুঃখ-প্রহীণ, হর্ষবিষাদ অস্তমিত নদুঃখ-নসুখ উপেক্ষা-স্মৃতিসম্পন্ন চতুর্থধ্যান লাভ করেন। যদি তাঁর চেতনা নদুঃখ-নসুখের পেছনে ধাবিত না হয়, নদুঃখ-নসুখ-পরিভোগ সন্তুষ্টির প্রতি আবদ্ধ না হয়, পরিবদ্ধ না হয়, শৃঙ্খলিত না হয় তখন বলা হয় তাঁর চেতনা আধ্যাত্মিকরূপে উপশান্ত হয়েছে।

উপাদানদ্বারা উপদ্রুত হয়—এরূপ অবস্থা কি?

হে ভিক্ষুগণ! একজন অবিজ্ঞ পুরুষ যে সৎপুরুষ দর্শন করে নি, সৎপুরুষ ধর্মে অনভিজ্ঞ, সৎপুরুষ ধর্মে শিক্ষাপ্রাপ্ত নয় সে রূপকে আত্মা বলে জানে অথবা আত্মাকে রূপী বলে জানে, রূপ আত্মায় বা আত্মা রূপে বলে জানে। (তাহার) রূপ পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ ধারণ করে। রূপের এরূপ পরিবর্তন বা অন্যরূপ ধারণের সঙ্গে সঙ্গে তার চেতনা ও সেই পরিবর্তিত রূপ দ্বারা অধিকৃত হয়, পরিবর্তিত রূপ দ্বারা অধিকৃত হয়ে সে বিভ্রান্ত হয়; চিন্তনীয়

বিষয় চিত্তপথে উদিত হয়ে তার চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট করে স্থিত হয়, (চিত্তের) এরূপ আবিষ্টতা হেতু সে ভীত হয়, উদ্বিগ্ন হয়, তৃষ্ণাগ্রস্ত হয়, উপাদান দ্বাবা উপদ্রুত হয়। সেরূপ সে বেদনা ··সংজ্ঞা · সংস্কার··· বিজ্ঞানকে আত্মা বলে জানে, আত্মা বিজ্ঞানময় বলে জানে, বিজ্ঞানে আত্মা, আত্মা বিজ্ঞানে বলে জানে। তাহার বিজ্ঞান পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ ধারণ করে। বিজ্ঞানের এরূপ পরিবর্তন বা অন্যরূপ ধারণের সঙ্গে সঙ্গে তার চেতনাও সেই পবিবর্তিত বিজ্ঞানদ্বারা অধিকৃত হয; চিন্তনীয় বিষয় (চিত্ত পথে) উদিত হযে তার চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট করে স্থিত হয়, চিত্তের এরূপ আবিষ্টতা হেতু সে ভীত হয, উদ্বিগ্ন হয, তৃষ্ণাগ্রস্ত হয়, উপাদানদ্বারা উপদ্রুত হয়। হে ভিক্ষুগণ! ইহা উপাদানদ্বারা উপদ্রুত অবস্থা।

উপাদানদ্বাবা উপদ্রুত হয না—এরূপ অবস্থা কি?

হে ভিক্ষুগণ! একজন বিজ্ঞপুরুষ যিনি সৎপুরুষ-ধর্ম দর্শন করেছেন, সৎপুরুষধর্মে অভিজ্ঞ, সৎপুরুষধর্মে শিক্ষাপ্রাপ্ত তিনি রূপকে আত্মা মনে করেন না, আত্মাকে রূপী মনে করেন না, রূপ আত্মায বা আত্মা রূপে এরূপ মনে করেন না। তাহার রূপ পরিবর্তিত হয, অন্যরূপ ধারণ করে। রূপের এরূপ পরিবর্তন বা অন্যরূপধারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চেতনাও সেই পরিবর্তিত রূপ দ্বারা অধিকৃত হয না, পরিবর্তিত রূপ দ্বারা অধিকৃত হয়ে তিনি বিভ্রান্ত হন না, চিন্তনীয় বিষয চিত্তপথে উদিত হয়ে তাঁর চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট করে স্থিত হয় না; চিত্তের এরূপ অনাবিষ্টতা হেতু তিনি ভীত হন না, উদ্বিগ্ন হন না, তৃষ্ণাগ্রস্ত হন না, উপাদানদ্বারা উপদ্রুত হন না। সেরূপ তিনি বেদনা—সংজ্ঞা—সংস্কার— বিজ্ঞানকে আত্মা মনে করেন না, আত্মা বিজ্ঞানময় মনে করেন না, বিজ্ঞানে আত্মা, আত্মা বিজ্ঞানে এরূপ মনে করেন না। তাঁহার বিজ্ঞান পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ ধারণ করে। বিজ্ঞানের এরূপ পরিবর্তন বা অন্যরূপ ধারণের সঙ্গে সঙ্গে তার চেতনা সেই পরিবর্তিত বিজ্ঞান দ্বারা অধিকৃত হয় না, চিন্তনীয় বিষয চিত্তপথে উদিত হয়ে তাঁর চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট করে স্থিত হয় না; চিত্তের এরূপ অনাবিষ্টতা হেতু তিনি ভীত হন না, উদ্বিগ্ন হন না, তৃষ্ণাগ্রস্ত হন না, উপাদানদ্বারা উপদ্রুত হন না। হে ভিক্ষুগণ! ইহা উপাদানদ্বারা অনুপদ্রুত অবস্থা।

অবশেষে আয়ুষ্মান্ কাত্যায়ণ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ! আমার এই বিশ্লেষণ সঠিক হল কিনা তাহা আপনারা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করে আশ্বস্ত হতে পারেন।

ভগবান এ বিষয় শ্রবণ করে আয়ুষ্মান্ কাত্যায়ণের ধর্মবিশ্লেষণ অনুমোদন করলে ভিক্ষুগণ আনন্দ প্রকাশ করলেন।

কলুষহীনতা বিশ্লেষণ

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডদ আশ্রমে অবস্থানকালে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদের কলুষ-হীনতা বিষয় বিশ্লেষণ করব। তোমরা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ ধর্মশ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করে ভগবানের সম্মুখে আসন গ্রহণ করলেন।

হে ভিক্ষুগণ! তোমবা নীচ, গ্রাম্য, সাধারণোচিত, অনার্যসেব্য, বিমোক্ষ-পরিপন্থী ইন্দ্রিযসুখানুভোগে রমিত হযো না, সেরূপে দুঃখদ, অনার্যসেব্য বিমোক্ষ-পরিপন্থী কায়কৃচ্ছ্রতারও সেবা করো না। এই দুই অন্ত পরিহার করে তথাগত কর্তৃক মধ্যপথ আবিষ্কৃত হযেছে—তাহা দর্শনকরণী, (চক্ষু উৎপাদনকারিণী) জ্ঞানকরণী, (জ্ঞান উৎপাদনকারিণী) শান্তপদগামী, লোকোত্তর প্রজ্ঞামার্গ প্রদর্শী, নির্বাণ সাক্ষাৎকারী। হে ভিক্ষুগণ! অনুমোদনযোগ্য কি তাহা জানতে হবে, অননুমোদনযোগ্য কি তাহাও জানতে হবে; অনুমোদন-অননুমোদনযোগ্য উভযকে জেনে তাহা অনুমোদন না করে বা অননুমোদন না করে শুধু ধর্মশিক্ষা বিষয় দেশনা করাই শ্রেয। সুখ কি তাহা বিচার করে জানতে হবে, বিচার করে সুখ কি তাহা জেনে আধ্যাত্মিক সুখের প্রতি নমিত হতে হবে। কোন অসত্য বাক্য প্রচার করা উচিত নয; কোন ব্যক্তির প্রতি মুখোমুখি দুর্বাক্য প্রকাশ করাও উচিত নয়; সংযত, শান্ত, সুস্থিরভাবে কথা বলা উচিত; অসংযত, অশান্ত, অস্থিরভাবে প্রত্যন্ত ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়; সাধারণ নীতিস্বীকৃত বচনভঙ্গী থেকে বিচ্যুত হওয়াও উচিত নয়। ইহাই কলুষহীনতা বিশ্লেষণ।

তোমরা নীচ, গ্রাম্য, সাধারণোচিত, অনার্যসেব্য, বিমোক্ষপরিপন্থী ইন্দ্রিয় সুখানুভোগে নমিত হয়ো না—একথার অর্থ কি?

ইন্দ্রিয়দ্বারাগত যে ইন্দ্রিয়সুখ, আনন্দ—তাহা নীচ, গ্রাম্য, সাধারণোচিত, অনার্যসেব্য, বিমোক্ষপরিপন্থী—ইহা দুঃখসংযুক্ত, দুঃখদ মিথ্যাপথ। ইন্দ্রিয়দ্বারাগত ইন্দ্রিয়সুখ—যাহা নীচ, গ্রাম্য, সাধারণোচিত, অনার্যসেব্য, বিমোক্ষপরিপন্থী—তৎপ্রতি অনমনীয়তা—দুঃখসংযুক্তিহীনতা, দুঃখলেশহীনতা তাহা—সম্যক্‌পথ। কায়কৃচ্ছ্রতা যাহা ক্লেশকর, অনার্যসেব্য, বিমোক্ষপরিপন্থী তাহা দুঃখসংযুক্ত, দুঃখদ—ইহা মিথ্যাপথ। কায়কৃচ্ছ্রতা যাহা ক্লেশকর, অনার্যসেব্য, বিমোক্ষপরিপন্থী—তৎপ্রতি অনমনীয়তা—দুঃখ-সংযুক্তিহীনতা, দুঃখলেশহীনতা তাহা—সম্যক্‌পথ। ইহা সে অর্থে বলা হয়েছে।

দুই অন্তবর্জিত তথাগত কর্তৃক আবিষ্কৃত মধ্যপথ যাহা দর্শনকরণী, জ্ঞানকরণী, শান্তপদগামী, লোকোত্তর প্রজ্ঞামার্গপ্রবণী, নির্বাণসাক্ষাৎকারী—সেই মধ্যপথ কি ?

সেই মধ্যপথ—সম্যক্‌দৃষ্টি, সম্যক্‌সংকল্প, সম্যক্‌বাক্য, সম্যক্‌কর্ম, সম্যক্‌জীবিকা, সম্যক্‌ব্যায়াম, সম্যক্‌স্মৃতি, সম্যক্‌সমাধি।

অনুমোদনযোগ্য কি তাহা জানতে হবে, অননুমোদনযোগ্য কি তাহাও জানতে হবে, অনুমোদন-অননুমোদনযোগ্য উভয়কে জেনে তাহা অনুমোদন না করে বা অননুমোদন না করে শুধু ধর্মশিক্ষা বিষয় দেশনা করাই শ্রেয়—কি অর্থে একথা বলা হয়েছে ? অনুমোদনযোগ্য, অননুমোদনযোগ্য কিন্তু তাহা ধর্মশিক্ষা নয়—তাহা কি ?

কোন ব্যক্তি এরূপ বলে অন্যব্যক্তিকে অননুমোদন করে—যাহা ইন্দ্রিয়-সুখানুগত, তৎবিষয়ে নমিত, আনন্দিত তাহা নীচ, গ্রাম্য, সাধারণোচিত, অনার্য্যসেব্য, বিমোক্ষপরিপন্থী—তাহা দুঃখসংযুক্ত, দুঃখদ—তাহা মিথ্যাপথ। কোনব্যক্তি এরূপ বলে অন্য কোন ব্যক্তিকে অনুমোদন করে—ইন্দ্রিয় চরিতার্থতায় যে সুখ, যাহা নীচ, গ্রাম্য, সাধারণোচিত, অনার্য-সেব্য, বিমোক্ষপরিপন্থী—তৎপ্রতি আনন্দহীনতা দুঃখসংযুক্তি—হীনতা, দুঃখলেশহীনতা—তাহা সম্যক্‌পথ। কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে এরূপ বলে অননুমোদন করে, 'কায়কৃচ্ছ্রতা যাহা ক্লেশকর, অনার্য-সেব্য, বিমোক্ষ-পরিপন্থী তাহা দুঃখসংযুক্ত, দুঃখদ—তাহা মিথ্যাপথ।' কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে এরূপ বলে অনুমোদন করে, 'কায়কৃচ্ছ্রতা যাহা

ক্লেশকর, অনার্যসেব্য, বিমোক্ষপরিপন্থী—তৎপ্রতি অনমনীয়তা, দুঃখসংযুক্তিহীনতা, দুঃখলেশহীনতা—তাহা সম্যক্‌পথ'। কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে এরূপে অননুমোদন করে, 'তৃষ্ণাপরায়ণ ব্যক্তি সকল দুঃখমুক্ত নন, ক্লেশমুক্ত নন—তারা মিথ্যাপথে বিচরণ করেন।' কোন ব্যক্তি আবার অন্য ব্যক্তিকে এরূপে অনুমোদন করে—'বিগততৃষ্ণ ব্যক্তিগণ দুঃখমুক্ত, ক্লেশমুক্ত—তাঁরা সম্যক্‌পথে বিচরণ করেন।' হে ভিক্ষুগণ! ইহাই ব্যক্তিবিশেষের অনুমোদনযোগ্য, অননুমোদনযোগ্য বিষয়—যাহা ধর্মশিক্ষা নয়।

যাহা অনুমোদনযোগ্য নয়, অননুমোদনযোগ্যও নয়, কিন্তু তাহা ধর্মশিক্ষা—তাহা কি?

তিনি এরূপ বলেন না—'ইন্দ্রিয়ানুগত সুখ, তৎবিষয়ে আনন্দ, যাহা নীচ, গ্রাম্য, সাধারণোচিত, অনার্যসেব্য, বিমোক্ষপরিপন্থী,—তাহা দুঃখসংযুক্ত, দুঃখদ—তাহা মিথ্যাপথ।' তিনি এরূপ বলে ধর্মশিক্ষা দেন, 'কিছুর প্রতি নমনীয়তা, দুঃখসংযুক্তি, দুঃখদ—তাহা মিথ্যাপথ।' তিনি এরূপও বলেন না—'ইন্দ্রিয় চরিতার্থতায় যে সুখ তাহা নীচ, গ্রাম্য, সাধারণোচিত, অনার্যসেব্য, বিমোক্ষপরিপন্থী; তৎপ্রতি আনন্দহীনতা, দুঃখসংযুক্তিহীনতা, দুঃখলেশহীনতা—তাহা সম্যক্‌পথ।' তিনি এরূপ বলে ধর্মশিক্ষা দেন—'কিছুর প্রতি অনমনীয়তা, দুঃখসংযুক্তিহীনতা, দুঃখলেশহীনতা—তাহাই সম্যক্‌পথ।' তিনি এরূপ বলেন না—'কায়কৃচ্ছ্রতা যাহা ক্লেশকর, অনার্যসেব্য বিমোক্ষপরিপন্থী,—তাহা দুঃখসংযুক্ত, দুঃখদ—তাহা মিথ্যাপথ।' তিনি এরূপ বলে ধর্মশিক্ষা দেন, 'কিছুর প্রতি নমনীয়তা, দুঃখসংযুক্তি, দুঃখদ—তাহা মিথ্যাপথ।' তিনি এরূপও বলেন না, 'কায়কৃচ্ছ্রতা যাহা ক্লেশকর, অনার্যসেব্য, বিমোক্ষ পরিপন্থী তৎপ্রতি অনমনীয়তা, দুঃখসংযুক্তিহীনতা, দুঃখলেশহীনতা তাহা সম্যক্‌পথ।' তিনি এরূপ বলে ধর্মশিক্ষা দেন, 'কিছুর প্রতি অনমনীয়তা, দুঃখসংযুক্তিহীনতা, দুঃখহীনতা—ইহাই সম্যক্‌পথ।' তিনি এরূপ বলেন না, 'তৃষ্ণাপরায়ণ ব্যক্তিসকল দুঃখমুক্ত নন, ক্লেশমুক্ত নন—তাঁরা মিথ্যাপথে বিচরণ করেন।' তিনি এরূপ বলে ধর্মশিক্ষা দেন, 'তৃষ্ণাবন্ধন মুক্ত না হলে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না'; তিনি এরূপ বলেন না,—'বিগততৃষ্ণ ব্যক্তিগণ দুঃখমুক্ত, ক্লেশমুক্ত—তাঁরা সম্যক্‌পথে বিচরণ করেন।' তিনি

এরূপ বলে ধর্মশিক্ষা দেন; 'তৃষ্ণাবিমুক্তিতে ভববন্ধন বিমুক্ত হয়।'[১] হে ভিক্ষুগণ! ইহা অনুমোদন যোগ্য নয়, অননুমোদনযোগ্যও নয়, কিন্তু তাহা ধর্মশিক্ষা।

'সুখ কি তাহা বিচার করে জানতে হবে, বিচার করে সুখ কি তাহা জেনে আধ্যাত্মিক সুখের প্রতি নমিত হতে হবে'—কি উদ্দেশ্যে একথা বলা হয়েছে?

হে ভিক্ষুগণ! ইন্দ্রিয়সুখ পরিভোগের নিমিত্ত পাঁচ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় আছে—তাহা চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট দৃশ্যাবলী (রূপ), কর্ণদ্বারা শ্রুত শব্দ, নাসিকাদ্বারা আঘ্রাত গন্ধ, জিহ্বাদ্বারা আস্বাদিত স্বাদ (রস), দেহদ্বারা স্পর্শিত স্পৃশ্য—ইহারা কমনীয়, আনন্দপ্রদ, প্রিয়, মনোজ্ঞ, আকর্ষণযুক্ত, কামসুখসংযুক্ত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে যতপ্রকার সুখ আনন্দ উৎপন্ন হয় তাহা সবই ইন্দ্রিয়সুখ—তাহা নীচ আনন্দ, সাধারণের সুখ, অনার্যজনোচিত সুখ। এই প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ অননুসরণীয়, ত্যাজ্য, অসেবনীয়—ইহা ভীতিকারক। হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর কাম, অকুশলবর্জিত, চিত্ত প্রথম·· দ্বিতীয়···তৃতীয়··· চতুর্থ ধ্যানে উন্নীত হয়ে বিহার করে। ইহাকে বলে—বিরাগসুখ, প্রবিবেকসুখ, অনাবিলসুখ, সম্বোধিসুখ। এরূপ সুখই অনুসরণীয়, বর্ধনীয়, সেবনীয়, ইহা ভীতিজনক নয়—ইহা সে উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।

'কোন অসত্যবাক্য প্রচার করা উচিত নয়, কোন ব্যক্তির প্রতি মুখোমুখি দুর্বাক্য প্রকাশ করাও উচিত নয়,—এ বিষয় কি অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে?

হে ভিক্ষুগণ! যে বাক্য অসত্য, মিথ্যা, বিমোক্ষসংযুক্তিহীন তাহা যথাসম্ভব প্রকাশ করা অনুচিত, যে বাক্য সত্য অথচ বিমোক্ষসংযুক্তিহীন, তাহাও প্রচার না করার শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত। যে বাক্য সত্য, বিমোক্ষপরায়ণ তাহা যথাকালে অন্যের নিকট প্রকাশ করা কর্তব্য। দুর্বাক্য, অসত্যবাক্য বিমোক্ষসংযুক্তিহীন জেনে কারো মুখোমুখি তাহা যথাসম্ভব প্রকাশ করা উচিত নয়; যে বাক্য সত্য, অথচ বিমোক্ষসংযুক্তিহীন তাহা প্রচার না করার শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত। যে বাক্য সত্য, বিমোক্ষপরায়ণ তাহা যথাকালে অন্যের নিকট প্রকাশ করা উচিত—ইহা সেই অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে।

'সংযত, শান্ত, সুস্থিরভাবে কথা বলা উচিত—অসংযত, অশান্ত, অস্থির-ভাবে নয়'—ইহা কি অর্থে বলা হয়েছে ?

হে ভিক্ষুগণ ! অসংযত, অশান্ত, অস্থিরভাবে কথা বললে শরীর ক্লান্ত হয়, চিন্তাশক্তি বিঘ্নিত হয়, শব্দ ক্ষীণ হয়, কণ্ঠরোধ হয়, বাক্যপ্রয়োগ সুস্পষ্ট হয় না, বোধগম্য হয় না ; সংযত, শান্ত, সুস্থিরভাবে কথা বললে শরীর ক্লান্ত হয় না, চিন্তাশক্তি বিঘ্নিত হয় না, শব্দ ক্ষীণ হয় না, কণ্ঠরোধ হয় না, ধীরবাক্য প্রয়োগে বাক্য সুস্পষ্ট হয়, বোধগম্য হয়—ইহা এ অর্থেই বলা হয়েছে।

'প্রত্যন্তভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়, সাধারণ নীতিস্বীকৃত বচনভঙ্গী থেকে বিচ্যুত হওয়াও উচিত নয়'—ইহা কি ? প্রত্যন্তভাষার প্রতি মমতা কি ? নীতিস্বীকৃত বচনভঙ্গী থেকে বিচ্যুতি কি ?

হে ভিক্ষুগণ ! বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষা ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রদেশে শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় ; সে বিষয়ে যদি কেহ বলে, 'এই শব্দের এই অর্থই সত্য—অন্য অর্থ মিথ্যা, সঠিক নয়'—ইহা প্রত্যন্তভাষার প্রতি মমতা, নীতিস্বীকৃত বচনভঙ্গী থেকে বিচ্যুতি।

প্রত্যন্তভাষার প্রতি মমতাহীনতা কি, নীতিস্বীকৃত বচনভঙ্গীর প্রতি শ্রদ্ধা কি ?

হে ভিক্ষুগণ ! বিভিন্ন প্রদেশে শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে বিষয়ে যদি কেহ বলে, 'এই আয়ুষ্মানগণ এ অর্থে (এ কথা) নিশ্চয়ই প্রকাশ করেন। ইহাই প্রত্যন্তভাষার প্রতি মমতাহীনতা, নীতিস্বীকৃত বচনভঙ্গীর প্রতি শ্রদ্ধা'।

হে ভিক্ষুগণ ! ইন্দ্রিয়দ্বারাগত যে ইন্দ্রিয়সুখ, আনন্দ—তাহা নীচ, গ্রাম্য সাধারণোচিত, অনার্যসেব্য, বিমোক্ষপরিপন্থী, তাহা দুঃখসংযুক্ত, দুঃখদ। তাহা মিথ্যাপথ, ইহাই কলুষতা। ইন্দ্রিয়দ্বারাগত ইন্দ্রিয়সুখ যাহা নীচ, গ্রাম্য, সাধারণোচিত, অনার্যসেব্য, বিমোক্ষপরিপন্থী—তৎপ্রতি আনন্দহীনতা, দুঃখসংযুক্তিহীনতা, দুঃখলেশহীনতা—ইহা সম্যক্‌পথ, ইহা কলুষহীনতা। কায়কৃচ্ছ্রতা যাহা ক্লেশকর, অনার্যসেব্য, বিমোক্ষপরিপন্থী, তাহা দুঃখসংযুক্ত দুঃখদ। ইহা মিথ্যাপথ, ইহা কলুষতা। কায়কৃচ্ছ্রতা—যাহা ক্লেশকর, অনার্য-সেব্য, বিমোক্ষপরিপন্থী—তৎপ্রতি অনমনীয়তা, দুঃখসংযুক্তিহীনতা, দুঃখ-

ক্লেশহীনতা—তাহা সম্যক্‌পথ, ইহা কলুষহীনতা। তথাগত আবিষ্কৃত দুই অন্তবর্জিত মধ্যপথ—যাহা দর্শনকরণী, জ্ঞানকরণী, শান্তপদগামী, লোকোত্তর-প্রজ্ঞামার্গপ্রদর্শী, নির্বাণসাক্ষাৎকারী—তাহা দুঃখসংযুক্তিহীন, দুঃখক্লেশহীন—তাহা সম্যক্‌পথ, ইহা কলুষহীনতা। যাহা অনুমোদনযোগ্য, অননুমোদন-যোগ্য কিন্তু যাহা ধর্মশিক্ষা বিষয় নয়, তাহা দুঃখসংযুক্ত, দুঃখদ—তাহা মিথ্যাপথ, তাহা কলুষতা। যাহা অনুমোদনযোগ্য নয়, অননুমোদনযোগ্যও নয় কিন্তু যাহা ধর্মশিক্ষা—তাহা দুঃখসংযুক্তিহীন, দুঃখক্লেশহীন, তাহা সম্যক্‌ পথ, তাহা কলুষহীনতা। ইন্দ্রিয়সুখ যাহা নীচ আনন্দ, জন-সাধারণের সুখ, অনার্যজনোচিত সুখ, তাহা দুঃখসংযুক্ত, দুঃখদ—তাহা মিথ্যাপথ, ইহা কলুষতা। যাহা বিরাগসুখ, প্রবিবেকসুখ, অনাবিলসুখ, সম্বোধিসুখ, তাহা দুঃখসংযুক্তিহীন, দুঃখক্লেশহীন—তাহা সম্যকপথ, তাহা কলুষহীনতা। যে বাক্য অসত্য, মিথ্যা, বিমোক্ষসংযুক্তিহীন তাহা দুঃখ-সংযুক্ত, দুঃখদ। তাহা মিথ্যাপথ, ইহা কলুষতা। যে বাক্য সত্য, বিমোক্ষপরায়ণ তাহা দুঃখসংযুক্তিহীন, দুঃখক্লেশহীন—তাহা সম্যকপথ, ইহা কলুষহীনতা। যাহা দুর্বাক্য, অসত্য, বিমোক্ষসংযুক্তিহীন তাহা দুঃখ-সংযুক্ত, দুঃখদ। তাহা মিথ্যাপথ, ইহা কলুষতা। দুর্বাক্য যাহা সত্য, বিমোক্ষপরায়ণ তাহা দুঃখসংযুক্তিহীন, দুঃখক্লেশহীন। তাহা সম্যক্‌পথ, ইহা কলুষহীনতা। অসংযত, অশান্ত, অস্থির বাক্য দুঃখসংযুক্ত, দুঃখদ—তাহা মিথ্যাপথ, ইহা কলুষতা। সংযত, শান্ত, সুস্থিরবাক্য দুঃখসংযুক্তি-হীন, দুঃখক্লেশহীন—তাহা সম্যক্‌পথ—ইহা কলুষহীনতা। প্রত্যন্ত-ভাষার প্রতি মমতা, নীতিস্বীকৃত বচনভঙ্গী থেকে বিচ্যুতি দুঃখসংযুক্ত, দুঃখদ। তাহা মিথ্যাপথ, ইহা কলুষতা। প্রত্যন্তভাষার প্রতি মমতাহীনতা নীতিস্বীকৃত বচনভঙ্গীর প্রতি শ্রদ্ধা দুঃখসংযুক্তিহীন, দুঃখক্লেশহীন—তাহা সম্যক্‌পথ। ইহা কলুষহীনতা।

হে ভিক্ষুগণ! এরূপ তোমরা শিক্ষা কর—'আমি কলুষতা কি জানব, কলুষহীনতা কি জানব। কলুষতা, কলুষহীনতা জ্ঞাত হয়ে কলুষহীনতার পথ অনুসরণ করব'।

হে ভিক্ষুগণ! কুলপুত্র প্রব্রজিত সুভূতি পূর্ব থেকে কলুষহীনতার পথ অনুসরণ করেছে।

ভগবানের এই দেশনা ভিক্ষুগণের আনন্দ বর্ধন করেছিল।

ধাতু বিভাগ

একদা ভগবান মগধরাজ্যে ভ্রমণকালে রাজগৃহের কুম্ভকার ভার্গব নামক একব্যক্তির গৃহে উপনীত হলেন। তিনি ভার্গবকে বললেন—হে ভার্গব! যদি আপনি কোন অসুবিধা অনুভব না করেন তবে আমি আপনার গৃহে অবস্থান করতে পারি।

ভার্গব বললেন—ভগবন্! আমার কোন অসুবিধা হবে না, কারণ একজন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী আমার গৃহে অবস্থান করবেন। আপনি আমার গৃহে যথেচ্ছ অবস্থান করুন।

সেই সময় কুলপুত্র পুষ্করসাতি ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাবশত গৃহত্যাগ করে অনাগারিক জীবনযাপন করছেন। তিনি কুম্ভকার গৃহে ভগবানের উপস্থিতির পূর্বে উপস্থিত ছিলেন। ভগবান পুষ্করসাতির নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন—হে ভিক্ষু! আপনার কোন অসুবিধা না হলে আমিও এ গৃহে রাত্রিযাপন করতে পারি।

হে বন্ধু! এ গৃহ স্থানবহুল, ভদন্তও এ গৃহে অবস্থান করতে পারেন।

ভগবান কুম্ভকারগৃহে প্রবেশ করে একান্তে পদ্মাসনে উপবেশন অবস্থায় অধিকরাত্রি অতিবাহিত করলেন। আয়ুষ্মান্ পুষ্করসাতিও পদ্মাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই সময় ভগবানের চিত্তে এরূপ চিন্তার উদয় হল—'এই সদ্‌বংশজাত কুলপুত্র নিশ্চয়ই নিরাময় জীবনযাপন করছেন। তাঁকে আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব।'

ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হয়েছেন? আপনার শাস্তা কে? কার ধর্ম আপনি অনুশীলন করেন?

হে বন্ধু! শাক্যকুলজাত প্রব্রজিত শ্রমণ গৌতম যাঁর এরূপ কীর্তি প্রচারিত হয়েছে—তিনি অর্হৎ, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর পুরুষদম্যসারথি, দেবমানবশাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান—তাঁরই উদ্দেশ্যে আমি প্রব্রজিত হয়েছি। তিনিই আমার শাস্তা, আমি তাঁর ধর্ম অনুশীলন করি।

হে ভিক্ষু! সেই অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ এখন কোথায় অবস্থান করছেন?

হে বন্ধু! সেই অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ এখন উত্তর প্রদেশের শ্রাবস্তী নগরে অবস্থান করছেন।

হে ভিক্ষু! আপনি তাঁকে স্বচক্ষে কোনদিন দর্শন করেছেন কি? অথবা, যদি দেখেন তাঁকে চিনতে পারবেন কি?

হে বন্ধু! আমি তাঁকে কোনদিন দর্শন করি নি, তাঁকে দেখলে চিনতেও পারব না।

এতচ্ছ্রবণে ভগবানের চিত্তে এরূপ চিন্তার উদয় হল—'এই কুলপুত্র আমার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হয়েছে। এখন আমি তাঁকে ধর্মশিক্ষা দেব।' তখন আয়ুষ্মান পুক্করসাতিকে তিনি বললেন—আমি আপনাকে ধর্মশিক্ষা দেব। আমি ধর্ম প্রকাশ করছি, আপনি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন।

ভগবান বললেন—হে ভিক্ষু! (এই) পুরুষ ছয় ধাতু, ছয় ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ, আঠার প্রকার চিত্তবেদনা, চার সঙ্কল্পসম্পন্ন। নিত্যদর্শন, শঠতা, মান প্রভৃতিব অবসান হলে সাধু শান্ত হন। তিনি প্রজ্ঞালাভে আলস্যপরায়ণ হন না, তিনি সত্যরক্ষা করেন, ত্যাগ (বিরাগ) অনুশীলন করেন, সর্বোপরি শান্তিপদ গবেষণা করেন।

এই পুরুষ ছয় ধাতুসম্পন্ন—তাহা কি?

তাহা এই—তাহা চক্ষুধাতু, শ্রোত্রধাতু, ঘ্রাণধাতু, জিহ্বাধাতু, কায়ধাতু, চিত্তধাতু।

এই পুরুষ ছয় ইন্দ্রিয় সংস্পর্শসম্পন্ন—তাহা কি?

তাহা এই—তাহা চক্ষু দ্বারা রূপসংস্পর্শ, কর্ণদ্বারা শব্দসংস্পর্শ, নাসিকা-দ্বারা গন্ধসংস্পর্শ, জিহ্বাদ্বারা রস সংস্পর্শ, দেহদ্বারা স্পৃশ্য সংস্পর্শ, চিত্তদ্বারা ধর্মসংস্পর্শ (সম্পন্ন)।

এই পুরুষ আঠার প্রকার চিত্তবেদনাসম্পন্ন—তাহা কি?

তাহা—চিত্ত দ্বারা চক্ষুপথে রূপদর্শন,·· শ্রবণপথে শব্দশ্রবণ, নাসিকা-পথে ঘ্রাণ গ্রহণ, জিহ্বাপথে রস আস্বাদন, দেহদ্বারা স্পর্শ অনুভব, চিত্ত-দ্বারা বিষয় (ধর্ম) চিন্তন। এভাবে পুরুষ সুখ, দুঃখ, নদুঃখ-নসুখ বেদনায় চিত্ত স্থাপন করে। তা'তে ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ, ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়াগত দুঃখ, ছয় প্রকার নদুঃখ-নসুখ বেদনায় চিত্ত স্থাপিত হয়।

এই পুরুষ চার সঙ্কল্পসম্পন্ন—তাহা কি?

তাহা এই—তিনি প্রজ্ঞালাভ বিষয়ে আলস্যপরায়ণ হন না, তিনি সত্য রক্ষা করেন, বিরাগ অনুশীলন করেন, শান্তিপথ গবেষণা করেন।

কি প্রকারে ভিক্ষু প্রজ্ঞালাভ বিষয়ে আলস্যপরায়ণ হন না?

ধাতু ছয় প্রকার, যথা—পৃথিবী ধাতু, অপ্ ধাতু, তেজ ধাতু, বায়ু ধাতু, আকাশ ধাতু, বিজ্ঞান ধাতু।

পৃথিবী ধাতু কি? ইহা আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক। আধ্যাত্মিক পৃথিবী ধাতু কি? যাহা ব্যক্তির আধ্যাত্মিক (দেহস্থ) কঠিন-কোমল পদার্থ, তাহা আধ্যাত্মিক পৃথিবী ধাতু। যথা—কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, শিরা, আস্থি, অস্থি-মজ্জা, মূত্রাশয়, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুস্ফুস্, বৃহদন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, পাকাশয়, করীষ, মগজ ইত্যাদি। যাহা আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক পৃথিবী ধাতু তাহাই পৃথিবী ধাতু। সম্যকপ্রজ্ঞাদ্বারা ইহাদের যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত। যথা—ইহা আমার নয়, ইহা আমি নহি, ইহা আমার আত্মা নহে। পৃথিবীধাতুকে এভাবে সম্যকপ্রজ্ঞাদ্বারা যথাযথ দৃষ্ট হলে পর, তিনি পৃথিবী ধাতুর প্রতি বীতরাগ হন, তিনি পৃথিবী ধাতু থেকে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন।

অপধাতু কি? ইহা আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক। আধ্যাত্মিক অপধাতু কি? যাহা ব্যক্তির আধ্যাত্মিক (দেহস্থ) তরল-চলমান পদার্থ তাহা আধ্যাত্মিক অপধাতু। যথা—পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূঁয, রক্ত, স্বেদ, অশ্রু, চর্বি, লালা, সিকনি, গ্রন্থি তৈল, মূত্র ইত্যাদি। যাহা আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক অপ তাহাই অপধাতু। সম্যক্ প্রজ্ঞাদ্বারা ইহাদের যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত। যথা—ইহা আমার নয়, আমি ইহা নহি, ইহা আমার নহে। সম্যক্ প্রজ্ঞাদ্বারা এরূপ যথাযথ দৃষ্ট হলে পর তিনি অপধাতুর প্রতি বীতরাগ হন, তিনি অপধাতু থেকে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন।

তেজধাতু কি? ইহা আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক। আধ্যাত্মিক তেজধাতু কি? যাহা ব্যক্তির আধ্যাত্মিক তাপ, উষ্ণতা তাহা আধ্যাত্মিক তেজধাতু। যথা—যাহা দ্বারা মানুষ পরিপুষ্ট হয়, তাপযুক্ত হয়, দগ্ধ হয়; যাহা গিলিত, চর্বিত, ভুক্ত, আস্বাদিত বস্তুর রূপান্তর (পরিপাক) ঘটায় ইত্যাদি। যাহা আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক তাপ তাহা তেজ ধাতু। সম্যক্ প্রজ্ঞ দ্বারা ইহাদের যথাযথ ভাবে দর্শন করা উচিত। যথা—ইহা আমার নয়, আমি ইহা নহি,

ইহা আমার আত্মা নহে। সম্যক্ প্রজ্ঞাদ্বারা এরূপ যথাযথ দৃষ্ট হলে পর তিনি তেজধাতুর প্রতি বীতরাগ হন, তিনি তেজধাতু থেকে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন।

বায়ুধাতু কি? ইহা আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক। আধ্যাত্মিক বায়ুধাতু কি? যাহা ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বায়ু, গতি তাহা আধ্যাত্মিক বায়ু ধাতু। যথা—ঊর্ধ্ববায়ু, অধঃবায়ু, কোষ্ঠস্থিত বায়ু, উদরবায়ু, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে প্রচলিত বায়ু, শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগবায়ু ইত্যাদি। যাহা আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক বায়ু তাহা বায়ুধাতু। সম্যক প্রজ্ঞাদ্বারা ইহাদের যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত। যথা—ইহা আমার নয়, আমি ইহা নহি, ইহা আমার আত্মা নহে। সম্যক্ প্রজ্ঞাদ্বারা এরূপ যথাযথ দৃষ্ট হলে পর তিনি বায়ুধাতুর প্রতি বীতরাগ হন, তিনি বায়ুধাতু থেকে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন।

আকাশ ধাতু কি? ইহা আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক। আধ্যাত্মিক আকাশ ধাতু কি? যাহা ব্যক্তির আধ্যাত্মিক শূন্যতা, শূন্যতাবিস্তৃতি তাহা আধ্যাত্মিক আকাশ ধাতু। যথা—যাহা কর্ণগহ্বর, নাসিকাগহ্বর, মুখগহ্বর গলগহ্বর; গিলিত, চর্বিত, ভুক্ত, আস্বাদিত বস্তুর গমনপথ, স্থিতিস্থান, নিম্নাভিমুখীপথ ইত্যাদি। যাহা আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক আকাশ তাহা আকাশ ধাতু। সম্যক্প্রজ্ঞাদ্বারা ইহাদের যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত। যথা—ইহা আমার নহে, আমি তাহা নহি, ইহা আমার আত্মা নহে। সম্যক্ প্রজ্ঞাদ্বারা এরূপ যথাযথ দৃষ্ট হলে পর তিনি আকাশ ধাতুর প্রতি বীতরাগ হন, তিনি আকাশ ধাতু থেকে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন।

স্বচ্ছ, পরিশুদ্ধ বিজ্ঞান দ্বারা ব্যক্তি জ্ঞাত হন; তিনি সুখকে পৃথকভাবে জানেন, দুঃখকে পৃথকভাবে জানেন, নদুঃখ-নসুখকে পৃথকভাবে জানেন। হে ভিক্ষু! ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে যে সুখ উৎপন্ন হয় তাহা সুখবেদনা। সুখবেদনা অনুভব করে তিনি জ্ঞাত হন তিনি সুখবেদনা অনুভব করছেন। সংস্পর্শ বেগ শিথিল হলে যখন সুখ অনুভূত হয় তখন তিনি এরূপ চিন্তা করেন—'ইন্দ্রিয় সংস্পর্শজাত সুখবেদনা উৎপন্ন হয়ে লয় প্রাপ্ত হয়, প্রশমিত হয়।' হে ভিক্ষু! সেরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে যে দুঃখবেদনা, নদুঃখ-নসুখবেদনা উৎপন্ন হয় তাহা দুঃখবেদনা, নদুঃখ-নসুখবেদনা। দুঃখবেদনা, নদুঃখ নসুখবেদনা অনুভব করে তিনি জ্ঞাত হন, তিনি

দুঃখবেদনা, নদুঃখ-নসুখবেদনা অনুভব করছেন। সংস্পর্শবেগ শিথিল হলে যখন দুঃখবেদনা, নদুঃখ-নসুখবেদনা অনুভূত হয়, তখন তিনি এরূপ চিন্তা করেন—'সংস্পর্শজাত দুঃখবেদনা, নদুঃখ-নসুখবেদনা উৎপন্ন হয়ে লয়প্রাপ্ত হয়, প্রশমিত হয়।'

হে ভিক্ষু! ইহা তাপ উৎপাদনের ন্যায়, দুই কাষ্ঠের সংঘর্ষণে আলো বিকীরণের ন্যায়, কাষ্ঠদ্বয় পৃথক হলেই তাপ এবং আলো লয়প্রাপ্ত হয়, প্রশমিত হয়। সুখবেদনা…দুঃখবেদনা নদুঃখ-নসুখবেদনাও সেরূপ সংস্পর্শ দ্বারা উৎপন্ন হয়; …সুখ, দুঃখ, নদুঃখ-নসুখবেদনারূপে প্রতিভাত হয়ে লয় প্রাপ্ত হয়, প্রশমিত হয়।

উপেক্ষাচিত্ত স্বচ্ছ, পরিশুদ্ধ, মৃদু, কর্মক্ষম, জ্যোতিষ্মান (হয়)। দক্ষ স্বর্ণকার বা শিক্ষানবীশ যেমন উনান জ্বেলে ধাতুগলানপাত্র উত্তপ্ত করে, তৎপর সাঁড়াশী দ্বারা স্বর্ণ তুলে ধরে আবার পাত্রে স্থাপন করে, কখনও ফুঁ দেয়, কখনও জলসিক্ত করে, কখনও স্বর্ণ স্বচ্ছ, পরিশুদ্ধ, মৃদু, কর্মক্ষম, খাদমুক্ত, জ্যোতিষ্মান হল কিনা দেখে, তারপর তাহা দ্বারা অঙ্গুরী, কর্ণদুল, হার, মালা ইচ্ছানুসারে তৈরি করে, সেরূপ হে ভিক্ষু! উপেক্ষাচিত্ত স্বচ্ছ, পরিশুদ্ধ, মৃদু, কর্মক্ষম, জ্যোতিষ্মান হয়।

তিনি (তারপর) এরূপ চিন্তা করেন—'যদি আমি স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন, মৃদু, কর্মক্ষম, জ্যোতিষ্মান উপেক্ষাচিত্ত আকাশ-অনন্ত-আয়তন স্তরে নিবেশিত করি, সেভাবে আমি চিত্ত বর্ধন করি তবে এই উপেক্ষাচিত্ত তদ্দ্বারা সাহায্য-প্রাপ্ত হয়ে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দীর্ঘকাল সে অবস্থায় স্থির, স্থিত হবে। সেরূপ যদি আমি স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন, মৃদু, কর্মক্ষম, জ্যোতিষ্মান উপেক্ষাচিত্ত বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, আকিঞ্চন-আয়তন, নসংজ্ঞা-নঅসংজ্ঞা-আয়তন স্তরে নিবেশিত করি, সেভাবে আমি চিত্ত বর্ধন করি, তবে এই উপেক্ষাচিত্ত তদ্দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দীর্ঘকাল সে অবস্থায় স্থির, স্থিত হবে।'

তিনি (তারপর) এরূপ চিন্তা করেন—'যদি আমি স্বচ্ছ, পরিশুদ্ধ, উপেক্ষা চিত্ত আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, অকিঞ্চন-আয়তন, নসংজ্ঞা-নঅসংজ্ঞা-আয়তন স্তরে নিবেশিত করি, সেভাবে আমি চিত্ত বর্ধন করি তাহাও সংস্কৃত বিষয়ে (উৎপত্তিশীল বিষয়ে) চিত্ত নিবেশিত হয়।

সেজন্য তিনি সংস্কৃত বিষয়ে মনোযোগী হন না, ভব ও বিভবে (বিষয়ে) চিত্ত নিবিষ্ট করেন না। সংস্কৃত, ভব, বিভব বিষয়ে চিত্তের অনিবিষ্টতা হেতু তিনি জাগতিক কোন বিষয়ের প্রতিও তৃষ্ণাপরায়ণ হন না ; তৃষ্ণাহীনতা-বশতঃ তিনি ক্লেশপ্রাপ্ত হন না ; ক্লেশহীনতাবশতঃ তিনি স্বয়ং নির্বাণপ্রাপ্ত হন।' অতঃপর তিনি এরূপ জ্ঞাত হন—'(আমার) জন্ম শেষ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য-জীবন পরিসমাপ্ত হয়েছে, করণীয়কর্ম কৃত হয়েছে, এরূপ বা সেরূপ (উৎপন্ন) হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।' তিনি যখন সুখবেদনা, দুঃখবেদনা, নদুঃখ-নসুখবেদনা অনুভব করেন তখন তিনি জানেন তাহা অনিত্য, তৎপ্রতি তৃষ্ণাপরায়ণ হওয়া উচিত নয়, তাহা পরিভোগ করাব বিষয়ও নয়। তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্তচিত্তে সুখবেদনা, দুঃখবেদনা. নদুঃখ-নসুখবেদনা অনুভব করেন। দেহকেন্দ্রিক বেদনা অনুভূত হলে তিনি দেহকেন্দ্রিক বেদনা অনুভব করছেন এরূপ জ্ঞাত হন। জীবিতেন্দ্রিয় কেন্দ্রিক বেদনা অনুভূত হলে তিনি জীবিতেন্দ্রিয় কেন্দ্রিক বেদনা অনুভব করছেন এরূপ জ্ঞাত হন। তিনি জ্ঞাত হন—'এদেহ পরিসমাপ্তির পর, জীবিতেন্দ্রিয় ধ্বংসপ্রাপ্তির পর সকল অনুভূতিশীল অভিজ্ঞতা (স্পর্শ) শীতলতাপ্রাপ্ত (সীতিভূত) হয়।'

হে ভিক্ষু! তৈলপ্রদীপ তৈল-সলিতাযুক্ত হয়ে প্রজ্বলিত হয়, তৈল-সলিতার অভাবে নিভে যায়। সেরূপ দেহকেন্দ্রিক, জীবিতেন্দ্রিয় কেন্দ্রিক বেদনা অনুভব করলে তাহা অনুভব করছেন জ্ঞাত হন। তিনি জ্ঞাত হন—'এদেহ পরিসমাপ্তির পর, জীবিতেন্দ্রিয় ধ্বংসপ্রাপ্তির পর সকল অনুভূতিশীল অভিজ্ঞতা (বেদনা) শীতলতাপ্রাপ্ত হয়।

ভিক্ষু এরূপ সম্পন্ন হয়ে প্রজ্ঞালাভের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প পোষণ করেন। হে ভিক্ষু! দুঃখনিরোধজ্ঞানই সর্বোচ্চ আর্য-প্রজ্ঞা। সেই বিমুক্তি সত্যাশ্রিত তাই অবিচল। হে ভিক্ষু! যাহা মিথ্যা প্রতিভাত (হয়) তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যাহা সত্য-মিথ্যা প্রতিভাত নয় তাহা নির্বাণ। ভিক্ষু এরূপ সম্পন্ন হয়ে সত্য লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প পোষণ করেন। হে ভিক্ষু! নির্বাণ মিথ্যা প্রতিভাত নয়, তাই তাহা সর্বোৎকৃষ্ট আর্য-সত্য। এরূপ ভিক্ষুর (নির্বোধ) পূর্ব আসক্তি পরিসমাপ্ত হয়, নির্বাপিত হয়। তিনি তাহা থেকে বিমুক্ত হন, তার মূলোচ্ছেদ করেন, শিরোহীন তালবৃক্ষের মত পুনঃ

উৎপত্তিহীন হন। ভিক্ষু এরূপ সম্পন্ন হযে বীতরাগ হবার সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প পোষণ করেন। হে ভিক্ষু! সকল প্রকার আসক্তিহীনতাই—সর্বোচ্চ আর্য-বীতরাগতা। তাঁর (নির্বোধ) পূর্ব প্রলোভনতাই-দৃঢ় তৃষ্ণাপরাযণতা। তিনি তাহা থেকে বিমুক্ত হন, তার মূলোচ্ছেদ করেন, শিরোহীন তালবৃক্ষের মত পুনঃ উৎপত্তিহীন হন। তাঁর (নির্বোধ) পূর্বদ্বেষতাই—হিংসাপরাযণতা, দুরাচারতা। তিনি তাহা থেকে বিমুক্ত হন, তার মূলোৎপাটন করেন, শিরোহীন তালবৃক্ষের মত পুনঃ উৎপত্তিহীন হন। তাঁর (নির্বোধ) পূর্ব মোহতা—বিভ্রান্তিপরাযণতা, দুরাচারতা। তিনি তাহা থেকে বিমুক্ত হন, তার মূলোৎপাটন করেন, শিরোহীন তালবৃক্ষের মত পুনঃ উৎপত্তিহীন হন। ভিক্ষু এরূপ সম্পন্ন হয়ে প্রশান্তি লাভের সর্বোৎকৃষ্ট সঙ্কল্প পোষণ করেন। হে ভিক্ষু! ইহা সর্বোচ্চ আর্যপ্রাপ্তি—তথা লোভ-দ্বেষ-মোহ-প্রশান্তি। এই প্রকারে তিনি প্রজ্ঞা লাভ বিষয়ে আলস্যপরায়ণ হন না, তিনি সত্য রক্ষা করেন, বিরাগ অনুশীলন করেন, শান্তিপথ গবেষণা করেন।

নিত্যদর্শন, শঠতা, মান প্রভৃতির অবসান হলে সাধু শান্ত হন—কি অর্থে একথা বলা হয়েছে?

হে ভিক্ষু! আমি আছি ইহা একটি ধারণা (দৃষ্টি)। ইহা আমি, আমি হব, আমি হব না, আমি রূপসম্পন্ন হব, আমি অরূপী (অশরীরী) হব, আমি সংজ্ঞাসম্পন্ন হব, আমি সংজ্ঞাসম্পন্ন হব না, আমি নসংজ্ঞা নঅসংজ্ঞা-সম্পন্ন হব—এইগুলিও ধারণা (দৃষ্টি)। হে ভিক্ষু! ধারণা ক্লেশযুক্ত, ইহা প্রতারণা, ইহা তীক্ষ্ণ-তীরাগ্র। যিনি ধারণা বিষযাতীত তিনি সাধু, তিনি শান্ত। এরূপ শান্ত সাধু জন্মের অতীত, জরার অতীত, তিনি অবিক্ষুব্ধ। তিনি ঈর্ষাতীত। তাঁর যেহেতু কোন জন্ম নাই, সেহেতু তাঁর জরা কোথায়? জন্ম-জরার অতীত হেতু মৃত্যু কোথায়? মৃত্যুহীনের বিক্ষুব্ধি কোথায়? অবিক্ষুব্ধ ব্যক্তির ঈর্ষা নাই।

হে ভিক্ষু! এ অর্থেই বলা হয়েছে যে, নিত্যদর্শন, শঠতা, মান প্রভৃতির অবসান হলে সাধু শান্ত হন।

হে ভিক্ষু! ছয় ধাতু বিষয় (তুমি) এরূপে স্মরণ কর।

তখন আয়ুষ্মান্ পুক্কুসাতি চিন্তা করলেন—'বাস্তবিকই আমার নিকট তথাগত, সম্যক সম্বুদ্ধ উপনীত।' তিনি তখন আসন ত্যাগ

করে দাঁড়ালেন, চীবর স্কন্ধদেশে স্থাপন করে, নমিত হয়ে, ভগবানের পাদ-পদ্মে শির রেখে প্রণিপাত করে বললেন :

ভগবন্! আমি আপনাকে বন্ধু সম্বোধন করে অন্যায় করেছি। আমি ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হব। আমাকে ক্ষমা করুন।

হে ভিক্ষু! তুমি ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর।

ভগবন্! আমি ভগবানের নিকট উপসম্পদা লাভ করতে পারি কি?

হে ভিক্ষু! ভিক্ষুর উপকরণ পাত্র-চীবর তোমার আছে কি?

সে বিষয়ে আমি পূর্ণ নহি।

হে ভিক্ষু! উপকরণ না থাকলে তথাগত কাউকে উপসম্পদা প্রদান করেন না।

পুষ্করসাতি পরিতুষ্ট হয়ে ভগবান্‌কে দক্ষিণপার্শ্বে স্থাপন করে, সেস্থান ত্যাগ করে পাত্র-চীবরের অন্বেষণে বাহির হলেন। এমন সময় তিনি এক গোরুদ্বারা আক্রান্ত হয়ে দেহ ত্যাগ করলেন।

ভিক্ষুগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে পুষ্করসাতির মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করলেন। পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবন্! আয়ুষ্মান্ পুষ্করসাতি ভগবানের সংক্ষিপ্ত ধর্মদেশনা শ্রবণ করেছেন। মৃত্যুপর তাঁর কি গতি হয়েছে'?

হে ভিক্ষুগণ! কুলপুত্র ভিক্ষু পুষ্করসাতি বিজ্ঞ। তিনি সত্যই অনুধর্মচারী। ধর্ম বিষয়ে প্রচুর জিজ্ঞাসা দ্বারা আমাকে উত্ত্যক্ত করেন নি। তিনি পঞ্চ নিম্নবন্ধন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছেন, তিনি অনাগামী হয়েছেন, তিনি শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে স্বতঃউৎপন্ন হয়ে তথায় নির্বাণপ্রাপ্ত হবেন,—পৃথিবীতে আর জন্ম গ্রহণ করবেন না।

সত্য বিভাগ

বারাণসীর ঋষিপত্তন মৃগদাবে ভগবান অবস্থান করছেন। তিনি এক দিন ভিক্ষুসঙ্ঘকে আহ্বান করে ধর্মভাষণের অভিপ্রায় প্রকাশ করলে ভিক্ষু-গণ ভগবানকে প্রতিশ্রবণ করলেন, ধর্মভাষণের নিমিত্ত আহ্বান করলেন।

ভগবান বললেন—তথাগত, অর্হৎ, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ বারাণসীর ঋষিপত্তন মৃগদাবে যে অপ্রতিম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন তাহা কোন শ্রমণ, ব্রাহ্মণ দেব,

মার, ব্রহ্মা বা মানবের পক্ষে সম্ভব নয়। ইহা চতুরার্য সত্য ঘোষণা। এই শিক্ষা (ঘোষণা) সত্য প্রকট করে, সত্য প্রদর্শন করে, সত্যে স্থাপন করে, সত্য উন্মুক্ত করে, সত্যে প্রতিষ্ঠিত করে। সেই চতুরার্য সত্য কি? ইহা প্রথম আর্যসত্য—দুঃখসত্য প্রদর্শন ঘোষণা; দ্বিতীয় আর্যসত্য—দুঃখ সমুদয় সত্য প্রদর্শন ঘোষণা; তৃতীয় আর্যসত্য—দুঃখনিরোধ সত্য প্রদর্শন ঘোষণা, চতুর্থ আর্যসত্য—দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদ প্রদর্শন ঘোষণা।

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা শারীপুত্র মৌগ্‌গল্যায়ণকে অনুসরণ কর, তাঁদের সঙ্গে বসবাস কর; তাঁরা প্রজ্ঞাবান, তাঁরা ব্রহ্মচর্য-জীবনযাপন ব্যাপারে প্রকৃত কল্যাণমিত্র। শারীপুত্র (নির্বাণ) স্রোতপ্রাপ্তি শিক্ষা দেন; মৌগ্‌গল্যায়ণ উত্তমার্থ (অর্হত্ব)প্রাপ্তি শিক্ষা দেন। হে ভিক্ষুগণ! শারীপুত্র চতুরার্য সত্য পরিপূর্ণভাবে ঘোষণা, স্থাপন, প্রতিষ্ঠা, প্রকট ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। এরূপ সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদানের পর ভগবান আসন ত্যাগ করে এক গৃহ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন।

ভগবানের স্থান ত্যাগের পর আয়ুষ্মান্ শারীপুত্র ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন—হে আয়ুষ্মান্‌গণ! তথাগত, অর্হৎ, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ বারাণসীর ঋষিপত্তন মৃগদাবে যে অপ্রতিম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন তাহা কোন শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, মার, ব্রহ্মা বা কোন মানবের পক্ষে সম্ভব নয়। ইহা প্রথম আর্যসত্য—দুঃখসত্য, দ্বিতীয় আর্যসত্য—দুঃখ সমুদয় সত্য, তৃতীয় আর্যসত্য—দুঃখনিরোধ সত্য, চতুর্থ আর্যসত্য—দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদসত্য।

দুঃখ আর্যসত্য কি? তাহা—জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ; শোক, পরিতাপ, মনস্তাপ, হতাশা ইত্যাদি।

জন্ম কি? তাহা প্রতিসন্ধি, উৎপত্তি, অবতরণ (গর্ভে আগমন), পুনর্জন্ম (নিবর্তন), বিভিন্ন জীব যোনিতে জন্মগ্রহণ, পঞ্চস্কন্ধের উৎপত্তি, ষড়েন্দ্রিয়ের আবির্ভাব ইত্যাদি।

জরা কি? —তাহা বার্ধক্য, জীর্ণতা, স্খলিতদন্ত অবস্থা, পক্ককেশ, কুঞ্চিতচর্ম, জীবনমরণ অবস্থা, ইন্দ্রিয়ের অবসন্নতা ইত্যাদি।

মৃত্যু কি? তাহা অদৃশ্য হওয়া, প্রবাহিত হওয়া, ধ্বংস হওয়া, লুপ্ত হওয়া, মৃত্যু হওয়া, কালগত হওয়া, পঞ্চস্কন্ধের পতন (বিলুপ্তি) হওয়া, শরীর শায়িত হওয়া ইত্যাদি।

শোক কি ?—ইহা ক্লেশ, দুঃখ, দুঃখবহতা আভ্যন্তরীণ দহন, কোন প্রকার দুর্দৈব হেতু আভ্যন্তরীণ বেদনা, কোন প্রকার দুঃখ পরিক্লিষ্ট অবস্থা। ইহা ক্রন্দন, বিলাপ, ক্রন্দনক্রিয়া, বিলাপক্রিয়া, কোনপ্রকার দুর্দৈব হেতু ক্রন্দন অবস্থা, বিলাপ অবস্থা।

পরিতাপ কি ? ইহা কায়িক ক্লেশ, কোন দৈহিক কারণবশতঃ অশান্তিরূপে অনুভূত কায়িক অশান্তি, অসন্তোষ।

মনস্তাপ কি ? ইহা চৈতসিক (মানসিক) দুঃখ, কোন চৈতসিক কারণবশতঃ অশান্তিরূপে প্রতিভাত মানসিক অসন্তোষ।

হতাশা কি ? ইহা নৈরাশ্য, হতাশা, কোন প্রকার দুর্দৈবহেতু নৈরাশ্য, হতাশা অবস্থা, কোন প্রকার দুঃখপরিক্লিষ্ট অবস্থা।

ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ,—ইহা কি ? জন্মশীল মানবের এরূপ ইচ্ছা হয়—'আমরা যেন আর জন্মগ্রহণ না করি, আর যেন জন্মের অধীন না হই।' ইচ্ছা করলেই তা হয় না। তাই ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তিতে দুঃখ হয়। জরা-শীল, রোগশীল, মৃত্যুশীল, শোক, পরিতাপ, মনস্তাপ, হতাশাগ্রস্ত মানবের এরূপ ইচ্ছা হয়—'আমাদের যেন জরা, রোগ, মৃত্যু, শোক, পরিতাপ, মনস্তাপ, হতাশা, পরিভোগ করতে না হয়।' ইচ্ছা করলেই তাহা হয় না। সংক্ষিপ্তাকারে পঞ্চস্কন্ধ অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান দুঃখময়।

হে ভিক্ষুগণ ! ইহা দুঃখ আর্যসত্য।

দুঃখসমুদয় আর্যসত্য কি ? তাহা আসক্তি ও আনন্দ সহগত পুনর্জন্মের আকাঙ্ক্ষা, সেই বিষয়ে আনন্দ অনুভব করা ; এক কথায় ইন্দ্রিয়সুখানুভূতি-তৃষ্ণা, কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা (পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ তৃষ্ণা.), বিভবতৃষ্ণা (মৃত্যুপর আর কোন জন্ম নাই এরূপ দৃষ্টিপোষণ)।

দুঃখনিরোধ আর্যসত্য কি ? তাহা যাহা কিছুর নিরোধ, আসক্তিহীনতা, স্বস্থজিত তৃষ্ণার বিরাগ, বিনাশ, মুক্তি, বিমুক্তি।

দুঃখনিরোধগামী মার্গআর্যসত্য কি ? তাহা সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ প্রচেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি।

সম্যক্ দৃষ্টি কি ? তাহা দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ, দুঃখনিরোধ-মার্গ বিষয়ক প্রজ্ঞা।

সম্যক্ সঙ্কল্প কি? তাহা বিরাগ সঙ্কল্প, ঈর্ষাত্যাগ সঙ্কল্প, অহিংসা সঙ্কল্প।

সম্যক্ বাক্য কি? তাহা মিথ্যাবাক্য বিরতি, পিশুনবাক্য বিরতি, কর্কশবাক্য বিরতি, বৃথাবাক্য বিরতি।

সম্যক্ কর্ম কি? তাহা প্রাণিহত্যা বিরতি, অদত্তগ্রহণ বিরতি, কামচর্যা (ব্যভিচার) বিরতি।

সম্যক্ জীবিকা কি? তাহা আর্যশ্রাবকের মিথ্যাজীবিকা বর্জন, সম্যক্ জীবিকাদ্বারা জীবনধারণ।

সম্যক্ প্রচেষ্টা কি? তাহা অনুৎপন্ন পাপ, অশুভ চিন্তা প্রভৃতির অনুৎপত্তিসাধন প্রচেষ্টা; উৎপন্ন পাপ, অশুভ চিন্তা প্রভৃতির বিমুক্তিসাধন প্রচেষ্টা; অনুৎপন্ন পুণ্য, শুভচিন্তার উৎপত্তি প্রচেষ্টা; উৎপন্ন পুণ্য, শুভচিন্তার রক্ষণ, বর্ধন, পরিপক্কতার প্রচেষ্টা।

সম্যক্ স্মৃতি কি? তাহা কায়ে—কায়ানুদর্শন, বেদনায়—বেদনানুদর্শন, চিত্তে—চিত্তানুদর্শন, ধর্মে—ধর্মানুদর্শন; তাহা লোভ, দ্বেষ, মোহ-বিমুক্তি সাধনরূপ স্মৃতিমান, সদাজাগ্রত অবস্থান।

সম্যক্ সমাধি কি? তাহা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ সমাধিতে (ধ্যানে) অবস্থান।

ইহা দুঃখনিরোধগামী-মার্গ আর্যসত্য।

হে ভিক্ষুগণ! তথাগত, অর্হৎ, সম্যক্ সম্বুদ্ধ বারাণসীর ঋষিপত্তন মৃগদাবে যে অপ্রতিম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন তাহা কোন শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, মার, ব্রহ্মা, মানবের পক্ষে সম্ভব নয়। ইহা অনুত্তর ঘোষণা। এ ঘোষণা (শিক্ষা) চতুরার্যসত্যে স্থাপন করে, প্রতিষ্ঠিত করে, উন্মুক্ত করে, ব্যাখ্যা করে, প্রকট করে।

ভগবানের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি আয়ুষ্মান শারীপুত্র এভাবে বিস্তৃত করে প্রকাশিত করলে ভিক্ষুগণ আনন্দিত হলেন।

ছত্রিশ বিষয়

ভগবান শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডদ আশ্রমে অবস্থান করছেন। এমন এক দিনে তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘকে আহ্বান করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ! আমি

তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তাহা আদি-মধ্য-অন্ত্য কল্যাণময়। আমি যথাযথভাবে পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য বিষয়ে (ছয় × ছয় প্রকারে) প্রকাশ করব। তোমরা তাহা শ্রবণ কর, চিত্তকে অবহিত কর।

ভিক্ষুগণ ধর্মশ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

অতঃপর ভগবান বললেন—হে ভিক্ষুগণ! ছয় আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়ায়তন কি জানতে হবে, ছয় বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ায়তন কি জানতে হবে, ছয় প্রকার বিজ্ঞান কি জানতে হবে, ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় সংস্পর্শ কি জানতে হবে, ছয় প্রকার বেদনা কি জানতে হবে, ছয় প্রকার তৃষ্ণা কি তাও জানতে হবে।

ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়ায়তন কি?

তাহা চক্ষু আয়তন, কর্ণ-আয়তন, নাসিকা-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, দেহ-আয়তন, চিত্ত-আয়তন।

ছয় প্রকার বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ায়তন কি?

তাহা রূপ (পদার্থ) আয়তন, শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শ-আয়তন, ধর্ম-আয়তন।

ছয় প্রকার বিজ্ঞান কি?

তাহা—চক্ষু ও রূপসঞ্জাত চক্ষুর্বিজ্ঞান, শ্রোত্র (কর্ণ) ও শব্দসঞ্জাত শ্রোত্রবিজ্ঞান, নাসিকা ও গন্ধসঞ্জাত ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বা ও রসসঞ্জাত জিহ্বা-বিজ্ঞান, দেহ ও স্পৃশ্যসঞ্জাত কায়বিজ্ঞান, চিত্ত ও ধর্মসঞ্জাত চিত্তবিজ্ঞান।

ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ কি?

তাহা—চক্ষু ও রূপের সংস্পর্শে উৎপন্ন হয় চক্ষুর্বিজ্ঞান, এ তিনের সংযোগে উৎপন্ন হয় চক্ষু-সংস্পর্শ; শ্রোত্র ও শব্দের সংস্পর্শে উৎপন্ন হয় শ্রোত্রবিজ্ঞান, এ তিনের সংযোগে উৎপন্ন হয় শ্রোত্র-সংস্পর্শ; নাসিকা ও গন্ধের সংস্পর্শে উৎপন্ন হয় ঘ্রাণবিজ্ঞান, এ তিনের সংযোগে উৎপন্ন হয় ঘ্রাণ-সংস্পর্শ; জিহ্বা ও রসের সংস্পর্শে উৎপন্ন হয় জিহ্বাবিজ্ঞান, এ তিনের সংযোগে উৎপন্ন হয় জিহ্ব-সংস্পর্শ; দেহ ও স্পৃশ্যের সংস্পর্শে উৎপন্ন হয় কায়বিজ্ঞান, এ তিনের সংযোগে উৎপন্ন হয় কায়-সংস্পর্শ; চিত্ত ও ধর্মের সংস্পর্শে উৎপন্ন হয় চিত্তবিজ্ঞান, এ তিনের সংযোগে উৎপন্ন হয় চিত্ত-সংস্পর্শ।

ছয় প্রকার বেদনা কি?

তাহা—চক্ষু ও রূপের সংস্পর্শে উৎপন্ন হয় চক্ষুর্বিজ্ঞান, এ তিনের সংযোগে উৎপন্ন হয় চক্ষু-সংস্পর্শ। চক্ষুসংস্পর্শ দ্বারা যাহা অনুভূত হয় তাহা বেদনা। শ্রোত্র ও শব্দের সংস্পর্শে উৎপন্ন হয় শ্রোত্র-বিজ্ঞান, এ তিনের সংযোগে উৎপন্ন হয় শ্রোত্র-সংস্পর্শ। শ্রোত্র-সংস্পর্শ দ্বারা যাহা অনুভূত হয় তাহা বেদনা। নাসিকা ও গন্ধের সংস্পর্শে উৎপন্ন হয় ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, এ তিনের সংযোগে উৎপন্ন হয় ঘ্রাণ-সংস্পর্শ। ঘ্রাণ-সংস্পর্শ দ্বারা যাহা অনুভূত হয় তাহা বেদনা। জিহ্বা ও রসের সংস্পর্শে উৎপন হয় জিহ্বা বিজ্ঞান, এ তিনের সংযোগে উৎপন্ন হয় জিহবা-সংস্পর্শ। জিহ্বা-সংস্পর্শ দ্বারা যাহা অনুভূত হয় তাহা বেদনা। দেহ ও স্পৃশ্যের সংস্পর্শে উৎপন্ন হয় কায়বিজ্ঞান, এ তিনের সংযোগে উৎপন্ন হয় কায়সংস্পর্শ। কায়-সংস্পর্শ দ্বারা যাহা অনুভূত হয় তাহা বেদনা। চিত্ত ও ধর্মের সংস্পর্শে উৎপন্ন হয় চিত্তবিজ্ঞান, এ তিনের সংযোগে উৎপন্ন হয় চিত্ত-সংস্পর্শ। চিত্ত-সংস্পর্শ দ্বারা যাহা অনুভূত হয় তাহা বেদনা।

ছয় প্রকার তৃষ্ণা কি?

চক্ষু ও রূপের সংস্পর্শে উৎপন্ন হয় চক্ষুর্বিজ্ঞান, এ তিনের সংযোগে উৎপন্ন হয় চক্ষু-সংস্পর্শ। চক্ষু-সংস্পর্শ দ্বারা অনুভূত বেদনার প্রতি সপ্রতিবদ্ধতাই তৃষ্ণা। সেরূপ শ্রোত্র-সংস্পর্শ—ঘ্রাণ-সংস্পর্শ—জিহ্বা-সংস্পর্শ—কায়-সংস্পর্শ—চিত্ত-সংস্পর্শ দ্বারা অনুভূত বেদনার প্রতি সপ্রতিবদ্ধতাই তৃষ্ণা। এ প্রকারে ছয় প্রকার তৃষ্ণা জ্ঞাতব্য। ইহা ছত্রিশ প্রকার ব্রহ্মচর্য বিষয় প্রকাশ।

যদি কেহ বলেন, 'চক্ষুই আত্মা' তাহা যথার্থ নয়। কারণ চক্ষুর উদয়-বিলয় দৃষ্ট হয়। যখন চক্ষুর উদয়-বিলয় দৃষ্ট হয়, তখন তাঁর বলা উচিত—'আমার আত্মার উদয় হয়, বিলয় হয়।' সুতরাং যদি কেহ বলেন, 'চক্ষুই আত্মা' তাহা যথার্থ নয়। এ প্রকারে চক্ষু আত্মা নয়। যদি কেহ বলেন, 'রূপই আত্মা, চক্ষুর্বিজ্ঞান আত্মা, চক্ষু-সংস্পর্শ আত্মা,—বেদনা আত্মা', তাহা যথার্থ নয়। এ প্রকারে চক্ষু আত্মা নয়, রূপ আত্মা নয়, চক্ষুর্বিজ্ঞান আত্মা নয়, চক্ষু-সংস্পর্শ আত্মা নয়, বেদনা আত্মা নয়। যদি কেহ বলেন, 'তৃষ্ণাই আত্মা'—তাহা যথার্থ নয়। কারণ তৃষ্ণার উদয়-বিলয় দৃষ্ট হয়। যখন তৃষ্ণার উদয়-বিলয় দৃষ্ট হয়, তখন তাঁর বলা উচিত—'আমার তৃষ্ণার উদয় হয়, বিলয়

হয়। সুতরাং যদি কেহ বলেন, 'তৃষ্ণাই আত্মা,' তাহা যথার্থ নয়। এ প্রকারে চক্ষু আত্মা নয়, রূপ আত্মা নয়, চক্ষুর্বিজ্ঞান আত্মা নয়, চক্ষুসংস্পর্শ আত্মা নয়, বেদনা আত্মা নয, তৃষ্ণা আত্মা নয়।

যদি কেহ বলেন—'শ্রোত্র আত্মা' তাহা যথার্থ নয়। কারণ শ্রোত্রের উদয়-বিলয় দৃষ্ট হয়। যখন শ্রোত্রের উদয়-বিলয় দৃষ্ট হয়, তখন তাঁর বলা উচিত, 'আমার আত্মার উদয় হয়, বিলয় হয়।' সুতরাং যদি কেহ বলেন, 'শ্রোত্র আত্মা'—তাহা যথার্থ নয়। এ প্রকারে শ্রোত্র আত্মা নয়। যদি কেহ বলেন, 'শব্দই আত্মা শ্রোত্রবিজ্ঞান আত্মা, শ্রোত্রসংস্পর্শ আত্মা, বেদনা আত্মা', তাহা যথার্থ নয়। এ প্রকারে শ্রোত্র আত্মা নয়, শব্দ আত্মা নয়, শ্রোত্রবিজ্ঞান আত্মা নয়, শ্রোত্রসংস্পর্শ আত্মা নয়, বেদনা আত্মা নয়। যদি কেহ বলেন, 'তৃষ্ণাই আত্মা,' তাহা যথার্থ নয়। কারণ তৃষ্ণার উদয়-বিলয় দৃষ্ট হয়। যখন তৃষ্ণার উদয়-বিলয় দৃষ্ট হয়—তখন তাঁর বলা উচিত, 'আমার আত্মার উদয় হয়, বিলয় হয়।' সুতরাং যদি কেহ বলেন, তৃষ্ণাই আত্মা, তাহা যথার্থ নয়। এ প্রকারে শ্রোত্র আত্মা নয়, শব্দ আত্মা নয়, শ্রোত্র-বিজ্ঞান আত্মা নয়, শ্রোত্র-সংস্পর্শ আত্মা নয়, বেদনা আত্মা নয়, তৃষ্ণা আত্মা নয়।

যদি কেহ বলেন, 'নাসিকা আত্মা', তাহা যথার্থ নয়। কারণ নাসিকার উদয়-বিলয় দৃষ্ট হয়। যখন নাসিকার উদয়-বিলয় দৃষ্ট হয়—তখন তাঁর বলা উচিত—'আমার আত্মার উদয় হয়, বিলয় হয।' সুতরাং যদি কেহ বলেন, 'নাসিকা আত্মা', তাহা যথার্থ নয়। এ প্রকারে নাসিকা আত্মা নয়। যদি কেহ বলেন, গন্ধই আত্মা·· ঘ্রাণবিজ্ঞান আত্মা···ঘ্রাণসংস্পর্শ আত্মা···বেদনা আত্মা, তাহা যথার্থ নয়। এ প্রকারে নাসিকা আত্মা নয়, গন্ধ আত্মা নয়, ঘ্রাণবিজ্ঞান আত্মা নয়, ঘ্রাণসংস্পর্শ আত্মা নয়, বেদনা আত্মা নয়। যদি কেহ বলেন, 'তৃষ্ণাই আত্মা'—তাহা যথার্থ নয়। কারণ, তৃষ্ণার উদয়-বিলয় দৃষ্ট হয়। যখন তৃষ্ণার উদয়-বিলয় দৃষ্ট হয়—তখন তাঁর বলা উচিত—'আমার তৃষ্ণার উদয় হয়, বিলয় হয়।' সুতরাং যদি কেহ বলেন, 'তৃষ্ণাই আত্মা', তাহা যথার্থ নয়। এ প্রকারে নাসিকা আত্মা নয়, গন্ধ আত্মা নয়, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান আত্মা নয়, ঘ্রাণসংস্পর্শ আত্মা নয়, বেদনা আত্মা নয়, তৃষ্ণা আত্মা নয়।

যদি কেহ বলেন, 'জিহ্বা আত্মা' তাহা যথার্থ নয়। কারণ জিহ্বার উদয়-বিলয় দৃষ্ট হয়। যখন জিহ্বার উদয়-বিলয় দৃষ্ট হয়, তখন তাঁর বলা উচিত—'আমার আত্মার উদয় হয়, বিলয় হয়।' সুতরাং যদি কেহ বলেন, 'জিহ্বা আত্মা'—তাহা যথার্থ নয়। এ প্রকারে জিহ্বা আত্মা নয়। যদি কেহ বলেন—রস(স্বাদ)ই আত্মা…জিহ্বাবিজ্ঞান আত্মা…জিহ্বাসংস্পর্শ আত্মা…বেদনা আত্মা, তাহা যথার্থ নয়। এ প্রকারে জিহ্বা আত্মা নয়, রস আত্মা নয়, জিহ্বাবিজ্ঞান আত্মা নয়, জিহ্বাসংস্পর্শ আত্মা নয়, বেদনা আত্মা নয়। যদি কেহ বলেন, 'তৃষ্ণাই আত্মা' তাহা যথার্থ নয়, কারণ তৃষ্ণার উদয-বিলয় দৃষ্ট হয়। যখন তৃষ্ণার উদয়-বিলয় দৃষ্ট হয়, তখন তাঁর বলা উচিত,—'আমার তৃষ্ণার উদয হয়, বিলয় হয়।' সুতরাং যদি কেহ বলেন, 'তৃষ্ণাই আত্মা', তাহা যথার্থ নয়। এ প্রকারে জিহ্বা আত্মা নয়, রস আত্মা নয়, জিহ্বাবিজ্ঞান আত্মা নয়, জিহ্বা সংস্পর্শ আত্মা নয, বেদনা আত্মা নয়, তৃষ্ণা আত্মা নয়।

যদি কেহ বলেন, 'দেহই আত্মা', তাহা যথার্থ নয়। কারণ দেহের উদয়-বিলয দৃষ্ট হয়। যখন দেহের উদয়-বিলয় দৃষ্ট হয় তখন তাঁর বলা উচিত, 'আমার আত্মার উদয় হয়, বিলয় হয়।' সুতরাং যদি কেহ বলেন 'দেহই আত্মা', তাহা যথার্থ নয়। এ প্রকারে দেহ আত্মা নয়। যদি কেহ বলেন, স্পৃশ্যই আত্মা…কায়বিজ্ঞান আত্মা…কায়সংস্পর্শ আত্মা…বেদনা আত্মা, তাহা যথার্থ নয়। এ প্রকারে দেহ আত্মা নয়, স্পৃশ্য আত্মা নয়, কায়বিজ্ঞান আত্মা নয়, কায়সংস্পর্শ আত্মা নয়, বেদনা আত্মা নয়। যদি কেহ বলেন, 'তৃষ্ণাই আত্মা', তাহা যথার্থ নয়। কারণ তৃষ্ণার উদয়-বিলয় দৃষ্ট হয়। যখন তৃষ্ণার উদয়-বিলয় দৃষ্ট হয়, তখন তাঁর বলা উচিত—'আমার তৃষ্ণার উদয় হয়, বিলয় হয়।' সুতরাং যদি কেহ বলেন, 'তৃষ্ণাই আত্মা' তাহা যথার্থ নয়। এ প্রকারে দেহ আত্মা নয়, স্পৃশ্য আত্মা নয়, কায়-বিজ্ঞান আত্মা নয়, কায়সংস্পর্শ আত্মা নয়, বেদনা আত্মা নয়, তৃষ্ণা আত্মা নয়।

যদি কেহ বলেন, 'চিত্তই আত্মা' তাহা যথার্থ নয়। কারণ চিত্তের উদয়-বিলয় দৃষ্ট হয়। যখন চিত্তের উদয়-বিলয় দৃষ্ট হয়, তখন তাঁর বলা উচিত, 'আমার চিত্তের উদয় হয়, বিলয় হয়।' সুতরাং যদি কেহ বলেন 'চিত্তই

আত্মা'' তাহা যথার্থ নয়। এ প্রকারে চিত্ত আত্মা নয়। যদি কেহ বলেন, 'ধর্মই আত্মা···চিত্তবিজ্ঞান আত্মা···চিত্তসংস্পর্শ আত্মা · বেদনা আত্মা', তাহা যথার্থ নয়। এ প্রকারে চিত্ত আত্মা নয়, ধর্ম আত্মা নয়, চিত্তবিজ্ঞান আত্মা নয়, চিত্তসংস্পর্শ আত্মা নয়। যদি কেহ বলেন, 'বেদনা আত্মা', তাহা যথার্থ নয়। কারণ বেদনার উদয়-বিলয় দৃষ্ট হয়। যখন বেদনার উদয় বিলয় দৃষ্ট হয়, তখন তাঁর বলা উচিত—'আমার আত্মার উদয় হয়, বিলয় হয়।' সুতরাং যদি কেহ বলেন, 'বেদনা আত্ম' তাহা যথার্থ নয়। সেরূপে চিত্ত আত্মা নয়, ধর্ম আত্মা নয়, চিত্তবিজ্ঞান আত্মা নয়, চিত্তসংস্পর্শ আত্মা নয়, বেদনা আত্মা নয়। যদি কেহ বলেন, 'তৃষ্ণাই আত্মা', তাহা যথার্থ নয়, কারণ তৃষ্ণার উদয়-বিলয় দৃষ্ট হয়। সুতরাং যদি কেহ বলেন, 'তৃষ্ণাই আত্মা'—তাহা যথার্থ নয়। এরূপে চিত্ত আত্মা নয়, ধর্ম আত্মা নয়, চিত্তবিজ্ঞান আত্মা নয়, চিত্তসংস্পর্শ আত্মা নয়, বেদনা আত্মা নয়, তৃষ্ণা আত্মা নয়।

হে ভিক্ষুগণ! দেহকে যেমন কেহ কেহ 'আত্মা' মনে করেন সেরূপ চক্ষু...রূপ···চক্ষুর্বিজ্ঞান···চক্ষুসংস্পর্শ···বেদনা...তৃষ্ণা'; শ্রোত্র···শব্দ...শ্রোত্র বিজ্ঞান···শ্রোত্রসংস্পর্শ···বেদনা···তৃষ্ণা; নাসিকা···গন্ধ···ঘ্রাণবিজ্ঞান··· ঘ্রাণসংস্পর্শ···বেদনা···তৃষ্ণা; জিহ্বা···রস···জিহ্বাবিজ্ঞান···জিহ্বাসংস্পর্শ ···বেদনা···তৃষ্ণা; দেহ···স্পৃশ্য···কায়বিজ্ঞান···কায়-সংস্পর্শ···বেদনা··· তৃষ্ণা; চিত্ত···ধর্ম···চিত্তবিজ্ঞান···চিত্তসংস্পর্শ···বেদনা···তৃষ্ণা সম্বন্ধেও এরূপ ধারণা পোষণ করেন—ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা। হে ভিক্ষুগণ! এমন ব্যক্তিও আছেন—এ সকল সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা এরূপ—ইহা আমার নয়, ইহা আমি নহি, ইহা আমার আত্মা নহে।

হে ভিক্ষুগণ! চক্ষুর সঙ্গে রূপের সংস্পর্শে চক্ষুর্বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এ তিনের সংযোগে উৎপন্ন হয় চক্ষুসংস্পর্শ। চক্ষুসংস্পর্শ দ্বারা যাহা অনুভূত হয় তাহা সুখময়, দুঃখময়, বা ন দুঃখ-নসুখময় হয়। ব্যক্তি সুখময় সংস্পর্শ দ্বারা সংবেদিত হয়ে আনন্দিত হন, উৎফুল্ল হন, তৎপ্রতি প্রতিবদ্ধ হন, অনুরক্ত হন—এরূপ প্রতিবদ্ধতাহেতু তাঁর রাগানুশয় (সুপ্ত আসক্তি) বর্ধিত হয়। ব্যক্তি দুঃখময় বেদনা দ্বারা সংবেদিত হয়ে শোক প্রকাশ করেন, বিলাপ করেন, অনুশোচনা করেন, বক্ষে করাঘাত করেন, বিমূঢ় হন। এরূপ

বিরূপ চিত্তক্রিয়া দ্বারা তাঁর দ্বেষানুশয় (দ্বেষ, হিংসা) বর্ধিত হয়। ব্যক্তি নদুঃখ-নসুখময় বেদনাদ্বারা সংবেদিত হয়ে (ইহার) উৎপত্তি, বিলয়, সুখ-দুঃখ বেদনার অব্যাহতি (মুক্তি) যাহা নিশ্চিত সম্ভব তাহা জ্ঞাত হন না, চিন্তা করেন না। এরূপ অজ্ঞতাহেতু তাঁর মোহানুশয় (অবিদ্যা, মোহান্ধতা) বর্ধিত হয়। এরূপ ব্যক্তি সুখ বেদনার প্রতি রাগানুশয় ত্যাগ না করে, দুঃখ বেদনার প্রতি দ্বেষানুশয় বিনোদন না করে, নদুঃখ-নসুখ বেদনাময় মোহানুশয় নির্মূল না করে, অবিদ্যা পরাভূত না করে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন না করে, এখানে এক্ষণে দুঃখমুক্তিকারক হবেন—এ অবস্থা সম্ভব হতে পারে না।

অনুরূপভাবে শ্রোত্রসংস্পর্শ দ্বারা, ঘ্রাণসংস্পর্শ দ্বারা, জিহ্বাসংস্পর্শ দ্বারা, কায়সংস্পর্শ দ্বারা, চিত্তসংস্পর্শ দ্বারা অনুভূত সুখবেদনা, দুঃখবেদনা, নদুঃখ-নসুখ-বেদনা হেতু যে রাগানুশয়, দ্বেষানুশয়, মোহানুশয় বর্ধিত হয় তাহা নির্মূল না করলে, বিনোদন না করলে, পরাভব না করলে, অবিদ্যা পরাভূত না করলে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন না করলে, এখানে এক্ষণে দুঃখমুক্তিকারক হবেন —এ অবস্থা সম্ভব হতে পারে না।

হে ভিক্ষুগণ! চক্ষুর সঙ্গে রূপের সংস্পর্শে চক্ষুর্বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এ তিনের সংযোগে চক্ষুসংস্পর্শ উৎপন্ন হয়। চক্ষুসংস্পর্শ দ্বারা যাহা অনুভূত হয় তাহা সুখময়, দুঃখময় বা নদুঃখ-নসুখময় হয়। ব্যক্তি সুখময় বেদনা দ্বারা সংবেদিত হয়ে আনন্দিত হন না, উৎফুল্ল হন না, তৎপ্রতি প্রতিবদ্ধ হন না, অনুরক্ত হন না—সেহেতু তাঁর রাগানুশয় বর্ধিত হয় না। ব্যক্তি দুঃখময় বেদনাদ্বারা সংবেদিত হয়ে শোক প্রকাশ করেন না, বিলাপ করেন না, অনুশোচনা করেন না, বক্ষে করাঘাত করেন না, বিমূঢ় হন না তাই তাঁর দ্বেষানুশয় বর্ধিত হয় না। ব্যক্তি নদুঃখ-নসুখ বেদনাদ্বারা সংবেদিত হয়ে (ইহার) উৎপত্তি, বিলয়, সুখ-দুঃখ বেদনার অব্যাহতি (মুক্তি) যাহা নিশ্চিত সম্ভব তাহা জ্ঞাত হন। এরূপ প্রজ্ঞাহেতু তাঁর মোহানুশয় বর্ধিত হয় না। এরূপ ব্যক্তি সুখবেদনার প্রতি রাগানুশয় পোষণ করেন না, দুঃখবেদনার প্রতি দ্বেষানুশয় পোষণ করেন না, নদুঃখ-নসুখ-বেদনার প্রতি মোহানুশয় নির্মূল করেন, অবিদ্যা পরাভূত করেন, প্রজ্ঞা উৎপন্ন করেন সেহেতু তিনি এখানে (এই পৃথিবীতে) এইক্ষণে (জীবিতকালে) দুঃখ-বিমুক্তিকারক হবেন এ অবস্থা সম্ভব হতে পারে।

অনুরূপভাবে ঘ্রাণসংস্পর্শ দ্বারা, জিহ্বাসংস্পর্শ দ্বারা, কায়সংস্পর্শ দ্বারা, চিত্তসংস্পর্শ দ্বারা অনুভূত সুখবেদনা, দুঃখবেদনা, নদুঃখ-নসুখ-বেদনা হেতু যে রাগানুশয়, দ্বেষানুশয়, মোহানুশয় বর্ধিত হয় তার নির্মূল করলে, বিনোদন করলে, পরাভব করলে, অবিদ্যা পরাভূত করলে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন করলে, এখানে, এইক্ষণে দুঃখমুক্তিকারক হবেন—এ অবস্থা সম্ভব হতে পারে।

হে ভিক্ষুগণ! প্রজ্ঞাবান আর্যশ্রাবক এরূপ দর্শন করে চক্ষু, রূপ, চক্ষুর্বিজ্ঞান, চক্ষুসংস্পর্শ, বেদনা ও তৃষ্ণার প্রতি উদাসীন হন অর্থাৎ তৃষ্ণা, দৃষ্টি, মান রহিত হন। অনুরূপভাবে আর্যশ্রাবক শ্রোত্র, নাসিকা, জিহ্বা, কায়, চিত্ত, ধর্ম, চিত্তবিজ্ঞান, চিত্তসংস্পর্শ, বেদনা ও তৃষ্ণার প্রতি উদাসীন হন। এরূপ উদাসীনতা হেতু তিনি অনাসক্ত হন, অনাসক্ত-হেতু বিমুক্ত হন, বিমুক্ত-হেতু বিমুক্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তখন তিনি জ্ঞাত হন—জন্মরোধ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যজীবন পরিসমাপ্ত হয়েছে, করণীয়কর্ম কৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় তাঁর অপর কোন কর্তব্য নাই—তাহা জ্ঞাত হন।

এ দেশনা সমাপ্ত হলে ভিক্ষুগণ প্রসন্নচিত্তে ভগবানের উপদেশ অভিনন্দন করলেন। এই উপদেশ পরিশেষে ষাটজন ভিক্ষুর চিত্ত আস্রব (কামনা, বাসনা, ভ্রান্তি, অবিদ্যা)মুক্ত হল।